لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

قرآن مجيد

কুরআন মজীদ

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা
হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আই ঃ)-এর
পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত

THE HOLY QUR'AN
ARABIC TEXT WITH BENGALI TRANSLATION

First published in Bangla Desh in 1989
Reprinted in Bangla Desh
Present edition printed in India in 2001

© Islam International Publications Limited

Published by :
Nazarat Nashro Isha'at
Sadr Anjuman Ahmadiyya,
Qadian-143516 (Punjab) India

Printed at :
Printwell,
146, Industrial Focal Point,
Amritsar-143001 (Punjab) India

ISBN : 1 85372 676 1

You may contact the following for further information :

1. Ahmadiyya Muslim Jama'at
   4 Bakshi Bazar Road,
   Dhaka-1211, Bangla Desh
2. Ahmadiyya Movement in Islam Inc.
   15000 Good Hope Road, Silver Spring,
   MD 20905, U.S.A.
   Tel. : +301 879 0110
   Fax : +301 879 0115
3. The London Mosque
   16 Gressenhall Road,
   London SW18 5QL, England.
   Tel. : +020 8870 8517
   Fax : +020 8874 4779
4. Ahmadiyya Movement in Islam
   10610 Jane Street, Maple,
   Ontario L6A 1S1, Canada
5. Nazarat Nashro Ishaat
   Qadian, Distt. Gurdaspur,
   Punjab (India)
   Tel. : 91-1872-22870
   Fax : +91-1872-20749
6. Ahmadiyya Muslim Mission
   205 New Park Street,
   Kolkata-17, West Bengal

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

১-সূরা আল্ ফাতেহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②

২ । সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③

৩ । অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ④

৪ । বিচার দিবসের মালিক ।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑤

৫ । আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি ।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑥

৬ । তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর,

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦

৭ । তাহাদের পথে, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ, [৭] কোপগ্রস্তদের (পথে) নহে, এবং পথভ্রষ্টদেরও (পথে) নহে ।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

২-সূরা আল্ বাকারা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৮৭ আয়াত এবং ৪০ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓ ②

২। আলিফ লাম মীম্

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ③

৩। ইহা সেই কামিল (পূর্ণতম) কিতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; যাহা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মুত্তাকীগণের জন্য,

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ④

৪। যাহারা গায়েবের (অদৃশ্যের) উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে;

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ⑤

৫। এবং যাহারা ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার প্রতি নাযেল (অবতীর্ণ) করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑥

৬। ইহারাই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারাই সফলকাম হইবে ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦

৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে — তাহাদিগকে তুমি সর্তক কর বা সতর্ক না কর, ইহা তাহাদের জন্য সমান— তাহারা ঈমান আনিবে না ।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۗ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑧ ع

৮। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় সমূহের উপর এবং কর্ণ সমূহের উপর মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর রহিয়াছে পর্দা এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক মহা আযাব ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ⑨

৯। এবং মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখি'; অথচ তাহারা আদৌ মো'মেন নহে ।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ⑩

১০। তাহারা আল্লাহ্‌কে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ধোকা দিতে চাহে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধোকা দেয় না, বস্তুতঃ তাহারা ইহা বুঝে না ।

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

১১। তাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধিকে আরও বাড়াইয়া দিলেন; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, কারণ তাহারা মিথ্যা বলিয়া আসিতেছিল।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, 'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিও না'; তাহারা বলে 'আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।'

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

১৩। সতর্ক হও! নিশ্চয় তাহারাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা সেইরূপে ঈমান আন যেইরূপে অন্য লোকেরা ঈমান আনিয়াছে'; তাহারা বলে, 'আমরা কি সেইরূপে ঈমান আনিব যেইরূপে নির্বোধ লোকেরা ঈমান আনিয়াছে?' স্মরণ রাখিও! নিশ্চয় তাহারাই নির্বোধ কিন্তু তাহারা জানে না।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং যখন তাহারা ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি;' কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের দল-নেতাদের সহিত নিভৃতে মিলিত হয়, তাহারা বলে, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা শুধু উপহাসকারী।'

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

১৬। আল্লাহ্ তাহাদিগকে (তাহাদের) উপহাসের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশা-হারা হইয়া ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দিবেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

১৭। ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়াতের (পথপ্রাপ্তির) বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের ব্যবসা তাহাদের জন্য লাভজনক হয় নাই, এবং তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্তও হয় নাই।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

১৮। তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে আগুন জ্বালাইল, অতঃপর, যখন উহা তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের জ্যোতিঃ হরণ করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে অন্ধকাররাশির মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন; তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

১৯। তাহারা বধির, মূক (এবং) অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

২০। অথবা মেঘ হইতে বর্ষণরত সেই বৃষ্টি ধারার ন্যায় যাহার মধ্যে অন্ধকাররাশি, বজ্রধ্বনী এবং বিদ্যুৎ-চমক রহিয়াছে; তাহারা বজ্রধ্বনী হেতু মৃত্যু-ভয়ে নিজেদের কর্ণে অঙ্গুলি রাখে, অথচ আল্লাহ্ সকল কাফেরকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾

২১। বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টি শক্তিকে কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়; যখনই উহা তাহাদের উপর চমকায়, তখন তাহারা উহার আলোকে চলিতে থাকে, এবং যখন অন্ধকার তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন তাহারা দাঁড়াইয়া পড়ে, এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তাহাদের শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন) সর্বশক্তিমান।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢١﴾ ع ٢

[১৩] ২ ২

২২। হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ করিয়াছেন, এবং মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তদ্বারা তিনি তোমাদের জন্য রিয্ক স্বরূপ নানাবিধ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করিও না, এমতাবস্থায় যে তোমরা জ্ঞাত আছ।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যদি তোমরা উহার সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা উপস্থাপন কর, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ করিতে না পার— এবং তোমরা কখনও এইরূপ করিতে পারিবে না— তাহা হইলে সেই অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা কর, যাহার ইন্ধন মানুষ এবং প্রস্তরসমূহ, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তুমি সুসংবাদ দাও তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল (সৎকর্ম) করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যাহার তলদেশ দিয়া নহর (স্রোতস্বিনী) সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যখনই উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্কস্বরূপ ফল-ফলাদির কিছু দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে, 'ইহাতো সেই রিয্ক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল,' এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সেখানে পবিত্র জোড়া সমূহ থাকিবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৭। আল্লাহ্ কখনও মশা অথবা উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (বস্তুরও) উপমা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্য, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'এইরূপ উপমা দিয়া আল্লাহ্ কি বুঝাইতে চাহেন ?' ইহার দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে তিনি ইহার দ্বারা হেদায়াত দান করেন, বস্তুতঃ তিনি ইহার দ্বারা দুষ্কৃতিপরায়ণদের ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন না;

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৮। যাহারা আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে, উহা সুদৃঢ় করিবার পর, ভঙ্গ করে এবং যেই সম্পর্ককে অটুট রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৯। তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার করিতে পার ? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে প্রাণ দান করিলেন, আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

৩০। তিনিই তো পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর, তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং উহাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করিলেন; এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞাত।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾ ع

৩ [৯] ৩

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তা-গণকে বলিলেন ,'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি; তাহারা বলিল, 'তুমি কি ইহাতে এমন কাহাকেও নিযুক্ত করিবে যে ইহাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত করিবে ? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ গুণ কীর্তন করিতেছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি।' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না ।'

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ
فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর উহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণের সম্মুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা আমাকে এইগুলির নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।'

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٣﴾

৩৩। তাহারা বলিল, 'তুমি পবিত্র ও মহান ! তুমি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ উহা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই; নিশ্চয় তুমি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ يٰٓأٰدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪। তিনি বলিলেন, 'হে আদম ! তুমি তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দাও'; অতঃপর যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল, তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছি এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর, আমি সবই জানি ?'

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ
أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর'; তখন তাহারা আনুগত্য করিল। কেবল ইবলীস ব্যতিরেকে, সে অমান্য করিল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করিল; বস্তুতঃ সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ।

وَقُلْنَا يٰٓأٰدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا
رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং আমরা বলিলাম, 'হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে বসবাস কর, এবং উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর, কিন্তু এই গাছটির নিকট যাইও না, নচেৎ তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে ।'

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। কিন্তু শয়তান ইহা দ্বারা (উহা হইতে) তাহাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহাদিগকে উহা (অবস্থান) হইতে বহিষ্কৃত করিল যাহাতে তাহারা ছিল এবং আমরা বলিলাম, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও; তোমরা একে অপরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বসবাসের স্থান এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) আছে।'

فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

৩৮। অতঃপর আদম স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে কিছু (দোয়া বিষয়ক) বাক্য শিক্ষালাভ করিল (এবং তদনুযায়ী দোয়া করিল)। ফলে তিনি তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। নিশ্চয় তিনিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। আমরা বলিলাম, 'চলিয়া যাও তোমরা সকলে এখান হইতে। অতঃপর, যদি কখনও তোমাদের নিকট আমার সন্নিধান হইতে হেদায়াত আসে, তখন যাহারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾ ع

৪০। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস করিবে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহারাই আগুনের অধিবাসী; তথায় তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে।

8 [১০] 8

يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾

৪১। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং তোমরা আমার (সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও (তোমাদের সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করিব, এবং আমাকেই ভয় কর।

وَآمِنُوْا بِمَآ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَّإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

৪২। এবং তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমি নাযেল করিয়াছি, যাহা তসদীক্ করে উহার যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, এবং তোমরা ইহার সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী হইও না, এবং আমার আয়াতসমূহকে অল্পমূল্যে বিক্রী করিও না, এবং তোমরা আমারই তাক্ওয়া অবলম্বন কর।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং সত্যকে গোপন করিও না।

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং রুকূ কর রুকূকারীগণের সহিত।

৪৫ । তোমরা কি লোকদিগকে সৎ কাজের উপদেশ দাও এবং নিজদিগকে ভুলিয়া যাও, অথচ তোমরা কিতাব (তওরাত) আবৃত্তি কর? তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না ?

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৬ । এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

৪৭ । যাহারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং অবশ্যই তাহারা তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে ।

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾ ع ৫ [৭] ৫

৪৮ । হে বনী ইস্রাঈল ! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি তোমাদিগকে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম ।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৯ । এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মার বিনিময়ে কোন আত্মা কাজে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন শাফায়াত কবুল করা হইবে না এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণও গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না ।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٨﴾

৫০ । এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের উপর নির্মমভাবে উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত এবং ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ছিল এক মহা পরীক্ষা ।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

৫১ । এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমরা ফেরাউনের দলবলকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় যে, তোমরা (ইহা) প্রত্যক্ষ করিতেছিলে ।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫২ । এবং যখন আমরা মূসার সহিত চল্লিশ রাত্রির ওয়াদা করিয়াছিলাম, তখন তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা (উপাসনার নিমিত্তে) একটি গো-বৎসকে গ্রহণ করিয়াছিলে, এবং তোমরা ছিলে যালেম ।

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তখন আমরা তোমাদিগকে ইহার পরও ক্ষমা করিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা গো-বৎসকে (মাবূদরূপে) গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করিয়াছ, অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর, এবং তোমরা তোমাদের আত্মা (এর কুপ্রবৃত্তি) সমূহকে হত্যা কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সমক্ষে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম হইবে; (যখন তোমরা আদেশ পালন করিলে) তখন তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে; 'হে মূসা! আমরা তোমার উপর আদৌ ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহ্‌কে সামনাসামনি দেখিব,' ফলে বজ্রপাত তোমাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং তোমরা (নিজেদের আচরণের পরিণতি) অবলোকন করিতেছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অতঃপর, আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদিগকে উত্থিত করিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করিলাম এবং আমরা তোমাদের জন্য 'মান্ন' এবং 'সাল্‌ওয়া' নাযেল করিলাম (এবং বলিলাম) 'তোমরা সেই পবিত্র রিয্‌ক হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি।' তাহারা (অবাধ্যতা করিয়া) আমাদের উপর কোন যুলুম করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের উপরই যুলুম করিয়াছিল।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

৫৯। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন আমরা বলিয়াছিলাম, "এই জনপদে প্রবেশ কর এবং উহা হইতে

رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর, এবং (উহার) দ্বারে আনুগত্যের সহিত প্রবেশ কর এবং তোমরা বল, (হে আল্লাহ্ !) 'আমাদের পাপের বোঝা নামাও'। আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব এবং আমরা নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণদিগকে বাড়াইয়া দিব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع

৬০। কিন্তু যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে যে কথা (বলিতে) বলা হইয়াছিল তাহারা উহা বদলাইয়া অন্য কথা বলিল। ফলে যাহারা যুলুম করিয়াছিল আমরা তাহাদের উপর আসমান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিলাম এইজন্য যে তাহারা অবাধ্যতা করিত।

৬ [১৩] ৬

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۭ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۭ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার কওমের জন্য পানি চাহিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটির উপর আঘাত কর;' ইহার ফলে উহার মধ্য হইতে বারটি ঝরণা উদ্গত হইয়া প্রবাহিত হইল, (তখন) প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল, (এবং তাহাদিগকে বলা হইল) 'তোমরা আল্লাহ্‌র রিয্ক হইতে খাও এবং পান কর এবং যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۭ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ۭ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۭ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۣ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ ع

৬২। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে,'হে মূসা ! আমরা একই প্রকার খাদ্যে আদৌ ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য দোয়া কর যেন যমীন যাহা উৎপন্ন করে উহা হইতে তিনি কতক আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন, যথা - উহার শাক্-সব্জী, উহার শসা এবং উহার গম এবং উহার মুসুর এবং উহার পিঁয়াজ। তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করিতে চাহ ?'চলিয়া যাও কোন শহরে, এবং তোমরা যাহা চাহিয়াছ তাহা সেখানে অবশ্যই রহিয়াছে'; এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র অবধারিত করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাহারা আল্লাহ্‌র গযবের পাত্র হইল, ইহা এই জন্য হইল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিত; ইহা এই জন্য যে, তাহারা অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন করিত।

৭ [২] ৭

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ

৬৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টানগণ এবং সাবীগণ — (তাহাদের মধ্যে) যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

এবং নেক আমল (পুণ্য কর্ম) করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট (যথাযোগ্য) পুরস্কার, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪ । এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর সমুচ্চ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম), 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা তোমরা মযবূত ভাবে ধর এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ যেন তোমরা মুত্তাকী হইতে পার ।'

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫ । অতঃপর, তোমরা ইহার (হেদায়াত প্রাপ্তির) পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, অতএব, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে ।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬ । এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সাবাতের বিষয়ে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদের (পরিণাম) সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয় অবগত হইয়াছ। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও ।'

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭ । অতএব, আমরা ইহাকে তাহাদের সমসাময়িক এবং তাহাদের পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছিলাম ।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮ । এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার কওমকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গাভী যবাহ্ করার আদেশ দিতেছেন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদিগকে ঠাট্টার পাত্র পাইয়াছ ?' সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি যাহাতে আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই ।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۚ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯ । তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ ।' সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন একটি গাভী, যাহা বৃদ্ধাও নহে এবং অল্প-বয়স্কাও নহে, বরং ঐ দুই-এর মাঝামাঝি পূর্ণ যৌবনা; সুতরাং তোমাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হইতেছে তাহা পালন কর ।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

৭০ । তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহার রং কি ।' সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা একটি হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শক দিগকে আনন্দ দেয় ।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۗ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧١﴾

৭১। তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ; কারণ আমাদের নিকট সকল গাভী পরস্পর একই রকম মনে হইতেছে এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হইব।'

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۖ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭২। সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গাভী, না উহাকে ভূকর্ষণের জন্য হালে জোতা হইয়াছে, না উহাকে খেতে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে; উহা সুস্থ কায়া, উহাতে কোন দাগ নাই।' তাহারা বলিল, 'তুমি এখন প্রকৃত বিষয় পেশ করিয়াছ।' তখন তাহারা উহাকে যবাহ্ করিল, যদিও
৮ [১০] ৮ তাহারা ইহা করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে, অতঃপর, তোমরা উহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলে, অথচ যাহা তোমরা গোপন করিতেছিলে, আল্লাহ্ উহার উদ্‌ঘাটনকারী ছিলেন।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতঃপর, আমরা বলিলাম, 'এই ঘটনাকে (অপরাপর অনুরূপ) কতক ঘটনাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখ (তাহা হইলে তোমরা প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে),' এই ভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে তিনি নিজ নির্দশনাবলী দেখান যেন তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাও।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫। অতঃপর, তোমাদের হৃদয় ইহার পর কঠিন হইয়া গেল—এমন কি উহা প্রস্তরের ন্যায় বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর, অথচ প্রস্তরের মধ্যে নিশ্চয় কতক এমন আছে যেগুলি হইতে নহর সমূহ নির্গত হয়, এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যখন উহারা বিদীর্ণ হয় তখন উহাদের মধ্য হইতে পানি উৎসারিত হয়। এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে গাফেল নহেন।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬। তোমরা কি আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস আনয়ন করিবে? অথচ তাহাদের মধ্যে একদল এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে এবং উহা বুঝিবার পরও উহাকে বিকৃত করিয়া দেয়, অথচ তাহারা (উহার মন্দ পরিণাম সবিশেষ) অবগত আছে।

৭৭। এবং যখন তাহারা সাক্ষাৎ করে তাহাদের সাথে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি,' এবং যখন তাহারা পরস্পর নিভৃতে সাক্ষাৎ করে, তাহারা বলে, 'তোমরা কি তাহাদিগকে (যাহারা ঈমান আনিয়াছে) ঐ সকল কথা বলিয়া দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ফলে তাহারা এই গুলির সাহায্যে তোমাদের প্রভুর সমীপে তোমাদের সহিত তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না'?

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

৭৮। তাহারা কি জানে না যে, তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবই জানেন?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

৭৯। এবং তাহাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহারা মিথ্যা ধারণা ব্যতীত কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তাহারা কেবল অনুমান করে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৮০। সুতরাং পরিতাপ তাহাদের জন্য যাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখে, অতঃপর তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে,' যাহাতে তাহারা ইহা দ্বারা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিতে পারে; অতঃপর পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহাদের হাত লিখিয়াছে এবং পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহারা অর্জন করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

৮১। এবং তাহারা বলে, 'আগুন আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না কেবল কয়েকদিন ব্যতিরেকে।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার লইয়াছ? তাহা হইলে আল্লাহ্ কখনও তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না, অথবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা এমন কথা বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?'

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮২। হাঁ, যে কেহ মন্দ কর্ম করে এবং তাহার পাপ তাহাকে পরিবেষ্টন করে — তাহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে।

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

৮৩। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে — তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ ع

৯ [১১] ৯

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিবে না, এবং সদয় ব্যবহার করিবে পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত এবং এতীমদের সহিত এবং মিস্কীনদের সহিত, এবং তোমরা লোকের সহিত সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলিবে এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে,' কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে বাকি সকলেই পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া গেলে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলামঃ 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করিবে না এবং নিজ (জাতির লোক) দিগকে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহিষ্কার করিবে না,' এবং তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, এবং তোমরা ইহার সাক্ষ্য দিতেছিলে।

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬। তথাপি তোমরাই সেই লোক যাহারা একে অপরকে হত্যা করিতেছ এবং নিজেদের মধ্য হইতে এক দলকে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পাপ ও যুলুমের মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহাদের আবাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেছ। এবং যদি তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাহাদিগকে মুক্তিপণ দিয়া উদ্ধার করিয়া থাক অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান রাখ এবং অপর অংশকে অস্বীকার কর ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ কার্য করে, পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কি শাস্তি হইতে পারে ? কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তির দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সেই বিষয়ে গাফেল নহেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭। ইহারাই এমন লোক যাহারা পরজীবনের বিনিময়ে ইহজীবনকে ক্রয় করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপর হইতে না শাস্তি লাঘব করা হইবে এবং না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ
وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, এবং তাহার পর পর্যায়ক্রমে তাহার অনুসরণে রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও আমরা সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী দিয়াছিলাম এবং রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম; তবে কি ইহা সত্য নহে যে, যখনই তোমাদের নিকট কোন রসূল এমন শিক্ষা লইয়া আসিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত হয় নাই, তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং তাহাদের কতককে তোমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ ?

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا
مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। তাহারা বলিল, 'আমাদের হৃদয়গুলি পর্দায় আবৃত আছে।' না, বরং তাহাদের অস্বীকারের কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা অল্প ঈমানই রাখে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ
فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এক কিতাব আসিল যাহা উহার তস্‌দীক্ (সত্যায়ন) করে যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে, এবং ইতিপূর্বে তাহারা কাফেরদের উপর বিজয় লাভের প্রার্থনা করিত; অতঃপর, যখন তাহাদের নিকট উহা আসিল যাহা তাহারা (সত্য বলিয়া) চিনিল, তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফেরদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ﴿٩١﴾

৯১। উহা বড়ই নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে — উহা এই যে, আল্লাহ্ যে কালাম নাযেল করিয়াছেন, তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উহাকে অস্বীকার করে এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার প্রতি স্বীয় ফযল নাযেল করেন। সুতরাং তাহারা (আল্লাহ্‌র) ক্রোধের পর ক্রোধভাজন হইল, এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব রহিয়াছে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ
اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ
مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন,' তখন তাহারা বলে,' আমরা উহার উপর ঈমান আনি যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে,' এবং তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা উহার পরে (নাযেল) হইয়াছে, অথচ ইহা পূর্ণ সত্য, তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার ইহা তস্‌দীক্ করে। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যই মুমেন হইতে তাহা হইলে তোমরা ইহার পূর্বে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সমাগত নবীগণকে কেন হত্যা করিতে (চেষ্টারত থাকিতে)?'

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ আসিয়াছিল, তথাপি তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা গো-বৎসকে (মা'বূদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে, বস্তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ۭ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۡ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۭ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উর্ধদেশে সমুচ্চ করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর;' তাহারা বলিল, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং অমান্য করিলাম;' এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ গো-বৎস প্রীতিতে পরিপ্লুত হইয়া গেল। তুমি বল, 'তোমাদের ঈমান তোমাদিগকে যাহার আদেশ দেয় উহা অতি নিকৃষ্ট, যদি তোমরা মুমেন হও।'

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের আবাস অন্য লোককে বাদ দিয়া কেবল মাত্র তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। কিন্তু, তাহাদের হস্তসমূহ অগ্রে যাহা কিছু প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে তাহারা কখনও ইহা (মৃত্যু) কামনা করিবে না এবং যালেমদিগকে আল্লাহ্ উত্তমভাবে জানেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾ ع

৯৭। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সকল লোকের মধ্যে সর্বাধিক আয়ুলোভী পাইবে, এমন কি যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষাও। তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে হাজার বৎসরের আয়ু দান করা হয়, অথচ উহা (দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি) তাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারা যাহাকিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহার সম্যকদ্রষ্টা।

১১ [১০] ১১

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰي قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮। তুমি বল, 'যে ব্যক্তি এই জন্য জিবরাঈলের শত্রু হইয়াছে যে, সে তোমার হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র আদেশে ইহা (কুরআন) নাযেল করিয়াছে, যাহা তাহার পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়নকারী এবং মুমেনদের জন্য হেদায়াত (পথ নির্দেশ) ও সুসংবাদ স্বরূপ।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯। যে কেহ আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণের এবং তাঁহার রসূলগণের এবং জিবরাঈলের এবং মীকাঈলের শত্রু, সেইক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ও কাফেরদের শত্রু।'

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি এবং দুষ্কৃতিপরায়ণরা ব্যতিরেকে কেহ ঐগুলিকে অস্বীকার করে না।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। কী! যখনই তাহারা কোন অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তখনই তাহাদের একদল উহা দূরে নিক্ষেপ করে? বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۘ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاۗءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এমন এক রসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার সত্যায়নকারী, তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে নিজেদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা (ইহা) আদৌ জানে না।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰي مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۤ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰي يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۭ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। এবং তাহারা (ইহুদীগণ) উহার অনুসরণ করিল যাহা সুলায়মানের রাজত্ব কালে বিদ্রোহীরা অবলম্বন করিয়াছিল। বস্তুতঃ সুলায়মান অস্বীকার করে নাই বরং বিদ্রোহীরাই অস্বীকার করিয়াছিল। তাহারা লোকদিগকে প্রতারণামূলক যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত, এবং (দাবী করিত যে তাহারা অনুসরণ করিতেছে) উহাকে (কূটকৌশল) যাহা বাবিল শহরে হারূত এবং মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর নাযেল করা হইয়াছিল, অথচ তাহারা উভয়ই কোন ব্যক্তিকে কিছুই শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা বলিত, 'আমরাতো কেবল (আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে) পরীক্ষা স্বরূপ; অতএব, তুমি কুফরী করিও না।' তদনুযায়ী লোকেরা তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করিত যদ্দ্বারা তাহারা পুরুষ এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দিত, এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত তাহারা উহার দ্বারা কাহারও ক্ষতিসাধন করিত না, পক্ষান্তরে ইহারা (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা) এমন শিক্ষা লাভ করিতেছে যাহা লোকের ক্ষতি সাধন করে এবং তাহাদের কোন উপকার করে না; এবং তাহারা নিশ্চয় জানিয়া লইয়াছে যে, যে কেহ উহা অবলম্বন করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না; এবং উহা অতি জঘন্য যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে; হায়! যদি তাহারা জানিত।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং যদি তাহারা ঈমান আনিত এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নির্ধারিত প্রতিদানই উৎকৃষ্টতর হইত; হায়! তাহারা যদি জানিত।

১২ [৭] ১২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

১০৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! 'তোমরা (নবীকে) 'রায়েনা' বলিও না, বরং 'উনযুরনা' বলিও এবং (তাহার কথা) শুনিও। বস্তুতঃ কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

১০৬। আহলে কিতাবের (কিতাবধারীদের) মধ্য হইতে এবং মুশরেকদের (অংশীবাদীদের) মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা চাহে না যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযেল করা হউক, অথচ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতের জন্য মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭। আমরা যেকোন আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলাইয়া দিই, আমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি; তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ?

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্রই ? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী আছে।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সেই ভাবে প্রশ্ন করিতে চাহ যেভাবে ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ? এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকারের সহিত বদল করিয়া লয়, নিঃসন্দেহে সে সোজা পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

১১০। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে অনেক লোক, যাহাদের উপর সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, তাহাদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষের কারণে, এই আকাঙ্খা করে যেন তোমাদের ঈমান আনার পর তাহারা তোমাদিগকে পুনরায় কাফের বানাইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁহার আদেশ নাযেল করেন তোমরা তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

১১১। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যে কোন উত্তম কাজ অগ্রে প্রেরণ করিবে, উহা তোমরা আল্লাহ্র নিকট পাইবে, তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার সর্বদ্রষ্টা।

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

১১২। এবং তাহারা বলে, 'যাহারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান তাহারা ব্যতিরেকে অন্য কেহ জান্নাতে আদৌ প্রবেশ করিবে না।' ইহা তাহাদের বৃথা আকাংখা মাত্র। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্য-বাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।'

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। না, বরং যে কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেইক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং না তাহাদের উপর কোন ভয় আসিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

১৩ [৯] ১৩

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪। ইহুদীগণ বলে, 'খৃষ্টানগণ কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে' এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'ইহুদীগণ কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,' অথচ তাহারা একই কিতাব পাঠ করে। যাহারা কোন জ্ঞান রাখে না তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। সুতরাং কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়া আসিতেছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম লইতে বাধা দেয়, এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়? তাহাদের জন্য আদৌ সংগত ছিল না যে (আল্লাহ্‌র) ভয়ে ভীত না হইয়া তাহারা ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে।

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য, অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭। এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র। (শুধু তাহাই) নহে, বরং আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার জন্য। সকলই তাঁহার অনুগত।

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

১১৮। তিনি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, 'হও,' অতঃপর উহা হইয়া যায়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯। এবং যাহারা কোন জ্ঞান রাখে না, তাহারা বলে, 'কেন আল্লাহ্ আমাদের সহিত (সরাসরি) কথা বলেন না, অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে না ?' এইরূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়গুলি পরস্পর একইরূপ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় আমরা সর্ব প্রকার নির্দশন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ জাতির জন্য যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١٢٠﴾

১২০। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং তুমি দোযখের অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢١﴾

১২১। এবং ইহুদীগণ কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না এবং খৃষ্টানগণও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহাদের ধর্মের অনুসরণ করিবে। তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত।' এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান আসিয়াছে উহার পরও যদি তুমি তাহাদের কুপ্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমার জন্য না কোন বন্ধু হইবে এবং না কোন সাহায্যকারী।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। যাহাদিগকে আমরা কিতাব (আল্ কুরআন) দান করিয়াছি, তাহারা যথাযথ ভাবে উহা আবৃত্তি ও অনুসরণ করে, তাহারাই ইহার উপর প্রকৃত ঈমান রাখে। এবং যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৪ [৯] ১৪

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি (তৎকালীন) সকল বিশ্ববাসীর উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মার বিনিময়ে অন্য কোন আত্মা কাজে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ কবুল করা হইবে না এবং কোন শাফায়াত তাহার কোন উপকার সাধন করিবে না এবং তাহাদের কোন সাহায্যও করা হইবে না।

وَإِذِ ابْتَلَىٰٓ إِبْرٰهِمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রভু কতিপয় আদেশবাণী দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সে ঐগুলি পূর্ণ করিয়াছিল; তিনি বলিলেন, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি।' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও ?' তিনি বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বর্তিবে না।'

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

১২৬। এবং (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমরা এই গৃহকে (কা'বাকে) মানবজাতির জন্য পুনঃপুনঃ মিলন কেন্দ্র এবং নিরাপদ স্থান করিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'তোমরা মুকামে ইব্রাহীমকে (ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকে) নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ কর।' এবং আমরা ইব্রাহীম এবং ইসমাঈলকে তাকীদ করিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়েই আমার গৃহকে তাওয়াফকারী (প্রদক্ষিণকারী) এবং এ'তেকাফকারী এবং রুকূকারী এবং সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখিও।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! ইহাকে এক নিরাপদ শহর করিও এবং ইহার বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র এবং পরকালের উপর ঈমান রাখিবে তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয্‌ক দান করিও।' তিনি বলিলেন, 'এবং যে অস্বীকার করিবে তাহাকেও আমি কিছুকাল উপভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমি তাহাকে আগুনের আযাবের দিকে যাইতে বাধ্য করিব এবং ইহা কত মন্দ গন্তব্য-স্থান !'

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

১২৮। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এই গৃহের ভিত্তি উঠাইতেছিল (এবং দোয়া করিতেছিল) 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের নিকট হইতে (এই সেবা) গ্রহণ কর; নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী;

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

১২৯। হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার জন্য আত্মসমর্পণকারী কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হইতেও তোমার এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত সৃষ্টি কর, এবং তুমি আমাদিগকে আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন কর; এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর, কারণ তুমিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾

১৩০। হে আমাদের প্রভু! তুমি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য এক রসূল আবির্ভূত কর, যে তাহাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করিবে এবং তাহাদিগকে পূর্ণ কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবে; নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

১৫ [৮] ১৫

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۗ
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ
لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতিরেকে আর কে ইব্‌রাহীমের ধর্ম হইতে বিমুখ হইবে? এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে ইহজগতে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং পরজগতে সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। এবং যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর,' সে বলিল, 'আমি (পূর্বেই) সকল জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি।'

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۗ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং এই বিষয়ে ইব্‌রাহীম নিজ সন্তানদিগকে পূর্ণ তাকীদ করিল এবং ইয়াকুবও, (এই বলিয়া), 'হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় থাকা ব্যতিরেকে আদৌ মৃত্যু বরণ করিবে না।'

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ
لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ ۗ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ
وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের উপর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সে তাহার সন্তানগণকে বলিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কাহার উপাসনা করিবে?' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা উপাসনা করিব তোমার উপাস্যের, তোমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলের এবং ইসহাকের উপাস্যের, এক-অদ্বিতীয় উপাস্যের, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا
كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। ইহা সেই উম্মত, যাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۗ قُلْ بَلْ
مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। এবং তাহারা ইহাও বলে, 'তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে।' তুমি বল, 'নহে, বরং 'তোমরা ইব্‌রাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর যে সত্যনিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিয়া থাকিত, এবং সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى
اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ
وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। তোমরা বল, 'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র উপর এবং যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং যাহা কিছু মূসা এবং ঈসাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা কিছু অন্য সকল নবীগণকে তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল উহার উপরও (ঈমান রাখি)। আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ
تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। অতএব, যদি তাহারা সেইভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছ, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে; কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তাহারা শুধু বিরুদ্ধাচরণে (বদ্ধপরিকর); অতএব, তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তোমার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَّنَحْنُ
لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। (বল তাহাদিগকে) 'আল্লাহ্‌র ধর্মকে আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং ধর্ম (শিক্ষা দেওয়ার) বিষয়ে আল্লাহ্ হইতে উৎকৃষ্টতর কে হইতে পারে? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী।'

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَآ
اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বির্তক করিতেছ, অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু তোমাদেরও প্রভু? আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম এবং আমরা বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহারই অনুরাগী।'

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ
يَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ
ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। তোমরা কি বলিতেছ যে, ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিল? তুমি বল, 'তোমরা কি বেশী জান অথবা আল্লাহ্? এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম কে যে ঐ সাক্ষ্যকে গোপন করে যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহার নিকট রহিয়াছে? এবং তোমরা যাহা আমল কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন।'

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا
كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾ ع

১৪২। ইহা সেই জাতি, যাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছে; তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে, এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত।

২য় পারা

১৪৩। লোকদের মধ্য হইতে নির্বোধেরা অবশ্যই বলিবে, 'তাহাদিগকে তাহাদের কিব্‌লা হইতে, যাহার উপর তাহারা (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিল, কিসে ফিরাইয়া দিল?' তুমি বল, 'পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং এইভাবেই আমরা তোমাদিগকে এক উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যেন তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর তত্ত্বাবধায়ক হও এবং এই রসূল তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হয়। এবং ঐ কিব্‌লাকে যাহার উপর তুমি (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, আমরা শুধু এইজন্য নির্ধারিত করিয়াছিলাম যেন এই রসূলের যে অনুসরণ করে তাহাকে ঐ সকল লোক হইতে (স্বতন্ত্র রূপে) জানিয়া লই যাহারা নিজেদের গোড়ালিতে (উল্টাদিকে) ফিরিয়া যায়। এবং যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়াছেন তাহারা ব্যতিরেকে অন্যদের জন্য ইহা অবশ্যই কঠিন। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিয়া দিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর প্রতি অতি মমতাশীল, পরম দয়াময়।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। অবশ্য আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ আকাশ পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিতেছি, অতএব আমরা নিশ্চয় তোমাকে সেই কিব্‌লার দিকে ফিরাইয়া দিব যাহা তুমি পসন্দ কর। সুতরাং (এখন) তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন, উহার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা ইহা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে প্রেরিত সত্য; এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন।

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। এবং যাহাদিগকে (তোমার পূর্বে) কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তুমি যদি তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন পেশ করিয়া দাও তথাপি তাহারা তোমার কিব্‌লার অনুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের কিব্‌লার অনুসরণ করিতে পার না, এবং তাহাদেরও কেহ অন্যদের কিব্‌লার অনুসরণ করিবে না। এবং যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٦﴾

الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, ইহাকে সেইভাবেই চিনে যেভাবে তাহারা নিজেদের পুত্রদেরকে চিনিয়া থাকে; এবং তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিশ্চয় সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া গোপন করিতেছে।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। এই সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত; সুতরাং তুমি কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১৭ [৬] ১

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রহিয়াছে যাহার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে; সুতরাং (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে) তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আনিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০। এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের (পবিত্র মসজিদ — কা'বার) দিকে ফিরাও কারণ নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য। এবং তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদৌ অসতর্ক নহেন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۚ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। এবং তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও, এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন তোমাদের মুখ উহার দিকে ফিরাও যেন (বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য হইতে) ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা যুলুম করিয়াছে অন্য লোকদের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাড়া না হয়; সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর, এবং যেন আমি আমার নেয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা হেদায়াত পাও।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২। যেভাবে আমরা তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এক রসূল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায় এবং তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত, শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা পূর্বে যাহা জানিতে না, তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, এবং অকৃতজ্ঞ হইও না আমার প্রতি।

১৮ [৫] ২

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব; এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। যাহারা, তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই, এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয়, এবং ইহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম; সুতরাং যে কেহ এই গৃহের হজ্জ করে অথবা উমরাহ্ করে, অতঃপর সে যদি ঐ দুইটির তাওয়াফ্ (প্রদক্ষিণ) করে তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যে কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নেক কাজ করে, তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) আল্লাহ্ নিশ্চয় গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। নিশ্চয় সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও হেদায়াত হইতে আমরা যাহা কিছু নাযেল করিয়াছি, উহাকে এই কিতাবে মানব জাতির জন্য স্পষ্টভাবে আমাদের বর্ণনা করিয়া দেওয়ার পরও যাহারা উহা গোপন করে, তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦١﴾

১৬১। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে এবং (সত্যকে) প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করে—— এই সকল লোকের প্রতিই আমি সদয় দৃষ্টিপাত করিব, এবং আমি পুনঃপুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহারাই এমন লোক যাহাদের উপর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র এবং ফিরিশ্‌তাগণের এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ;

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। তাহারা উহার মধ্যে অবস্থান করিবে, তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। বস্তুতঃ তোমাদের মা'বূদ একমাত্র মা'বূদ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

১৯
১৯]
৩

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন এবং নৌযানসমূহ, যাহা সমুদ্রে এমন দ্রব্যাদি লইয়া বিচরণ করে যাহা মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করে, সেই বারিধারা, যাহা আল্লাহ্ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন, যদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন, ও উহাতে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তার ঘটান, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত মেঘমালায় — অবশ্যই সেই জাতির জন্য নিদর্শনাবলী আছে যাহারা বিচার-বুদ্ধি খাটায়।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। এবং মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁহার সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে, তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে, কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় দৃঢ়তম; এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যদি (আযাব এখনই) প্রত্যক্ষ করিত যেমন তাহারা আযাব (পরে) প্রত্যক্ষ করিবে, (তাহা হইলে তাহারা বুঝিত) যে সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٧﴾

১৬৭। (হায়! তাহারা যদি সেই সময়কে দেখিতে পাইত) যখন অনুসৃতগণ অনুসারীগণের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে।

১৬৮। এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে, 'যদি আমরা একবার ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও তাহাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িতাম; যেভাবে তাহারা (আজ) আমাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।' এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ তাহাদের সমক্ষে মনস্তাপ রূপে দেখাইবেন, এবং তাহারা আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

২০ [৪] ৪

১৬৯। হে মানব মণ্ডলী ! পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে হালাল এবং পবিত্র বস্তু খাও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

১৭০। সে তোমাদিগকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল কার্যের আদেশ দেয়, আরও যে,তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা রচনা করিয়া বল, যাহা তোমরা জান না।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৭১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাহার উপর পাইয়াছি, উহারই অনুসরণ করিব। কী! যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ বুদ্ধিহীন ছিল এবং সঠিকপথে চলিত না, তথাপিও ?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭২। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কেবল ধ্বনি এবং চীৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনে না। তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৭৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্‌র শোক্‌রগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭৪। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন (স্বাভাবিক) মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে) বাধ্য হইয়াছে অথচ সে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী নহে, তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

১৭৫ । নিশ্চয় আল্লাহ্ কিতাব হইতে যাহা নাযেল করিয়াছেন, উহাকে যাহারা গোপন করে, এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, ইহারাই নিজেদের উদরে শুধু অগ্নিই ভক্ষণ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে ।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ
يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

১৭৬ । ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে এবং ক্ষমার বিনিময়ে আযাবকে ক্রয় করিয়াছে, দেখ! অগ্নির উপর তাহারা কতই না ধৈর্যশীল ।

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٦﴾

১৭৭ । ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ্ সত্যসহ এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, এবং যাহারা এই কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা ঘোর শত্রুতায় (লিপ্ত) আছে ।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٧﴾

২৯ [৯] ৫

১৭৮ । ইহা পুণ্যকর্ম নহে যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশ্তাগণ এবং কিতাব সমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে; এবং সে তাঁহারই প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণের এবং বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে, এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যখন তাহারা কোন অঙ্গীকার করে, এবং দারিদ্রে এবং কষ্টে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল থাকে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা নিজদিগকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং ইহারাই প্রকৃত মুত্তাকী।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى
حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۙ
وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى
الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوا ۚ وَالصّٰبِرِينَ
فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিহত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমাদের উপর 'কিসাস' (সমান সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ হইল; স্বাধীন পুরুষদের পরিবর্তে স্বাধীন পুরুষ, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী, কিন্তু যাহার জন্য তাহার (নিহত) ভ্রাতার পক্ষ হইতে (রক্ত-পণের) কিয়দংশ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে (রক্ত-পণের বাকী অংশ উসূল করিবার জন্য) ন্যায়-সংগত নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে, এবং (হত্যাকারীর পক্ষ হইতে) তাহাকে (নিহত ব্যক্তির পক্ষকে) ন্যায্যভাবে (রক্ত-পণের বাকী অংশ) আদায় করিতে হইবে; ইহা হইতেছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে (দণ্ডভার) লাঘব-ব্যবস্থা এবং রহমত, কিন্তু ইহার পর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করিবে তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে ।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ
اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى ۚ فَمَنْ
عُفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ
فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৮০। হে বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য 'কিসাস' গ্রহণের বিধানের মধ্যে জীবন-ব্যবস্থা রহিয়াছে যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮১। তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে সে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাজ করিবার ওসীয়াত করিয়া যাইবে, যাহা মুত্তাকীগণের উপর অবশ্য কর্তব্য।

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾

১৮২। কিন্তু যে ব্যক্তি উহা (ওসীয়াত) শ্রবণ করিবার পর উহাকে পরিবর্তন করিবে, তাহা হইলে উহার অপরাধ তাহাদের উপরই বর্তিবে, যাহারা উহা পরিবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾ ع

১৮৩। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসীর (ওসীয়াতকারীর) পক্ষ হইতে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে এবং সে যদি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২২ [৬] ৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۭ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۭ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাহাদের উপর ফিদিয়া — এক্ মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জানরাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ

১৮৬। রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٦﴾

মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ
لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮। রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয়দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ সমূহে যখন এ'তেকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করিও না। এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ, অতএব তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾ ع

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায় ভাবে গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

২৩ [৬] ৭

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

১৯০। তাহারা তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'ইহা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ণয়ের উপকরণ স্বরূপ।' এবং ইহা উত্তম নেকী নহে যে তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ কর, বরং পূর্ণ পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা গৃহে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

১৯১। এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ ۗ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾

১৯২। এবং যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে (অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদিগকে) পাইবে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছে, কেননা ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং উহার) নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না-যে পর্যন্ত না তাহারা উহাতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহাই কাফেরদের সমুচিত প্রতিফল।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯৩। অতঃপর, তাহারা যদি বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪। এবং তোমরা তাহাদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহ্‌রই জন্য (কায়েম) হয়। অতঃপর, যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে (জানিও যে) কাহারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নাই, কেবল যালেমদের ব্যতিরেকে।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫। পবিত্র মাস (এর অবমাননার প্রতিশোধ) পবিত্র মাসেই, এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর (অবমাননার) জন্য প্রতিশোধ লওয়ার বিধান রহিয়াছে, অতএব কেহ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে তাহা হইলে সে তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করিবে তোমরাও তাহাকে সেই পরিমাণেই অন্যায়ের শাস্তি দিবে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সঙ্গে আছেন।

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

১৯৬। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (জীবন ও ধন) খরচ কর, এবং তোমরা স্বহস্তে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না, এবং তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণগণকে ভালবাসেন।

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

১৯৭। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ এবং উমরাহ্ সুসম্পন্ন কর, অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে যে কোন কুরবানীর পশু, যাহা সহজে পাওয়া যায় (যবহ্ করিও), এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী স্বস্থানে না পৌঁছে তোমরা নিজেদের মাথা মুড়াইও না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা তাহার মাথায় কোন কষ্ট থাকে (এবং এই কারণে সে পূর্বেই মাথা মুড়ায়) তাহা হইলে রোযা অথবা সাদ্‌কাহ অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদিয়া বিধেয় হইবে। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সহিত উমরাহ্‌কে মিলাইয়া উপকার লাভ করিতে চাহে তাহার জন্য সহজলভ্য কুরবানী বিধেয় হইবে। কিন্তু কেহ যদি (কুরবানীর তৌফিক) না পায় তাহা হইলে (তাহার উপর) রোযা বিধেয় হইবে, হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা (নিজ গৃহে) ফিরিয়া আসিবে তখন সাতদিন, এই পূর্ণ দশ (দিন রোযা রাখিতে) হইবে, এই আদেশ তাহার জন্য, যাহার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকট বসবাসকারী নহে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

২৪ [৮] ৮

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

১৯৮। হজ্জের মাস সমূহ সুবিদিত; অতএব, যে কেহ ইহার মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তাহা হইলে হজ্জের মধ্যে না স্ত্রী-গমন, না অপকর্ম এবং না কলহ-বিবাদ করা যাইবে। এবং তোমরা যে কোন পুণ্যকর্ম কর আল্লাহ্ উহা জানেন। এবং তোমরা পাথেয় লইও, স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া হইতেছে সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকসকল! তোমরা একমাত্র আমার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯। তোমাদের জন্য কোন পাপ নহে যে, (হজ্জের দিনগুলিতে) তোমরা নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। কিন্তু যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন সেইভাবে তোমরা তাঁহাকে স্মরণ করিবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা নিশ্চয় পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

২০০। অতঃপর, যেখান হইতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০১। অতঃপর, যখন তোমরা ইবাদতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করার ন্যায়, অথবা তদপেক্ষা অধিকতর স্মরণ কর। এবং লোকদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে এই পৃথিবীতে (সুখ) দাও, বস্তুতঃ তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ হইবে না।'

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০২। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।'

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

২০৩। ইহারা এমন লোক, তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে, উহার দরুন তাহাদের জন্য এক বড় অংশ আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪। এবং তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর; কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনের মধ্যেই (ফিরিয়া যাইতে), তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যদি কেহ বিলম্ব করে, তাহা হইলে তাহার উপরও কোন পাপ বর্তিবে না। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে তাঁহার সমীপে একত্রিত করা হইবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৫। এবং লোকদের মধ্য হইতে কেহ এমনও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তাহার হৃদয়ে যাহা আছে সেই সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে, অথচ সে কলহপরায়ণ লোকের মধ্যে সর্বাধিক কলহ পরায়ণ।

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬। এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিবার এবং ক্ষেত-খামার ও সৃষ্টিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে ভালবাসেন না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٧﴾

২০৭। এবং যখন তাহাকে বলা হয়, 'আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর,' তখন আত্মগরিমা তাহাকে পাপে লিপ্ত করে। সুতরাং তাহার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান; এবং নিশ্চয় উহা অতি মন্দ, আবাসস্থল।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٨﴾

২০৮। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٩﴾

২০৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢١٠﴾

২১০। অতঃপর, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিবার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহা হইলে জানিও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١١﴾ ع

২১১। তাহারা কি কেবল ইহারই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ মেঘের আবরণে তাহাদের নিকট আগমন করুন এবং ফিরিশ্তাগণও, এবং সকল বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দেওয়া হউক? এবং নিশ্চয় সকল বিষয়ই আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

২৫
১৪]
৯

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٢﴾

২১২। তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা তাহাদিগকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নেয়ামতকে, তাহার নিকট উহা আসিবার পর, পরিবর্তন করে, তাহা হইলে (সে যেন জানিয়া রাখে যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٣﴾

২১৩। যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে পার্থিব জীবন সুন্দর করিয়া দেখানো হয়, এবং তাহারা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যাহারা ঈমান আনে। বস্তুতঃ যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহারা কেয়ামতের দিন তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকিবে; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন অগণিত রিয্ক প্রদান করেন।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٤﴾

২১৪। মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিল; অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত সত্য সম্বলিত কিতাব নাযেল করিলেন যেন তিনি মানবজাতির মধ্যে সেই বিষয় মীমাংসা করেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল তাহারাই, যাহাদিগকে ইহা (কিতাব) দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসিবার পর পরস্পর বিদ্রোহ করিয়া ইহার সম্বন্ধে মতভেদ করিল। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, আল্লাহ্ নিজ আদেশে তাহাদিগকে ঐ সত্যের পথে পরিচালিত করিলেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা (অস্বীকারকারীরা) মতভেদ করিয়াছিল; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿٢١٥﴾

২১৫। তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথচ তোমাদের উপর এখনও তাহাদের অবস্থা আসে নাই যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে? অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভীত-কম্পিত করা হইয়াছিল, এমনকি রসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, 'কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে?' স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٦﴾

২১৬। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কি খরচ করিবে? তুমি বল, 'উত্তম ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম এবং মিস্‌কীন এবং মুসাফিরগণের জন্য হইবে। এবং তোমরা যে কোন নেক কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তম জানেন।'

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٧﴾ ع

২১৭। তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল এমতাবস্থায় যে, উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, কিন্তু ইহা খুব সম্ভব যে, তোমরা কোন বস্তুকে ঘৃণা কর, অথচ উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; এবং ইহাও সম্ভব যে, তোমরা কোন জিনিষকে ভালবাস, অথচ উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

২৬ [৬] ১০

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ

২১৮। তাহারা তোমাকে পবিত্রমাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা এবং মসজিদুল হারাম হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং উহার অধিবাসীকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বাধিক অন্যায়; এবং ফিৎনা

اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۚ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। যদি তাহাদের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইত। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ নিজ দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যাইবে সে যেন স্মরণ রাখে যে, ইহারাই এমন লোক যাহাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হইবে। এবং ইহারা আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৯। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে এবং জেহাদ করে, ইহারাই আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

২২০। তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ (এবং ক্ষতি) আছে, এবং মানুষের জন্য উহাদের মধ্যে অল্প কিছু উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ (ও ক্ষতি) উহাদের উপকার অপেক্ষা গুরুতর।' এবং তাহারা তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কি খরচ করিবে, তুমি বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত;' এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর —

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

২২১। ইহকাল সম্পর্কে এবং পরকাল সম্পর্কে। এবং তাহারা তোমাকে এতীমদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তাহাদের কল্যাণার্থে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ। এবং তোমরা যদি তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাক, তাহা হইলে তাহারা তোমাদেরই ভাই। এবং আল্লাহ্ ফাসাদকারীকে সংশোধনকারীর মোকাবেলায় ভাল জানেন। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকেও কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ

২২২। এবং তোমরা মোশরেক নারীগণকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না, বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাসী একজন মোশরেক মহিলা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম। যদিও সে (তাহার সৌন্দর্য দ্বারা) তোমাদিগকে মুগ্ধ করুক না কেন। এবং মোশরেক পুরুষগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনে, তাহাদের সহিত (মো'মেন নারীগণের) বিবাহ দিও না; বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাস একজন মোশরেক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম, যদিও সে

তোমাদিগকে মুগ্ধ করুক না কেন। ইহারা তোমাদিগকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, এবং আল্লাহ্ নিজ আদেশ দ্বারা (তোমাদিগকে) জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। এবং তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য নিজ নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

২২৩। এবং তাহারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'ইহা এক অনিষ্টকর বিষয়, সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট হইতে পৃথক থাক, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা পবিত্র হয় তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না। সুতরাং যখন তাহারা পবিত্র হয় তখন তোমরা তাহাদের নিকট সেইভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীগণকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীগণকেও ভালবাসেন।'

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

২২৪। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, সুতরাং তোমরা যখন যেভাবে চাহ তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর, এবং তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্রে প্রেরণ কর, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এবং তুমি মো'মেনগণকে সুসংবাদ দাও।

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

২২৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌কে (প্রতিবন্ধকরূপে) লক্ষ্যস্থল করিও না—তোমাদের পুণ্যকর্ম করার এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করার এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২৬। আল্লাহ্ তোমাদের বৃথা শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৭। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে (তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হওয়ার) শপথ করে, তাহাদের জন্য অপেক্ষার সময় চার মাস (বিধেয়) হইবে; অতঃপর, যদি তাহারা (এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে) প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

২৭ [৫] ১১

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৮। এবং যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ ع ٢٨ ١٢

২২৯। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে, এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহা হইলে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভাশয়ে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ হইবে না, এবং তাহাদের স্বামীগণ ইহার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) পুনরায় গ্রহণ করার সমধিক হকদার হইবে যদি তাহারা আপোস মীমাংসা করিতে চাহে। এবং ন্যায়সংগতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে যেরূপে কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের (এক প্রকার) প্রাধান্য আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮ [৭] ১২

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

২৩০। এইরূপ তালাক্ দুইবার (ঘোষিত) হইতে পারে; অতঃপর, (স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে রাখিতে হইবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে। এবং তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু (ফেরৎ) গ্রহণ করা বৈধ হইবে না যাহা তোমরা তাহাদিগকে দিয়াছ, কেবল সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন তাহারা উভয়ে আশংকা করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর, তোমরা যদি আশংকা কর যে তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) দুইজন আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই পাপ হইবে না যদি স্ত্রী মুক্তিপণ হিসাবে কিছু দিয়া দেয়। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমা, সুতরাং তোমরা উহা লংঘন করিও না; এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লংঘন করে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই যালেম।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

২৩১। অতঃপর, যদি সে স্ত্রীকে (উক্ত দুই তালাকের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর তৃতীয়) তালাক দেয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রী ইহার পর তাহার জন্য হালাল হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপর স্বামীকে বিবাহ করিবে, ইহার পর সেও যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে তাহাদের দুইজনের পুনরায় প্রত্যাবর্তন করায় কোন পাপ হইবে না, যদি তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমা, যাহা তিনি জ্ঞানীগণের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক্ দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে, তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়সংগত ভাবে রাখ অথবা ন্যায়সংগতভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া আটকাইয়া রাখিও না, যাহাতে তোমরা (তাহাদের উপর) অত্যাচার করিতে পার। এবং যে এইরূপ করে সে নিজের আত্মার উপরই যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহকে উপহাসের ক্ষেত্র করিও না; এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং উহাকে, যাহা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন— কিতাব এবং প্রজ্ঞা, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

২৯ [৩] ১৩

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

২৩৩। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক্ দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে তখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদের সহিত বিবাহ করিতে বাধা দিও না যদি তাহারা ন্যায়সংগতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। এই আদেশ দ্বারা তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে। ইহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বরকত পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র; বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

২৩৪। এবং মাতাগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য পান করাইবে, (এই বিধান) তাহার জন্য যে স্তন্য দানের কাল পূর্ণ করিতে চাহে। এবং যাহার সন্তান, তাহার উপর ন্যায়সংগতভাবে তাহাদের খাদ্য ও তাহাদের বস্ত্রের দায়িত্বভার ন্যস্ত। কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করা যায় না। কোন মাতাকে যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয়, এবং কোন পিতাকেও যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয় এবং ওয়ারিসগণের উপরও এইরূপই কর্তব্য। এবং যদি তাহারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে স্তন্য পান বন্ধ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদিগকে (অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা) স্তন্য পান করাইতে চাহ, তাহা হইলেও তোমাদের কোন পাপ হইবে না, যদি তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তোমাদের ধার্যকৃত পারিশ্রমিক দিয়া দাও। এবং

তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।

২৩৫। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা যেন নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তাহারা ন্যায়সংগতভাবে নিজেদের জন্য যাহা কিছু করিবে উহার জন্য তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ সেই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৬। এবং তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দাও, অথবা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে স্মরণ করিবে। কিন্তু তাহাদের সহিত তোমরা গোপনে কোন চুক্তি করিও না, ইহা ছাড়া যে, তোমরা কেবল কোন ন্যায়সংগত কথা বল। এবং যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল উহার পূর্ণতায় পৌঁছে, তোমরা বিবাহ বন্ধনের পাকা সংকল্প করিও না। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন, অতএব তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে সতর্ক হও। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

৩০ [৪] ১৪

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ
وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا
مَّعْرُوْفًا وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٦﴾ ع

২৩৭। তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐ সময়েও তালাক দাও যখন তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য কর নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে উপকার স্বরূপ কিছু দিও বিত্তবানের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী—ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। ইহা সৎকর্মশীলগণের কর্তব্য।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ
اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ
قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٧﴾

২৩৮। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দাও এবং তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ উহার অর্ধেক (তাহাদিগকে) দিতে হইবে, যদি না তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয় যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন (এর ভার) রহিয়াছে। এবং তোমাদের ক্ষমা করা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিতসাধন করিতে ভুলিও না। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় সম্যক দ্রষ্টা।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ
يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَ
اَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٨﴾

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৯। তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের সংরক্ষণ কর, এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٤٠﴾

২৪০। তবে যদি তোমরা আশংকা কর তাহা হইলে (নামায আদায় কর) পায়ে চলা অথবা আরোহণ অবস্থাতেই, অতঃপর, যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤١﴾

২৪১। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা (ওয়ারিসগণকে) তাহাদের স্ত্রীগণের জন্য ওসীয়্যত করিয়া যাইবে যে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া এক বৎসর পর্যন্ত ভরণপোষন দিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা স্বেচ্ছায় চলিয়া যায় তাহা হইলে ন্যায়সংগতভাবে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উহাতে তোমাদের কোন পাপ হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৪২। এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দান করিতে হইবে—ইহা মুত্তাকীগণের উপর বাধ্যকর।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٣﴾ ع ١٥

২৪৩। এই ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

৩১ [৭] ১৫

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۗ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٤﴾

২৪৪। তোমার নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই যাহারা সংখ্যায় হাজার হাজার হইয়াও মৃত্যু ভয়ে নিজেদের গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল? ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মর তোমরা'; অতঃপর, তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٥﴾

২৪৫। এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৬। কে এমন আছে যে আল্লাহ্‌কে নিজ ধন-সম্পদ হইতে উত্তম ঋণ দিবে যেন তিনি উহাকে তাহার জন্য বহু গুণে বাড়াইয়া দেন? এবং আল্লাহ্ ধন-সম্পদ গ্রহণ করেন এবং বাড়াইয়া থাকেন, এবং তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

২৪৭। তুমি কি বনী ইসরাঈলের ঐ সকল প্রধানের বিষয় অবগত হও নাই যাহারা মূসার পরে গত হইয়াছে, যখন তাহারা তাহাদের এক নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য কোন বাদ্‌শাহ নিযুক্ত করিয়া দাও যেন আমরা (তাহার অধীন হইয়া) আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতে পারি ?' সে বলিল, 'এমনতো হইবে না যে তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইলে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না ?' তাহারা বলিল, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিব না, অথচ আমাদিগকে আমাদের গৃহ হইতে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে ?' কিন্তু যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে সবিশেষ জানেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ
مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٧﴾

২৪৮। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে বাদ্‌শাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'সে কি প্রকারে আমাদের উপর হুকূমত লাভ করিতে পারে, অথচ তাহার চাইতে আমরা হুকূমতের বেশী হক্‌দার, এবং তাহাকে এমন কিছু আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয় নাই ?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের উপর মনোনীত করিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে এবং দৈহিক বলে অধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাঁহার শাসনক্ষমতা দান করেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ
مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ
قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٨﴾

২৪৯। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় তাহার শাসনক্ষমতার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট এক তাবূত আসিবে যাহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে মনের প্রশান্তি থাকিবে এবং মূসার বংশধরগণ এবং হারূনের বংশধরগণ যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে উহার উত্তম অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফিরিশ্‌তাগণ উহা বহন করিবে। যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক তাহা হইলে ইহাতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।'

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ
التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ
فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٩﴾ ع

৩২ ১৬

২৫০। অতঃপর, যখন, তালূত সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। অতএব, যে কেহ উহা হইতে পানি পান করিবে সে আমার মধ্য হইতে নহে, এবং যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না, নিশ্চয় সে আমার মধ্য হইতে হইবে, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তাহার হস্ত দ্বারা এক অঞ্জলী পানি পান করিবে (সে-ও আমারই মধ্য হইতে হইবে); অতঃপর,

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ
بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ
يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ
فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ

بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾

তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত বাকী সকলেই উহা হইতে পান করিল। এবং যখন সে স্বয়ং এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নদী অতিক্রম করিল, তখন তাহারা বলিল, 'আজ আমাদের মধ্যে জালূত এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত মোকাবেলা করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই।' কিন্তু যাহারা বিশ্বাস রাখিত যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহারা বলিল, 'কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে; এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন ।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥١﴾

২৫১ । অতঃপর, যখন তাহারা জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইল, তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর ধৈর্য-শক্তি বর্ষণ কর এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর ।'

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২ । অতএব, আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহারা উহাদিগকে পরাস্ত করিল, এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল, এবং আল্লাহ্ তাহাকে হুকুমত ও হিক্‌মত দান করিলেন এবং তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। এবং আল্লাহ্ যদি মানব জাতিকে তাহাদের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী ফাসাদপূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ সকল জগদ্বাসীর উপর অতীব অনুগ্রহশীল ।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٣﴾

২৫৩ । এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যাহা আমরা সত্যসহ তোমার নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছি, এবং নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্যতম ।

৩য় পারা

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ

২৫৪ । এই রসূলগণ— যাহাদের মধ্য হইতে আমরা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি—তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ্ বাক্যালাপ করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। এবং আমরা ঈসা ইব্‌নে মরিয়মকে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ দিয়াছিলাম এবং রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তি দান করিয়াছিলাম। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছে তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ

اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ
ع وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

সমাগত হওয়ার পর তাহারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিত না, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিল। ফলে তাহাদের মধ্যে কতক লোক ঈমান আনিল এবং তাহাদের মধ্যে কতক লোক অস্বীকার করিল। এবং আল্লাহ্ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করিত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই তিনি করেন ।

৩৩ [৫] ১

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ
وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

২৫৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! আমরা তোমাদিগকে যে রিয্ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফায়াত (সুপারিশ) চলিবে না; বস্তুতঃ কাফেরগণই যালেম ।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ
وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ
ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ

২৫৬ । আল্লাহ্— তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী- স্থিতিদাতা; না তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং না নিদ্রা। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহাকিছু পৃথিবীতে আছে, সবই তাঁহার। কে আছে যে তাঁহার অনুমতি ব্যাতরেকে তাঁহার নিকট শাফায়াত (সুপারিশ) করিতে পারে ? তাহাদের সম্মুখে যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন; তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না, কেবল তাহা ব্যতীত যাহা তিনি চাহেন। তাঁহার জ্ঞান ও শাসনক্ষমতা আকাশ সমূহকে ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না, বস্তুতঃ তিনি অতি উচ্চ, মহিমান্বিত ।

عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ
وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ
فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৭ । ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মযবূত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى
النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
ع النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৮ । আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনে; তিনি তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনেন, এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাগুত' তাহাদের অভিভাবক, তাহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অন্ধকাররাশির দিকে লইয়া যায়। এই সকল লোকই অগ্নির অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে ।

৩৪ [৪] ২

২৫৯। তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে ইব্‌রাহীমের সহিত তাহার প্রভু সম্বন্ধে এই কারণে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ তাহাকে শাসনক্ষমতা দিয়াছিলেন? যখন ইব্‌রাহীম বলিল: 'তিনি আমার প্রভু, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন'। সে বলিল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দিই।' ইব্‌রাহীম বলিল, 'বেশ কথা আল্লাহ্‌তো সূর্যকে পূর্বদিক হইতে লইয়া আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে লইয়া আস দেখি।' ইহাতে যে অবিশ্বাস করিয়াছিল সে হতভম্ব হইয়া গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ
اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ
قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵۹﴾

২৬০। অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় (তুমি কাহাকেও কি লক্ষ্য করিয়াছ ?) যে এমন এক শহরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল যাহার ছাদসমূহ ধ্বসিয়া ভূপাতিত হইয়াছিল (এই দৃশ্য দেখিয়া) সে বলিল, 'ইহার ধ্বংসের পর আল্লাহ্ কখন ইহাকে পুনরুজ্জীবন দান করিবেন ?' ইহাতে আল্লাহ্ তাহাকে একশত বৎসরের জন্য মৃত্যু দিলেন; অতঃপর, তিনি তাহাকে পুনরুত্থিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি (এই অবস্থায়) কত কাল ছিলে ? সে বলিল, 'একদিন বা এক দিনের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, (ইহাও ঠিক), বরং তুমি এই অবস্থায় একশত বৎসর ছিলে (ইহাও ঠিক); তুমি তোমার খাদ্য দ্রব্যের এবং পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, ঐগুলি পচে নাই, এবং তুমি তোমার গর্দভের প্রতিও লক্ষ্য কর।' এবং আমরা (এইরূপ এই জন্য করিয়াছি) যেন তোমাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন করিতে পারি। এবং তুমি অস্থিগুলির প্রতিও লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা উহাদিগকে সংযোজিত করি, অতঃপর, আমরা উহাদিগকে মাংসের আবরণ পরিধান করাই।' অতঃপর, যখন প্রকৃত তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল, তখন সে বলিল, 'আমি জানি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।'

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى
عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ
مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ
وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ ۚ وَانْظُرْ اِلَى
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶۰﴾

২৬১। এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনাকেও) যখন ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে দেখাও, কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি ঈমান আন নাই ? ' সে বলিল, 'হাঁ, (ঈমান অবশ্যই আনিয়াছি,) কিন্তু (প্রশ্ন এই জন্য করিয়াছি) যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ
اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ قَالَ

فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

করিতে পারে।' তিনি বলিলেন, 'তুমি চারিটি পাখী লও এবং উহাদিগকে নিজের প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর, তুমি উহাদের মধ্য হইতে এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও, তারপর উহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে।' এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

১৫ ৩] ৩

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬২। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

২৬৩। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর, তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া বেড়ায় না; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَاۤ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৪। ন্যায়সংগত কথা এবং ক্ষমা সেই দান হইতে উত্তম যাহার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, পরম সহিষ্ণু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

২৬৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়া এবং কষ্ট দিয়া নিজেদের দান সমূহকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করিও না যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না। তাহার উপমা ঐ মসৃণ-শক্ত প্রস্তরের অবস্থার ন্যায়, যাহার উপর অল্প মাটি পড়িয়া আছে, অতঃপর, উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং উহাকে পরিষ্কার শক্ত প্রস্তররূপেই রাখিয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করে উহার কোন অংশই তাহারা রক্ষা করিতে পারে না। বস্তুত কাফের জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়াত দেন না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

২৬৬। এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি উহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহাকিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

২৬৭। তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা চাহে যে, তাহার জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকুক, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকে, উহাতে তাহার জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকে, অতঃপর তাহাকে বার্ধক্য আসিয়া আক্রমণ করে এবং তাহার দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে; এমন সময় সেই বাগানের উপর দিয়া এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড় বহিয়া যায়, ফলে উহা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়? এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা করিয়া কাজ কর।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

৩৬ [৬] ৪

২৬৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর, এবং উহা হইতেও যাহা আমরা তোমাদের জন্য যমীন হইতে উৎপন্ন করি; এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করিও না, যাহা হইতে তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করিয়া আদৌ উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহ। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৯। শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদিগকে অশ্লীলতার আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা এবং ফযলের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ
يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৭০। তিনি যাহাকে চাহেন হিকমত প্রদান করেন, এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাহাকে প্রভূত কল্যাণ প্রদান করা হয়; প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

২৭১। এবং যাহাকিছু তোমরা খরচ কর অথবা যাহাকিছু তোমরা মানত কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা জানেন; এবং যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

২৭২। যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ দান কর, তাহা হইলে ইহাও খুব ভাল; এবং যদি তোমরা উহা গোপনে দান কর এবং উহা দরিদ্রগণকে দাও, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, এবং তিনি (ইহার কারণে) তোমাদের অনেক অনিষ্ট তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। এবং তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ
تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

২৭৩। তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত নহে, বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা খরচ কর উহা তোমাদেরই আত্মার কল্যাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করিয়া থাক, এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۗ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

২৭৪। (উপরোক্ত দান সমূহ) ঐ অভাবীগণের জন্য যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে (অন্যান্য কাজ হইতে) এমনভাবে আবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করিতে পারে না। (তাহারা সাহায্য) চাওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাহাদিগকে ধনী মনে করে। তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে; তাহারা মানুষের নিকট নাছোড়বান্দা হইয়া কিছু চাহে না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ হইতে যাহা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

৩৭ [৭] ৫

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৭৫। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৭৬। যাহারা সুদ খায় তাহারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাহাকে শয়তান সংস্পর্শে আনিয়া জ্ঞান-বুদ্ধি হারা করিয়া ফেলে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন। সুতরাং যাহার নিকট তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহা হইলে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহারই এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত। এবং যাহারা পুনরায় ইহা করিবে, তাহারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হইবে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

২৭৭। আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন কাফের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾

২৭৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তোমরা সুদের যাহাকিছু বকেয়া আছে উহা ছাড়িয়া দাও।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

২৮০। এবং যদি তোমরা ইহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রহিয়াছে; (এইরূপে) তোমরা কাহারও উপর যুলুম করিবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হইবে না।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮১। এবং যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হইবে, আর তোমাদের দান করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

২৮২। এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে; অতঃপর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের উপর যুলুম করা হইবে না।

৩৮ [৮] ৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا

২৮৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়া দেয়, এবং লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, অতএব সে যেন লিখে; এবং যাহার উপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, এবং তাহার প্রভু আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, এবং উহার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে। কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার অভিভাবক যেন ন্যায়সংগতভাবে (বিষয়বস্তু) লেখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে দুই জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তাহা হইলে উপস্থিত দর্শকগণের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পসন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক (সাক্ষী

الْأُخْرٰى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْئَمُوْٓا
أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلٰٓى أَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنٰٓى أَلَّا تَرْتَابُوْٓا إِلَّآ أَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَأَشْهِدُوْٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهٗ فُسُوْقٌ
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمٌ ۝

থাকিবে), এই জন্য যে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলিয়া যায় তাহা হইলে অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয় তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে; এবং লেন-দেন ছোট হউক বা বড় হউক তোমরা উহাকে মিয়াদসহ লিখিতে অবহেলা করিও না। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ন্যায়সংগত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সমধিক নিকটবর্তী পন্থা যাহাতে তোমরা সন্দেহে না পড়; কিন্তু যদি নগদ কারবার হয় যাহাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় কর, এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার কোন লেখা-পড়া না করিলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও; এবং লেখক ও সাক্ষী কাহাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের অবাধ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ
مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
عَلِيْمٌ ۝ ع ٣٩

২৮৪। এবং যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তাহা হইলে দখলসহ কোন বস্তু বন্ধক রাখা বিধেয়। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যের নিকট কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখে তাহা হইলে যাহার নিকট আমানত রাখা হইয়াছিল সে যেন তাহার আমানত প্রত্যর্পণ করে; এবং স্বীয় প্রভু আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন করিও না; এবং যে কেহ উহা গোপন করে নিশ্চয় সে এমন মানুষ যাহার অন্তর পাপী। এবং তোমরা যে কাজকর্ম কর তদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী।

৩ [৮] ৭

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوْا
مَا فِيْٓ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۝

২৮৫। যাহাকিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যাহাকিছু ভূমণ্ডলে আছে সবই আল্লাহ্‌র; তোমাদের অন্তরে যাহাকিছু আছে, যদি তাহা তোমরা প্রকাশ কর বা তাহা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন; অতঃপর, তিনি যাহাকে চাহিবেন ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

২৮৬। এই রসূল স্বয়ং ঈমান রাখে উহার উপর যাহা তাহার প্রতি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং অপরাপর মো'মেনগণও; তাহারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তা এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান রাখে; (এবং তাহারা বলে) 'আমরা তাঁহার রসূলগণের কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য করি না,' এবং তাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আমরা আনুগত্য করিলাম; হে আমাদের প্রভু ! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন।'

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ع

২৮৭। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত (কষ্টকর) দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। সে যাহা ভাল উপার্জন করিবে উহা তাহারই জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যাহা মন্দ-উপার্জন করিবে উহা তাহারই বিপক্ষে যাইবে। 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না যদি আমরা ভুলিয়া যাই অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি করি; হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করিও না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলে। হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাইও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই; তুমি আমাদিগকে মার্জনা কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং তুমি আমাদের উপর রহম কর, (কারণ) তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর'।

৪০ [৩] ৮

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ

৩-সূরা আ লে 'ইমরান

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০১ আয়াত এবং ২০ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓ ②

২। আলিফ লাম মীম্

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ③

৩। আল্লাহ (সেই সত্তা), যিনি ব্যাতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী -স্থিতিদাতা

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ④

৪। তিনি সত্যসহ তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, উহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া যাহা ইহার পূর্বে (আসিয়া) ছিল; এবং তিনি ইহার পূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তওরাত ও ইন্‌জীল নাযেল করিয়াছিলেন; এবং তিনি ফুরকান নাযেল করিয়াছেন ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ⑤

৫। যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে । এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ⑥

৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ (সেই সত্তা), যাহার নিকট হইতে কোন বস্তুই গোপন নহে, না পৃথিবীতে এবং না আকাশে।

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑦

৭। তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে চাহেন তোমাদিগকে আকৃতি দান করেন; তিনি ব্যাতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ

৮। তিনিই, তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট-দ্ব্যর্থহীন, যেগুলি এই কিতাবের মূল; এবং অন্যগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক

قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧

(এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাহী), কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক ; অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্, এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগণ; তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সমাগত। বস্তুতঃ ধীমান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨

৯। 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা;

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝٩ ع

১০। হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় তুমি মানব জাতিকে সেইদিন একত্রিত করিবে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আল্লাহ্ (নিজ) প্রতিশ্রুতিকে আদৌ ভঙ্গ করেন না।'

১ [১০] ৯

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝١١

১১। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে— তাহাদের ধন-সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কখনও তাহাদের কোন কাজে আসিবে না; এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝١٢

১২। (তাহাদের আচরণ) ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচরণের অনুরূপ; তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদের পাপ সমূহের দরুন তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٣

১৩। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে তুমি বল, 'অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান।'

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۭ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ

১৪। ঐ দুই দলের মধ্যে, যাহারা পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক নিদর্শন ছিল; একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতেছিল এবং অপর দল কাফের ছিল;

الْعَيْنِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

যাহাদিগকে তাহারা (নিজেদের) চোখের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল । এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিদান করেন । নিশ্চয় ইহার মধ্যে দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রহিয়াছে ।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

১৫ । মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা, রমনীগণের, সন্তান-সন্ততির, স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গৃহপালিত পশুসমূহের এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই গুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী; কিন্তু আল্লাহ্ তিনি, যাঁহার নিকট উত্তম আবাসস্থল আছে ।

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৬ । তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তুর সংবাদ দিব ?' যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট রহিয়াছে জান্নাতসমূহ, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় বাস করিবে এবং (তোমাদের জন্য সেখানে) পবিত্র জোড়া সমূহ এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সন্তুষ্টি (নির্ধারিত) আছে । এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণ সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা ।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৭ । যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি; অতএব, তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর, এবং আগুনের আযাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর;

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৮ । যাহারা ধৈর্যশীল, এবং সত্যবাদী, এবং অনুগত, এবং (আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ) ব্যয়কারী এবং রাত্রির শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ।'

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৯ । আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই—এবং ফিরিশ্তাগণও এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়ের উপর কায়েম হইয়া (এই সাক্ষ্য দেয়); তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

২০ । নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ দীন । এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরই পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাহারা মতভেদ করিল । এবং যে কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

২১। কিন্তু যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্ক করে তাহা হইলে তুমি বল,'আমি আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও।' এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে এবং উম্মী দিগকে বল,'তোমরাও কি আত্মসমর্পন করিয়াছ ?' অতঃপর, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে, এবং যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমার কর্তব্য কেবল (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া। এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণের সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

২ [১১] ১০

২২। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিতে চাহে এবং লোকদের মধ্য হইতে যাহারা ন্যায় বিচারের আদেশ দেয় তাহাদিগকেও হত্যা করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

২৩। তাহারাই সেই সকল লোক যাহাদের কর্ম সমূহ ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী হইবে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

২৪। যাহাদিগকে কিতাবের একাংশ দেওয়া হইয়াছিল, তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই ? (যখন) তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় যেন ইহা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

২৫। ইহা এই জন্য যে, তাহারা বলে, 'নির্দিষ্ট কতক দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না।' এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিয়া আসিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৬। অতএব, যখন আমরা তাহাদিগকে সেই দিন একত্রিত করিব যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই তখন অবস্থা কেমন হইবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে অর্জন করিবে উহার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদের উপর কিছু মাত্র যুলুম করা হইবে না ?

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৭। তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্ ! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও; এবং যাহাকে চাহ ইজ্জত দান কর এবং যাহাকে চাহ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن

تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٧﴾

লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হস্তে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾

২৮। তুমি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট কর; এবং তুমি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির কর এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির কর। এবং যাহাকে চাহ তুমি বেহিসাব রিয্ক দান কর।'

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٩﴾

২৯। মো'মেনগণ যেন মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে, এবং (তোমাদের মধ্যে) যে কেহ ইহা করিবে, আল্লাহ্‌র সহিত কোন বিষয়ে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না; হাঁ, কেবল তোমরা তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌রই দিকে (সকলকে) প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾

৩০। তুমি বল, 'তোমাদের বক্ষদেশে যাহা কিছু আছে উহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর, আল্লাহ্ উহা জানেন; এবং তিনি জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।'

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣١﴾ ع

৩১। (সেই দিনকে ভয় কর) যেদিন প্রত্যেক আত্মা যে কোন উত্তম কাজ করিয়া থাকিবে উহা নিজের সম্মুখে হাযির পাইবে এবং যে কোন মন্দ কাজ করিয়া থাকিবে উহাও (হাযির পাইবে)। সে তখন কামনা করিবে, হায়! যদি উহার এবং তাহার মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান হইত। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি অতি মমতাশীল।

৩ ১০] ১১

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩২। তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াদিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর;' কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে এবং নূহকে এবং ইব্‌রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে (সমসাময়িক) জগদ্বাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলেন—

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। এমন এক বংশধরকে, যাহারা একে অপর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾

৩৬। (স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলিল, 'হে আমার প্রভু! যাহা কিছু আমার গর্ভে আছে উহাকে আমি (সংসার) মুক্ত করিয়া তোমার (ধর্মের খেদমতের) জন্য উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে ইহা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতঃপর, যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি যে এক কন্যা প্রসব করিয়াছি!' অথচ আল্লাহ্ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব করিয়াছিল, বস্তুতঃ (তাহার কাম্য) পুত্র সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে; এবং আমি তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি, এবং তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেছি।'

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۗ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। সুতরাং তাহার প্রভু তাহাকে উত্তমভাবে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তম ভাবে বর্ধিত করিলেন এবং যাকারিয়্যাকে তাহার অভিভাবক করিলেন। যখনই যাকারিয়্যা তাহার নিকট মেহরাবে (ইবাদতখানায়) যাইত, সে তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী পাইত। সে (একদা) বলিল, 'হে মরিয়ম! ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে আসে?' সে বলিল, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

৩৯। তখন সেখানেই যাকারিয়্যা তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া শ্রবণকারী।'

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। যখন সে মেহ্‌রাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে আল্লাহ্‌র এক বাক্যের সত্যায়নকারী, নেতা, সচ্চরিত্র এবং সৎকর্মশীলগণের মধ্য হইতে নবী হইবে।

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾

৪১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার পুত্র কিরূপে হইবে, অথচ বার্ধক্য আমাকে পরাভূত করিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ? ' তিনি বলিলেন 'এই রূপেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন করেন ।'

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾

৪২। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার জন্য (আদেশ পূর্বক) কোন নিদর্শন দান কর ।' তিনি বলিলেন, 'তোমার জন্য নির্দেশ এই যে, তুমি তিন দিন যাবৎ লোকের সহিত ইঙ্গিতে ব্যতীত কথা বলিবে না । এবং তুমি তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ।'

৪৩। এবং (স্মরণ কর) যখন ফিরিশতাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে (তৎকালীন) বিশ্বের মহিলাগণের উপরে মনোনীত করিয়াছেন ।

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

৪৪। হে মরিয়ম ! তুমি তোমার প্রভুর আনুগত্য কর এবং সেজদা (পরম দীনতা প্রকাশ) কর এবং রুকূকারীগণের (এক আল্লাহ্র ইবাদত কারীগণের) সহিত মিলিত হইয়া রুকূ কর ।'

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৫। ইহা গায়েবের সংবাদ সমূহের অন্তর্গত, যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি । এবং তুমি তখন তাহাদের নিকটে ছিলে না যখন তাহারা আপন আপন তীর নিক্ষেপ করিতেছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে কে মরিয়মের অভিভাবক হইবে; এবং যখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না ।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৬। যখন ফিরিশ্তাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজের এক কালামের দ্বারা তোমাকে (একটি সন্তানের) সুসংবাদ দিতেছেন, তাহার নাম হইবে মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম , সে ইহকাল এবং পরকালে সম্মানের অধিকারী এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য-প্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

৪৭। এবং সে দোলনায় এবং প্রৌঢ়াবস্থায় লোকদের সহিত কথা বলিবে এবং সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۚ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু। কিরূপে আমার সন্তান হইবে অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই ?' তিনি বলিলেন, 'এই ভাবেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন, যখন কোন বিষয় তিনি ফয়সালা করেন তখন উহার সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়;

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তিনি তাহাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইন্জীল শিক্ষা দিবেন;

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং বনী ইস্রাঈলের প্রতি রসূল রূপে (এই পয়গাম সহ প্রেরণ করিবেন)যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক নিদর্শনসহ আসিয়াছি (উহা এই) যে, তোমাদের জন্য কাদা হইতে আমি পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিব, অতঃপর উহার মধ্যে আমি ফুৎকার করিব, ফলে উহা আল্লাহ্র আদেশে উড্ডয়নশীল হইয়া যাইবে, এবং আল্লাহ্র আদেশে আমি অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিব এবং মৃতগণকে জীবন দান করিব, এবং তোমরা কি খাইবে এবং তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করিবে সেই বিষয়ে তোমাদিগকে আমি অবহিত করিব। নিশ্চয় ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রহিয়াছে যদি তোমরা মো'মেন হও।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং আমি তসদীক্কারী উহার যাহা আমার সম্মুখে আছে অর্থাৎ তওরাতের, এবং এইজন্য (আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি কতক বস্তুকে যাহা (পূর্বে) তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছিল, এবং তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে আমি এক নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, অতএব আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

৫২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ ۖ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। অতঃপর যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে কুফরী অনুভব করিল, সে বলিল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে ?' হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছি। এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা তুমি নাযেল করিয়াছ এবং এই রসূলের অনুসরণ করিয়াছি। অতএব, তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের মধ্যে লিখিয়া রাখ।'

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং তাহারা (ঈসার শত্রুগণ) পরিকল্পনা করিল এবং আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করিলেন এবং আল্লাহ্ পরিকল্পনা কারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের (দোষারোপ) হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের উপর তোমার অনুসরণকারীদিগকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করিব, অতঃপর আমার সন্নিধানেই হইবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে ফয়সালা করিব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অতঃপর, যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদের পরিণাম এই যে, আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিব—ইহকালেও এবং পরকালেও, এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী হইবে না;

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। বাকী রহিল তাহাদের বিষয় যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পুণ্য কর্মের পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না।'

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٩﴾

৫৯। ইহা সেই বিষয় যাহা আমরা তোমার নিকট আয়াত সমূহ এবং হিকমতপূর্ণ উপদেশবাণী হইতে আবৃত্তি করিতেছি।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۗ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٠﴾

৬০। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'হও' এবং সে হইয়া গেল।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১। (ইহা) তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে পূর্ণ সত্য, সুতরাং সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

৬২। সুতরাং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তাহাকে তুমি বল, আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত যাচনা করি।'

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

৬৩। নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬ [৯] ১৪ ৬৪। কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান— আমরা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে।' অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণকারী।'

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর, অথচ তওরাত ও ইন্‌জীল নিশ্চয় তাহার পরে নাযেল করা হইয়াছে, তবু কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। দেখ! তোমরাইতো সেই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলে যে বিষয়ে তোমাদের (কিছু) জ্ঞান ছিল, কিন্তু তোমরা সেই বিষয়ে কেন বাদানুবাদ কর যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই? বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। ইব্‌রাহীম ইহুদীও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না, সে ছিল (আল্লাহ্‌র প্রতি) সত্যনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী, এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। নিশ্চয় ইব্‌রাহীমের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোক তাহারাই যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে এবং এই নবী এবং (তাহার উপর) যাহারা ঈমান আনিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মো'মেনগণের অভিভাবক।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۚ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৭০। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল আকাঙ্খা করে, হায়! যদি তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিত; বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজদিগকেই পথভ্রষ্ট করিতেছে, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করে না।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

৭১। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তোমরাই ইহার (সত্যতার) সাক্ষ্য দান করিতেছ?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ع

৭২। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর?

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

৭৩। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে একদল বলে, 'ঈমান আনিয়াছে যাহারা তাহাদের উপর যাহা কিছু নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং উহার শেষ ভাগে অস্বীকার কর, যেন তাহারা ফিরিয়া আসে;

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۗ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৭৪। এবং (তাহারা ইহাও বলে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত, উহা এই যে, কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অথবা তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি পেশ করুক।' তুমি বল; 'নিশ্চয় সকল ফযল আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাহাকে চাহেন উহা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী;

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৭৫। তিনি যাহাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বাছিয়া লন, এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।'

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৬। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমন আছে যাহার নিকট তুমি রাশীকৃত ধন-সম্পদ আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিয়া দিবে, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এমনও আছে, যাহার নিকট তুমি এক দীনার আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহার (মাথার) উপর দাঁড়াইয়া থাক। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'নিরক্ষরগণের ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ৎ নাই;' এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। না, বরং যে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র সংগে কৃত (নিজেদের) অঙ্গীকারকে এবং কসমসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে তাহারা এমন লোক যাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না এবং কিয়ামতের দিনে না আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন এবং না তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন এবং না তিনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; পরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এমন এক দল আছে যাহারা কিতাব (পাঠ)-এর সঙ্গে নিজেদের জিহ্বাসমূহকে এমন ভাবে মোচড়ায় যেন তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে কর, অথচ উহা কিতাবের অংশ নহে। এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে;' অথচ উহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নহে; এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। কোন সত্যপরায়ণ মানুষের পক্ষেই ইহা সমীচীন নহে যে, আল্লাহ্ তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে লোকদিগকে বলে, 'আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা আমার ইবাদতকারী হও, বরং (সে ইহাই বলিবে) তোমরা রব্বানী (প্রভুর ইবাদতকারী) হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করিয়া থাক।'

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ۗ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ ع

৮১। এবং ইহাও (তাহার জন্য সমীচীন) নহে যে, সে তোমাদিগকে এই রূপ আদেশ দিবে যে, তোমরা ফিরিশ্‌তাগণকে এবং নবীগণকে প্রভু রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি সে তোমাদিগকে কাফের হইবার আদেশ দিবে?

৮ [৯] ১৬

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ۗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ

৮২। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'কিতাব এবং হিকমত হইতে যাহাকিছু আমি তোমাদিগকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে সেই বাণীর সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۸۱﴾

হইলে, এবং এই বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি ন্যস্ত আমার প্রদত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে ?' তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম ।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রহিলাম ।'

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮৩ । অতঃপর, যাহারা ইহার পর ফিরিয়া যাইবে, অবশ্য তাহারাই হইবে দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৪ : অতঃপর, তাহারা কি আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চাহে, অথচ আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যে কেহ আছে সকলেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের সকলকেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ?

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾

৮৫ । তুমি বল, 'আমরা ঈমান আনি আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে মূসাকে এবং ঈসাকে এবং নবীগণকে প্রদান করা হইয়াছে । আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করি না, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী ।'

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾

৮৬ । এবং যদি কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوْۤا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৭ । কেমন করিয়া আল্লাহ্ ঐ জাতিকে হেদায়াত দিবেন যাহারা ঈমান আনিবার পর অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এই রসূল সত্য এবং তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ আসিয়াছে ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না ।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৮ । ইহারা এমন লোক যাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্‌তাগণ এবং মানব জাতি সকলেরই লা'নত (অভিসম্পাত)।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৯ । তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে, তাহাদের উপর হইতে শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না ;

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৯০। কিন্তু ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা ইহার পর তওবা করিবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

৯১। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান আনার পর, অনন্তর অস্বীকারে আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের তওবা আদৌ কবুল করা হইবে না; বস্তুতঃ তাহারাই পথ-ভ্রষ্ট।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدٰى بِهِ ۗ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نٰصِرِينَ ﴿٩١﴾

৯২। নিশ্চয় যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও আদৌ কবুল করা হইবে না যদিও সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করে। ইহারাই এমন যাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

পারা ৪ [৯১] ১৭

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

৯৩। তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর; এবং যাহা কিছু তোমরা খরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তমরূপে অবগত আছেন।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلٰى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪। সকল খাদ্যই বনী ইস্রাঈলের জন্য হালাল ছিল— কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা ইস্রাঈল (ইয়াকুব) তওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিল। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তওরাত আন এবং উহা পাঠ কর।'

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব, ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে, বস্তুতঃ তাহারাই যালেম।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬। তুমি বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন; সুতরাং (আল্লাহ্র প্রতি) একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের দীনের অনুসরণ কর, সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَهُدًى لِلْعٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾

৯৭। নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল তাহা হইল বাক্কাতে, উহা বরকত পূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ— সমগ্র জগতের জন্য।

فِيهِ آيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَقَامُ إِبْرٰهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮। ইহাতে অনেকগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে,— মাকামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের আবাস স্থল); এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সকল লোকের উপর ফরয যাহারা উহা পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে ইহা অস্বীকার করে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিতেছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহার সাক্ষী ?'

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তোমরা কেন তাহাকে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিতেছ উহাকে বক্র করিবার উদ্দেশ্যে অথচ তোমরা (ইহার সত্যতার) সাক্ষী ? এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সে বিষয়ে গাফেল নহেন।'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে কোন এক দলের আনুগত্য কর (তাহা হইলে) তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঈমান আনিবার পর পুনরায় কাফের করিয়া লইবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ

১০২। এবং তোমরা কিরূপে অবিশ্বাস করিতে পার, এমতাবস্থায় যে, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ আবৃত্তি করা হইতেছে এবং তাঁহার রসূল তোমাদের মধ্যে (বিদ্যমান) আছে ? এবং যে কেহ আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে, বস্তুতঃ

১০ ১০] তাহাকে অবশ্যই সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হইয়াছে।

১

اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠٢﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না; এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করিলেন, এবং তোমরা তাঁহারই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলে, এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামায়াত থাকা দরকার যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত কাজ হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসিবার পর দলে দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পরস্পর মতভেদ করিয়াছিল, এবং ইহাদের জন্যই এক মহা আযাব (নির্ধারিত) রহিয়াছে।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۣ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং কতক চেহারা হইবে মলিন। অতএব, যাহাদের চেহারা মলিন হইবে, (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমরা কি তোমাদের ঈমান আনয়ন করিবার পর অস্বীকার করিয়াছিলে? সুতরাং আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর এই জন্য যে, তোমরা অস্বীকার করিতে।'

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে, বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে থাকিবে, তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এইগুলি আল্লাহ্‌র সত্য সম্বলিত আয়াত, যাহা আমরা তোমার নিকট আবৃত্তি করিতেছি, এবং আল্লাহ্ বিশ্ব জগত সমূহের উপর যুলুম করিতে চাহেন না।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

১১০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্‌র, এবং আল্লাহ্‌র নিকটই সকল বিষয়কে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১১। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা তাহাদের জন্য উত্তম হইত। তাহাদের মধ্যে কতক মো'মেন এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। তাহারা সাধারণ কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তোমাদের কখনও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, এবং যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে। অতঃপর, তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে তাহাদিগকে লাঞ্ছনায় জর্জরিত করা হইবে যদি না তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার অথবা মানুষের সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্য তাহাদের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিত এবং নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে চাহিত। ইহা এই জন্যও যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং তাহারা সীমালংঘন করিত।

لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪। তাহারা সকলে সমান নহে। আহলে কিতাবের মধ্যে এমন এক দলও আছে যাহারা (তাহাদের অঙ্গীকারে) কায়েম আছে, তাহারা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ আবৃত্তি করে এবং তাহারা (তাঁহার সম্মুখে) সেজদা করে।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করে, এবং নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। বস্তুতঃ ইহারাই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং তাহারা যে কোন নেক কাজই করুক, তাহাদিগকে উহার প্রতিদানে কখনও অস্বীকার করা হইবে না; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র(আযাব)হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা অবস্থান করিবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮। তাহারা এই পার্থিব জীবনের জন্য যাহা কিছু খরচ করে উহার দৃষ্টান্ত ঐ বায়ুর ন্যায় যাহার মধ্যে আছে প্রচণ্ড শৈত্য, উহা এমন এক জাতির শস্য ক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিয়া যায় যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে; অতঃপর তাহা উহাকে (শস্য ক্ষেত্রকে) ধ্বংস করিয়া দেয়। এবং আল্লাহ্ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজেদের লোকদিগকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না; তাহারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোন ত্রুটি করিবে না। তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কষ্টে পতিত হও। তাহাদের মুখ হইতে বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা

তাহাদের বক্ষদেশ গোপন রাখিতেছে উহা আরও গুরুতর। আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٩﴾

১২০। শুন! তোমরা এমন লোক যে, তোমরা তো তাহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না; এবং তোমরা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখ। এবং যখন তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনি,' এবং যখন তাহারা পৃথক হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ দংশন করিতে থাকে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরিয়া যাও, নিশ্চয়, তোমাদের বক্ষঃদেশে যাহা কিছু নিহিত আছে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।'

هَاأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۖ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٢٠﴾

১২১। যদি তোমাদের কোন মঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহা তাহাদিগকে দুঃখ দেয় এবং যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহাতে তাহারা আনন্দিত হয়। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ নিশ্চয় উহার পরিবেষ্টনকারী।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢١﴾

১২ [১৯] ৩

১২২। এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি তোমার পরিবারের নিকট হইতে ভোর বেলা বাহির হইয়াছিলে, তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে মোতায়েন করিতেছিলে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٢﴾

১২৩। (স্মরণ কর) যখন তোমাদের মধ্যে দুই দল (এই অবস্থা দেখিয়া) ভীরুতা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের অভিভাবক ছিলেন। এবং আল্লাহ্র উপরই মো'মেনগণকে ভরসা করা উচিত।

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। যখন তুমি মো'মেনদিগকে বলিতেছিলে, 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রতিপালক নাযেলকৃত তিন সহস্র ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন?'

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٥﴾

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। হাঁ, বরং, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং তাহারা উত্তেজিত হইয়া এই মুহূর্তেই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু পাঁচ সহস্র দুর্ধর্ষ ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং আল্লাহ্ ইহাকে তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেন তোমাদের হৃদয় ইহা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; বস্তুতঃ সাহায্য কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতেই আসিয়া থাকে।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। (ইহা এই জন্য) যে তিনি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য হইতে একাংশকে কর্তন করিয়া দেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন, ফলে তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। এই ব্যাপারে তোমার কোন কিছু করণীয় নাই, হয় তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন অথবা তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিবেন, কেননা তাহারা যালেম।

وَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

১৩০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্র; তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন আযাব দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

ع ৩ ৯ ৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং তোমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত ধাবিত হও, যাহার মূল্য আকাশসমূহ এবং পৃথিবী, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মুত্তাকীগণের জন্য—

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। যাহারা খরচ করে সচ্ছলতায় এবং অসচ্ছলতায়ও এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে;

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। এবং যাহারা যখন কোন অশ্লীল কার্য করে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাহারা স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য— এবং কে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে— এবং তাহারা যাহা করে, জানিয়া শুনিয়া উহাতে (কায়েম থাকিতে) জিদ্ ধরে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। ইহারাই এমন, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত সমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা বাস করিতে থাকিবে, এবং কত উত্তম পুরস্কার—সৎকর্মশীলদের জন্য!

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। নিশ্চয়, তোমাদের পূর্বে বহু বিধান অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কেমন (মন্দ) হইয়াছিল।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। ইহা (এই কুরআন) মানব জাতির জন্য এক সুস্পষ্ট বর্ণনা, এবং মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। তোমরা শিথিল হইও না, এবং দুঃখিতও হইও না; যদি তোমরা মো'মেন হও, তাহা হইলে তোমরাই প্রবল থাকিবে।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে, তাহা হইলে নিশ্চয় অনুরূপ আঘাত ঐ জাতিরও লাগিয়াছে। এই (জয়-পরাজয়ের) দিনগুলি এমন যে, আমরা মানব জাতির মধ্যে পর্যায়ক্রমে উহাদের আবর্তন ঘটাই (যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে) এবং যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তিকে সাক্ষী রূপে গ্রহণ করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না;

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪২। এবং যেন আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কাফেরদিগকে নিপাত করেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের মধ্যে যাহারা জেহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে এখনও আল্লাহ্ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই এবং ধৈর্যশীলগণকেও স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং তোমরা এই মৃত্যুর কামনা ইহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেও করিয়া আসিতেছিলে, সুতরাং তোমরা (এখন) উহার সম্মুখীন হইয়াছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা (উহার ভাল-মন্দ দিক) প্রত্যক্ষ করিতেছ (অতএব, তোমাদের মধ্যে কতক কেন
১৪ ১৪] পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছ)।
৫

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়াছে। অতএব, সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইবে? এবং যে ব্যক্তি তাহার গোড়ালিদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যাইবে সে আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিবেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মা মরিতে পারে না— (মৃত্যুর জন্য) মেয়াদ নির্দিষ্ট করা আছে। এবং যে কেহ ইহকালের পুরস্কার কামনা করিবে, আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব, এবং যে কেহ পরকালের পুরস্কার কামনা করিবে আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব; এবং অচিরেই আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিব।

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এবং এমন অনেক নবী অতীত হইয়াছে যাহাদের সঙ্গী হইয়া বহু রব্বানী লোক যুদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের উপর যে বিপৎপাত হইয়াছিল উহার কারণে তাহারা শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই বা দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই এবং নতশিরও হয় নাই। এবং ধৈর্যশীলগণকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। এবং এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না যে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালংঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

১৪৯। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহকালের পুরস্কার এবং পরকালের উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দান করিলেন, এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫ [৫] ৬

১৫০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের আনুগত্য কর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরাইয়া লইবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। বরং, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সাহায্যকারীদের মধ্যে উত্তম।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অচিরেই আমরা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র সহিত এমন বস্তুকে শরীক করিয়াছে যাহার স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই। তাহাদের আবাসস্থল আগুন, আর যালেমদের অবস্থানস্থল কতই না মন্দ!

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের সহিত আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা তাঁহার অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে মারিয়া বিনাশ করিতেছিলে, (তাঁহার এই সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ রহিল) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইলে এবং তোমরা (রসূলের) আদেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করিলে এবং অবাধ্যতা করিলে ইহার পর যে, তিনি তোমাদিগকে উহা দেখাইয়া দিলেন যাহা তোমরা ভালবাসিতে। তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি ইহকালের কামনা করিত এবং কতক পরকালের কামনা করিত। অতঃপর, তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের (আক্রমণ) হইতে দূরে সরাইয়া লইলেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মোমেনগণের প্রতি পরম কৃপাময়।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۗ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। যখন তোমরা ছুটিয়া পলাইতেছিলে এবং পিছনে ফিরিয়া কাহারও দিকে তাকাইতেছিলে না, অথচ এই রসূল তোমাদের সর্ব পিছনের দলে থাকিয়া তোমাদিগকে ডাকিতেছিল, ইহার ফলে তিনি তোমাদিগকে এক দুঃখের পরিবর্তে আর এক দুঃখ দিলেন, যেন তোমরা যাহা হারাইয়াছ এবং যাহা তোমাদের উপর আপতিত হইয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। বস্তুতঃ যাহা তোমরা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٤﴾

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। অতঃপর, তিনি ঐ দুঃখের পরে তোমাদের উপর তন্দ্রারূপে প্রশান্তি নাযেল করিলেন যাহা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করিতেছিল এবং আর এক দল এমন ছিল যাহাদের অন্তর (তাহাদের জীবন সম্বন্ধে) তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিতেছিল। তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ-যুগের ধারণার অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিল, তাহারা বলিতেছিল, 'কোন বিষয়ে কি আমাদের কিছু অধিকার আছে ?' তুমি বল, 'নিশ্চয় সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।' তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা পোষণ করিতেছে, তোমার নিকট উহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে না। তাহারা বলে, 'যদি কোন বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার) অধিকার আমাদের থাকিত তাহা হইলে এখানে আমরা নিহত হইতাম না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকিতে (অবস্থান করিতে) তবুও যাহাদের উপর যুদ্ধ অবধারিত করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তাহাদের মৃত্যু-শয্যার দিকে ধাবিত হইত; এবং যেন আল্লাহ্ উহার পরীক্ষা করেন যাহা তোমাদের বক্ষদেশে লুক্কায়িত আছে; এবং যাহা তোমাদের হৃদয়ে আছে উহা পরিশুদ্ধ করেন। এবং বক্ষদেশে নিহিত বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে পদস্খলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং যখন তাহারা পৃথিবীতে সফর করে অথবা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, তখন তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদের সম্পর্কে বলে,'যদি তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তাহারা মরিত না এবং নিহতও হইত না;' (তাহারা ইহা এই জন্য বলে) যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কথাকে তাহাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; এবং তোমরা যাহা কিছু কর্ম কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং রহমত উহা হইতে অনেক উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয় করিতেছে।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِ الَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। এবং যদি তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হও অথবা নিহত হও তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকট সমবেত করা হইবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাহাদের প্রতি সদয়-চিত্ত হইয়াছ, যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর-চিত্ত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমার চারিপার্শ্ব হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। অতএব, তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (শাসন) কার্যের ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর, যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১। যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে কেহই তোমাদের উপরে জয়যুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে বিপদে নিঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? এবং আল্লাহ্‌র উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۚ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। কোন নবীর পক্ষে ইহা সম্ভবই নহে যে, সে খিয়ানত করিবে; এবং যে কেহ খিয়ানত করিবে, সে যাহা খিয়ানত করিয়া থাকিবে তাহা কিয়ামত দিবসে লইয়া উপস্থিত হইবে। অতঃপর, প্রত্যেক আত্মাকে পূর্ণরূপে উহা দেওয়া হইবে যাহা সে অর্জন করিয়া থাকিবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। অতএব, যে কেহ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং যাহার আবাসস্থল জাহান্নাম? এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা (বিভিন্ন) শ্রেণীভুক্ত; এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের উপর অনুগ্রহ করিলেন যখন তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করিলেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে ও তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং তাহাদিগকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেয়; এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিল।

أَوَلَمَّآ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। কী (ইহা কি সত্য নহে যে), যখনই তোমাদের উপর কোন মুসীবত আসিয়াছে যাহার দ্বিগুণ মুসীবত তোমরা (শত্রুর উপর) ঘটাইয়াছিলে, তখনই তোমরা বলিয়াছ, 'ইহা কোথা হইতে আসিল ?' তুমি বল, 'ইহা তোমাদের নিজেদেরই কারণে আসিয়াছে।' নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন) সর্বশক্তিমান।

وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। এবং যেদিন দুই দল পরস্পর মুখামুখী হইয়াছিল সেদিন যে মুসীবত তোমাদের উপর আসিয়াছিল, জানিও, উহা আল্লাহ্‌র আদেশেই আসিয়াছিল, এবং এই জন্য আসিয়াছিল যেন তিনি মো'মেনগণকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন ;

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। এবং যাহারা মোনাফেকী করিয়াছে তাহাদিগকেও যেন তিনি স্বতন্ত্ররূপে পৃথক করিয়া দেন। এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আস তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং প্রতিরোধ কর'; তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগমন করিতাম।' সেদিন তাহারা তাহাদের ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিকতর নিকটবর্তী ছিল। তাহারা নিজেদের মুখে এমন কিছু বলে যাহা তাহাদের অন্তরে নাই এবং তাহারা যাহা কিছু গোপন করে তাহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯। (তাহারা ঐ সকল লোক) যাহারা (পিছনে) বসিয়া থাকিল এবং আপন ভাইদের সম্বন্ধে বলিল, 'যদি তাহারা আমাদের কথা মান্য করিত তাহা হইলে তাহারা মারা যাইত না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমরা নিজেদের উপর হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দেখাও।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

১৭০। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত, (এবং) তাহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়া হইতেছে ;

فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। তাহারা উহাতে আনন্দিত যাহা আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করিয়াছেন; এবং যাহারা তাহাদের পিছন হইতে আসিয়া এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই ঐসকল লোকের সম্বন্ধেও তাহারা আনন্দিত—কারণ তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মো'মেনগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করেন না।

১৭ [১৬] ৮

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের আঘাত লাগিবার পরও— তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা পুণ্য কাজ করিয়াছে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে ;

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। তাহারা, যাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হইয়াছে, অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর,' কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমানকে আরও বাড়াইয়া দিল, এবং তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্য নির্বাহক !'

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং ফযলসহ প্রত্যাবর্তন করিল (এমতাবস্থায় যে), কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই; এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছিল; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। ইহা একমাত্র শয়তানই যে তাহার বন্ধুগণকে ভয় দেখায়, সুতরাং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তাহাদিগকে ভয় করিও না বরং আমাকেই ভয় কর।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। এবং যাহারা কুফরীর মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহারা যেন তোমাকে বিষন্ন না করে, তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ রাখিতে চাহেন না, এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব রহিয়াছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে, তাহারা আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না ; এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۚ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٩﴾

১৭৯। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা যেন কখনও এইরূপ মনে না করে যে, তাহাদিগকে আমরা যে অবকাশ দিয়া যাইতেছি ইহা তাহাদের নিজের জন্য মঙ্গলজনক; বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে কেবল এইজন্য অবকাশ দিতেছি যেন তাহারা

পাপে আরও বাড়িয়া যায়, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

১৮০। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি মো'মেনদিগকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, যে অবস্থায় তোমরা আছ, যে পর্যন্ত না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন। এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তিনি তোমাদিগকে গায়েবের বিষয় অবহিত করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার রসূলগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন মনোনীত করিয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন। এবং যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

১৮১। এবং যাহারা উহার (ধন-সম্পদ খরচ করার) ক্ষেত্রে—যাহা আল্লাহ্ আপন ফযল দ্বারা তাহাদিগকে দিয়াছেন—কৃপণতা করে, তাহারা উহাকে যেন নিজেদের জন্য কল্যাণজনক মনে না করে, বরং ইহা তাহাদের জন্য অকল্যাণজনক হইবে। যাহা সম্বন্ধে তাহারা কৃপণতা করে উহাকে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের গলায় বেড়ি করা হইবে। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পূর্ণ স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই এবং যাহা তোমরা করিতেছ তদ্সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾

১৮২। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছেন যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দরিদ্র এবং আমরা ধনী'; তাহারা যাহা বলিয়াছে আমরা উহা এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার (চেষ্টার) বিষয় লিখিয়া রাখিব; এবং আমরা বলিব, 'তোমরা দগ্ধকারী আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর;

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾

১৮৩। ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হাত অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি আদৌ যালেম নহেন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪। যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদিগকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের জন্য এমন কুরবানী (করার আদেশ) লইয়া আসে যাহা অগ্নি গ্রাস করে।' তুমি বল, 'অবশ্য আমার পূর্বে সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং যাহা তোমরা বল উহা লইয়া তোমাদের নিকট অনেক রসূল আসিয়াছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে কেন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে?'

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। অতএব, যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) তোমার পূর্বেও রসূলগণকে, যাহারা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিকমতপূর্ণ পুস্তকসমূহ এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ আগমন করিয়াছিল, মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

১৮৬। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। তখন যাহাকে আগুন হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নহে।

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

১৮৭। নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে, এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদিগের নিকট হইতেও তোমরা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনিবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হইবে।

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَٰقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮। এবং (স্মরণ কর) যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে যখন আল্লাহ্ অঙ্গীকার লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'তোমরা অবশ্যই লোকদের নিকট ইহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবে এবং ইহা গোপন করিবে না।' কিন্তু তাহারা ইহাকে তাহাদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ তাহারা যাহা ক্রয় করে উহা কত নিকৃষ্ট!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

১৮৯। তুমি মনে করিও না যে, যাহারা নিজেদের কৃত-কর্মের জন্য উল্লাস করে, এবং তাহারা যে কাজ করে নাই সে সম্পর্কেও তাহারা পসন্দ করে যেন তাহাদের প্রশংসা করা হয়— তুমি আদৌ মনে করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে নিরাপদ, বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

১৯০। এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৯ [২] ১০

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯১। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে —

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯২। যাহারা দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে শুইয়া) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে), 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি এই সব বৃথা সৃষ্টি কর নাই। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর;

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯৩। হে আমাদের প্রভু ! তুমি যাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিয়াছ, তাহাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করিয়াছ। বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই;

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৪। হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলিয়া) আহ্বান করিতে শুনিয়াছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন'; সুতরাং আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব, হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদিগ হইতে দূরীভূত কর, এবং আমাদিগকে পুণ্যবানদের সহিত (শামিল করিয়া) মৃত্যু দাও;

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫। হে আমাদের প্রভু ! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে তুমি দান কর, এবং কিয়ামতের দিনে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না। তুমি আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।'

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৬। অতএব, তাহাদের প্রভু তাহাদের ডাকে (এই বলিয়া) সাড়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে কোন কর্মীর কর্মকে, সে পুরুষ হউক বা নারী, আমি নষ্ট করিব না। তোমরা একে অপর হইতে। অতএব, যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং আমার পথে তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাদিগ হইতে তাহাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে দূরীভূত করিয়া দিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিব—যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত—আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে সর্বোত্তম পুরস্কার।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝

১৯৭। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে দেশের ভিতরে তাহাদের (স্বাধীন ভাবে) চলাফেরা করা যেন তোমাকে আদৌ ধোকায় না ফেলে।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৯৮। ইহা স্বল্প ভোগ-সামগ্রী, ইহার পর তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

১৯৯। কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রভুর তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আতিথ্য স্বরূপ হইবে। এবং যাহা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট আছে, তাহা পুণ্যবান লোকের জন্য আরও উত্তম হইবে।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২০০। এবং নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে অবশ্য এমন লোকও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা তোমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা তাহাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হইয়া ঈমান আনে; আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে না; ইহারা এমন লোক যাহাদের জন্য তাহাদের(কর্মের)পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۣ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ ع

২০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, এবং ধৈর্যশীলতায় (শত্রুদের সহিত) প্রতিযোগিতা কর এবং সীমান্ত রক্ষায় তোমরা সদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

২০ [১১] ১১

سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ

৪-সূরা আন্-নিসা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৭৭ আয়াত এবং ২৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ②

২। হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উভয় হইতে বহু নর ও নারী বিস্তার করিয়াছেন; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এইরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী ।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪
وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا
كَبِيْرًا ③

৩। এবং তোমরা এতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ দাও এবং পবিত্র ধন-সম্পদের সহিত অপবিত্র ধন-সম্পদ বদলাইও না, এবং তাহাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত মিলাইয়া খাইও না । নিশ্চয় ইহা মহা পাপ।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ
لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ
اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ
اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ④

৪। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য হইতে (যাহারা এতীম নহে) তোমাদের পসন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিবাহ কর; তবে তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে অথবা তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্তগণকে বিবাহ কর । ইহা নিকটবর্তী (ব্যবস্থা) যাহাতে তোমরা অবিচার না কর ।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ⑤

৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের দেন-মহর স্বেচ্ছায় প্রদান কর । অতঃপর, তাহারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা সানন্দে ও তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর ।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑥

৬। এবং তোমরা অবুঝদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছেন, কিন্তু উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্ক দান কর এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দান কর এবং তাহাদের সহিত ন্যায়সঙ্গত কথা বল।

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑦

৭। এবং তোমরা এতীমদের (বুদ্ধিমত্তা) পরীক্ষা করিতে থাক যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহের বয়সে উপনীত হয়, অতঃপর, যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে পরিণত বিচার-বুদ্ধি অনুভব কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ অর্পণ কর; এবং তাহারা বড় হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তোমরা উহা অপব্যয় করিয়া এবং তাড়াতাড়ি করিয়া ভোগ করিও না। এবং যে ধনী সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়-সঙ্গতভাবে ভোগ করে। অতঃপর, যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ প্রত্যার্পণ কর তখন তাহাদের উপস্থিতিতে সাক্ষী রাখ। এবং আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ⑧

৮। পুরুষদের জন্য উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, এবং নারীদের জন্যও উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, অল্প হইলেও অথবা বেশী হইলেও উহা হইতে একটি নির্ধারিত অংশ রহিয়াছে।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑨

৯। এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑩

১০। এবং তাহারা যেন (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে, যদি তাহারা নিজেদের পিছনে দুর্বল সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া যাইত, (তাহা হইলে) তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিত (যে তাহাদের কি হইবে)। অতএব, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং (এতীমদের সহিত) সঠিক কথা বলে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ⑪

১১। নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়া এতীমগণের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহারা তাহাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তাহারা লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

ع ১ [১১] ১২

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٢﴾

১২। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে তাকিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন ; একজন পুরুষের জন্য দুইজন নারীর অংশের সমান; কিন্তু যদি নারী দুই-এর অধিক হয়, তাহা হইলে সে (মৃত ব্যক্তি) যাহা ছাড়িয়া যায় উহার দুই-তৃতীয়াংশ তাহাদের জন্য; এবং যদি নারী একজনই থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য অর্ধেক। এবং তাহার পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহা হইতে ষষ্ঠাংশ হইবে যাহা সে ছাড়িয়া গিয়াছে, যদি তাহার সন্তান থাকে; কিন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা মাতাই উত্তরাধিকারী হয় তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহার একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; (এই সকল অংশ) সে যাহা ওসীয়াত করে সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। তোমাদের পিতৃপুরুষ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইহা ফরয করা হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٣﴾

১৩। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যাহা কিছু ছাড়িয়া যায় উহার অর্ধেকাংশ তোমাদের জন্য যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে; কিন্তু যদি তাহাদের কোন সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ উহা হইতে যাহা তাহারা ছাড়িয়া গিয়াছে, (এই সকল অংশ) তাহারা যাহা ওসীয়াত করে সেইসব ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। এবং তাহাদের জন্য উহা হইতে এক-চতুর্থাংশ যাহা তোমরা ছাড়িয়া যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে ; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমরা যাহা ছাড়িয়া যাও তাহারা পাইবে উহার এক-অষ্টমাংশ, (এই সকল অংশ) তোমরা যাহা ওসীয়াত কর সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। এবং যদি কালালা অবস্থায় কোন পুরুষ বা মহিলার 'মিরাস' (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বন্টন করিতে হয়, এবং তাহার এক ভ্রাতা অথবা ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের প্রত্যেকে ষষ্ঠাংশ পাইবে। কিন্তু তাহারা যদি ততোধিক হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এক-তৃতীয়াংশে (সমান সমান) অংশীদার হইবে, (এই সকল অংশ) ওসীয়াত যাহা করা হয় সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। (এই বন্টন) কাহারও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে নহে। (ইহা) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٤﴾

১৪। এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমাসমূহ, এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে, তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবেন, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে ; ইহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিতে থাকিবে এবং উহাই মহা সফলতা।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٥﴾ ع

১৫। এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁহার (নির্ধারিত) সীমাসমূহ লংঘন করে, তিনি তাহাকে অগ্নিতে প্রবিষ্ট করিবেন, সেখানে সে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে, এবং তাহার জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

ع ২ [8] ১৫

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٦﴾

১৬। এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ঘোরতর অশ্লীল আচরণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব কর, যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ করিয়া দেন।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٧﴾

১৭। এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ উহাতে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের উভয়কে শাস্তি দাও। কিন্তু তাহারা যদি তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, নিশ্চয় আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময়।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٨﴾

১৮। আল্লাহ্ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দকর্ম করে, অতঃপর সত্বরই তওবা করে। ইহাদের প্রতিই আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٩﴾

১৯। এবং ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে, যাহারা মন্দকর্ম করিতে থাকে এমনকি যখন তাহাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'এখন আমি নিশ্চয় তওবা করিলাম'; এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। ইহারাই ঐসকল লোক, যাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

২০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নহে যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হইয়া যাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ উহার কতক

إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

ছিনাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়; এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস কর; যদি তোমরা তাহাদিগকে অপসন্দ কর, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) এমনও হইতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে অপসন্দ কর আল্লাহ্ উহার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন ।

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

২১ । এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে মনস্থ কর এবং তাহাদের কাহাকেও প্রচুর সম্পদ দিয়া থাক, তথাপি উহা হইতে কিছুই (ফিরাইয়া) লইও না । তোমরা কি অপবাদ দিয়া ও প্রকাশ্য পাপাচার করিয়া উহা ফিরাইয়া লইবে ?

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

২২ । এবং কিভাবে তোমরা ইহা গ্রহণ করিতে পার যখন তোমরা একে অপরের সহিত মেলা মেশা করিয়াছ এবং তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছে ?

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ ع

২৩ । এবং নারীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, তবে পূর্বে যাহা হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় ইহা অশ্লীল এবং ঘৃণ্য এবং একটি নিকৃষ্ট প্রথা ।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

২৪ । তোমাদের উপর হারাম করা হইল, তোমাদের মাতা এবং তোমাদের কন্যা এবং তোমাদের ভগ্নী এবং তোমাদের ফুফু এবং তোমাদের খালা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভাগিনেয়ী এবং তোমাদের দুধ-মাতা যাহারা তোমাদিগকে দুধ পান করাইয়াছে এবং তোমাদের দুধ-বোন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতা এবং তোমাদের কোলে লালিত পালিত তোমাদের সৎ-কন্যা যাহারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভজাত যাহাদের সহিত তোমরা উপগত হইয়াছ— কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের সহিত উপগত না হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না— এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের বধূ এবং ইহাও যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে (বিবাহ দ্বারা) একত্র কর; কিন্তু যাহা পূর্বে হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

৫ম পারা

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৫। এবং মহিলাদের মধ্য হইতে সধবা মহিলাগণ (তোমাদের উপর হারাম করা হইল), তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত। ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ এবং উহারা (উপরে বর্ণিত মহিলাগণ) ব্যতিরেকে বাকী সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, এইভাবে যে তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে। অতএব, এই পন্থায় তাহাদের মধ্যে যাহাদের দ্বারা তোমরা উপকৃত হইয়াছ তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত দেন-মহর দাও; দেন-মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾ ع

২৬। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মো'মেন মহিলাগণকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য না রাখে সে তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত তোমাদের মো'মেন দাসীদের মধ্য হইতে কাহাকেও বিবাহ করিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন; তোমরা একে অপর হইতে (উদ্ভূত), সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে ন্যায়-সঙ্গতভাবে তাহাদের দেন-মহর দাও, তাহাদের সতীত্ব রক্ষাকারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যেও নহে এবং গোপন বন্ধু গ্রহণকারিণীরূপেও নহে। অতঃপর, যখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হইলে তাহাদের জন্য স্বাধীন নারীদের উপর যে শাস্তি উহার অর্ধেক। ইহা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য যে পাপকে ভয় করে। এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৪ [৩] ১

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

২৭। আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পন্থসমূহ দেখাইয়া দিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ

২৮। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন, কিন্তু যাহারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে

الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

যেন তোমরা (গর্হিত কাজের দিকে) একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

২৯। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে খাইও না, কিন্তু যদি উহা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র। এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যে কেহ সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করিয়া ইহা করিবে, আমরা অচিরেই তাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব; এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩২। তোমাদিগকে যাহা হইতে নিষেধ করা হইতেছে যদি তোমরা সেগুলির মধ্যে গুরুতর পাপ হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে আমরা তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহকে তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করিব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۗ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَاسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তোমরা উহার আকাঙ্খা করিও না যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। পুরুষগণের জন্য উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং মহিলাগণের জন্যও উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট কামনা কর তাঁহার ফযল হইতে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾ ع

৩৪। এবং আমরা প্রত্যেককে উত্তরাধিকারী করিয়াছি উহাতে যাহা পরিত্যাগ করে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন এবং তাহারাও যাহাদের সহিত তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছ। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সাক্ষী।

৫ [৮] ২

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ

৩৫। পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের উপর অভিভাবক, কেননা আল্লাহ্ তাহাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং এই কারণেও যে, তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে

قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۚ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

(স্ত্রীলোকের জন্য) খরচ করে। সুতরাং পুণ্যবতী স্ত্রীলোক তাহারা যাহারা অনুগতা,(স্বামীদের) ঐসকল গোপনীয় বিষয়ের হিফাযতকারিনী যাহার হিফাযত আল্লাহ্ করিয়াছেন; এবং তোমরা যে সব স্ত্রীলোকের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে শয্যায় পৃথক করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। অতঃপর, তাহারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব উচ্চ, মহা গৌরবান্বিত।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যদি তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহা হইলে স্বামীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস এবং স্ত্রীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস নিযুক্ত কর। যদি তাহারা উভয়ে (সালিস) আপোষ করাইতে চাহে তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের মধ্যে মিল করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর— পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশী গণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদৌ ভালবাসেন না যাহারা অহংকারী, দাম্ভিক;

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٣٧﴾

৩৮। যাহারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকাদিগকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফযল হইতে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা গোপন করে। বস্তুতঃ আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি;

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং যাহারা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তাহারা শয়তানের সঙ্গী)। এবং শয়তান যাহার সঙ্গী হয়, ফলতঃ সে মন্দ সঙ্গী হইল।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا

৪০। এবং তাহাদের উপর কি (বিপৎপাত) হইত যদি তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিত এবং আল্লাহ্

مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾

তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা হইতে তাহারা খরচ করিত ? এবং আল্লাহ্ তাহাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন ।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

৪১ । আল্লাহ্ কখনও (কাহারও প্রতি) অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং যদি কাহারও কোন সৎকর্ম থাকে, তিনি উহাকে বাড়াইয়া দিবেন এবং তিনি স্বীয় সন্নিধান হইতেও মহা পুরস্কার দিবেন ।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

৪২ । অতএব, তখন (তাহাদের) কেমন অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকেও এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ?

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ ۗ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

৪৩ । যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং এই রসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে তাহারা সেই দিন কামনা করিবে যে, হায় ! যদি তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে মিশাইয়া দেওয়া হইত; এবং তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না ।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

৪৪ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা অসচেতন অবস্থায় নামাযের নিকট যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যাহা বল তাহা অনুধাবন কর, এবং অপবিত্র হইলেও (নামাযের নিকট যাইও না) যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা গোসল করিয়া লও, ইহা ব্যতিরেকে যে তোমরা মোসাফের অবস্থায় থাক; এবং যদি তোমরা পীড়িত থাক অথবা সফরে থাক (এবং অপবিত্র অবস্থায় হও) অথবা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ শৌচাগার হইতে আসিয়া থাকে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও তাহা হইলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এবং তোমাদের মুখ মণ্ডল এবং হস্ত সমূহকে মুছিয়া ফেল । নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾

৪৫ । তোমরা কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা পথ ভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং আকাঙ্খা করে যেন তোমরাও পথ ভ্রষ্ট হও ।

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৬ । এবং আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদিগকে অধিক জানেন, এবং বন্ধু হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ যথেষ্ট ।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

৪৭। ইহুদীদের মধ্য হইতে কতকজন (আল্লাহ্‌র) কালাম সমূহকে যথাস্থান হইতে অদল-বদল করে এবং তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম এবং অমান্য করিলাম' এবং (আরও বলে) 'তুমি আমাদের কথা শুন, (আল্লাহ্‌র কালাম) তোমাকে যেন কখনও শুনানো না হয়,' এবং তাহারা তাহাদের জিহ্বাকে বিকৃত করিয়া এবং দীনের প্রতি খোঁচা দিয়া বলিত, 'রায়েনা' এবং তাহারা যদি এইরূপ বলিত, 'আমরা শুনিলাম এবং মান্য করিলাম, এবং তুমি শুন এবং 'উনযুরনা' (আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও); তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য উত্তম এবং সুসংগত হইত। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য তাহাদের উপর অভিসম্পাত করিলেন; অতএব, তাহারা অল্প সংখ্যক ব্যতিরেকে ঈমান আনে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

৪৮। হে যাহারা কিতাব প্রদত্ত হইয়াছ! তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, ইহা উহার সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, সেই সময় আসিবার পূর্বে যখন আমরা (তোমাদের কতক) নেতাকে ধ্বংস করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাতে ফিরাইয়া দিব বা তাহাদিগকে সেইরূপে অভিশপ্ত করিব যেইভাবে আমরা 'সাবাত'-এর লোকদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম, এবং আল্লাহ্‌র আদেশ নিশ্চয় কার্যকরী হইবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾

৪৯। আল্লাহ্ ইহা আদৌ ক্ষমা করিবেন না যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হউক; এবং ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধকে তিনি যাহার জন্য চাহিবেন ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া দাবী করে? বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন, এবং তাহাদের উপর খর্জুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

৫১। দেখ! তাহারা আল্লাহ্‌র উপর কিরূপ মিথ্যা আরোপ করিতেছে, এবং ইহা সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে যথেষ্ট।

৭ [৮] ৪

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ

৫২। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা জিব্‌ত (দুষ্ট সত্তাসমূহ) এবং তাগুত (বিদ্রোহী সত্তাসমূহ)-এর উপর ঈমান রাখে এবং তাহারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, 'ইহারা

اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥٢﴾

ধর্ম পথে ঐ সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٣﴾

৫৩। ইহারা ঐসকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে অভিশপ্ত করেন তুমি কখনও তাহার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٤﴾

৫৪। শাসনক্ষমতায় কি তাহাদের কোন অংশ আছে ? তাহা হইলে তাহারা জনগণকে খর্জুর বীজের পৃষ্ঠদেশের খাত পরিমাণও কিছু দিবে না।

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٥﴾

৫৫। অথবা তাহারা কি এই কারণে লোকদিগকে ঈর্ষা করে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফযল হইতে কিছু দান করিয়াছেন ? (যদি ইহাই হইয়া থাকে) তাহা হইলে আমরা ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিতাব এবং হিকমত দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আমরা দিয়াছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٦﴾

৫৬। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতক তাহার উপর ঈমান আনিল; এবং তাহাদের মধ্যে কতক তাহা হইতে বিরত থাকিল এবং (তাহাদের শাস্তির জন্য) প্রজ্জলিত আগুন হিসাবে জাহান্নাম যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۭ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٧﴾

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে শীঘ্রই আমরা তাহাদিগকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব, যখনই তাহাদের চর্ম জ্বলিয়া যাইবে আমরা উহার স্থলে তাহাদিগকে অন্য চর্ম বদলাইয়া দিব যেন তাহারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۡ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে, আমরা শীঘ্রই তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিব যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যেখানে তাহারা সদা বসবাস করিবে; উহাতে তাহাদের জন্য পবিত্র জোড়াসমূহ থাকিবে এবং আমরা তাহাদিগকে ঘন স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবিষ্ট করিব।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

৬০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়া অতি উত্তম।

৮ [৯] ৫

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

৬১। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা দাবী করে যে, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল উহাদের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে? তাহারা 'তাগুত' (বিদ্রোহকারী) দ্বারা বিচার করাইতে আকাঙ্খা করে অথচ তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহারা যেন তাহার কথা অস্বীকার করে, কারণ শয়তান তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে চায়—ঘোর পথভ্রষ্টতায়।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

৬২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন, উহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস,' তখন তুমি মোনাফেকদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া সরিয়া যাইতেছে।

فَكَيْفَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّاۤ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

৬৩। তখন কেমন অবস্থা হয় যখন তাহাদের কৃতকর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইতে খাইতে তোমার নিকট আসিয়া বলে, 'আমরা সদ্ব্যবহার এবং পরস্পর সম্প্রীতি ব্যতীত আর কিছুই চাই নাই।'

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

৬৪। ঐ সকল লোকের অন্তরে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চল এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদের নিজেদের কল্যাণার্থে তাহাদিগকে মর্মস্পর্শী কথা বল।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমরা কোন রসূল প্রেরণ করি নাই এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যে আল্লাহ্‌র আদেশে যেন তাহার আনুগত্য করা হয়। এবং যখন তাহারা নিজেদের উপর অন্যায় করিয়া ছিল, তখন যদি তাহারা তোমার নিকট আসিত এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময় হিসাবে পাইত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

৬৬। কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, তাহারা মো'মেন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারক রূপে মান্য করিবে যে সকল বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর উহাতে তাহারা নিজেদের অন্তরে সংকোচ বোধ না করিবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং আমরা যদি তাহাদের উপর বিধিবদ্ধ করিতাম যে, 'তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও', তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেহই ইহা করিত না; এবং তাহারা যদি উহা করিত যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণজনক এবং (ঈমানের) অনেক মযবুতির কারণ হইত;

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং তখন আমরা নিশ্চয় নিজ সন্নিধান হইতে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার দান করিতাম;

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

৬৯। এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় আমরা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

৭০। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহ্‌গণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

৭১। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বিশেষ ফযল; এবং সর্বজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾

৭২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর, অতঃপর, ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হও অথবা সম্মিলিতভাবে বাহির হও।

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ۖ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা গড়িমসি করিয়া পিছনে থাকিয়া যায়, অতঃপর যদি তোমাদের উপর বিপদ আসে তখন সে বলে, 'আল্লাহ্ আমার উপর অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যেহেতু আমি তাহাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না।

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

৭৪। কিন্তু যদি আল্লাহ্র তরফ হইতে তোমাদের উপর কোন ফযল হয় তখন সে অবশ্য এমনভাবে বলে, যেন তোমাদের এবং তাহার মধ্যে কোন বন্ধুসুলভ সম্পর্কই ছিল না, 'হায়! আমিও যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমি (আজ) মহা সাফল্য অর্জন করিতাম!'

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٥﴾

৭৫। সুতরাং যাহারা পরকালের জন্য পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করা উচিত। এবং যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর সে নিহত হয় অথবা জয়লাভ করে, অচিরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে এবং ঐ সকল অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ কর না, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে এই শহর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও, যাহার অধিবাসীগণ বড়ই যালেম এবং তুমি নিজের সন্নিধান হইতে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর, এবং তোমার সন্নিধান হইতে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।'

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٧﴾

৭৭। যাহারা ঈমান আনে তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা তাগুতের (বিদ্রোহী-শয়তানের) পথে যুদ্ধ করে, অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের (যুদ্ধ) কৌশল নিশ্চয় দুর্বল।

১০ [৬] ৭

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ

৭৮। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংযত কর এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও, অতঃপর, যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন দেখ! তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মানুষকে এইরূপ ভয় করিতে লাগিল যেইরূপ আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত, বরং তদপেক্ষা অধিক ভয়; এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর কেন যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করিলে? কেন তুমি আমাদিগকে আরও

الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলে না?' তুমি বল, 'পার্থিব ভোগ-বিলাস তুচ্ছ, কিন্তু পরকাল তাহার জন্য অধিকতর উত্তম যে (আল্লাহ্‌র) তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, এবং তোমাদের উপর খর্জুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও অন্যায় করা হইবে না।'

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৭৯। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ়-দুর্গে অবস্থান কর না কেন। এবং যদি তাহাদের কোন কল্যাণ ঘটে তখন তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র সন্নিধান হইতে;' এবং যদি তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় তখন তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে;' তুমি বল, 'সবই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' এই লোকগুলির কি হইয়াছে যে, তাহারা কোন কথা বুঝিবার কাছ দিয়াও যায় না?

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

৮০। তোমার নিকট যে কল্যাণ আসে তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে; এবং তোমার যে অকল্যাণ ঘটে তাহা তোমার নিজের কারণে। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

৮১। যে কেহ এই রসূলের আনুগত্য করে বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে, এবং যে কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সেইক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষক হিসাবে পাঠাই নাই।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

৮২। এবং তাহারা বলে, 'আনুগত্যই (আমাদের আদর্শ নীতি),' কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের মধ্যে একদল, তুমি যাহা বলিয়া থাক, উহার বিরুদ্ধে রাত্রে সলা-পরামর্শ করে। এবং তাহারা রাত্রিতে যে সলা পরামর্শ করিতেছে উহা আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অতএব, তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

৮৩। তবে কি তাহারা কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে না? এবং যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার মধ্যে বহু গরমিল পাইত।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا

৮৪। এবং যখন তাহাদের নিকট নিরাপত্তার অথবা ভয়-ভীতির কোন সংবাদ আসে তখন তাহারা ইহাকে খুব প্রচার

بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

করিয়া বেড়ায়; তখন যদি তাহারা উহা রসূলের নিকট এবং তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারে তাহারা নিশ্চয় ইহা জানিয়া লইত । যদি আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত তোমাদের উপর না হইত, তাহা হইলে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ করিতে ।

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾

৮৫ । অতএব, তুমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে তোমার নিজের জন্য ছাড়া দায়ী করা হয় নাই— এবং তুমি মো'মেনদিগকে (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করিতে থাক। হয় তো অচিরেই আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়া দিবেন বস্তুতঃ আল্লাহ্ শক্তিতে অতীব কঠোর এবং শাস্তি দানেও অতীব কঠোর ।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

৮৬ । যে কেহ সৎ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহা হইতে একাংশ থাকিবে, এবং যে কেহ মন্দ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহার তুল্য অংশ থাকিবে, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

৮৭ । এবং যখন তোমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানাইও, অথবা (কমপক্ষে) উহাই প্রত্যার্পণ করিও ;নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী ।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾ ع

৮৮ । আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি নিশ্চয় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদিগকে একত্রিত করিতে থাকিবেন যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই । এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী কে ?

১১
[১১]
৮

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

৮৯ । তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা মোনাফেকদের বিষয়ে দুই দল হইয়াছ ? অথচ আল্লাহ্ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছেন । আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন তোমরা কি তাহাকে হেদায়াত দিতে চাহিতেছ ? এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন তুমি তাহার জন্য কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না ।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾

৯০। তাহারা কামনা করে যে, তোমরাও সেইরূপ অস্বীকার কর যেইরূপ তাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তোমরা সকলেই সমান হইয়া যাও। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে ধৃত কর এবং হত্যা কর যেখানে তোমরা তাহাদিগকে পাও; এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং সাহায্যকারী রূপেও না;

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾

৯১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ঐ জাতির সহিত সম্পর্ক রাখে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট আসে এমতবস্থায় যে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অথবা তাহাদের জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদের অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হয়। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দিতেন, তখন তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অতএব, যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের) কোন পথ বাকী রাখেন নাই।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْۤا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْۤا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾ ع

৯২। শীঘ্রই তোমরা অন্য এমন কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে নিরাপদ থাকিতে চাহে এবং তাহাদের নিজেদের জাতির নিকট হইতেও নিরাপদ থাকিতে চাহে। যখনই তাহাদিগকে ফিত্‌নার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখনই তাহাদিগকে উহাতে নিমমুখী করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক না হয় এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ না করে এবং নিজেদের হাত সংযত না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত কর এবং তাহাদিগকে হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে পাও। এবং তোমরাই এমন লোক যে, আমরা তাহাদের উপর তোমাদিগকে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দান করিয়াছি।

৯২
[৪]
৯

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

৯৩। কোন মো'মেনের উচিত নহে যে, সে কোন মো'মেনকে হত্যা করে কেবল ভুল ব্যতিরেকে এবং কেহ ভুল বশতঃ কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে একজন মো'মেন দাসকে মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্ত-পণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা উহা সদকাহ্ (হিসাবে মাফ) করিয়া দেয়। কিন্তু সেই (নিহত) ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু পক্ষের হয় এবং সে মো'মেন হয় তাহা হইলে একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যদি সেই (নিহত) ব্যক্তি এমন এক জাতির লোক হয় যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে তাহা হইলে তাহার পরিজনবর্গের নিকট রক্ত-পণ অর্পণ করা এবং একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়। কিন্তু যে (সামর্থ্য) রাখে না তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে— আল্লাহ্‌র তরফ হইতে দয়ার দৃষ্টি স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম, যাহাতে সে বসবাস করিতে থাকিবে। এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করিবেন এবং তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন এবং তাহার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করিবেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

৯৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও; এবং যে তোমাদিগকে সালাম বলে, 'তাহাকে বলিও না যে তুমি মো'মেন নহ।' তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা করিতেছ, অথচ আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে প্রচুর সম্পদ। তোমরাও ইতিপূর্বে এইরূপ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন; সুতরাং তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও। তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ

৯৬। মো'মেনগণের মধ্যে অক্ষম ব্যতিরেকে যাহারা পিছনে বসিয়া থাকে তাহারা এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া জিহাদ করে তাহারা সমান হইতে পারে না। ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়া জিহাদকারীগণকে আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের উপর, যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ্

اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾

কল্যাণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে তাহাদের উপর আল্লাহ্ মুজাহিদগণকে মহা পুরস্কারের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন—

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾ ع

৯৭। তাহার সন্নিধান হইতে পদমর্যাদা, এবং ক্ষমা এবং রহমত দ্বারা। এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়।

১৩ [৫] ১০

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا
فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا
اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৮। নিশ্চয় যাহাদিগকে ফিরিশ্তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দান করে, যখন তাহারা নিজেদের উপর অন্যায় করিতেছিল, তাহারা (ফিরিশ্তাগণ) বলিবে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ?' তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে দুনিয়াতে দুর্বল বলিয়া গণ্য করা হইত।' তাহারা বলিবে, ' আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে উহাতে তোমরা হিজরত করিতে ?' সুতরাং এই সব লোকের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বাসস্থান !

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾

৯৯। কেবল পুরুষ এবং মহিলা এবং বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে দুর্বলগণ ব্যতীত যাহারা কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না এবং (উদ্ধারের) কোন পথও খুঁজিয়া পায় না।

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا
غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

১০০। এই সকল লোককে অচিরেই আল্লাহ্ মার্জনা করিয়া দিবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا
كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ
عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾ ع

১০১। এবং যে কেহ আল্লাহ্র পথে হিজরত করে, সে পৃথিবীতে বহু সমৃদ্ধস্থল এবং প্রাচুর্য পাইবে। এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উদ্দেশ্যে, নিজ গৃহ হইতে হিজরত করার জন্য বাহির হয়, অতঃপর তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর বর্তিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৪ [৪] ১১

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

১০২। এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর এবং আশঙ্কা কর যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তোমাদিগকে ফিত্নায় ফেলিয়া দিবে তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর তাহা হইলে ইহাতে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। কাফেররা নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْٓا أَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى أَنْ تَضَعُوْٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾

১০৩ । এবং যখন তুমি নিজে তাহাদের মধ্যে থাক এবং তুমি তাহাদিগকে নামায পড়াও তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন তাহাদের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এবং যখন তাহারা সিজদা সম্পন্ন করে তখন যেন তাহারা তোমাদের পশ্চাতে (শত্রুর সম্মুখে) দণ্ডায়মান হয়; এবং অন্য দল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই তাহারা যেন আগাইয়া আসে এবং তোমার সঙ্গে নামায আদায় করে এবং তাহারা যেন আত্মরক্ষার উপকরণ অবলম্বন করে ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে; এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কামনা করে যে তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হইতে অসতর্ক হও তাহা হইলে তাহারা যেন অতর্কিতে এক যোগে তোমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে । এবং বৃষ্টিপাতের কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন তোমাদের উপরে কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রাদি খুলিয়া ফেল, এবং তোমরা (সদা) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর । আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

১০৪ । অতঃপর, যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বে শুইয়া তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, এবং যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন (স্বাভাবিক শর্তানুযায়ী) তোমরা নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মো'মেনদের উপর ফরয ।

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾ ع ١٥ [8] ١٢

১০৫ । এবং (শত্রু) জাতির অনুসন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করিও না, যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয় তাহাদেরও সেরূপ কষ্ট হয় । এবং তোমরা তো আল্লাহ্ হইতে উহার আশা রাখ যাহার আশা তাহারা রাখে না; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ।

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾

১০৬ । আমরা নিশ্চয় সত্য সহ এই পূর্ণ কিতাব তোমার প্রতি এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন আল্লাহ্ তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদ্দ্বারা তুমি লোকদের মধ্যে বিচার কর । এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হইও না ।

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾

১০৭ । এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। এবং তুমি তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিও না যাহারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাহাকে যে চরম বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٩﴾

১০৯। তাহারা মানুষ হইতে নিজেদের (পরিকল্পনা) গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ্ হইতে তাহারা গোপন করিতে পারে না, অথচ তিনি তখনও তাহাদের সহিত থাকেন যখন তাহারা রাত্রিকালে এমন কথা সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করে যাহা তিনি পসন্দ করেন না। বস্তুতঃ তাহারা যে কর্ম করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١١٠﴾

১১০। দেখ! তোমরা এমনই লোক যে ইহজীবনে তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষ হইয়া আল্লাহ্র সহিত কে বিতর্ক করিবে অথবা কে হইবে তাহাদের পক্ষে অভিভাবক?

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١١﴾

১১১। এবং যে কেহ মন্দ কর্ম করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্কে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাইবে।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١٢﴾

১১২। এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, সে উহা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই অর্জন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٣﴾ ع

১১৩। এবং যে কেহ কোন ত্রুটি বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় সে মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

১৬ [৮] ১৩

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۗ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং যদি না তোমার উপর আল্লাহ্র ফযল এবং রহমত হইত তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে একদল দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যেন তোমাকে ধ্বংস করে, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না এবং তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এবং আল্লাহ্ তোমার উপর কামিল কিতাব এবং হিকমত নাযেল করিয়াছেন এবং যাহা তুমি জানিতে না তাহা তোমাকে শিখাইয়াছেন এবং তোমার উপর আল্লাহ্র মহা ফযল রহিয়াছে।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ

১১৫। তাহাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই—কেবল ঐ ব্যক্তির (পরামর্শ) ছাড়া যে দান-খয়রাত অথবা সৎকাজ অথবা লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। এবং

ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উহা করে অচিরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾ ع

১১৬। এবং যে কেহ তাহার নিকট হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশ হওয়ার পর এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাইবে এবং মো'মেনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করিবে, আমরা তাহাকে সেই পথেই ফিরাইয়া দিব যে পথে সে ফিরিয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব; বস্তুতঃ উহা বড়ই মন্দ বাসস্থল।

১৭ [৩] ১৪

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

১১৭। আল্লাহ্ ইহা কখনও ক্ষমা করিবেন না যে তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করা হউক, এবং ইহা অপেক্ষা লঘুতর পাপ যাহার জন্য তিনি চাহিবেন ক্ষমা করিবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক করে সে অবশ্যই চরম ভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾

১১৮। তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবনহীন-অসার বস্তু ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না, বরং তাহারা বিদ্রোহী শয়তান ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না,

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ لا

১১৯। আল্লাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন; এবং সে বলিয়াছিল, 'আমি নিশ্চয় তোমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এক নির্দিষ্ট অংশকে ছিনাইয়া লইব;

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

১২০। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রলোভন দিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে (মন্দ কাজে) উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবে, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন করিবে।' এবং যে কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত শয়তানকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾

১২১। সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদিগকে নানা প্রলোভন দেয়; বস্তুতঃ শয়তান তাহাদিগকে প্রকাশ্য ছলনা ব্যতিরেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾

১২২। এই সব লোক এমন যাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং তাহারা উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٣﴾

১২৩। কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে দাখিল করিব, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ প্রতিশ্রুতি; এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় কে অধিকতর সত্যবাদী হইতে পারে ?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٤﴾

১২৪। ইহা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না এবং আহ্‌লে-কিতাবদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না; (বরং) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত না কোন বন্ধু পাইবে, না কোন সাহায্যকারী।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٥﴾

১২৫। এবং যে কেহ সৎকাজ করে, নর হউক বা নারী এবং সে মো'মেন — এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর খর্জুর-আঁটির ছিদ্র পরিমাণও অন্যায় করা হইবে না।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٦﴾

১২৬। এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে যে আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয় এবং একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে ? নিশ্চয় আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٧﴾ ع ١٥

১২৭। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহাকিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٨﴾

১২৮। এবং তাহারা তোমার নিকট (একাধিক) নারীর (সহিত বিবাহ) সম্বন্ধে নির্দেশ চাহিতেছে। তুমি বল, 'আল্লাহ্ তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দান করিতেছেন এবং যাহা তোমাদিগকে এই কিতাবের অন্যত্র আবৃত্তি করিয়া শুনান হইতেছে উহা ঐ সকল এতীম নারীদের সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমরা সেই অধিকার দিতেছ না যাহা তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, অথচ তোমরা আগ্রহ রাখ যেন তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং দুর্বল সন্তানদের সম্বন্ধেও। এবং (তোমাদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল) যে, এতীম বালিকাদের সহিত তোমরা ন্যায় বিচারের উপর কায়েম হও।

এবং যে কোন উত্তম কাজ তোমরা কর আল্লাহ্ উহা সবিশেষ জানেন ।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

১২৯ । এবং যদি কোন নারী তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে মন্দ ব্যবহার এবং উপেক্ষার আশংকা করে, তাহা হইলে তাহাদের উপর কোন অপরাধ বর্তাইবে না, যদি তাহারা আপোষে সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া লয় । বস্তুতঃ আপোষ-মীমাংসা উত্তম । মনুষ্য প্রকৃতিতে কৃপণতা (নিহিত) রাখা হইয়াছে । এবং যদি তোমরা সৎকাজ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমরা যে কর্ম কর সেই বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

১৩০ । এবং স্ত্রীগণের মধ্যে তোমরা কখনও (পূর্ণ) সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না,তোমরা যতই আকাঙ্খা কর না কেন । সুতরাং তোমরা (একই স্ত্রীর প্রতি) পূর্ণ রূপে ঝুঁকিয়া যাইও না যাহার ফলে তোমরা তাহাকে (অন্য স্ত্রীকে) দোদুল্যমান বস্তুর ন্যায় ছাড়িয়া দাও । এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

১৩১ । এবং যদি তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হয় তাহা হইলে আল্লাহ্ (তাহাদের মধ্যে) প্রত্যেককে নিজ পক্ষ হইতে প্রাচুর্য দিয়া স্বনির্ভরশীল করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, প্রজ্ঞাময় ।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

১৩২ । এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্র । এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকেও এবং তোমাদিগকেও আমরা এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর ; কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) যাহা কিছু আকাশ—মণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্র, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ঐশ্বর্যশালী, প্রশংসাভাজন ।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

১৩৩ । এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্র এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾

১৩৪ । হে মানব মণ্ডলী ! যদি তিনি চাহেন তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে)

অন্যদেরকে লইয়া আসিতে পারেন এবং আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম ।

১৩৫ । যে কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিবে তাহা হইলে (সে যেন স্মরণ রাখে যে) আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

১৩৬ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনগণের বিরুদ্ধেই যায় । (যাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে) যদি সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী । সুতরাং তোমরা হীনকামনার অনুসরণ করিও না যাহাতে তোমরা ন্যায়াবচার করিতে পার । এবং যদি তোমরা কথা পেঁচাইয়া (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়াইয়া যাও তাহা হইলে (জানিয়া রাখা যে) তোমরা যাহা কিছু কর তদ্সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৭ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ । তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং এই কিতাবের উপর যাহা তিনি স্বীয় রসূলের উপর নাযেল করিয়াছেন এবং সেই কিতাবের উপরও যাহা তিনি পূর্বে নাযেল করিয়াছেন; এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্তাগণ এবং তাঁহার কিতাব সমূহ এবং তাঁহার রসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইল ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

১৩৮ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে অতঃপর, অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে এবং অস্বীকারে তাহারা বাড়িয়া যায় আল্লাহ্ কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করিবেন না

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৯ । মোনাফেকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে;

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣٨﴾

১৪০ । যাহারা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি তাহাদের নিকট ইজ্জতের আকাঙ্খা করে ? তাহা হইলে (তাহারা জানিয়া রাখুক যে) সমস্ত ইজ্জত অবশ্যই আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত ।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿١٤٠﴾

১৪১। এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ সম্বন্ধে শুন যে ঐগুলিকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, নচেৎ তোমরা অবশ্যই তাহাদের অনুরূপ হইবে । নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মোনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন;

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤١﴾

১৪২। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হয় তাহা হইলে যাহারা তোমাদের ধ্বংসের অপেক্ষা করিতেছে তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' এবং যদি কাফেররা (বিজয়ের) কোন অংশ পায় তখন তাহারা (কাফেরদিগকে) বলে, 'আমরা কি (পূর্বে) তোমাদের উপর জয়যুক্ত হই নাই এবং আমরা কি তোমাদিগকে মো'মেনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করিবেন এবং আল্লাহ্ কাফেরদিগকে মো'মেনদের উপর কখনও আধিপত্য দিবেন না।

২০ [৭] ১৭

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

১৪৩। নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করিতে চাহে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তাহারা শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, তাহারা লোকদিগকে দেখায়, এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৪। তাহারা ইহার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছে— তাহারা ইহাদের (মো'মেনগণের) মধ্যেও নহে এবং তাহাদের (কাফেরদের) মধ্যেও নহে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

১৪৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কর্তৃক খোলাখুলি অভিযোগ আনার সুযোগ দিতে চাহ?

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৬। নিশ্চয় মোনাফেকরা আগুনের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করিবে এবং তুমি তাহাদের জন্য কখনও কোন সাহায্যকারী পাইবে না,

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا

১৪৭। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে এবং আল্লাহ্‌কে মযবুত ভাবে ধরে এবং তাহারা আল্লাহ্‌র

دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾

জন্য তাহাদের দীনকে আন্তরিকভাবে পালন করে— ইহারাই মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত। এবং অচিরেই আল্লাহ্ মো'মেনদিগকে মহা পুরস্কার দান করিবেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৮। কেনইবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে আযাব দিবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব গুণগ্রাহী, সর্ব জ্ঞানী।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৯। আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রকাশকে ভালবাসেন না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর যুলুম করা হইয়াছে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾

১৫০। যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর, অথবা উহা গোপন কর, অথবা কোন দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, সর্বশক্তিমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾

১৫১। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি,' এবং তাহারা চাহে যেন তাহারা ইহার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾

১৫২। ইহারাই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

১৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করে না, ইহারাই ঐসকল লোক যাহাদিগকে তিনি শীঘ্রই তাহাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا

১৫৪। আহ্লে কিতাব তোমার নিকট দাবী করিতেছে যে, তুমি তাহাদের উপর আকাশ হইতে এক কিতাব নাযেল কর। তাহারা মূসার নিকট ইহা হইতেও গুরুতর দাবী করিয়াছিল। যেমন তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্ দেখাও। ফলে তাহাদের যুলুমের কারণে তাহাদিগকে বজ্রপাত আঘাত হানিয়াছিল। অতঃপর, তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা

গো-বৎসকে (মা'বূদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাও আমরা ক্ষমা করিয়াছিলাম। এবং আমরা মূসাকে প্রকাশ্য ক্ষমতা দান করিয়াছিলাম।

مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

১৫৫। এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার সময় তূরপর্বতকে তাহাদের উর্ধে সমুচ্চ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সহিত এই ফটক দিয়া প্রবেশ কর', এবং তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সাবাতের বিষয়ে সীমালংঘন করিও না।' এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

১৫৬। অতঃপর, তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার ও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যার চেষ্টা করার কারণে, এবং তাহাদের এই বক্তব্যের কারণে, 'আমাদের হৃদয়গুলি পর্দাবৃত',— বরং আল্লাহ্ উহাদের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন তাহাদের অস্বীকারের কারণে, সুতরাং তাহারা ঈমান আনে অতি অল্পই—

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

১৫৭। এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাহাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে;

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

১৫৮। এবং তাহাদের এই বক্তব্যের কারণে, 'আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে নিশ্চয় হত্যা করিয়াছি, অথচ না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল, বরং তাঁহাদের নিকটে তাহাকে (ক্রুশ-বিদ্ধ মৃতের) অনুরূপ করা হইয়াছিল; এবং নিশ্চয় যাহারা তাহার ব্যাপারে মতভেদ করে তাহারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত; তাহাদের এই বিষয়ে কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান নাই, কেবল অনুমানের অনুসরণ ব্যাতীত এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

১৫৯। বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার দিকে উন্নীত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

১৬০। আহলে কিতাব হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজ মৃত্যুর পূর্বে ইহার (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবে এবং সে (ঈসা) কিয়ামতের দিনে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦١﴾

১৬১। সুতরাং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের যুলুমের কারণে আমরা তাহাদের জন্য সেই সব পবিত্র বস্তু হারাম করিয়াছি যাহা তাহাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হইয়াছিল এবং বহু লোককে আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের বাধা দেওয়ার কারণেও (তাহাদের এই শাস্তি হইয়াছিল)।

وَّأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬২। এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণেও। এবং তাহাদের মধ্যে কাফেরদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ أُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬৩। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে জ্ঞানে পরিপক্কগণ এবং মো'মেনগণ ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপরও যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর, এই সব লোকই এমন যাহাদিগকে আমরা মহা পুরস্কার দান করিব।

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَأَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

১৬৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি যেরূপে আমরা নূহ এবং তাহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম; এবং আমরা ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণ এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের উপর ওহী করিয়াছিলাম, এবং দাউদকেও আমরা যবূর দিয়াছিলাম।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾

১৬৫। এবং (আমরা প্রেরণ করিয়াছি) এমন অনেক রসূল, যাহাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং এমন অনেক রসূল, যাহাদের বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই, এবং আল্লাহ্ মূসার সহিত অনেক বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

১৬৬। (এবং প্রেরণ করিয়াছি) রসূলগণ, শুভ সংবাদ বহনকারী এবং সতর্ককারী রূপে যেন রসূলগণের (আগমনের) পরে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন ওযর-আপত্তি না থাকে। এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৭। কিন্তু আল্লাহ্ ইহা (এই ঐশীবাণী) দ্বারা, যাহা তিনি তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন, সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ইহাকে নিজ জ্ঞানে পরিপূর্ণ করিয়া নাযেল করিয়াছেন, এবং ফিরিশ্তাগণও সাক্ষ্য দিতেছে; বস্তুতঃ সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৮। যাহারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র পথে (লোকদিগকে) বাধা দেয়, নিশ্চয় তাহারা চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৯। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে এবং যুলুম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তিনি তাহাদিগকে কোন হেদায়াতের পথ দেখাইবেন না;

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

১৭০। জাহান্নামের পথ ব্যতিরেকে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিবে। এবং আল্লাহ্র জন্য ইহা সহজ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

১৭১। হে মানব মণ্ডলী। নিশ্চয় এই রসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য সহ আগমন করিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে। কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় যাহা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রহিয়াছে সবই আল্লাহ্র; বস্তুতঃ তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۡ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

১৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতিরেকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র এক রসূল মাত্র, এবং তাঁহার কালাম (-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যাহা তিনি মরিয়মের উপর নাযেল করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে একটি রূহ (রহমত) ছিল; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন, এবং বলিও না যে, '(আল্লাহ্) তিন।' তোমরা (এইরূপ কথা হইতে) বিরত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ্ই এক-অদ্বিতীয় মা'বূদ। তিনি ইহা হইতে পবিত্র যে, তাঁহার কোন পুত্র থাকিবে, যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই তাঁহার; এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

ع ৩ [৮] ৩

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾

১৭৩। মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াতে কখনও ঘৃণা বোধ করে না, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও না, এবং যাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে ঘৃণাবোধ করিবে এবং অহংকার করিবে, অচিরেই তিনি তাহাদের সকলকে নিজের নিকটে একত্রিত করিবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

১৭৪। অতঃপর, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দান করিবেন, অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বীয় ফযল হইতে অতিরিক্ত দান করিবেন। কিন্তু যাহারা ঘৃণা করে এবং অহংকার করে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। এবং তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে না পাইবে বন্ধু এবং না পাইবে সাহায্যকারী।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

১৭৫। হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিয়াছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক নাযেল করিয়াছি।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

১৭৬। বাকি রহিল তাহাদের অবস্থা যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং তাঁহাকে মযবূতভাবে অবলম্বন করে, অচিরেই তিনি তাহাদিগকে নিজের রহমতের এবং ফযলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নিজের দিকে আসিবার সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিবেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۚ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾ ع

১৭৭। তাহারা তোমার নিকট (কালালাহ্ সম্বন্ধে) নির্দেশ চাহিতেছে, তুমি বল, 'আল্লাহ্ কালালাহ্ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং তাহার একজন ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য হইবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক; এবং (যদি ভগ্নী মারা যায় তাহা হইলে) ভ্রাতা ভগ্নীর (সম্পূর্ণ সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হইবে, যদি ভগ্নীর কোন সন্তানাদি না থাকে; এবং যদি দুই ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের জন্য ভ্রাতা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে উহা হইতে দুই-তৃতীয়াংশ এবং যদি (উত্তরাধিকারী) ভ্রাতৃবৃন্দ হয় — পুরুষ এবং মহিলা, তাহা হইলে একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার অংশের সমান। আল্লাহ্ (এই কথাগুলি) তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া যাও, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৪ ৪ ৪]

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ

৫-সূরা আল্ মায়েদা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২১ আয়াত এবং ১৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ②

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য গবাদি চতুষ্পদ জন্তু, কেবল ঐ সকল জন্তু ব্যতিরেকে যাহাদের বিবরণ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনানো হইতেছে, হালাল করা হইল, কিন্তু এই শর্তে যে, ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হালাল করিতে পারিবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হুকুম করেন যাহা তিনি চাহেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَاۤ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ③

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট চিহ্নগুলির অবমাননা করিও না, পবিত্র মাসেরও না, কুরবানীর জন্তুগুলিরও না, এবং ঐ জন্তুগুলিরও না যেগুলির গলায় (কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ) মালা পরানো হয়, বায়তুল হারামের পথে অভিযাত্রীগণেরও না যাহারা নিজেদের প্রভুর ফযল ও তাঁহার সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। যখন তোমরা ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেল তখন তোমরা শিকার করিতে পার; এবং কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তাহারা তোমাদিগকে মসজিদে-হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তোমাদিগকে যেন সীমালংঘন করিতে প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাক্‌ওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পর সহযোগিতা করিও না। আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاۤ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۟ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ

৪। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত-জীব, এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং উহা, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতিরেকে অপরের নাম উচ্চারণ করা হয়, এবং শ্বাসরোধ করিয়া নিহত জীব, এবং প্রহারে নিহত জীব এবং উচ্চ স্থান হইতে নিপতনে মৃত-জীব, এবং শৃঙ্গাঘাতে মৃতজীব, এবং ঐ জন্তু যাহাকে হিংস্র পশু খাইয়াছে, কেবল উহা ছাড়া যাহাকে

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

তোমরা (মরার আগে) যবাহ করিয়া লইয়াছ, এবং যে জীবকে কোন দেব-দেবীর স্থানে বলি দেওয়া হয় এবং ইহা (নিষিদ্ধ) যে, তোমরা ভাগ্য নির্দেশক তীর সমূহের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় কর। এই সব তোমাদের নাফরমানীর ও পাপকার্যের অন্তর্গত। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আজ তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন রূপে মনোনীত করিলাম। কিন্তু কেহ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, স্বেচ্ছায় পাপের দিকে না ঝুঁকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۭ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۡ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ
اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৫। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হইয়াছে। তুমি বল, 'সকল পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, এবং শিকারী পশু-পাখী হইতে যাহাদিগকে তোমরা শিকারের শিক্ষা দিয়া বশ কর, যেহেতু তোমরা তাহাদিগকে উহাই শিক্ষা দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, উহারা তোমাদের জন্য যাহা ধরে উহা হইতে খাও এবং উহার উপর আল্লাহ্‌র নাম লও। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।'

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ۝ ع

৬। অদ্য তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করা হইল। এবং ঐ সকল লোকের খাদ্য-বস্তু যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তোমাদের জন্য হালাল। এবং তোমাদের খাদ্যবস্তু তাহাদের জন্য হালাল। এবং সতী-সাধ্বী মো'মেন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে সতী-সাধ্বী নারী (তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল) যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের দেন-মহর দিয়া দাও বিবাহের উদ্দেশ্যে, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে, এবং গোপণ প্রণয়িনী গ্রহণকারীরূপেও নহে। এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকার করে, তাহার কর্ম নিষ্ফল হয় এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٦

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তোমরা ধৌত কর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হস্ত কনুই পর্যন্ত এবং তোমরা (সিক্ত হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছিয়া ফেল এবং (ধৌতকর) তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত । এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহা হইলে (গোসল করিয়া) পূর্ণরূপে পবিত্র হও; এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ শৌচাগার হইতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এই ভাবে যে, উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হাত মুছিয়া ফেল । আল্লাহ্ তোমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিতে চাহেন না বরং তিনি তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নেয়ামতকে পূর্ণ করিতে চাহেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۝٧

৮। এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে স্মরণ কর, এবং তাঁহার ঐ অঙ্গীকারকেও যাহা তিনি তোমাদের নিকট হইতে তখন লইয়াছিলেন যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আনুগত্য করিলাম।' সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বক্ষদেশে নিহিত সকল বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কার্জ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٩

১০। যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রহিয়াছে ।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ۝١٠

১১। এবং যাহারা অস্বীকার করে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী হইবে ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন এক জাতি তোমাদের উপর তাহাদের (যুলুমের) হাত বাড়াইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি তোমাদের উপর হইতে তাহাদের হাত রুখিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্‌র উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۗ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٣﴾

১৩। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ বনী ইস্‌রাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে বার জন নেতা উত্থিত করিয়াছিলাম। এবং আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সংগে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আমার রসূলগণের উপর ঈমান আন এবং তাহাদিগকে সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে ঋণ দাও—উৎকৃষ্ট ঋণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের যাবতীয় দোষ দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে দাখিল করিয়া দিব যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ অস্বীকার করিবে অবশ্যই সে সোজা পথ হইতে বিভ্রান্ত হইবে।'

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। সুতরাং তাহাদের নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করিয়া দিয়াছিলাম। (ফলে) তাহারা (কিতাবের) শব্দগুলিকে উহাদের আসল স্থান হইতে রদ-বদল করে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল উহার কতক অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। এবং তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন ব্যতীত তাহাদের পক্ষ হইতে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۗ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। এবং যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান', আমরা তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও উহার কতক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছিল সেই সম্বন্ধে শীঘ্রই আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۗ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٦﴾

১৬। হে আহ্‌লে কিতাব ! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমরা কিতাবের মধ্য হইতে যাহাকিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার বহুলাংশ তোমাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং বহুলাংশ মার্জনা করিতেছে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٧﴾

১৭। আল্লাহ্ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি চাহে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাহাদিগকে (প্রত্যেক প্রকার) অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨﴾

১৮। তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ্ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন ?' এবং আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলের উপর আধিপত্য আল্লাহ্‌র। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾

১৯। এবং ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তাঁহার প্রিয় পাত্র।' তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তিনি তোমাদের পাপসমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন ? না, বরং তোমরাও সেই সকল মানুষের অন্তর্গত যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।' তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার উপর আল্লাহ্‌রই আধিপত্য এবং তাঁহারই সমীপে প্রত্যাবর্তন।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ ع

২০। হে আহ্‌লে কিতাব ! রসূলগণের (আবির্ভাবের) বিরতির পর তোমাদের নিকট আমাদের রসূল আসিয়াছে, যে তোমাদের নিকট (সকল বিষয়) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতেছে পাছে তোমরা বল যে, 'আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে এবং না কোন সতর্ককারী।' সুতরাং তোমাদের নিকট অবশ্যই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী আসিয়াছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৩ [৮] ৭

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ۖ وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে এমন কিছু দান করিয়াছিলেন যাহা তিনি (তদানিন্তন) জগতের অন্য কোন জাতিকে দেন নাই;

يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾

২২। হে আমার জাতি ! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়াছেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইও না, অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।'

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! নিশ্চয় তথায় এক দুর্ধর্ষ জাতি রহিয়াছে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবে, আমরা তথায় কখনও প্রবেশ করিব না। সুতরাং যদি তাহারা সেখান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তথায় প্রবেশ করিব।'

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

২৪। যাহারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করিত তাহাদের মধ্য হইতে দুই জন, যাহাদিগকে আল্লাহ্ নেয়ামত দান করিয়াছিলেন, বলিল, 'তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া এই দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, যখন তোমরা ইহাতে প্রবেশ করিবে, তখন তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হইবে। এবং যদি তোমরা মো'মেন হও, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর।'

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুইজনেই যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।'

قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি আমার নিজের ও আমার ভ্রাতার উপর ব্যতীত কাহারও উপর অধিকার রাখি না; সুতরাং তুমি আমাদের এবং বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দাও।'

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ يَتِيهُونَ

২৭। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তাহাদের উপর ইহা চল্লিশ বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ করা হইল, তাহারা পৃথিবীতে দিশাহারা

فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٧﴾

হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের জন্য দুঃখ করিও না।'

৪ [৭] ৮

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তুমি তাহাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা কর, যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী দিয়াছিল তখন তাহাদের একজনের নিকট হইতে ইহা কবুল করা হইয়াছিল এবং অপরজনের নিকট হইতে কবুল করা হয় নাই। ইহাতে সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিব।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ কবুল করেন মুত্তাকীগণের নিকট হইতে;

لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। যদিও তুমি আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার হাত তোমার দিকে বাড়াইব না। নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি;

اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। আমি চাহি যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন কর এবং এইভাবে তুমি আগুনের অধিবাসী হও, এবং ইহাই যালেমদের প্রতিফল।'

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। অতঃপর, তাহার (দুষ্ট) চিত্ত তাহাকে তাহার ভাইকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত করিল; অতএব, সে তাহার ভাইকে হত্যা করিল এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۗ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তখন আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করিলেন, সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল যাহাতে সে তাহাকে দেখায় যে কিভাবে সে তাহার ভ্রাতার লাশকে ঢাকিয়া দেয়। সে বলিল, 'হায় পরিতাপ আমার জন্য! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারি নাই যে, আমি আমার ভ্রাতার লাশ ঢাকিয়া দিই?' অতঃপর, সে অনুতাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۖ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এই কারণে আমরা বনী ইস্‌রাঈলের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, কেহ কোন ব্যক্তিকে—কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরিকে—হত্যা করিলে, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল; যে কেহ একটি জীবনকে বাঁচাইল সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে বাঁচাইল। এবং আমাদের রসূলগণ অবশ্যই তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরেও তাহাদের মধ্যে অনেক লোকই দেশে বাড়াবাড়ি করে।

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টায় দৌড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কর্মের প্রতিফল ইহাই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিহত করা হইবে বা (তাহাদের শত্রুতা মূলক কাজের জন্য) তাহাদের হাত পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। ইহা হইবে তাহাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা, এবং পরকালেও তাহাদের জন্য মহা শাস্তি (অবধারিত) রহিয়াছে;

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তাহাদের উপর তোমাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পূর্বে তওবা করিবে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁহার পথে জিহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফল-কাম হও।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٣٧﴾

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, জগতে যাহা কিছু আছে যদি উহা সবই এবং তৎসঙ্গে উহার সমতুল্য আরও তাহাদের নিকট থাকিত যাহাতে তাহারা কিয়ামতের দিনের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উহা মুক্তি-পণ স্বরূপ দিতে পারিত, তবু উহা তাহাদের নিকট হইতে কবুল করা হইত না; বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٨﴾

৩৮। তাহারা আগুন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না, এবং তাহাদের জন্য এক স্থায়ী আযাব রহিয়াছে।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং যে পুরুষ চোর এবং যে নারী চোর, তোমরা তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদের হাত কাটিয়া দাও, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। কিন্তু যে কেহ তাহার যুলুম করার পর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহার প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

৪১। তুমি কি অবগত নহ, আল্লাহ্ এমন সত্তা যে আকাশ-মণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই ? তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিয়া দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪২। হে রসূল ! যাহারা মুখে বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ ঈমান আনে নাই, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, তাহারা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে, এবং ইহুদীদের মধ্য হইতেও কতক এমন আছে যাহারা মিথ্যা কথা কান পাতিয়া শোনে, এমন এক জাতির (কর্ণগোচর করিবার) জন্য শোনে যাহারা এখনও তোমার নিকট আসে নাই। তাহারা কথাগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত হওয়ার পর অদল-বদল করিয়া দেয়, এবং বলে, 'যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা গ্রহণ করিও, কিন্তু যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া না হয় তাহা হইলে সাবধান থাকিও।' আল্লাহ্ যাহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তুমি তাহার জন্য আল্লাহ্র মোকাবেলায় কিছুই করিতে পারিবে না। ইহারা এমন লোক যাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; তাহাদের জন্য ইহজগতে লাঞ্ছনা আছে এবং পরকালেও তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং হারাম ভক্ষণে অত্যধিক তৎপর। অতএব, যদি তাহারা তোমার নিকট (বিচার প্রার্থী হইয়া) আসে তাহা হইলে তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। যদি তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে তাহারা আদৌ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং যদি তুমি ফয়সালা কর তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সহিত ফয়সালা করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকগণকে ভালবাসেন।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ ع ١٠

৪৪। এবং তাহারা কিরূপে তোমাকে (তাহাদের) বিচারক নিযুক্ত করিবে, যখন তাহাদের নিকট তওরাত আছে, যাহাতে আল্লাহ্র আদেশাবলী মওজুদ রহিয়াছে ? ইহা সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়; এবং তাহারা আদৌ মো'মেন নহে।

৬ [৯] ১০

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَٰبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। নিশ্চয় আমরা তওরাত নাযেল করিয়াছিলাম—উহাতে হেদায়াত এবং নূর ছিল, ইহা দ্বারা নবীগণ যাহারা আত্মসমর্পণকারী ছিল, এবং তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষগণ এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ ইহুদীদের জন্য ফয়সালা করিত, যেহেতু তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না। এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, বস্তুতঃ তাহারাই কাফের।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং আমরা উহাতে তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং (অন্যান্য) জখমের সমান সমান বদলা। এবং যে ব্যক্তি দাবী প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে ইহা তাহার জন্য কাফ্‌ফারা (পাপ মুক্তির উপায়) হইবে এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই যালেম।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰةِ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী করিয়া তাহাদের (পূর্ববর্তী নবীগণের) পদাঙ্ক অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং তাহাকে ইন্‌জীল প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে হেদায়াত ও নূর ছিল এবং উহা তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী এবং মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং ইন্‌জীলের অনুসরণকারীদের উচিত, উহাতে আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যেন তাহারা ফয়সালা করে, এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

৪৯। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব সত্য সহকারে নাযেল করিয়াছি, যাহা ইহার পূর্বে যে কিতাব রহিয়াছে উহার সত্যায়নকারী এবং উহার উপর তত্ত্বাবধায়নকারী রূপে; অতএব, তুমি তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে উহা ছাড়িয়া তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার

أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾

অনুসরণ করিও না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত (বিধান) এবং (স্পষ্ট) কার্য-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন তদ্‌সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব, তোমরা সৎকাজে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে; তখন তিনি তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে;

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর এবং তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার অনুসরণ করিও না, এবং তুমি তাহাদের নিকট হইতে সাবধান হও যেন আল্লাহ্ যাহা তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন উহার অংশ বিশেষ হইতে তাহারা তোমাকে বিচ্যুত করিয়া বিপাকে না ফেলে। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে জানিও যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য শাস্তি দিতে চাহেন। এবং নিশ্চয় লোকদের মধ্য হইতে অনেকেই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। তবে কি তাহারা অজ্ঞযুগের ফয়সালা চাহে? এবং যে জাতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা কে সর্বাধিক উত্তম ফয়সালাকারী?

৭ [৭] ১১

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে (গণ্য) হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) দিকে দ্রুত ছুটিয়া যায়, তাহারা বলে,'আমরা ভয় করি যে আমাদের উপর কোন বিপৎপাত ঘটিবে।' সুতরাং হইতে পারে আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) বিজয় আনয়ন করিবেন অথবা নিজ সন্নিধান হইতে অন্য কোন বিষয় প্রকাশ করিবেন যাহার ফলে তাহারা যে কথা তাহাদের অন্তরে গোপন রাখিয়াছিল উহার জন্য অনুতপ্ত হইবে।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'ইহারাই কি সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্‌র নামে কসম খাইয়াছিল— নিজেদের শক্ত কসম যে, তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে ছিল ? তাহাদের কাজ কর্ম নিষ্ফল হইয়া গেল, ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিজের দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে, (সে যেন স্মরণ রাখে যে) আল্লাহ্ অচিরেই (তাহার পরিবর্তে) এমন এক জাতিকে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, যাহারা মো'মেনগণের প্রতি নম্র হইবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ্, এবং তাঁহার রসূল এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র নিকটে) বিনয়াবনত।

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٧﴾ ع

৫৭। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা স্মরণ রাখুক যে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।

৮ ৬] ১২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা-তামাসার বস্তু বানাইয়া লইয়াছে তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কাফেরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হও।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯। যখন তোমরা (লোকদিগকে) নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা ইহাকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক মনে করে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٦٠﴾

৬০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! তোমরা কি আমাদের উপর শুধু এই কারণে দোষারোপ কর যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি

নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা পূর্বে নাযেল করা হইয়াছে ? অথচ তোমাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতি-পরায়ণ।'

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿٦١﴾

৬১। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রতিফলের দিক দিয়া উহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ দিব ? (শুন) যাহাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহার উপর তিনি ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে—ইহারাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ হইতে সর্বাধিক ভ্রষ্ট।

وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهٖ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং যখন তাহারা তোমাদের নিকট আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহারা কুফরী সহ প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তাহারা উহা লইয়াই বাহির হইয়া গেল; এবং তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহা সর্বাধিক জানেন।

وَتَرٰى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে দেখিতেছ যে, তাহারা পাপ করার, সীমা লঙ্ঘন করার এবং হারাম খাওয়ার জন্য ত্বরা করিতেছে। তাহারা যে কাজ-কর্ম করিতেছে তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে পাপ কর্মের কথা-বার্তা বলিতে এবং হারাম খাইতে কেন নিষেধ করে না ? তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ কাজ।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫। এবং ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা।' বরং তাহাদের হাত বাঁধা এবং তাহারা অভিশপ্ত হইবে উহার কারণে যাহা তাহারা বলিতেছে। বরং, তাঁহার উভয় হাতই সুপ্রশস্ত। তিনি যেভাবে চাহেন খরচ করেন। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককে বিদ্রোহে ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে। এবং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি; যখনই তাহারা সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করে তখনই আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করিয়া দেন। এবং তাহারা পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টি করার জন্য দৌড়িয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ উপদ্রব সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তাহাদের যাবতীয় দোষ তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিতাম এবং তাহাদিগকে বিবিধ নেয়ামতের জান্নাত সমূহে দাখিল করিতাম।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٧﴾ ع

৬৭। এবং যদি তাহারা তওরাত ও ইন্জীল এবং তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তাহাদের উর্ধদেশ হইতেও এবং তাহাদের পদতল হইতেও (নেয়ামত) ভোগ করিত। অবশ্য তাহাদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থী লোক আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক যে কাজ-কর্ম করিতেছে উহা অতিশয় মন্দ।

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۚ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে তাহা (লোকদের নিকট) পৌছাইয়া দাও, এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহা হইলে তুমি তাঁহার পয়গাম আদৌ পৌছাইলে না। এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তওরাত এবং ইন্জীল এবং তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি (এখন) যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিষ্ঠিত করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন কিছুর উপর (প্রতিষ্ঠিত) নহ।' এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককেই বিদ্রোহে ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে; সুতরাং তুমি কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিও না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ— যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ۗ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ

৭১। নিশ্চয় আমরা বনী ইস্রাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রতি অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখনই কোন রসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু লইয়া আসিয়াছে যাহা তাহাদের মনঃপূত হয়

فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧١﴾

নাই, তখনই তাহাদের মধ্যে কতককে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং কতককে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছে ।

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭২ । এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, ইহাতে কোন ফিত্না হইবে না, সুতরাং তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া গেল । অতঃপর, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকেই পুনরায় অন্ধ ও বধির হইয়া গেল; এবং তাহারা যে কাজ-কর্ম করে তদসম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٣﴾

৭৩ । অবশ্যই তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্;' অথচ মসীহ্ স্বয়ং বলিয়াছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু । প্রকৃত বিষয় এই যে, যে কেহ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দেন এবং আগুনই তাহার আবাসস্থল । বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪ । নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে,'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়;' অথচ এক মা'বূদ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই । এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে ।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫ । তাহারা কি আল্লাহ্র নিকট তওবা করিবে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬ । মরিয়মের পুত্র মসীহ্ ছিল কেবল এক রসূল; তাহার পূর্বে সকল রসূল মারা গিয়াছে । এবং তাহার মাতা একজন সত্যাবাদিনী ছিল । তাহারা উভয়েই খাদ্য খাইত । দেখ ! আমরা কিরূপে তাহাদের (কল্যাণের) জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি; পুনরায় দেখ ! কিরূপে তাহাদিগকে সত্য হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে ।

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾

৭৭ । তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার, এবং আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٨﴾

৭৮। তুমি বল, 'হে আহ্‌লে কিতাব ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করিও না এবং ঐ জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না যাহারা ইতিপূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথ-ভ্রষ্ট করিয়াছে এবং তাহারা সোজা পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

১০ ১১] ১৪

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে দাউদ এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। তাহারা যে অন্যায় আচরণ করিত তাহা হইতে তাহারা একে অন্যকে নিবৃত্ত করিত না। তাহারা যাহা কিছু করিত নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। তুমি তাহাদের মধ্য হইতে অনেককে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা নিজেদের জন্য অগ্রে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত মন্দ, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আযাবে পড়িয়া থাকিবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং এই নবী এবং যাহা তাহার উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ইহুদীদিগকে এবং যাহারা শির্ক করিয়াছে তাহাদিগকে লোকের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর দেখিতে পাইবে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে তুমি নিশ্চয় সর্বাধিক নিকটবর্তী তাহাদিগকে পাইবে যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান।' ইহা এই জন্য যে, তাহাদের মধ্যে কিছু লোক পণ্ডিত এবং কিছু লোক সন্ন্যাসী রহিয়াছে এবং এই কারণেও যে, তাহারা অহংকার করে না।

৭ম পারা

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং যখন তাহারা উহাকে শ্রবণ করে যাহা এই রসূলের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে তখন তুমি তাহাদের চক্ষুগুলি দেখিবে যে, যতটুকু সত্য তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে উহার কারণে ঐগুলি অশ্রুপ্লাবিত হইতেছে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং আমাদের কি কারণ থাকিতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্‌র এবং যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়াছে উহার উপর ঈমান আনিব না, অথচ আমরা আকাঙ্খা করি যে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে সৎকর্মশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত করেন ?'

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬। সুতরাং তাহারা যাহা বলিয়াছে উহার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাত দান করিলেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে বসবাস করিবে ; এবং ইহাই সৎকর্মশীলগণের জন্য পুরস্কার।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

ع ৯ [৯] ১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করিও না, যেগুলিকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং তোমরা সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং যাহা কিছু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রিয্‌ক দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যাহার উপর তোমরা ঈমান আনয়নকারী।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ

৯০। তোমাদের কসম সমূহের মধ্যে নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না কিন্তু তোমরা যে দৃঢ় কসম খাও উহার (ভঙ্গের) জন্য তোমাগিকে পাকড়াও করিবেন। সুতরাং ইহার কাফ্‌ফারা হইবে দশজন দরিদ্র ব্যক্তিকে মধ্যম শ্রেণীর খাবার দেওয়া যাহা তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াইয়া থাক; অথবা তাহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া, অথবা একজন গোলামকে মুক্ত করা, কিন্তু যে ব্যক্তির

সামর্থ না থাকে তাহা হইলে (তাহার জন্য) তিন দিনের রোযা ধার্য। ইহাই হইবে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম খাও। তোমরা তোমাদের কসমসমূহের হিফাযত কর। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজ আয়াতসমূহকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٠﴾

৯১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

৯২। শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চাহে। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত থাকিবে?

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾

৯৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে তাহারা যাহা খাইয়াছে উহার কারণে তাহাদের উপর কোন দোষ বর্তিবে না যদি তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, পুনরায় তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে, পুনরায় তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٤﴾ ع ١٢ [٧] ٢

৯৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিশ্চয় এমন শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন, যাহা তোমাদের হাত ও বর্শাসমূহ ধরিয়া থাকে যেন আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা গোপনেও তাঁহাকে ভয় করে। অতঃপর, যে ব্যক্তি ইহার পরও সীমালংঘন করিবে সে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাইবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

৯৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের জন্তুকে হত্যা করিও না। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহাকে হত্যা করিবে, সেক্ষেত্রে যে চতুষ্পদ জন্তু সে হত্যা করিয়াছে উহার অনুরূপ বিনিময় হইবে, যাহার ফয়সালা তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোক করিবে, যাহাকে কুরবানীরূপে কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইবে, অথবা কাফ্‌ফারা হইবে কিছু মিসকীনকে খাদ্য দান বা সেই অনুপাতে রোজা পালন যেন সে নিজের কাজের পরিণাম ফল আস্বাদন করে। যাহা পূর্বে হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় যে কেহ ইহা করিবে, তাহার নিকট হইতে আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে সমুদ্রের শিকার এবং উহার ভক্ষণ, ভোগ-সামগ্রী স্বরূপ তোমাদের জন্যও এবং মুসাফেরদের জন্যও ; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাক, স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর— যাঁহার নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾

৯৮। আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য চিরস্থায়ী উন্নতির উপায় করিয়াছেন পবিত্র গৃহ কা'বাকে এবং পবিত্র মাসকে এবং কুরবানীসমূহকে এবং গলায় মালা পরিহিত পশুগুলিকেও। ইহা এই জন্য যেন তোমরা জানিতে পার যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৯। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এই রসূলের উপর দায়িত্ব কেবল (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠١﴾ ع

১০১। তুমি বল, 'অপবিত্র এবং পবিত্র সমান হইতে পারে না,' যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ ! যেন তোমরা সফলকাম হও।

১৩ [৭] ৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

১০২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তোমাদের কষ্টের কারণ হইবে এবং যদি তোমরা কুরআন নাযেল করার সময়ে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হইবে। আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে বিরত আছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এইরূপ (বিষয়াদি সম্বন্ধে) প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার অস্বীকারকারী হইয়া গেল।

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। আল্লাহ্ কোন বাহীরা, সাইবাহ্, ওয়াসীলাহ্, এবং হাম নির্ধারণ করেন নাই, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি-বিবেচনা করে না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তাহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস', তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' কী ! যদিও তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ না কোন জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে এবং না কোন হেদায়ত গ্রহন করিয়া থাকে, তথাপিও (তাহারা অন্ধ অনুকরণ করিবে)?

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়াত-প্রাপ্ত হও তখন যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; তখন তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ

১০৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়াত করিবার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য-দানের ব্যবস্থা এই হইবে যে, তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে ; অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য হইতে দুইজন হইবে, যদি তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করিতে থাক এবং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ নামিয়া আসে। তোমরা নামাযের পর উভয়কে (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) আটকাইবে, যদি তোমরা (তাহাদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে) সন্দিহান হও তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্র কসম খাইয়া

إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الْأٰثِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

বলিবে, 'আমরা ইহা দ্বারা কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদিও সে (যাহার সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আমাদের) নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন; আমরা আল্লাহ্‌র (নির্দিষ্ট সত্য) সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَإِنْ عُثِرَ عَلٰٓى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। কিন্তু যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন (সাক্ষীদ্বয়) পাপের ভাগী হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দুই জনের স্থলে অন্য দুই ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে দাঁড়াইবে যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য (পূর্ববর্তী) ঐ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই ; যদি আমরা ইহা করিয়া থাকি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَنْ يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوْٓا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمٰنِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। ইহা উত্তম পদ্ধতি, যদ্দারা তাহারা সঠিক রূপে সাক্ষ্য দিবে, অথবা এই কথার ভয় করিবে যে, তাহাদের কসমকে অন্য কসমের দ্বারা রদ্ করা হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর। কারণ আল্লাহ্ বিদ্রোহপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

১৪ [৮] ৪

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّٰمُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٠﴾

১১০। (সেই দিনকে স্মরণ কর) যে দিন আল্লাহ্ রসূলগণকে একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমাদিগকে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল ?' তাহারা বলিবে, 'আমরা জানি না ; নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা।'

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ إِذْ أَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۖ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِىْ ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِىْ ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِإِذْنِىْ ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ إِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ

১১১। যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তুমি তোমার উপর এবং তোমার মাতার উপর আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন আমি রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তোমাকে সামর্থ্য দান করিয়াছিলাম, তুমি দোলনায় ও পৌঢ় বয়সে লোকদের সহিত কথা বলিতে, এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইন্‌জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম, এবং যখন তুমি আমার আদেশে কাদা হইতে পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিতে, অতঃপর উহাতে (নব-জীবন) ফুৎকার করিতে তখন আমার আদেশে উহা উড্ডয়নশীল হইত, এবং আমার আদেশে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতে, এবং আমার আদেশে তুমি মৃতকে উত্থিত করিতে, এবং যখন আমি বনী ইস্‌রাঈলকে তোমা হইতে

بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١١﴾

রুখিয়া রাখিয়াছিলাম, যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ আসিয়াছিলে ; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত কিছুই নহে।'

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। এবং স্মরণ কর আমার নেয়ামতকে যখন আমি হাওয়ারীদের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম : 'আমার উপর এবং আমার রসূলের উপর ঈমান আন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী।'

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। (স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তোমার প্রভু কি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য-ভরতি খাঞ্চা নাযেল করিতে পারেন?' সে বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক।'

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। তাহারা বলিল, 'আমরা চাহি যে, আমরা উহা হইতে খাই, এবং আমাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং আমরা জানিতে পারি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা যেন উহার উপর সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত হই।'

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল,'হে আল্লাহ্ আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য ভরতি খাঞ্চা নাযেল কর যেন উহা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষ অংশের জন্য ঈদ স্বরূপ হয় এবং তোমার নিকট হইতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদিগকে রিয্‌ক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিয্‌কদাতা।'

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬। আল্লাহ্ বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ইহা নাযেল করিব ; কিন্তু তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহার পর অকৃতজ্ঞতা করিবে, আমি তাহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিব যে, বিশ্ব-জগতের অপর কাহাকেও এমন শাস্তি দিব না।'

১৫ [৭] ৫

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ

১১৭। এবং যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই মা'বূদ রূপে গ্রহণ কর?' সে বলিবে, 'তুমি পরম পবিত্র, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল

قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَ لَاۤ اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ﴿۱۱۷﴾

না যে, আমি এমন কিছু বলি যাহা বলার অধিকার আমার নাই। যদি আমি ইহা বলিয়া থাকিতাম তাহা হইলে অবশ্য তুমি উহা জানিতে। তুমি জান যাহা আমার অন্তরে আছে, কিন্তু আমি তাহা জানি না যাহা তোমার অন্তরে আছে। নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা ;

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِیْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّكُمْ ۚ وَ كُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ﴿۱۱۸﴾

১১৮। আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহার আদেশ তুমি আমাকে দিয়াছিলে যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, এবং আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী ;

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۱۹﴾

১১৯। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তাহা হইলে তাহারা তো তোমারই বান্দা এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۲۰﴾

১২০। আল্লাহ্ বলিবেন, 'এই দিনটি এমন যে, সত্যবাদীগণের উপকারে আসিবে তাহাদের সত্যবাদিতাই। তাহাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত ; উহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ; ইহাই মহান সফলতা।'

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا فِیْهِنَّ ؕ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۲۱﴾

১২১। আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের আধিপত্য আল্লাহ্‌রই ; এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

১৬ [৫] ৬

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

৬-সূরা আল্ আন'আম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৬৬ আয়াত এবং ২০ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۗ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ②

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্ধকাররাশি এবং আলোকের উদ্ভব করিয়াছেন; ইহা সত্ত্বেও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থিরিকৃত করে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ۗ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ۗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ③

৩। তিনিই তোমাদিগকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর, তিনি এক নির্দিষ্ট মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন। এবং তাঁহার নিকট অপর একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ রহিয়াছে। তথাপি সন্দেহ কর তোমরা।

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ۗ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ④

৪। এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ্। তিনি তোমাদের গুপ্ত এবং তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। এবং তিনি উহাও জানেন যাহা তোমরা অর্জন কর।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ⑤

৫। এবং তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলী হইতে যে নিদর্শনই আসে তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۗ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

৬। সুতরাং যখন পূর্ণ সত্য তাহাদের নিকট আসিল তখন ইহাকেও তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং অচিরেই উহার সংবাদসমূহ তাহাদের নিকট পৌঁছিবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۖ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ⑦

৭। তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্বে আমরা কত যুগের মানুষকে ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এবং তাহাদের উপর আমরা মুষলধারে বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাইয়াছিলাম; এবং এমন নহরসমূহ জারী করিয়াছিলাম যাহা তাহাদের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত;

অতঃপর তাহাদের পাপ সমূহের জন্য আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাদের পরে অন্য ধংশধরকে উদ্ভব করিয়াছিলাম ।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦

৮ । এবং যদি আমরা তোমার উপর কাগজে লিখিত কিতাব নাযেল করিতাম এবং উহাকে তাহারা নিজেদের হাত দিয়া স্পর্শ করিত, তবুও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহা যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে ।'

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۭ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ⑧

৯ । এবং তাহারা বলে,' তাহার উপর কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযেল করা হয় নাই ?' এবং যদি আমরা কোন ফিরিশ্‌তা নাযেল করিতাম, তাহা হইলে তো বিষয়বস্তুর ফয়সালাই করিয়া দেওয়া হইত, অতঃপর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না ।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ⑨

১০ । এবং যদি আমরা তাহাকে (এই রসূলকে) ফিরিশ্‌তা করিতাম, তাহা হইলেও আমরা নিশ্চয় তাহাকে একজন পুরুষই করিতাম এবং তাহাদের উপর বিষয়টি আমরা সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া দিতাম যাহাকে তাহারা নিজেরাই সংশয়াচ্ছন্ন করিতেছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

১১ । এবং তোমার পূর্বেও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে উহাই পরিবেষ্টন করিয়াছিল যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

১ [১১] ৭

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑪

১২ । তুমি বল, 'তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ?'

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ عَلٰي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰي يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑫

১৩ । তুমি বল, 'আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ঐ সকল কাহার ?' তুমিই বল, 'আল্লাহ্‌রই ।' রহমতকে তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একত্রিত করিয়া যাইতে থাকিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । যাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারাই ঈমান আনিবে না ।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑬

১৪ । রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, সকলই তাঁহার । বস্তুতঃ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ
أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

১৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব অথচ তিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর আদিস্রষ্টা, এবং তিনিই (অন্যকে) আহার করান এবং তাঁহাকে আহার করানো হয় না ?' তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি তাহাদের মধ্যে প্রথম হই যাহারা আত্মসমর্পণ করে।' এবং তুমি আদৌ মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

১৬। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি ভয় করি এক মহা দিনের আযাবকে, যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি।'

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

১৭। সেই দিন যাহার উপর হইতে ইহা (আযাব) টলাইয়া দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তিনি (আল্লাহ্) তাহার প্রতি রহম করিয়াছেন; এবং ইহাই প্রকাশ্য সফলতা।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

১৮। এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশে জড়াইয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহা দূর করিতে পারে না; এবং যদি তিনি তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

১৯। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল; এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত।

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ
وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً
أُخْرٰى ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

২০। তুমি বল, 'সাক্ষ্যদানে কোন অস্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্; তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। এবং এই কুরআন আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যেন আমি ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছে (ভাবী আযাব সম্বন্ধে) সতর্ক করিতে পারি। কী ! তোমরা কি বাস্তবিকই সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আরও অন্য মা'বূদ আছে ?' তুমি বল, 'আমি (এইরূপ) সাক্ষ্য দিব না।' তুমি পুনরায় বল, 'তিনি নিজ সত্তায় এক অদ্বিতীয় মা'বূদ, এবং তোমরা যে সকল বস্তুকে (তাঁহার সহিত) শরীক কর, নিশ্চয় আমি ঐ সকল হইতে মুক্ত।'

الَّذِينَ آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ ع

২১। যাহাদিগকে আমরা এই কিতাব দিয়াছি তাহারা উহাকে সেইভাবে চিনে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তান-সন্ততিকে চিনে। যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই ঈমান আনিবে না।

২ ১০] ৮

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۗ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? নিশ্চয় যালেমরা কখনও সফলকাম হয় না।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْٓا أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং(চিন্তা কর সেই দিনের) যে দিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব; অতঃপর যাহারা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমাদের ঐ সকল শরীক কোঁথায়, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা (শরীক বলিয়া) বিশ্বাস করিতে ?

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। তখন এই কথা বলা ছাড়া তাহাদের আর কোন অজুহাত থাকিবে না যে, 'আমাদের প্রভু, আল্লাহ্‌র কসম আমরা মোশরেক ছিলাম না।'

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। দেখ! কিভাবে তাহারা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিবে। এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত, তাহাদিগ হইতে ঐসব উধাও হইয়া যাইবে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ أَذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে; কিন্তু আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়াছি)। অবস্থা এই যে, তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তবুও তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে না; এমন কি যখন তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করিতে করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُّهْلِكُوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। তাহারা ইহা হইতে (অন্যদেরকেও) রোধ করে এবং নিজেরাও ইহা হইতে দূরে থাকে। বস্তুতঃ তাহারা নিজদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

وَلَوْ تَرٰٓى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে, যখন তাহাদিগকে আগুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি আমাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম না, এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। বরং তাহারা যাহা পূর্বে গোপন করিতেছিল উহা (এখন) তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে। এবং যদি তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইত, তবুও তাহারা পুনরায় নিশ্চয় সেই বিষয়ের দিকে ফিরিয়া যাইত যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। এবং নিশ্চয় তাহারাই মিথ্যাবাদী।

وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন কিছু নাই, এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।'

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣١﴾ ع

৩১। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি সত্য নহে ?' তাহারা বলিবে, 'কেন নহে, আমাদের প্রভুর শপথ।' তিনি বলিবেন, 'তাহা হইলে তোমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

৩ ১০]

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۚ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি যখন সহসা তাহাদের উপর নির্দিষ্ট মুহূর্ত আসিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হায় ! আমরা এই (মুহূর্ত) সম্বন্ধে যে অবহেলা করিয়াছিলাম উহার জন্য আমাদের পরিতাপ।' এবং (তখন) তাহারা নিজেদের বোঝা নিজেদের পিঠের উপর বহন করিবে। শোন ! তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতিশয় মন্দ।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাস নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে না ?

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ ۖ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। আমরা অবশ্যই জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা নিশ্চয় তোমাকে দুঃখ দেয়; কারণ তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না বরং যালেমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِئِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের সাহায্য আসিয়া

পৌঁছিল। আল্লাহ্‌র কথাকে পরিবর্তনকারী কেহ নাই। এবং তোমার নিকট রসূলগণের কতক সংবাদ অবশ্যই পৌঁছিয়াছে।

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যদি তোমার জন্য তাহাদের বিমুখতা দুঃসহ হইয়া থাকে তাহা হইলে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান কর যদি তোমার সাধ্য থাকে, অতঃপর তাহাদিগকে কোন নিদর্শন আনিয়া দাও। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাদের সকলকে হেদায়াতের উপর সমবেত করিতেন। সুতরাং তুমি অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। যাহারা শুনে, একমাত্র তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। এবং মৃতদের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্থিত করিবেন ; অতঃপর তাহাদিগকে তাঁহারই নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হইবে।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তাহারা বলে; 'তাহার উপর তাহার প্রভুর নিকট হইতে কোন নিদর্শন কেন নাযেল করা হয় নাই ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ নিশ্চয় নিদর্শন নাযেল করিতে ক্ষমতাবান, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।'

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণশীল জন্তু আছে এবং এমন যত পাখী আছে যাহারা স্ব স্ব ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড্ডয়ন করে, তাহারাও তো তোমাদের মতই জাতি বিশেষ। আমরা এই কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দেই নাই। অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হইবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকাররাশির মধ্যে নিপতিত। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, যাহাকে চাহেন তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত করেন।

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসে অথবা সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত আসিয়া পড়ে তখন তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও ডাকিবে ?

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

৪২। বরং তোমরা কেবল তাঁহাকেই ডাকিবে, অতঃপর যে কারণে তোমরা তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি ইচ্ছা করিলে উহা নিশ্চয় দূর করিয়া দিবেন এবং তোমরা যাহা (তাঁহার সঙ্গে) শরীক করিতেছ তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে আর্থিক সংকট এবং শারীরিক কষ্টে আক্রান্ত করিয়াছিলাম যেন তাহারা বিনয়াবনত হয়।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। অতএব, যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? বরং তাহাদের অন্তর আরও কঠিন হইয়া গেল এবং তাহারা যে কাজকর্ম করিত শয়তান উহা তাহাদের জন্য আরও সুশোভন করিয়া দেখাইল।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। অতঃপর, তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যখন তাহারা উহা বিস্মৃত হইল, তখন আমরা তাহাদের উপর সকল বিষয়ের দুয়ার খুলিয়া দিলাম—এমন কি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল উহাতে যখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তখন আমরা অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিলাম; তখন দেখ! তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া গেল।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। অতএব, সেই জাতির মূলোচ্ছেদ করা হইল যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল; বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ আছে কি যে উহা তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে?' দেখ, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহকে বার বার বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করি, কিন্তু তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদের উপর অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যভাবে আপতিত হয় তাহা হইলে যালেম জাতি ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও কি ধ্বংস করা হইবে?'

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করিয়া থাকি। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সংশোধন করে— সেই অবস্থায় তাহাদের জন্য কোন ভয়ও থাকিবে না এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আযাব তাহাদিগকে আক্রান্ত করিবে যেহেতু তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾ ع

৫১। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে বলি না : আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ রহিয়াছে, না আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি; এবং না আমি তোমাদিগকে বলি, 'আমি নিশ্চয় ফিরিশ্‌তা; আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়।' তুমি বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে?' তবুও তোমরা কি চিন্তা কর না?

৫[৯]
১১

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং তুমি ইহা দ্বারা সেই সকল লোককে সতর্ক কর যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সমবেত করা হইবে, তখন তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক হইবে না এবং কোন শাফাআতকারীও (সুপারিশকারী) হইবে না, (সতর্ক কর) যেন তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং তুমি ঐসকল লোককে তাড়াইও না যাহারা নিজেদের প্রভুকে তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে। তোমার উপর তাহাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব নাই এবং তোমার হিসাবেরও কোন দায়িত্ব তাহাদের উপর নাই। অতএব, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে অবশ্যই তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং এইরূপে আমরা তাহাদের কতকজনকে অন্য কতকজন দ্বারা পরীক্ষা করি যেন তাহারা বলে, 'আমাদের মধ্য হইতে কি এই সকল (তুচ্ছ) লোকই রহিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকগণকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন না?

وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۙ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু নিজের উপর রহমতকে নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে এবং উহার পর সে তওবা করে এবং নিজের সংশোধন করিয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾ ع ١٢

৫৬। এবং আমরা এইরূপে আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং যেন অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হইয়া যায়।

قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক, আমাকে ঐগুলির ইবাদত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।' তুমি বল, 'আমি তোমাদের হীন বাসনার অনুসরণ করি না। এইরূপ করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং আমি হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না।'

قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি—তথাপি তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। যাহা লইয়া তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ উহা আমার নিকট নাই। সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহ্‌র আয়ত্তে আছে; তিনি সত্যকে ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি ফয়সালাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম।'

قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তুমি বল, 'যে বিষয় লইয়া তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ যদি উহা আমার নিকট থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁহারই নিকট; তিনি ব্যতিরেকে উহা কেহ জানে না। এবং জলে ও স্থলে যাহাকিছু আছে তিনি উহা জানেন। এবং একটি পাতাও পড়ে না যাহা তিনি জানেন না; এবং ভূ-গর্ভের অন্ধকারাশির মধ্যে এমন কোন শস্যবীজ নাই এবং এমন কোন রসালো বস্তু নাই এবং এমন কোন শুষ্ক বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) নাই।

৬ ৫৭ ৮

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তিনিই রাত্রিকালে নিদ্রায় তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কিছু অর্জন কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর তিনিই উহাতে (নিদ্রার পর) তোমাদিগকে উত্থিত করেন যেন নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতে উহা সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

৭ [৫] ১৩

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তিনিই তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল, এবং তিনি তোমাদের উপর হিফাযতকারী প্রেরণ করেন—এমন কি যখন তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যু আসে তখন আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্‌তাগণ) তাহাকে মৃত্যু দেয় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতঃপর, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লওয়া হয়, যিনি তাহাদের প্রকৃত প্রভু। শুন! সিদ্ধান্ত তাঁহারই আয়ত্তে। এবং হিসাব গ্রহণকারীগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা তৎপর।

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তুমি বল, 'কে তোমাদিগকে স্থল ও জলের অন্ধকার রাশি (বিপদাবলী) হইতে রক্ষা করেন, যখন তোমরা তাঁহাকে সকাতরে এবং সংগোপনে (এই বলিয়া) ডাক যে, যদি তিনি আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তুমি বল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করেন, তথাপি তোমরা (তাঁহার সহিত) শরীক কর।'

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বল, 'তিনি ইহার উপরও শক্তিমান যে তিনি তোমাদের উপর তোমাদের ঊর্ধ্ব দেশ হইতে অথবা তোমাদের পদতল হইতে শাস্তি প্রেরণ করেন অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে (বিভক্ত করিয়া) সংঘর্ষে লিপ্ত করেন এবং তোমাদের কতকজনকে কতকজনের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করান।' লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা আয়াতসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তাহারা বুঝিতে পারে।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, 'আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।'

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য এক নির্দিষ্ট মিয়াদ আছে, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۭ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলাইয়া দেয় তাহা হইলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসিবে না।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের উপর উহাদের হিসাব-নিকাশের কোন অংশ বর্তিবে না, কিন্তু (তাহাদের জিম্মায়) উপদেশ দান করার দায়িত্ব রহিয়াছে যাহাতে তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧١﴾ ع

৭১। এবং তুমি তাহাদিগকে বর্জন কর যাহারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। এবং তুমি তাহাদিগকে ইহা (কুরআন) দ্বারা উপদেশ দিতে থাক যেন কোন আত্মা তাহার কৃত-কর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যাহার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত না কোন অভিভাবক হইবে এবং না কোন শাফা'আতকারী হইবে; এবং যদি সে সকল প্রকার মুক্তি-পণও পেশ করে তথাপি তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে না। ইহারাই এমন লোক যাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন ধ্বংস করা হইবে। তাহাদের জন্য পানীয় হইবে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিত।

৮
১০]
১৪

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ

৭২। তুমি বল, 'আমরা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন কিছুকে ডাকিব যাহা না আমাদের কোন উপকার করিতে পারে এবং না আমাদের কোন অপকার করিতে পারে; এবং আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পরও কি আমরা আমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সেই ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যাবর্তিত হইব, যাহাকে শয়তানরা প্রলুব্ধ করিয়া ভূপৃষ্ঠে

يَدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٢﴾

হতবুদ্ধি করিয়াছে ? তাহার কতক সঙ্গী আছে, যাহারা তাহাকে হেদায়াতের দিকে এই বলিয়া ডাকে, 'আমাদের নিকট আস।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত ; এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করি ।'

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۗ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩ । এবং (আমরা আরও আদিষ্ট হইয়াছি) যে, 'তোমরা নামায কায়েম কর এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর ; এবং তিনিই সেই সত্তা যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে ।'

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۗ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۗ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٤﴾

৭৪ । এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথ প্রজ্ঞার সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যেদিন তিনি বলিবেন, 'হও,' তখন উহা হইয়া যাইবে । তাঁহার কথাই সত্য ; এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন সর্বাধিপত্য একমাত্র তাঁহারই হইবে । তিনি গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত । বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত ।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

৭৫ । এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, 'তুমি কি মূর্তিসমূহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিতেছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার জাতিকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি ।'

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬ । এবং এইভাবে আমরা ইব্‌রাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাইলাম (যেন তাহার জ্ঞান পূর্ণ হয়) এবং যেন সে দৃঢ় বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হয় ।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭ । এবং যখন রাত্রি তাহার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখিল । সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে) ?' কিন্তু উহা যখন অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না ।'

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮ । অতঃপর, যখন সে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে) ?' অতঃপর, যখন উহা অস্তমিত হইল, সে বলিল, 'যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম ।'

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। অতঃপর, যখন সে সূর্যকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে)? ইহা সর্বাপেক্ষা বড়।' অতঃপর, যখন উহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা যাহা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক কর আমি উহা হইতে মুক্ত;

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ তাঁহারই দিকে ফিরাইতেছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۭ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۭ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ رَبِّيْ شَيْـــًٔا ۭ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং তাহার জাতি তাহার সহিত বিতর্ক করিল। তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন? এবং তোমরা যাহাকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছ উহাকে আমি আদৌ ভয় করি না,—আমার প্রভু যাহা চাহিবেন তাহা ব্যতিরেকে। আমার প্রভু জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۭ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং আমি কিরূপে উহাকে ভয় করিতে পারি যাহাকে তোমরা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিতেছ, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত এমন কিছুকে শরীক করিতে ভয় কর না যাহার সম্বন্ধে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই?' যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তাহা হইলে বল, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ নিরাপত্তা লাভের অধিক অধিকারী?

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সহিত মিশ্রিত করে নাই ইহারাই এমন লোক যে তাহাদের জন্য নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে এবং তাহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

৯ ১২] ১৫

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰي قَوْمِهٖ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۗءُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং ইহা ছিল আমাদের যুক্তি-প্রমাণ, যাহা আমরা ইব্‌রাহীমকে তাহার জাতির বিরুদ্ধে প্রদান করিয়াছিলাম। আমরা যাহাকে চাহি মর্যাদায় উন্নীত করি, নিশ্চয় তোমার প্রভু পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক্ ও ইয়াকুব; আমরা তাহাদের প্রত্যেককে হেদায়াত দিয়াছিলাম; এবং ইতিপূর্বে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম নূহ্‌কে এবং তাহার বংশধর হইতে দাউদ এবং সুলায়মান এবং আইউব এবং ইউসুফ এবং মূসা এবং হারূনকে। এবং এইরূপে আমরা সৎকর্মশীলদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) যাকারিয়া এবং ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা এবং ইলইয়াসকে; তাহারা সকলেই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) ইসমাঈল এবং আল্ইয়াসায়া এবং ইউনুস এবং লূতকে; এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্ববাসীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।

وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং (শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম) তাহাদের পিতৃপুরুষগণ এবং তাহাদের বংশধরগণ এবং তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ হইতে অনেককেই, এবং আমরা তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। ইহাই আল্লাহ্‌র হেদায়াত, তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন ইহা দ্বারা হেদায়াত দান করেন; এবং যদি তাহারা শির্ক করিত, তাহা হইলে তাহারা যে কর্ম করিত সবই নিষ্ফল হইত।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০। ইহারাই হইতেছে ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব এবং শাসনক্ষমতা এবং নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম। অতএব, যদি এই সকল লোক ইহাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ইহা অন্য এক জাতির উপর ন্যস্ত করিয়াছি যাহারা ইহার অস্বীকারকারী নহে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ ع

৯১। ইহারাই ঐসকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না; ইহা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বই কিছু নহে।'

১০ [৮] ১৬

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। তাহারা আল্লাহ্‌কে যোগ্য মর্যাদা দেয় নাই, যখন তাহারা এই কথা বলিল, 'আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযেল করেন নাই।' তুমি বল, 'কে ঐ কিতাব নাযেল করিয়াছিল যাহা মূসা লইয়া আসিয়াছিল যাহা মানুষের জন্য নূর এবং হেদায়াত-স্বরূপ—তোমরা ইহাকে পাতায় পাতায় (খণ্ড-বিখণ্ড) করিতেছ, উহার কতকাংশ তোমরা প্রকাশ করিতেছ এবং অনেকাংশ গোপন করিতেছ; অথচ তোমাদিগকে এমন কিছু শিখানো হইয়াছে যাহা না তোমরা জানিতে এবং না তোমাদের পিতৃপুরুষগণ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্।' অতঃপর তুমি তাহাদিগকে তাহাদের বৃথা গল্প-গুজবের মধ্যে খেলাধূলা করিতে ছাড়িয়া দাও।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। এবং ইহা এমন এক অতীব বরকতপূর্ণ কিতাব, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি, যাহা উহার পূর্ববর্তীর (বাণীর) সত্যায়নকারী, আর যেন তুমি ইহার দ্বারা জনপদ-জননী (মক্কাবাসী)কে এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পার যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে। এবং যাহারা ঈমান আনে পরকালের উপর, তাহারা ঈমান আনে ইহার (কুরআনের) উপর এবং তাহারা তাহাদের নামাযের হিফাযত করে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে,' অথচ তাহার প্রতি কিছুই ওহী করা হয় নাই, এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার অনুরূপ (বাণী) আমিও নিশ্চয় নাযেল করিব ?' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে, যখন অত্যাচারীগণ মৃত্যুর যন্ত্রণায় থাকিবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের হাত (এই বলিয়া) বাড়াইবে, 'তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর। তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে সকল অসঙ্গত কথা বলিতে এবং তাঁহার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধে যে অহংকার করিতে, আজিকার দিন তোমাদিগকে উহার প্রতিফলে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দেওয়া হইবে।'

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۚ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٥﴾ ع ١٤

৯৫। এবং (এখন) তোমরা আমাদের সম্মুখে তেমনি একা একা উপস্থিত হইয়াছ যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছিলাম উহা তোমরা তোমাদের পিঠের পিছনে ছাড়িয়া আসিয়াছ; এবং আমরা যে (এখন) তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সকল সুপারিশকারীকে দেখিতে পাইতেছি না যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা ধারণা করিতে যে, তাহারা তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্‌র) শরীক। এখন তোমাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা যাহা কিছু ধারণা করিতে এখন সে সব তোমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে।

১১ [৪] ১৭

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۗ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্য-বীজ ও আঁটিসমূহের অংকুর উদ্ভেদকারী। তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করেন এবং তিনিই জীবিত হইতে মৃতের বহিষ্কারকারী। এইতো তোমাদের আল্লাহ্; অতএব, তোমাদিগকে কোন দিকে

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٧﴾

৯৭। তিনি উষার উন্মেষকারী. এবং তিনিই রাত্রিকে আরামের জন্য এবং চন্দ্র ও সূর্যকে (সময়) গণনার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানীর অমোঘ পরিমাপ।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যেন উহাদের সাহায্যে তোমরা স্থলের ও জলের অন্ধকাররাশির মধ্যে পথ নির্ণয় করিতে পার। আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে উদ্ভূত করিয়াছেন, এবং (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও এক স্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে। আমরা বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমরা ইহার দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্গত করি এবং ঐগুলি হইতে সবুজ তরুলতা বাহির করি, যাহা হইতে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত শস্য দানা উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে অর্থাৎ উহার মাথি হইতে কাঁদিসমূহ (বাহির) হয়, যাহা ভারে ঝুকিয়া পড়ে। এবং আমরা আঙ্গুর ও যায়তুন এবং ডালিমের বাগানসমূহ সৃষ্টি করি, যাহাদের মধ্যে কিছু পরস্পর সদৃশ এবং কিছু বিসদৃশ। তোমরা লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি যখন উহাতে ফল ধরে এবং উহার পরিপক্ক হওয়ার প্রতিও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠١﴾ ع ١٢ ١٨

১০১। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিন্‌কে শরীক স্থির করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার প্রতি পুত্র ও কন্যা আরোপিত করে। তাহারা যাহা বর্ণনা করে উহা হইতে তিনি পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

১০২। তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা। কিরূপে তাঁহার পুত্র হইতে পারে যখন তাঁহার কোন স্ত্রী-ই নাই, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী ?

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

১০৩। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁহার ইবাদত কর। এবং তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۡ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾

১০৪। দৃষ্টি তাঁহার নাগাল পাইতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগাল পাইয়া থাকেন বস্তুতঃ তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সম্যক অবহিত।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে চক্ষু উন্মীলনকারী প্রমাণসমূহ অবশ্যই সমাগত হইয়াছে; অতএব, যে ব্যক্তি দেখে ইহা তাহারই জন্য কল্যাণজনক, এবং যে অন্ধ থাকে ইহা তাহারই জন্য অকল্যাণজনক। বস্তুতঃ আমি তোমাদের উপর অভিভাবক নহি।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং এইরূপে আমরা নিদর্শনাবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, (যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং যেন তাহারা বলে, 'তুমি পড়িয়া শুনাইয়া দিয়াছ (যাহা তুমি শিখিয়াছ); এবং যেন আমরা ইহা জ্ঞানসম্পন্ন জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিই।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং যাহা কিছু তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তুমি উহার অনুসরণ কর, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই; এবং মোশরেকদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ (জোরপূর্বক) চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা শির্ক করিত না। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে তাহাদের উপর কোন হিফাযতকারী নিযুক্ত করি নাই; এবং তুমি তাহাদের উপর কোন তত্ত্বাবধায়কও নহ।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া (মা'বূদরূপে) ডাকে, নতুবা তাহারা শত্রুতাবশতঃ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্কে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের কৃত-কর্ম মনোরম করিয়া দেখাইয়াছি। অতঃপর, তাহাদের প্রভুর পানে তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তাহাদিগকে তাহারা যে কাজকর্ম করিত তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০। এবং তাহারা তাহাদের দৃঢ় শপথরূপে আল্লাহ্‌র (নামে) শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে। তুমি বল, 'নিশ্চয় নিদর্শনাবলী আল্লাহ্‌র আয়ত্বাধীন এবং তোমাদিগকে কিসে উপলব্ধি দান করিবে যে, ইহা যখন আসিবে তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না?'

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١١﴾ ع

১১১। এবং আমরা তাহাদের অন্তর ও চক্ষুকে ঘুরাইয়া দিব, যেহেতু তাহারা প্রথমবার ইহার উপর ঈমান আনে নাই, এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ছাড়িয়া দিব।

১৩ [১০] ১৯

পারা ৮

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর ফিরিশ্‌তাগণকে নাযেল করিতাম এবং মৃতগণ তাহাদের সহিত কথা বলিত এবং আমরা সকল বস্তুকেও যদি তাহাদের সামনাসামনি একত্রিত করিয়া দিতাম, তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কখনও ঈমান আনিত না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। এবং এইরূপে আমরা ইনসান ও জিন্ন হইতে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করিয়াছি। তাহারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা একে অন্যের (অন্তরের) মধ্যে সঞ্চারিত করে। যদি তোমার প্রভু চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না; অতএব, তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও বর্জন কর।

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং (আল্লাহ্ ইহা এইজন্য চাহিয়াছেন) যেন পরকালের উপর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের অন্তর ইহার (এই প্রকার কথার) প্রতি ঝুঁকে এবং যেন ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে এবং যেন তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহা অর্জন করিতে থাকে।

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। (তুমি বল) তাহা হইলে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারকের অনুসন্ধান করিব, অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব নাযেল করিয়াছেন? এবং ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, জানে যে নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সত্যসহ নাযেল করা হইয়াছে; সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٦﴾

১১৬। এবং তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হইয়াছে সত্যতার দিক দিয়াও এবং ন্যায়-বিচারের দিক দিয়াও। (কারণ) তাঁহার কথার কেহ পরিবর্তনকারী নাই ; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তুমি যদি তাহাদের অধিকাংশের অনুসরণ কর, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবে। তাহারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর কথা বলে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত আছেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং তিনি তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯। অতএব, তোমরা উহা হইতে আহার কর যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, যদি তোমরা তাঁহার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়া থাক।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা উহা হইতে আহার কর না, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে ? অথচ তিনি উহা তোমাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যাহা তিনি তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন, কেবল উহা ছাড়া যাহাতে তোমরা বাধ্য হও। এবং নিশ্চয় অনেকে জ্ঞানাভাবে আপন কুপ্রবৃত্তিবশে (লোকদিগকে) বিভ্রান্ত করে ; তোমার প্রভু নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। এবং তোমরা পাপের বাহ্যিক দিক এবং উহার অভ্যন্তরীণ দিক উভয় বর্জন কর। নিশ্চয় যাহারা পাপ অর্জন করিতেছে তাহাদিগকে অচিরেই উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তাহারা অর্জন করিতেছে।

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۗ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ

১২২। এবং তোমরা উহা হইতে কখনও আহার করিও না, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই, কারণ ইহা অবশ্যই দুষ্কর্ম ; এবং নিশ্চয় শয়তানরা তাহাদের বন্ধুদের

لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

অন্তরে প্ররোচনা যোগায় যেন তাহারা তোমাদের সহিত বিবাদ করে। এবং যদি তোমরা তাহাদের আনুগত্য কর তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা মোশরেক হইবে।

[১৪ ১৯]

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাহাকে জীবিত করিলাম এবং তাহার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করিলাম যাহার সাহায্যে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে যাহার অবস্থা এমন যে, সে অন্ধকাররাশির মধ্যে পড়িয়া আছে যাহা হইতে সে বাহির হইতে পারে না? এইরূপেই কাফেরদের জন্য, তাহারা যে কাজকর্ম করে উহা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের নেতৃবৃন্দকে আমরা এইরূপই করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহাতে (নবীদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করে, বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজেদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। এবং যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদিগকে উহার অনুরূপ দেওয়া হইবে যাহা আল্লাহ্‌র রসূলগণকে দেওয়া হইয়াছে।' আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন যে তাঁহার রিসালত কোথায় অর্পণ করিবেন। যাহারা অপরাধ করিতেছে তাহাদের উপর অচিরেই আপতিত হইবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে লাঞ্ছনা এবং কঠোর শাস্তি এই জন্য যে, তাহারা ষড়যন্ত্র করিত।

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। অতএব, আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দিতে চাহেন ইসলামের জন্য তাহার বক্ষকে তিনি উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহেন তাহার বক্ষকে তিনি সংকীর্ণ, সংকুচিত করিয়া দেন— যেন সে আকাশে আরোহণ করিতেছে। এইরূপেই আল্লাহ্ তাহাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত করেন যাহারা ঈমান আনে না।

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং ইহাই তোমার প্রভুর সরল-সুদৃঢ় পথ; আমরা উপদেশগ্রহণকারী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮। তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট শান্তির আবাস অবধারিত রহিয়াছে, এবং তিনি তাহাদের জন্য সেইসব কৃত-কর্মের ব্যাপারে অভিভাবক যাহা তাহারা করিত।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

১২৯। এবং (স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে সমবেত করিবেন ; (এবং বলিবেন) 'হে জিন্নদের দল ! তোমরা ইন্সানের অধিকাংশকে নিজেদের (সঙ্গী) করিয়া লইয়াছিলে। এবং ইন্সানের মধ্য হইতে তাহাদের বন্ধুরা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের কতক অন্য কতক দ্বারা উপকৃত হইয়াছে এবং আমরা আমাদের সীমায় পৌঁছিয়াছি যাহা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলে।' তিনি বলিবেন, 'আগুনই তোমাদের বাসস্থল, যাহাতে তোমরা দীর্ঘকাল থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ অন্য ইচ্ছা করিবেন।' তোমার প্রভু নিশ্চয় পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।'

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৫ [৮] ২

১৩০। এবং এইরূপে আমরা যালেমদের পরস্পরকে পরস্পরের বন্ধু করিয়া দিই সেই কর্মের দরুন যাহা তাহারা অর্জন করে।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۗ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১। 'হে জিন্ন ও ইনসানের দল ! তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ কি তোমাদের নিকট আসে নাই যাহারা তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইত এবং তোমাদিগকে তোমাদের আজিকার দিবসের এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিত ?' তাহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছি।' এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল; এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য দিবে যে নিশ্চয় তাহারা কাফের ছিল।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২। (রসূলগণকে পাঠানোর) উদ্দেশ্য ইহাই যে, তোমার প্রভু জনপদসমূহকে উহাদের অধিবাসীগণের অসতর্ক থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করিতে পারেন না।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩। এবং প্রত্যেকের জন্য সেই কৃত-কর্ম অনুযায়ী পদমর্যাদা রহিয়াছে যাহা তাহারা করে ; এবং তোমার প্রভু সে সম্বন্ধে অসতর্ক নহেন যাহা তাহারা করিতেছে।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ

১৩৪। বস্তুতঃ তোমার প্রভু পরম ঐশ্বর্যশালী, রহমতের অধিকারী। তিনি চাহিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন ; এবং তোমাদের পরে যাহাদিগকে তিনি চাহিবেন

مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٤﴾

তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন ; যেভাবে তিনি অন্য জাতির বংশধর হইতে তোমাদের উদ্ভব করিয়াছেন ।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫ । নিশ্চয় তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, উহা আসিবেই আসিবে এবং তোমরা কিছুতেই উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না ।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬ । তুমি বল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা (স্ব স্ব স্থানে) আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম কর । আমিও (আমার) কাজ করিব ; অতঃপর অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, এই আবাস গৃহের পরিণাম কাহার পক্ষে যায়;' প্রকৃত কথা এই যে, অত্যাচারী কখনও সফলকাম হয় না ।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۭ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭ । এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য সেই সকল শস্য-ক্ষেত্র এবং চতুষ্পদ জন্তু হইতে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এক অংশ নির্দিষ্ট করে ; অতঃপর তাহারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে যে, 'ইহা আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য ।' কিন্তু যে অংশ তাহাদের শরীকগণের জন্য, উহা আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে না, এবং যে অংশ আল্লাহ্‌র জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌছে । তাহারা যাহা ফয়সালা করে তাহা কতই না মন্দ !

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۭ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮ । এইরূপে মোশরেকদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা করাকে তাহাদের শরীক দেবতারা সুন্দর সুশোভন করিয়া দেখাইল তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাহাদের ধর্মকে তাহাদের নিকট সন্দেহযুক্ত করার জন্য । এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না ; অতএব তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও ছাড়িয়া দাও ।

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ڛ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاۗءً عَلَيْهِ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯ । এবং তাহারা তাহাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, অমুক অমুক চতুষ্পদ জন্তু ও শস্য (খাওয়া) নিষিদ্ধ । যাহার সম্বন্ধে আমরা চাহিব কেবল সে-ই উহা খাইবে ; এবং (তাহারা বলে যে) কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যাহাদের পৃষ্ঠদেশ (আরোহণ করার জন্য) হারাম করা হইয়াছে, এবং কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যবহ্ করার সময় তাহারা যেগুলির উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, (তাহাদের এইসব কার্যকলাপ) তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা স্বরূপ । তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন ।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٠﴾

১৪০। এবং তাহারা বলে, 'এই সকল চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যাহা কিছু আছে, উহা আমাদের পুরুষগণের জন্য বিশেষরূপে নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য হারাম; কিন্তু যদি উহা মৃত হয় তাহা হইলে তাহারা (স্ত্রী-পুরুষ) সকলেই উহাতে অংশীদার হয়। অচিরেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের এইসব কথার প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১। নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ না জানিয়া নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা রিযক্ দান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করিয়া উহা হারাম করে। তাহারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্তই ছিল না।

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪২। এবং তিনিই তো উৎপন্ন করেন বাগানসমূহ, কতক মাচার উপর চড়ানো (আঙ্গুর জাতীয় গুল্ম-লতা) এবং কতক মাচার উপর চড়ানো নহে (বৃক্ষরাজি), এবং খর্জুর-বৃক্ষ এবং শস্য-ক্ষেত, যাহাদের স্বাদ বিভিন্ন, এবং যায়তূন এবং ডালিম যাহাদের কতক সদৃশ এবং কতক অসদৃশ। যখন উহাতে ফল ধরে তখন উহার ফল হইতে আহার কর এবং উহা কাটার দিনে তাঁহার প্রাপ্য আদায় কর, এবং তোমরা অপব্যয় করিও না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক ভারবাহীরূপে এবং কতক ক্ষুদ্রকায়রূপে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা রিযক্ দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪। (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) আট জোড়া, মেষ হইতে দুইটি এবং ছাগল হইতে দুইটি। তুমি বল, 'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপশুকে অথবা দুইটি স্ত্রীপশুকে কিংবা দুইটি স্ত্রীপশুর গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে ? তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে অবগত কর।'

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ

১৪৫। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) উটের মধ্য হইতে দুইটি এবং গরুর মধ্য হইতে দুইটি। তুমি বল,'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপশুকে অথবা দুইটি স্ত্রীপশুকে কিংবা দুইটি

স্ত্রীপশুর গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে ? তোমরা কি সেই সময় উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই আদেশ দেন ? ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যাহাতে সে মানুষকে বিনা জ্ঞানে পথভ্রষ্ট করিতে পারে ? আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না ।

الْأُنْثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

১৭ [৪] ৪

১৪৬ । তুমি বল, 'যাহা কিছু আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে উহাতে আমি কোন বস্তু আহারকারীর জন্য যাহা যে আহার করিতে চাহে, হারাম পাই না কেবল মৃতজীব অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা ইহা অপবিত্র অথবা অবাধ্যতা পূর্বক এমন বস্তু আহার করা যাহার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে । কিন্তু যে ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া বাধ্য হয়, বিদ্রোহী এবং সীমালংঘনকারী না হয়, তাহা হইলে (ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার); নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৭ । এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের জন্য আমরা সকল নখরবিশিষ্ট পশু হারাম করিয়াছিলাম, এবং গরু ও ছাগলের মধ্য হইতে উভয়ের চর্বি আমরা তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম কেবল ঐ চর্বি ব্যতীত যাহা উহাদের পৃষ্ঠদেশ অথবা অন্ত্র ধারণ করিয়া থাকে অথবা হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে । এই প্রতিফল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্রোহিতার কারণে দিয়াছিলাম । এবং নিশ্চয় আমরাই সত্যবাদী ।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৮ । কিন্তু যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বলিয়া দাও, 'তোমাদের প্রভু অসীম দয়ার অধিকারী, এবং তাঁহার শাস্তি অপরাধী জাতি হইতে অপসারিত করা যায় না ।'

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৯ । যাহারা শিরক্ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা শিরক্ করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করিতাম ।' এই রূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে থাকিল এমন কি তাহারা আমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিল । তুমি বল, 'তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে ? তাহা হইলে তোমরা

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

উহা আমাদের সম্মুখে পেশ কর ; তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ করিতেছ । বস্তুতঃ তোমরা কেবল অনুমানের উপর কথা বলিতেছ ।'

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০ । তুমি বল, 'অকাট্য প্রমাণ একমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকারে আছে, তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দিতেন ।'

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১ । তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ঐ সকল সাক্ষীকে উপস্থিত কর যাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুক অমুক বস্তুকে হারাম করিয়াছেন ।' অতঃপর, যদি তাহারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষ্য দিও না, এবং তুমি ঐ সকল লোকের কুবাসনাসমূহের অনুসরণ করিও না যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না এবং তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থির করে ।

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২ । তুমি বল, 'এস, আমি উহা পড়িয়া শুনাই যাহা তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন—উহা এই যে, তোমরা তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না, এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, এবং দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না ; আমরাই রিয্‌ক দিয়া থাকি তোমাদিগকে এবং তাহাদিগকেও, এবং তোমরা কখনও অশ্লীলতার নিকট যাইও না, উহা প্রকাশ্য হউক বা অপ্রকাশ্য; এবং কোন আত্মাকে হত্যা করিও না যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, কেবলমাত্র ন্যায়বিচার ব্যতিরেকে । ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর ।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩ । এবং কেবল সেই নিয়ম ব্যতীত যাহা সর্বোত্তম, তোমরা এতীমের ধন-সম্পদের নিকটে যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয় । এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন পুরাপুরি দাও । আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব ভার অর্পণ করি না । এবং যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা ন্যায়বিচার কর—যদিও (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) নিকট-আত্মীয়ই হউক না কেন ; এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। এবং (বল,) 'নিশ্চয় ইহা আমার সরল-সুদৃঢ় পথ, সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করিও না, নচেৎ সেইগুলি তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ইহা সেই বিষয়, যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। উপরন্তু আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম সেই ব্যক্তির উপর নেয়ামত পূর্ণ করার জন্য যে সৎকর্ম করে এবং প্রত্যেক বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এবং হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাতের উপর ঈমান আনে।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। এবং এই কিতাব, যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, অতীব বরকতপূর্ণ, সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭। পাছে তোমরা এই কথা বল যে, কিতাব কেবল আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং আমরা উহাদের পাঠ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিলাম;

اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। অথবা তোমরা বল, 'যদি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইতাম।' অতএব (এখন) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হেদায়াত এবং রহমত আসিয়াছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? আমরা অচিরেই ঐসকল লোককে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, নিকৃষ্ট শাস্তি দিব এইজন্য যে, তাহারা (অনবরত) মুখ ফিরাইয়া আসিয়াছিল।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। তাহারা কেবল ইহারই অপেক্ষা করিতেছে যে তাহাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণ আসুক অথবা তোমার প্রভু আসুক অথবা তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসুক; যেদিন তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসিবে সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই অথবা ঈমান দ্বারা কল্যাণ অর্জন করে নাই, তাহার ঈমান তাহার কোন উপকারে আসিবে না। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।'

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছে এবং দলে-উপদলে (বিভক্ত) হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন বিষয়ে তোমার সম্পর্ক নাই। তাহাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে, অতঃপর তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১। যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উহার দশগুণ পুরস্কার হইবে, এবং যে কেহ মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল উহারই অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছেন— সুপ্রতিষ্ঠিত দীনের দিকে, একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের দিকে এবং সে মোশরেকদের অন্তর্গত ছিল না।'

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক,

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। তাঁহার কোন শরীক নাই; এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি; এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্য কোন প্রতিপালক খুঁজিব,অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ?' এবং প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিবে উহার দায়িত্বভার তাহারই উপর বর্তিবে এবং কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করিবে না। অতঃপর, তোমাদের প্রভুর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদিগকে সেই বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। এবং তিনিই তো তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তিদানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

৭-সূরা আল্ আ'রাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓصٓ ②

২। আলিফ লাম মীম্ সাদ ।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③

৩। (ইহা) এক মহা গ্রন্থ, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে । অতএব ইহার কারণে তোমার বক্ষে যেন কোন প্রকার সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয় — যেন তুমি ইহার দ্বারা (মানবজাতিকে) সতর্ক কর; বস্তুতঃ ইহা মো'মেনগণের জন্য মহা উপদেশ স্বরূপ।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ④

৪। তোমরা উহার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং তিনি ব্যতীত অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না । তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর ।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ⑤

৫। এবং কত জনপদ এমন যাহা আমরা ধ্বংস করিয়াছি ! এবং আমাদের শাস্তি ইহার উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিকালে অথবা দুপুরে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল ।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑥

৬। সুতরাং যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিয়াছিল, তাহাদের চিৎকার ইহা ব্যতিরেকে আর কিছু ছিল না যে তাহারা বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম ।'

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ⑦

৭। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকট (রসূলগণ) প্রেরিত হইয়াছিল এবং আমরা অবশ্যই রসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব ।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ⑧

৮। অতঃপর, আমরা অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাহাদিগকে (তাহাদের কার্যকলাপের) তথ্য বর্ণনা করিব এবং আমরা কখনও অনুপস্থিত ছিলাম না ।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑨

৯। এবং সেই দিনে ওজন হইবে নিশ্চিত সত্য । অতএব, যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে ।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٠﴾

১০। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি অন্যায়াচরণ করিত।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾

১১। এবং আমরা নিশ্চয় তোমাদিগকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য ইহাতে জীবিকা নির্বাহের উপরকরণসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١٢﴾

১২। নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছি, অতঃপর আমরা ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিয়াছি, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর', ইহাতে তাহারা সকলে আনুগত্য করিল, ইবলীস ব্যতিরেকে, সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٣﴾

১৩। তিনি বলিলেন, 'যখন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, তখন আনুগত্য করিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছিল?' সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।'

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি দূর হইয়া যাও এখান হইতে, এখানে অহংকার করা তোমার জন্য ঠিক নহে। সুতরাং তুমি বাহির হইয়া যাও; নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। সে বলিল, 'সেই দিবস পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬। তিনি বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয় অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١٧﴾

১৭। সে বলিল, 'যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করিয়াছ, এই জন্য আমি অবশ্যই তাহাদের অপেক্ষায় তোমার সরল-সুদৃঢ় পথে বসিয়া থাকিব;

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। অতঃপর আমি অবশ্যই তাহাদের নিকট আসিব— তাহাদের সম্মুখ হইতে এবং তাহাদের পশ্চাত হইতে এবং তাহাদের ডানদিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে; এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে আমি নিশ্চয় তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।'

وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। 'এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা যথেচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট যাইও না, অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُوْرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। কিন্তু শয়তান তাহাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যেন সে (শয়তান) তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী, যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং সে বলিল, 'তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন যেন তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হইয়া না যাও অথবা অমর হইয়া না যাও।'

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং সে তাহাদের নিকট কসম খাইল (এই বলিয়া) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য হিতাকাংখী।'

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

২৩। অতঃপর, সে ধোকা দিয়া উভয়কে পথচ্যুত করিল। অতঃপর, যখন তাহারা ঐ বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং তাহারা উভয়েই জান্নাতের পাতাসমূহের দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে (এই বলিয়া) ডাকিলেন, 'আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করি নাই এবং তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?'

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫। তিনি বলিলেন, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমাদের কতক কতকের দুশমন হইবে এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতে

বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) রহিয়াছে ।'

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

২৬ । তিনি (পুনরায়) বলিলেন, 'তোমরা ইহাতে জীবন ধারণ করিবে এবং এখানেই তোমরা মৃত্যু বরণ করিবে এবং এখান হইতে তোমাদিগকে বাহির করা হইবে ।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِي سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭ । হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযেল করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং (যাহা) সৌন্দর্য স্বরূপ; কিন্তু তাক্ওয়ার পোশাক উহা সর্বোত্তম । ইহা আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর অন্যতম যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে ।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

২৮ । হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদিগকে বিপথগামী না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল, সে উভয়ের নিকট হইতে তাহাদের পোশাক হরণ করিয়াছিল যেন তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থানগুলিকে দেখাইয়া দেয় । নিশ্চয় সে এবং তাহার গোত্র তোমাদিগকে এমন স্থান হইতে দেখে যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখ না। নিশ্চয় আমরা শয়তানদিগকে উহাদের বন্ধু করিয়া দিয়াছি যাহারা ঈমান আনে না ।

وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৯ । এবং যখন তাহারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহারই আদেশ দিয়াছেন ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না । তোমরা কি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে এমন কথা বল যাহা তোমরা জান না ?'

قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

৩০ । তুমি বল, 'আমার প্রভু ন্যায়-বিচারের আদেশ দিয়াছেন । এবং (আরও যে,) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় মনযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে দীনকে বিশুদ্ধ করিয়া কেবল তাঁহাকেই ডাক । যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইভাবে তোমরা (তাঁহার পানে) ফিরিয়া যাইবে ।

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

৩১ । একদলকে তিনি হেদায়াত দিয়াছেন,কিন্তু আর একদল আছে- তাহাদের জন্য পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানদিগকে বন্ধু বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে ।

৩২। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর, এবং আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না, কারণ তিনি অপব্যয়-কারীগণকে ভালবাসেন না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩ [৬] ১০

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য (-এর বস্তু সমূহ)কে, যাহা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন এবং (তাঁহার প্রদত্ত) জীবনোপকরণ হইতে পবিত্র বস্তুগুলিকে কে হারাম করিয়াছে ?' তুমি বল, 'এই সকল এই দুনিয়ার জীবনেও মু'মেনগণের জন্য (এবং) বিশেষভাবে কিয়ামতের দিনেও (তাহাদের জন্যই)।' এইভাবেই আমরা জ্ঞানী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তুমি বল, 'আমার প্রভু হারাম করিয়াছেন—শুধু অশ্লীল কাজকর্মকে উহা প্রকাশ্যই হউক বা গোপন এবং পাপকে ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহকে এবং ইহাকে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তুকে শরীক কর যাহার জন্য তিনি কোন দলিল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই এবং ইহাকেও যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বল, যাহা তোমরা জান না।'

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, অতএব যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিতে পারে না কিংবা ইহার আগেও বাড়িতে পারে না।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً ۚ وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসিয়া তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়, তখন যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে এবং সংশোধন করিবে সেক্ষেত্রে তাহাদের জন্য না কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। কিন্তু যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়— ইহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে, যে মিথ্যা রচনা করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে, অথবা তাঁহার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? তাহারা এমন লোক যাহারা তাহাদের আমলনামা হইতে নির্ধারিত (শাস্তির)

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۭ حَتّٰى

إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوٓا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾

অংশ পাইতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রাণ বাহির করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহারা বলিবে, 'উহারা কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া ডাকিতে ?' তাহারা বলিবে, 'তাহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে,' এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কাফের ছিল ।

قَالَ ٱدْخُلُوا۟ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِى ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِيهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯ । তিনি বলিবেন, 'তোমরা গিয়া আগুনের মধ্যে জিন্ন ও ইনসানের ঐ সকল জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে ।' যখনই কোন জাতি আগুনে প্রবেশ করিবে, তখনই তাহারা তাহাদের ভগ্নীকে (পূর্ববর্তী জাতিকে) অভিসম্পাত করিবে যে পর্যন্ত না সকল জাতি উহাতে পর্যায়-ক্রমে পৌঁছিবে, তখন তাহাদের মধ্যে শেষ জাতি তাহাদের প্রথম জাতি সম্বন্ধে বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! ইহারাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিল, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে আগুনের দ্বিগুন শাস্তি দাও । তিনি বলিবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি) আছে কিন্তু তাহা তোমরা জান না ।'

وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

৪০ । এবং তাহাদের মধ্যে প্রথম জাতি তাহাদের পরবর্তী জাতিকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, অতএব, তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর ।'

৪ [৮] ১১

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১ । নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, না তাহাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং না তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে যে পর্যন্ত না একটি উষ্ট্র সূচের ছিদ্র দিয়া অতিক্রম করে । এবং এই ভাবে আমরা অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾

৪২ । তাহাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা হইবে এবং তাহাদের উপরে আচ্ছাদনও (জাহান্নামের) হইবে । এবং এই ভাবেই আমরা অত্যাচারীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ ۖ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে— আমরা কোন আত্মার উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে ।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং আমরা তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্বেষের যাহা কিছু থাকিবে উহা দূর করিয়া দিব। নহরসমূহ তাহাদের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইবে। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদিগকে এই (জান্নাতের) দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনও হেদায়াত পাইতাম না; নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্য লইয়া আসিয়াছিল'। এবং তাহাদের নিকট ঘোষণা করা হইবে, 'ইহা সেই জান্নাত যাহার উত্তরাধিকারী করা হইল তোমাদিগকে (পুরস্কারস্বরূপ), সেই কর্মের জন্য যাহা তোমরা করিতে।

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, 'আমাদের প্রভু আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমরা উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছি। সুতরাং তোমরাও কি তোমাদের প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছ'। তাহারা বলিবে, 'হাঁ'; তখন একজন ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্য উচ্চৈঃস্বরে (এই বলিয়া) ঘোষণা করিবে, 'আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত অত্যাচারীদের উপর—

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। যাহারা (লোকাদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে রুখিয়া রাখিত এবং উহার মধ্যে বক্রতার অনুসন্ধান করিত এবং তাহারা পরকালকে অস্বীকার করিত।'

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা থাকিবে এবং আ'রাফে কিছু সংখ্যক লোক থাকিবে, যাহারা সকলকে তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিয়া লইবে। এবং তাহারা জান্নাতের অধিবাসীগণকে ডাকিয়া বলিবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক' যদিও তখন পর্যন্ত তাহারা তথায় প্রবিষ্ট হইবে না, কিন্তু তাহারা (ইহার) আশা করিতে থাকিবে।

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের প্রতি ফিরানো হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির সঙ্গী করিও না।'

ع ৫ [৮] ১২

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আ'রাফবাসীগণ ঐসকল লোকদিগকে ডাকিবে, যাহাদিগকে তাহারা তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিবে এবং বলিবে 'না তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসিল, এবং না উহা যাহার অহংকার তোমরা করিতে।'

أَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۚ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহারাই কি ঐ সকল লোক যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ কখনও তাহাদের সহিত রহমতপূর্ণ ব্যবহার করিবেন না ? (তাহাদিগকে আল্লাহ্ বলিবেন), 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, না তোমাদের কোন ভয় থাকিবে আর না তোমাদের কোন দুঃখ হইবে।'

وَنَادٰٓى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۚ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন উহা হইতে কিছু দাও'। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ উভয় বস্তু কাফেরদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন'—

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। যাহারা নিজেদের ধর্মকে আমোদ-প্রমোদ এবং অসার ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল।' সুতরাং আজ আমরাও তাহাদিগকে সেইরূপে ভুলিয়া যাইব যেইরূপে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং এই জন্য যে, তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে জিদ্ বশতঃ অস্বীকার করিত।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এক কিতাব আনয়ন করিয়াছি, যাহা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি, যাহা মো'মেন জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا تَأْوِيْلَهٗ ۚ يَوْمَ يَأْتِيْ تَأْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ ع ١٣

৫৪। তাহারা কি কেবল (সতর্কবাণীর) পূর্ণতার অপেক্ষা করিতেছে, যেদিন উহার পূর্ণতা প্রকাশ পাইবে, সেদিন ঐ সকল লোক যাহারা ইতিপূর্বে ইহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, বলিবে,'নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্যসহ আসিয়াছিল। আমাদের কি কোন সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে কি ফেরৎ পাঠানো যাইতে পারে যেন পূর্বে আমরা যে সকল কর্ম করিতাম, উহার পরিবর্তে (পুণ্য) কর্ম করিতে পারি ?' নিশ্চয় তাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং তাহারা যে সকল মিথ্যা রচনা করিত তাহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে।

৬ [৬] ১৩

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ

৫৫। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ্, যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত

يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾

করেন যাহা দ্রুতগতিতে উহাকে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে (এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে) উহারা তাহার আদেশে সেবায় নিয়োজিত আছে। নিশ্চয় সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেওয়ার স্বত্বাধিকার তাঁহারই, আল্লাহ্ অতীব বরকতময়, সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তোমরা তোমাদের প্রভুকে কাকুতি-মিনতি সহকারে এবং সংগোপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং তোমরা পৃথিবীতে উহার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিশৃঙ্খলা করিও না এবং তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলগণের নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং তিনি সেই সত্তা, যিনি নিজ রহমতের পূর্বে বায়ুরাশিকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান, এমন কি উহা ভারী মেঘ বহন করে, তখন আমরা উহাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি; অতঃপর উহা হইতে আমরা পানি বর্ষণ করি, অতঃপর উহা দ্বারা সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি — এই ভাবে আমরা মৃতগণকে বহির্গত করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾ ع ١٤

৫৯। আর যে উত্তম ভূখণ্ড— উহার প্রতিপালকের আদেশ-ক্রমে উহাতে (প্রচুর) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যাহা নিকৃষ্ট, উহা হইতে উৎপন্ন হয় কেবল নগণ্যই। এই ভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করি।

৭ [৫] ১৪

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٩﴾

৬০। নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতিরেকে তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি সম্বন্ধে ভয় করি'।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٠﴾

৬১। তাহার জাতির প্রধানগণ বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি'।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦١﴾

৬২। 'সে বলিল, 'হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌছাইতেছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং আমি আল্লাহ্ হইতে এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না;

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে সতর্ক করে এবং যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং যেন তোমাদের উপর রহম করা যায় ?'

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ ع ٥

৬৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম। নিশ্চয় তাহারা ছিল এক অন্ধ জাতি।

৮ [৬] ১৫

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং (আমরা) আদজাতির নিকট তাহাদের ভাই হূদকে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই; তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিপতিত দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।'

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নাই, বরং নিশ্চয় আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৯। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌছাইতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতোপদেশদাতা।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ

৭০। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে, যেন

بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

সে তোমাদিগকে সতর্ক করে ? এবং স্মরণ কর (সেই সময়কে) যখন তিনি নূহের জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হও।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾

৭১। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন আমরা কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি ? সুতরাং তুমি যে বিষয়ে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি উহা আমাদের নিকট আন।'

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾

৭২। সে বলিল, 'অবশ্যই তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও ক্রোধ পতিত হইয়াছে। তোমরা কি ঐ সকল নাম সম্বন্ধে আমার সহিত তর্ক কর, যেগুলি নামকরণ করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, অথচ আল্লাহ্ উহাদের পক্ষে কোন দলীল নাযেল করেন নাই; অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর এবং নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ ع

৭৩। অবশেষে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে আপন অনুগ্রহে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং মো'মেন ছিল না, আমরা তাহাদের মূল শিকড় পর্যন্ত কাটিয়া দিলাম।

[৮] ৯ ১৬

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং আমরা সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে—ইহা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন; সুতরাং তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও যেন আল্লাহ্‌র যমীনে ইহা চরিয়া বেড়ায় এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, অন্যথায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদিগকে ধৃত করিবে;

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ

৭৫। এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে,

الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

তোমরা উহার সমতল ভূমিতে প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করিতে এবং পাহাড়সমূহকে খনন করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতে। সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ এবং বিশৃঙ্খলাকারী হইয়া পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করিও না।'

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহার জাতির ঐসকল প্রধানগণ যাহারা অহংকার করিয়াছিল ঐসকল লোককে বলিল, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত— যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে ঈমান আনিয়াছিল— 'তোমরা কি জান যে সালেহ্ তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে রসূল ?' তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় ,সে যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছে উহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। যাহারা অহংকার করিয়াছিল, তাহারা বলিল, 'যাহার উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ, আমরা নিশ্চয় উহাকে অস্বীকার করি।'

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। অতঃপর, তাহারা উষ্ট্রীর হাঁটুর তন্ত্রী কাটিয়া দিল এবং তাহাদের প্রভুর আদেশের অবাধ্যতা করিল এবং বলিল, 'হে সালেহ্ ! যদি তুমি রসূলদের অন্তর্গত হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি আমাদের উপর উহা আনয়ন কর যে সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ।'

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾

৮০। তখন সে (সালেহ্) তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি ! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইয়াছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তোমরা হিতোপদেষ্টাগণকে পসন্দ কর না।'

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) লূতকেও, যখন সে তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা কি এমন নির্লজ্জ কাজ করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীর মধ্যে কেহই করে নাই ?

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

৮২। তোমরাই স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে কাম-বাসনায় পুরুষদের নিকট গমন কর। বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। তখন ইহা ছাড়া তাহার জাতির আর কোন উত্তর ছিল না যে, তাহারা (লোকদিগকে) বলিল, 'তোমরা তোমাদের শহর হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও, কেননা তাহারা এমন লোক যে, নিজেদের পবিত্রতার বড়াই করিতেছে।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম—কেবল তাহার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল (শিলা-) বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; অতএব দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কি হইয়াছিল।

১০ [১২] ১৭

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং মিদিয়ান বাসীদের নিকট (পাঠাইয়াছিলাম) তাহাদের ভাই শোআয়বকে। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ এবং ওজন পুরা দাও এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিষপত্র কম দিও না এবং পৃথিবীতে উহার সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না; ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক;

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۚ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং তোমরা রাস্তায় রাস্তায় (এই উদ্দেশ্যে) বসিয়া থাকিও না যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে ভয় দেখাও এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখ যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনে, এবং উহাকে বক্র করার চেষ্টা কর। এবং স্মরণ কর যখন তোমরা স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করিলেন। এবং লক্ষ্য কর, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন দল এরূপ থাকে, যাহারা উহার উপর ঈমান আনিয়াছে, যাহা দিয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি এবং কোন দল এমন থাকে যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

৯ম পারা

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۗ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অহংকার করিত, বলিল, 'হে শোআয়ব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং ঐ সকল লোককে যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে, আমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' সে বলিল, যদি আমরা অপসন্দ করি, তবু ও কি?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۗ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾

৯০। যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই, ইহার পরও যে, আল্লাহ্ আমাদিগকে উহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইলে (ইহার অর্থ হইবে যে,) আমরা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছিলাম। এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, আমাদের প্রভু সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আল্লাহ্‌র উপরই আমরা নির্ভর করি। (সুতরাং) 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করিয়া দাও, কেননা তুমি উত্তম মীমাংসাকারী।'

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'যদি তোমরা শোআয়বকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২। অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল;

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। যাহারা শোআয়বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বাস করে নাই। যাহারা শোআয়বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। তখন সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। অতএব, এখন আমি কিরূপে কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিব।'

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং আমরা কখনও এমন কোন জনপদে কোন নবী পাঠাই নাই যাহার অধিবাসীদিগকে আমরা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ধৃত করি নাই যেন তাহারা বিনয়াবনত হয়।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। অতঃপর, আমরা (তাহাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলাইয়াছিলাম, যে পর্যন্ত না তাহারা (ধনে-জনে) বাড়িয়া গিয়াছিল; তখন তাহারা বলিতে লাগিল, 'আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের উপর দুঃখ ও সুখ আসিত (আমাদের জন্য ইহা নূতন নহে)। অতএব, অকস্মাৎ আমরা তাহাদিগকে এমতাবস্থায় ধৃত করিলাম যে তাহারা বুঝিতেও পারে নাই।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। এবং যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনিত এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ার খুলিয়া দিতাম, কিন্তু তাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং তাহারা যাহা অর্জন করিয়া আসিতেছিল উহার জন্য আমরা তাহাদিগকে ধৃত করিলাম।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি রাত্রিকালেও আসিতে পারে যখন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে ?

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। অথবা এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি পূর্বাহ্নেও আসিতে পারে যখন তাহারা খেলা-ধূলায় মত্ত থাকিবে ?

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾ ع

১০০। তাহারা কি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে ? স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হইতে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ব্যতিরেকে কেহ নিজদিগকে নিরাপদ মনে করে না।

ع ১২ [৬] ২

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। যাহারা (বংশানুক্রমে) ভূমির উত্তরাধিকারী হইয়াছে উহার (পূর্ব) অধিবাসীদের পরে, তাহাদিগকে কি ইহা হেদায়াত দেয় নাই যে, আমরা চাহিলে তাহাদের পাপসমূহের জন্য তাহাদিগকেও শাস্তি দিতে পারি এবং তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরও মারিয়া দিতে পারি, ফলে তাহারা (হেদায়াতের কথা) শুনিবে না।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا

১০২। এইগুলি হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদের বৃত্তান্ত হইতে কতকাংশে আমরা তোমার নিকট বর্ননা করিয়াছি এবং অবশ্যই তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট

كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনয়ন করার মত লোক ছিল না—যেহেতু তাহারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আল্লাহ্ এইভাবে কাফেরদের হৃদয়ের উপর মোহর মারিয়া দেন।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। আমরা তাহাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকারে (পালনকারী) পাই নাই, বরং তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা দুষ্কৃতিপরায়ণ পাইয়াছি।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। অতঃপর, তাহাদের পরে আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন এবং তাহার নেতৃবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিল। অতএব দেখ, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। এবং মূসা বলিল, 'হে ফেরাউন! নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত রসূল;

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। ইহাই ন্যায়-সঙ্গত যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত আমি যেন কোন কিছু না বলি। আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতেই এক সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি। অতএব, তুমি বনী ইস্রাঈলকে আমার সঙ্গে যাইতে দাও।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। সে (ফেরাউন) বলিল, 'তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তাহা হইলে উহা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٨﴾

১০৮। সুতরাং সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, এবং কি আশ্চর্য! নিমিষে উহা এক স্পষ্ট অজগর রূপে পরিদৃষ্ট হইল।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। এবং সে তাহার হাত বাহির করিয়াছিল এবং কি আশ্চর্য! উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে ধপ্ ধপে শুভ্র (দৃশ্যমান) হইয়া গেল।

১৩ ৯ ৩]

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১১০। ফেরাউনের জাতির নেতৃবর্গ বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর;

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১। সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চাহে; এখন কি পরামর্শ দাও তোমরা?'

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। তাহারা বলিল, 'তাহাকে এবং তাহার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে-বন্দরে সমবেতকারীদিগকে পাঠাও,

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿١١٣﴾

১১৩। তাহারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে যেন তোমার সমীপে লইয়া আসে।'

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইল, (এবং) বলিল, 'আমরা জয়লাভ করিলে অবশ্যই আমাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিতে হইবে।'

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তোমরা আমার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি (প্রথমে) নিক্ষেপ করিবে অথবা আমরা (প্রথম) নিক্ষেপকারী হইব?'

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٧﴾

১১৭। সে বলিল, 'তোমরা নিক্ষেপ কর।' অতঃপর, যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তাহারা লোকদের চক্ষে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীতি-বিহ্বল করিয়া ফেলিল এবং তাহারা এক মহা যাদু উপস্থাপন করিল।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলাম যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; এবং কি আশ্চর্য! উহা গ্রাস করিতে লাগিল উহাকে যাহা তাহারা মিথ্যারূপে উপস্থাপন করিতেছিল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯। তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল উহা বৃথা সাব্যস্ত হইল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০। এই রূপে তাহারা তথায় পরাস্ত হইল এবং পরিণামে লাঞ্ছিত হইল।

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। এবং যাদুকরেরা সেজদায় পড়িতে বাধ্য হইল।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। তাহারা বলিল, 'আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম,

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩। যিনি মূসা এবং হারূনের প্রভু।'

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় ইহা এক গভীর চক্রান্ত, যাহা তোমরা সকলে মিলিয়া এই শহরে করিয়াছ, যাহাতে তোমরা সেখান হইতে ইহার অধিবাসীদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিতে পার, অতএব তোমরা অচিরেই (ইহার ফল) জানিতে পারিবে;

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত-পা (অবাধ্যতার জন্য) আড়াআড়িভাবে কাটিয়া দিব। অতঃপর, অবশ্যই তোমাদের সকলকে ক্রুশে বিদ্ধ করিব।'

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ফিরিয়া যাইব;

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۗ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۗ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। এবং ফেরাউনের জাতি হইতে নেতৃবর্গ বলিল, 'তুমি কি মূসা ও তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিয়াছ যেন তাহারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় এবং তোমাকে এবং তোমার উপাস্য দিগকে বর্জন করে?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর প্রবল।'

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌রই, তিনি তাঁহার বান্দগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা ইহার উত্তরাধিকারী করেন, এবং (উত্তম) পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্য।'

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদিগকে নির্যাতন করা হইত এবং আমাদের নিকট তোমার আগমনের পরেও (নির্যাতন করা হইতেছে)।' সে বলিল, 'অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে এই ভূ-পৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিবেন, অতঃপর তিনি দেখিবেন যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।'

وَلَقَدْ أَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে (বহু বৎসরের) অনাবৃষ্টি এবং ফল-ফলাদির অভাব দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। কিন্তু যখন তাহাদের উপর সুখ-শান্তি আসিত, তাহারা বলিত, 'ইহা আমাদেরই জন্য'। কিন্তু যখন তাহাদিগকে দুঃখ-দুর্দশা ক্লিষ্ট করিত তখন উহাকে তাহারা মূসা এবং তাহার সঙ্গীদের দরুণ অশুভ লক্ষণ মনে করিত। মন দিয়া শুন! তাহাদের অশুভ লক্ষণ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের নিকট যত নিদর্শনই উপস্থাপন করিবে যাহাতে তুমি উহা দ্বারা আমাদের উপর যাদু করিতে পার, আমরা কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না।'

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। তখন আমরা তাহাদের উপর ঝড়-তুফান এবং পঙ্গপাল এবং উকুন এবং ব্যাঙ এবং রক্ত পাঠাইলাম— স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রূপে; তবুও তাহারা অহংকার করিল এবং তাহারা অপরাধী জাতিতে পরিণত হইল।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এবং যখনই তাহাদের উপর নিদারুণ শাস্তি আপতিত হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে, 'হে মূসা! তোমার সহিত তোমার প্রভু যে অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই অনুযায়ী তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে এই জঘন্য নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বনী ইস্‌রাঈলকে তোমার সহিত পাঠাইয়া দিব।'

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلٰٓى أَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। কিন্তু যখনই আমরা তাহাদের উপর হইতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঐ নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দিতাম যদ্দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইত, কি আশ্চর্য! তখনই তাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিত।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলাম, কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং উহাদের সম্বন্ধে তাহারা গাফেল ছিল।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰي بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۭ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। এবং আমরা সেই জাতিকে, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত, সেই দেশের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম, যাহাকে আমরা আশিসমণ্ডিত করিয়াছিলাম। এবং বনী ইসরাঈলের উপর তোমার প্রভুর উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হইল, এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল; এবং ফেরাউন ও তাহার জাতি যাহা কিছু শিল্পকার্য করিতেছিল এবং যাহা কিছু উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছিল, সে সকলই আমরা ধূলিসাৎ করিয়া দিলাম।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰي قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓي اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۭ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। এবং আমরা বনী ইস্রাঈলকে সাগর পার করাইয়া দিলাম; অতঃপর তাহারা এমন এক জাতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল যাহারা তাহাদের প্রতিমাসমূহের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন ছিল। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য তৈরী করিয়া দাও যেরূপ উপাস্য তাহাদের আছে।' সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অজ্ঞ জাতি;

اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। নিশ্চয় তাহারা যাহাতে লিপ্ত আছে উহা ধ্বংস করা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে।'

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। সে বলিল, 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য উপাস্য অন্বেষণ করিব। অথচ তিনি তোমাদিগকে সকল জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন?'

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَاۗءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۗءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾

১৪২। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতির হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। এবং ইহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য এক মহা পরীক্ষা ছিল।

১৬ [১২] ৬

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। এবং আমরা মূসাকে ত্রিশ রাত্রির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এবং ঐগুলিকে আমরা দশ (রাত্রি) দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলাম। এইভাবে তাহার প্রভুর নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হইল, এবং মূসা তাহার ভাই হারূনকে বলিল, 'তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, এবং তাহাদের সংশোধন করিবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না।'

وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ
اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ
اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا
تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ
فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে আসিল এবং তাহার প্রভু তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দর্শন দান কর যেন আমি তোমার দিকে তাকাইতে পারি।' তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে আদৌ দেখিতে পারিবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও; অতএব, যদি ইহা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখিবে।' এবং যখন তাহার প্রভু ঐ পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ করিলেন, তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর, যখন সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল, সে বলিল, 'তুমি সকল ত্রুটি হইতে পবিত্র, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি এবং আমি মো'মেনগণের মধ্যে প্রথম।'

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّيْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ
وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আমার পয়গামসমূহ দ্বারা এবং কালাম দ্বারা (সমসাময়িক) সকল মানবের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম; অতএব, দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যাহা আমি তোমাকে দান করিতেছি এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হও।'

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۚ
سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। এবং আমরা তাহার জন্য কতক ফলকের উপর প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলাম। 'সুতরাং উহাদিগকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখ এবং তোমার জাতিকে আদেশ কর যেন তাহারা উহার উৎকৃষ্ট বিষয়াবলীকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে; অচিরেই আমি তোমাদিগকে দুষ্কৃতিপরায়ণদের আবাসস্থল দেখাইব।'

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ
يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا
سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। অচিরেই আমি ঐ সকল লোককে আমার নিদর্শনসমূহ হইতে দূরে সরাইয়া দিব, যাহারা অন্যায়ভাবে ভূপৃষ্ঠে অহংকার করিয়া বেড়ায়, এবং তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শনও দেখে, তবু তাহারা উহাদের উপরে ঈমান আনিবে না; এবং যদি তাহারা ধর্মপরায়ণতার পথ দেখে, তথাপি তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে না; কিন্তু যদি তাহারা বিপথগামিতার পথ দেখে, তাহা হইলে তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা উহা সম্বন্ধে গাফেল ছিল।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম নিষ্ফল হইয়াছে। তাহারা যাহা করিতেছে তাহাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۭ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। এবং মূসার জাতি তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা তৈরী করিল একটি গোবৎস— একটি (প্রাণহীন) দেহ যাহার মধ্য হইতে হাম্বা-রব বাহির হইত। তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, ইহা তাহাদের সহিত কথা বলে না এবং তাহাদিগকে কোনও পথে পরিচালিত করে না? তাহারা ইহাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল যালেম।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০। এবং যখন তাহারা যারপর নাই অনুতপ্ত হইল এবং দেখিল যে, বস্তুতঃই তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, 'যদি আমাদের প্রভু আমাদের উপর রহম না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۭ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۠ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاۗءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। এবং যখন মূসা ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাহার জাতির নিকট ফিরিল, সে বলিল, 'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যাহা প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ উহা কতইনা মন্দ! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর আদেশের (অপেক্ষা না করিয়া পথ উদ্ভাবনের) ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিয়াছ?' এবং সে ফলকগুলি (ভূমিতে) রাখিয়া দিল এবং নিজ ভ্রাতার মাথা ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। সে (হারূন) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র! নিশ্চয় এই জাতি আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সুতরাং তুমি আমাকে শত্রুদের নিকট হাস্যাস্পদ করিও না এবং আমাকে অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত করিও না।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۡ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২। সে (মূসা) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উভয়কে তোমার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট কর, কেননা তুমিই রহমকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমকারী।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করিয়াছে অচিরেই তাহাদের উপর তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বর্ষিত হইবে ক্রোধ এবং ইহজীবনে লাঞ্ছনা। এবং এইভাবে আমরা মিথ্যা রটনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَ
اٰمَنُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَفِيْ
نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হইল, সে ফলকগুলিকে তুলিয়া লইল, যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য উহার (ফলকের) লেখাগুলির মধ্যে হেদায়াত এবং রহমত ছিল।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ
اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ
قَبْلُ وَاِيَّايَ ۖ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ
اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ
مَنْ تَشَآءُ ۖ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ
خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। এবং মূসা নিজ জাতি হইতে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের জন্য বাছিয়া লইল। অতঃপর, যখন ভূমিকম্প তাহাদিগকে আঘাত হানিল, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যদি তুমি ইচ্ছা করিতে তাহা হইলে তুমি (ইহার) পূর্বেই তাহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে। আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধরা যে কাজ করিয়াছে তাহার জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে? ইহা তোমার পক্ষ হইতে এক পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নহে, ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে চাহ পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত কর এবং যাহাকে চাহ হেদায়াত দাও; তুমি আমাদের রক্ষক, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর রহম কর, কেননা তুমি ক্ষমাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম;

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ
اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۖ
وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও; নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'আমি যাহাকে চাহি আমার আযাব দিয়া থাকি; কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে—

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ
مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ

১৫৮। যাহারা এই রসূল, উম্মী নবীকে অনুসরণ করে, যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইন্জীলে লিখিত দেখিতে পায়। সে তাহাদিগকে পুণ্য কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে, এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা এবং

وَالْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ
عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾

তাহাদের গলার বেড়ি যাহা তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল, তাহা তাহাদের উপর হইতে দূরীভূত করে। সুতরাং যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাকে সম্মান ও সমর্থন দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাহার সহিত নাযেল করা হইয়াছিল —ইহারাই সফল কাম।'

১৯ [৬] ৯

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۨالَّذِيْ
لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ
يُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রসূল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ব্যতিত কোন মা'বূদ নাই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার এই রসূল, উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ এবং তাঁহার বাণী সমূহের উপর, এবং তোমরা তাহাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৬০। এবং মূসার জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যাহারা সত্যের সাহায্যে (লোকদিগকে) পথ প্রদর্শন করে এবং উহার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۭ وَاَوْحَيْنَآ
اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ
الْحَجَرَ ۭ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۭ قَدْ
عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۭ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۭ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
رَزَقْنٰكُمْ ۭ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১। এবং আমরা তাহাদিগকে বারটি গোত্রে বিভক্ত করিলাম স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে। এবং মূসার জাতি যখন তাহার নিকট পানি চাহিয়াছিল তখন আমরা তাহার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা ঐ পাথরের উপর আঘাত কর,' অতঃপর, উহা হইতে বারটি ঝরণা নির্গত হইয়া সজোরে প্রবাহিত হইল, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব ঘাট চিনিয়া লইল। এবং আমরা তাহাদের উপর মেঘের ছায়া করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের জন্য মান্না এবং সালওয়া নাযেল করিয়াছিলাম (এবং আমরা বলিয়াছিলাম) 'আমরা তোমাদিগকে যে পবিত্র রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে খাও; এবং তাহারা আমাদের উপর অত্যাচার করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিতেছিল।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـــٰٔتِكُمْ ۭ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, "তোমরা এই শহরে বসবাস কর এবং উহা হইতে যথেচ্ছা আহার কর এবং বল, '(হে আল্লাহ্! আমাদের) বোঝা হালকা করিয়া দাও,' এবং বিনয়ের সহিত দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ কর; আমরা তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিব; নিশ্চয় আমরা সৎকর্মশীলগণকে সমৃদ্ধ করিব।"

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

১৬৩। কিন্তু তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল উহার পরিবর্তে তাহারা—যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে অত্যাচার করিয়াছিল—অন্য এক কথা বদলাইয়া ফেলিল, সুতরাং আমরা তাহাদের উপর আকাশ হইতে জঘন্য শাস্তি প্রেরণ করিলাম কেননা তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল।

২০ [৫] ১০

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

১৬৪। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই শহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর যাহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল, যখন তাহারা সাবাতের হুকুম লংঘন করিত, যখন তাহাদের মাছ তাহাদের সাবাতের দিনে (পানিতে ভাসিয়া) তাহাদের নিকট আসিত এবং যে দিন তাহারা সাবাত পালন করিত না, তাহাদের নিকট উহারা আসিত না, এইভাবে আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

১৬৫। এবং যখন তাহাদের একদল (অন্যদলকে) বলিল, 'তোমরা কেন এমন এক জাতিকে উপদেশ দিতেছ, যাহাদিগকে আল্লাহ্ ধ্বংস করিতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে চলিয়াছেন? তাহারা বলিল, 'তোমাদের প্রভুর সম্মুখে (দোষমুক্ত হওয়ার) অজুহাত পেশ করার জন্য এবং যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।'

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَئِيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

১৬৬। অতঃপর, তাহাদিগকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, যখন তাহারা উহা ভুলিয়া গেল, তখন আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম যাহারা মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিত এবং আমরা যালেমদিগকে এক কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিলাম—কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ۝

১৬৭। অতঃপর, যে বিষয় হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল যখন তাহারা উহাকে বিদ্রোহিতাপূর্বক অমান্য করিল, তখন আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।'

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৬৮। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন যে, নিশ্চয় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদিগকে অভ্যুত্থিত করিতে থাকিবেন, যাহারা তাহাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিতে থাকিবে; নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তি দানে বড়ই তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯। এবং আমরা তাহাদিগকে (পৃথক পৃথক) জাতিতে বিভক্ত করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দিলাম, তাহাদের মধ্যে কতক আছে পুণ্যবান এবং তাহাদের মধ্যে কতক আছে ইহা হইতে অন্য রকম। এবং আমরা তাহাদিগকে ভাল এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিলাম যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۗ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। কিন্তু তাহাদের পরে (খারাপ) বংশধর তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইল। তাহারা এই তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ গ্রহণ করিল এবং বলিল, 'নিশ্চয় আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।' কিন্তু তাহাদের নিকট (পুনরায়) যদি উহার অনুরূপ আরও সম্পদ আসে তাহা হইলে তাহারা উহাও গ্রহণ করিবে। তাহাদের নিকট হইতে কি কিতাবের অঙ্গীকার লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সত্য ব্যতিরেকে (কিছু) বলিবে না ? যাহা কিছু উহাতে আছে তাহা তাহারা পাঠ করিয়াছে। এবং যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাস অতি উত্তম। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করিবে না ?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧١﴾

১৭১। এবং যাহারা কিতাবকে মযবূত ভাবে ধরিয়া আছে এবং নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমরা পুণ্যবানগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করিব না।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। এবং যখন আমরা পাহাড়কে তাহাদের উপর দোদুল্যমান করিয়াছিলাম যেন ইহা একটি সামিয়ানা, এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে, (আমরা বলিলাম) আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা শক্ত ভাবে ধরিয়া রাখ এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা তোমরা স্মরণ কর যেন তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।

২১ [৯] ১১

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানগণের নিকট হইতে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধর গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাইলেন (এই বলিয়া যে), 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি।' (তিনি ইহা এই জন্য করিয়াছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে না বল, 'আমরা এই সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম।'

أَوْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। অথবা (পাছে) তোমরা বল, 'নিশ্চয় ইতিপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণ শিরক করিয়া আসিতেছিল এবং আমরা তাহাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম। অতএব, তুমি কি মিথ্যাবাদীরা যাহা কিছু করিয়াছে আমাদিগকে উহার দরুণ ধ্বংস করিবে ?

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। এবং এইভাবে আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি যেন তাহারা (উপদেশ গ্রহণ করে এবং সৎ পথে) ফিরিয়া আসে।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের নিকট তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শুনাও, যাহাকে আমরা আমাদের বহু নিদর্শন দিয়াছিলাম—কিন্তু সে উহা হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছিল; অতঃপর শয়তান তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। এবং যদি আমরা চাহিতাম তাহা হইলে উহা দ্বারা আমরা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং নিজ মন্দ বাসনার অনুসরণ করিল। তাহার দৃষ্টান্ত ঐ তৃষ্ণার্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়—যদি তুমি উহাকে তাড়া দাও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে, যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও তবুও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে। এই হইল ঐ জাতির দৃষ্টান্ত, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তুমি এই বৃত্তান্ত (তাহাদের নিকট) বর্ণনা কর যেন তাহারা চিন্তা করে।

سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮। সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি মন্দ যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপরই অত্যাচার করিয়াছে।

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯। যাহাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন, সে-ই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ

১৮০। এবং নিশ্চয় আমরা জিন্ন ও ইনসান হইতে এমন অনেককে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের পরিণাম জাহান্নাম। তাহাদের অন্তঃকরণ আছে যদ্দারা তাহারা বুঝে না এবং

بِهَا ۚ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

তাহাদের চক্ষু আছে যদ্বারা তাহারা দেখে না, তাহাদের কর্ণ আছে যদ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না। তাহারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাহারা (সম্পূর্ণরূপে) গাফেল।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮১। এবং সকল উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং তোমরা এইগুলি দ্বারা তাঁহাকে ডাক। এবং যাহারা তাঁহার নামসমূহের ব্যাপারে সঠিক পথ হইতে ভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। তাহারা যে কর্ম করে অচিরেই তাহাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾

১৮২। এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যাহারা (লোকদিগকে) সত্যের সাহায্যে হেদায়াত দেয় এবং উহা দ্বারা ন্যায় বিচার করে।

[১০]

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমন পথ দিয়া (ধ্বংসের দিকে) টানিয়া লইয়া যাইব যাহা তাহারা জানে না।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৪। এবং আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি, নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সঙ্গীর মধ্যে পাগলামীর কিছু নাই? সে তো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬। তাহারা কি আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর কর্তৃত্বের প্রতি এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতি যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন মনোনিবেশ করে না এবং (ইহার প্রতিও) যে, হয়তো তাহাদের ধ্বংসের নির্দিষ্ট কাল নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে? অতঃপর, তাহারা ইহার পর আর কোন কথায় ঈমান আনিবে?

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۗ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নাই। এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দেন।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ۗ ثَقُلَتْ فِي

১৮৮। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কখন সংঘটিত হইবে? তুমি বল, "উহার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভুর নিকট আছে। তিনি ব্যতিরেকে অন্য

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾

কেহ ইহার সময়ে ইহার প্রকাশ ঘটাইতে পারে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উপর উহা গুরুভার হইবে। ইহা তোমাদের উপর কেবল আকস্মিকভাবেই আসিবে।' তাহারা তোমাকে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন তুমি উহা সবিশেষ অবহিত আছ। তুমি বল, 'উহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে আছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা অবগত নহে।'

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾ ع

১৮৯। তুমি বল, 'আমি আমার নিজের জন্য, না লাভের মালিক, এবং না ক্ষতির, আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা ব্যতিরেকে। এবং যদি আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রচুর কল্যাণের অধিকারী হইতাম এবং কোন অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি ঐ সকল লোকের জন্য কেবল সতর্ককারী এবং সুসংবাদাতা, যাহারা ঈমান আনে।'

৭ ১৩

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

১৯০। তিনিই তোমাদিগকে এক আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সে তাহার নিকট আরাম ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। অতঃপর, যখন সে তাহাকে সঙ্গমাচ্ছন্ন করিয়া লয় তখন সে এক লঘুভার ধারণ করে এবং উহা লইয়া চলাফেরা করে। অতঃপর, যখন সে ভারাক্রান্ত হয়, তখন তাহারা উভয়েই তাহাদের প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে (এই বলিয়া), 'যদি তুমি আমাদিগকে উত্তম (সন্তান) দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

১৯১। কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উত্তম (সন্তান) দান করেন, তখন তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে ঐ (সন্তান) সম্বন্ধে যাহা তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন। অথচ আল্লাহ্ উহা হইতে (বহু) উর্ধ্বে যাহা তাহারা (তাঁহার সহিত) শরীক করে।

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩١﴾

১৯২। তাহারা কি (তাঁহার সহিত) উহাদিগকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্ট?

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯৩। এবং না তাহারা তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিতে পারে এবং না তাহারা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ۗ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা তোমাদের অনুগমন করিবে না। তোমরা তাহাদিগকে ডাক বা নীরব থাক, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫। আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে ডাক, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ডাকিতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ডাকের উত্তর দান করুক।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬। তাহাদের কি পা আছে যদ্দারা তাহারা চলে, অথবা তাহাদের কি হাত আছে যদ্দারা তাহারা ধরে, অথবা তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ্দারা তাহারা দেখে অথবা তাহাদের কি কান আছে যদ্দারা তাহারা শোনে ? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদিগকে ডাক, অতঃপর সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁট এবং তোমরা আমাকে অবকাশ দিও না

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭। নিশ্চয় আমার রক্ষাকর্তা সেই আল্লাহ্ যিনি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং তিনিই সৎকর্মশীলদিগকে রক্ষা করেন।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮। এবং তাহারা, যাহাদিগকে তোমরা ডাক তাঁহার পরিবর্তে, তোমাদিগকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখে না, এবং না তাহারা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারে।'

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা শুনিবে না; এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যেন তাহারা তোমার প্রতি তাকাইয়া আছে অথচ তাহারা দেখে না।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٠٠﴾

২০০। (হে নবী !) তুমি সদা মার্জনার নীতি অবলম্বন কর এবং ন্যায়-নীতির আদেশ দাও এবং অজ্ঞলোকদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠١﴾

২০১। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

২০২। নিশ্চয় যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, যখন শয়তানের পক্ষ হইতে কোন কুমন্ত্রণা তাহাদিগকে আক্রান্ত করে, তখন তাহারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করে এবং দেখ! অকস্মাৎ তাহারা (সঠিকভাবে) দেখিতে আরম্ভ করে।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩। এবং তাহাদের (কাফেরদের) ভ্রাতৃবৃন্দ তাহাদিগকে বিপথগামিতার দিকে টানে এবং তাহারা (তাহাদের চেষ্টায়) কোন ত্রুটি করে না।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪ । এবং যখন তুমি তাহাদের নিকট কোন (তাজা) নিদর্শন না আন তখন তাহারা বলে, 'তুমি কেন উহার উদ্ভাবন করিয়া আনিলে না ?' তুমি বল, 'আমি শুধু উহার অনুগমন করি যাহা আমার প্রভুর পক্ষ হইতে আমার প্রতি ওহী করা হয়; এইগুলি মো'মেন জাতির জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সমুজ্জ্বল প্রমাণ, হেদায়াত এবং রহমত ।'

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫ । এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা উহা কান পাতিয়া শুন এবং নিরব থাক যেন তোমাদের উপর রহম করা যায় ।

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬ । এবং তুমি স্মরণ কর তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾ ۩

২০৭ । নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রভুর নিকটে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত হইতে অহংকার করিয়া মুখ ফিরায় না, বরং তাহারা তাঁহার মহিমা কীর্তন করে এবং তাঁহার সম্মুখে সেজদা করে ।

সেজদা-১
২৪
[১৮]
১৪

سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

৮- সূরা আল্ আন্ফাল

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ②

২। তাহারা তোমাকে গনীমতের (যুদ্ধ-লব্ধ) মাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'গনীমতের মাল আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের।' সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং পারস্পরিক বিষয়াদি সংশোধন কর এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক।'

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ③

৩। প্রকৃতপক্ষে মো'মেন তাহারাই, যখন আল্লাহ্‌র (নাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়, এবং যখন তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং নিজেদের প্রভুর উপরই তাহারা নির্ভর করে,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ④

৪। যাহারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ⑤

৫। ইহারাই প্রকৃত মো'মেন, তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্ক রহিয়াছে।

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ⑥

৬। (এই পুরস্কার) এই জন্য যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক পুণ্য উদ্দেশ্যে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছেন, যখন মো'মেনগণের এক দল ইহাকে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেছিল।

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ⑦

৭। তাহারা (কাফেরগণ) সত্য সম্বন্ধে, ইহা প্রকাশিত হইবার পরও তোমার সহিত এমনভাবে বিতর্ক করে যেন তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকানো হইতেছে এবং তাহারা (উহা) প্রত্যক্ষ করিতেছে।

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ
تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ⑦

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ তোমাদের সহিত দুই দলের একটির ওয়াদা করিতেছিলেন যে ইহা তোমাদের জন্য হইবে, এবং তোমরা চাহিতেছিলে যে, নিরস্ত্র দল তোমাদের জন্য হউক, কিন্তু আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন যেন তিনি তাঁহার কথা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদের মূল কাটিয়া দেন,

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑧

৯। যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে ব্যর্থ করেন—— যদিও অপরাধীরা ইহা অপসন্দ করুক না কেন।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ⑨

১০। যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সকাতরে ফরিয়াদ করিতেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করিলেন (এই বলিয়া), 'আমি অবশ্যই তোমাদিগকে এক সহস্র পর্যায়ক্রমে আগমনকারী ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করিব।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑩

১১। এবং আল্লাহ্ ইহাকে শুধু এক শুভ সংবাদরূপে (নাযেল) করিয়াছিলেন, যেন ইহা দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। এবং সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।

[১১] ১ ১৫

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ
وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑪

১২। যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা (দানের নিদর্শন) স্বরূপ তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিতেছিলেন এবং মেঘমালা হইতে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করিতেছিলেন, যেন তিনি তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করেন, এবং তোমাদের হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দেন এবং তোমাদের পা উহার দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ
آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا
فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑫

১৩। যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি এই ওহী নাযেল করিতেছিলেন, (এই বলিয়া), 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; অতএব, তোমরা অবিচলিত রাখ তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছে। অচিরেই আমি তাহাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করিব যাহারা অবিশ্বাস করে। সুতরাং, তোমরা আঘাত হান তাহাদের গ্রীবাদেশে এবং আঘাত হান তাহাদের আঙ্গুলের ডগায় ডগায়।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٤﴾

১৪। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করিয়াছে। এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٥﴾

১৫। ইহাই তোমাদের (শাস্তি), অতএব উহার স্বাদ গ্রহণ কর; (স্মরণ রাখ) নিশ্চয় কাফেরদের জন্য আগুনের আযাব রহিয়াছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٦﴾

১৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা কাফেরদের সহিত যুদ্ধের জন্য অগ্রসরমান অবস্থায় মুখামুখি হও, সেক্ষেত্রে (তোমরা) কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٧﴾

১৭। এবং এইরূপ দিনে যে ব্যক্তি কেবল যুদ্ধ-কৌশলের জন্য একদিকে সরিয়া যাওয়া অথবা (অন্য) দলের দিকে (যোগদানের জন্য) আগাইয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে নিশ্চয় সে আল্লাহ্র ক্রোধসহ প্রত্যাবর্তন করিবে এবং তাহার বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। এবং অতি মন্দ বাসস্থান ইহা।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহ্ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, এবং যখন তুমি (কংকর) নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং যেন তিনি নিজ সন্নিধান হইতে মো'মেনগণের উপর মহা অনুগ্রহ করিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯। এই হইল তোমাদের (প্রকৃত ঘটনা), এবং (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ কাফেরদের কৌশলকে অবশ্যই দুর্বল করিয়া থাকেন।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ ع

২০। যদি তোমরা (হে কাফেররা !) মীমাংসা কামনা করিয়া থাক তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের নিকট মীমাংসা আসিয়া গিয়াছে। এবং (এখনও) যদি তোমরা বিরত হও তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যদি তোমরা (চক্রান্তের দিকে) ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমরাও (শাস্তির দিকে) ফিরিব। এবং তোমাদের দল যতই সংখ্যায় অধিক

হউক না কেন, উহা তোমাদের কোন কাজে আসিবে না, এবং (জানিয়া রাখ যে,) আল্লাহ্ নিশ্চয় মো'মেনগণের সঙ্গে আছেন।

[৯] ২৬

২১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, এবং তাঁহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইও না এমতাবস্থায় যে, তোমরা (তাঁহার আদেশ) শুনিতেছ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না যাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করি,' অথচ তাহারা শ্রবণ করে না।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হইতেছে বধির ও বোবাগণ, যাহারা কোন বুদ্ধি বিবেচনা করে না।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং আল্লাহ্ যদি তাহাদের মধ্যে কিছু ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন। এবং যদি (বর্তমান অবস্থায়) তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন তাহা হইলেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইত এবং তাহারা অগ্রাহ্য করিত।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার হৃদয়ের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হইবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তোমরা সেই ফিৎনাকে ভয় কর যাহা তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা যুলুম করিয়াছে শুধু তাহাদিগকেই আঘাত করিবে না। এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং স্মরণ কর যখন তোমরা (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বল বলিয়া গণ্য হইতে, তোমরা ভয় করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করিলেন এবং তোমাদিগকে উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী দিলেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٧﴾

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ এবং রসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি যাঁহার নিকট মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

৬ [৯] ১৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য এক ফুরকান (প্রভেদকারী উপকরণ) সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের অকল্যাণসমূহকে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং (স্মরণ কর) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁটিতেছিল, যেন তাহারা তোমাকে অবরুদ্ধ করিতে পারে অথবা তোমাকে হত্যা করিতে পারে অথবা তোমাকে বহিষ্কার করিতে পারে। এবং তাহারা কৌশল আঁটিতেছিল এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল আঁটিতেছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ কৌশলকারীগণের মধ্যে উত্তম।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন আমাদের আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়, তাহারা বলে, 'আমরা শুনিয়াছি। আমরাও ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার অনুরূপ বলিতে পারি। ইহা প্রাচীন লোকদের কাহিনী ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।'

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তাহারা বলিল, 'হে আল্লাহ্ ! যদি তোমার নিকট হইতে ইহাই প্রকৃত সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আকাশ হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযেল কর।'

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাহাদের মধ্যে রহিয়াছ এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, যখন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহাদের (এখন) কি কারণ আছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে আযাব দিবেন না যখন তাহারা (লোকদিগকে) মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেয়, এবং তাহারা (প্রকৃত পক্ষে) ইহার তত্ত্বাবধায়ক নহে ? কেবল মুত্তাকীগণই উহার (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং এই (পবিত্র) গৃহে তাহাদের নামায তো শিশ ও করতালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। 'অতএব, তোমরা অবিশ্বাস করার কারণে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে রুখিবার জন্য নিজেদের ধন সম্পদ খরচ করে। তাহারা অবশ্যই এই রূপে খরচ করিয়াই যাইবে, কিন্তু পরিণামে উহা তাহাদের আক্ষেপের কারণ হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে পরাভূত করা হইবে। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে;

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। যাহাতে আল্লাহ্ অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন এবং অপবিত্রদিগকে একে অপরের উপর চাপাইয়া দেন এবং তাহাদের সকলকে একত্রে স্তূপীকৃত করেন, অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৪ [৯] ১৮

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে পূর্বে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু যদি তাহারা (অতীত কর্ম তৎপরতায়) ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (তাহাদের সম্মুখে) সংঘটিত হইয়াছে।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না নির্যাতন বন্ধ হয় এবং ধর্ম পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়। কিন্তু যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহারা যাহাকিছু করে নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

৪১। 'যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকর্তা,— কতই না উত্তম রক্ষাকর্তা, এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি !

৮ম পারা

৪২। এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা (যুদ্ধে) যাহা কিছু গনিমতের মাল পাও উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই রসূলের জন্য এবং (রসূলের) আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিস্‌কীন এবং মুসাফেরগণের জন্য ; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং উহার উপর যাহা আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযেল করিয়াছি ফুরকান দিবসে —যেদিন দুই সেনাবাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান্ ।

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। যখন তোমরা (উপত্যকার) নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে এবং তাহারা দূরবর্তী প্রান্তে ছিল এবং কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নদিকে এবং যদি তোমরা পরস্পর (যুদ্ধের জন্য) ওয়াদাবদ্ধ হইতে তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় সময় সম্বন্ধে মতভেদ করিতে। কিন্তু আল্লাহ্ (নির্ধারিত সময় ছাড়াই তোমাদের মোকাবেলা ঘটাইলেন) যেন ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন, যাহা করার জন্য তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন— যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে । এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٣﴾

৪৪। যখন আল্লাহ্ তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প দেখাইয়াছিলেন, এবং যদি তিনি তাহাদিগকে সংখ্যায় তোমাকে অধিক দেখাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা দুর্বলতা দেখাইতে এবং নিশ্চয় তোমরা এই বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করিতে; কিন্তু আল্লাহ্ (তোমাদিগকে) রক্ষা করিয়াছেন । এবং নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত আছেন যাহা (তোমাদের) বক্ষঃদেশে নিহিত আছে ।

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা (যুদ্ধের জন্য) পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন যাহাতে আল্লাহ্ ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন যাহা করার তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন । এবং (চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য) সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ।

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٥﴾

৫ [৭] ১

৪৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা কোন সৈন্যদলের সম্মুখীন হও তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٦﴾

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের এবং পরস্পর কলহ করিও না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের প্রভাব শক্তি বিলুপ্ত হইবে। এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা দর্পভরে এবং লোক দেখানোর জন্য নিজেদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে বাধা দেয়, বস্তুতঃ তাহারা যাহাকিছু করে আল্লাহ্ উহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَاۗءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِيْۗءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং যখন শয়তান তাহাদের নিকট তাহাদের কর্ম সমূহকে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল যে, আজ লোকদের মধ্য হইতে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক।' অতঃপর, যখন দুইদল পরস্পর সম্মুখীন হইল, তখন সে নিজ গোড়ালিদ্বয়ে (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সরিয়া পড়িল এবং বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমি দায়িত্বমুক্ত; নিশ্চয় আমি যাহা দেখি তোমরা তাহা দেখ না। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি; কেননা আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর।'

৬ [৪] ২

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَاۗءِ دِيْنُهُمْ ۭ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

৫০। যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা বলে, 'তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে ধোকা দিয়াছে।' বস্তুতঃ যে কেহ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰۗىِٕكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে যদি তুমি তাহাদিগকে দেখিতে যখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করে এবং (বলে) 'এই আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾

৫২। 'ইহা তোমাদেরই স্বীয় হস্তের পূর্বকৃত কর্মের ফলে এবং (জানিয়া রাখ যে) আল্লাহ্ আদৌ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করেন না।'

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫৩। (তোমাদের পরিণাম) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে) —— তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধৃত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৪। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর কোন নেয়ামত নাযেল করেন, তিনি উহার পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, এবং (জানিয়া রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। (হে অবিশ্বাসীরা! তোমাদের অবস্থাও ঠিক) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে), তাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছিলাম। এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম কেননা তাহারা সকলেই যালেম ছিল।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম জীব, বস্তুতঃ তাহারা ঈমান আনিবে না,

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। ঐ সকল লোক, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সহিত তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, কিন্তু প্রত্যেকবার তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তাহারা (আল্লাহ্র) তাক্ওয়া অবলম্বন করে না।

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে পার তাহা হইলে তদ্বারা তাহাদের পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি কর যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তুমিও সমান ভাবে (তাহাদের অঙ্গীকার) তাহাদের দিকে নিক্ষেপ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।

৭ [১০] ৩

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা যেন আদৌ মনে না করে যে তাহারা (আমাদের) নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা (আমাদের উদ্দেশ্য) ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ

৬১। এবং তোমরা তাহাদের (যুদ্ধরত শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর যথাসাধ্য (সামরিক) শক্তি সংগ্রহ ও সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া যদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে

مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

আল্লাহ্‌র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাহাদের ছাড়া অন্যান্যদিগকেও, যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। এবং তোমরা যাহা কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করিবে তোমাদিগকে উহার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হইবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং যদি তাহারা শান্তির দিকে ঝুঁকে তাহা হইলে তুমিও ইহার দিকে ঝুঁকিবে এবং তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিবে। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং তাহারা যদি তোমাকে ধোকা দিতে চাহে তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মো'মেনগণের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করিবেন।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪। এবং তিনিই তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিলেন। যদি তুমি ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সব খরচ করিতে তথাপি তুমি তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিতে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করিয়াছিলেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। হে নবী! আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট—তোমার জন্য এবং মো'মেনদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদের জন্যও।

৮ [৬] ৪

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। হে নবী! তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে থাক, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন অটল থাকে, তাহা হইলে তাহারা দুইশতজনের উপরে বিজয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকে তাহা হইলে তাহারা উহাদের এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে, যাহারা অবিশ্বাস করে, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না।

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। এখন আল্লাহ্ তোমাদের বোঝাকে হালকা করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে (এখনও) কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং, তোমাদের মধ্যে একশত জন অটল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্‌র আদেশানুক্রমে দুই হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে রহিয়াছেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ ۭ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۡ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮। কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, সে কোন যুদ্ধ-বন্দী রাখে যদি না সে দেশে নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতিরেকে যুদ্ধ-বন্দী রাখ সেক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করিতেছ (বলিয়া সাব্যস্ত হইবে) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٩﴾

৬৯। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পূর্বেই বিধান দেওয়া না হইত তাহা হইলে তোমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছ উহার ফলে অবশ্যই মহা আযাব তোমাদিগকে পিষ্ট করিত।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۚ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾ ع

৭০। সুতরাং গনিমতরূপে তোমরা যাহা কিছু পাইয়াছ তাহা হইতে হালাল এবং উপাদেয় বস্তু হইতে খাও এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৯ [৫] ৫

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১। হে নবী! তোমাদের হাতে যে সকল যুদ্ধ-বন্দী আছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরসমূহে কোন কল্যাণ দেখেন, তাহা হইলে তোমাদের নিকট হইতে (মুক্তি-পণ স্বরূপ) যাহা লওয়া হইয়াছে তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর দিবেন। এবং তোমাদিগকে ক্ষমাও করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং যদি তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সহিতও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি (তোমাকে) তাহাদের উপরে ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۗىِٕكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰي قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٣﴾

৭৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং হিজরত করিয়াছে, এবং নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা (তাহাদিগকে) আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে— তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে অথচ তাহারা হিজরত করে নাই, তাহাদিগকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমরা দায়ী নহ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা হিজরত করিবে। এবং যদি ধর্মের ব্যাপারে তাহারা তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য— কিন্তু ঐ জাতির বিরুদ্ধে নহে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি আছে। এবং আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যাহাকিছু কর।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে—তাহারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা (যাহা আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছ) তাহা না কর, তাহা হইলে পৃথিবীতে ফিৎনা ছড়াইয়া পড়িবে এবং মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে, ইহারাই প্রকৃত মো'মেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবনোপকরণ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং যাহারা ইহার পরে ঈমান আনিবে এবং হিজরত করিবে এবং তোমাদের সহিত মিলিয়া (আল্লাহ্‌র পথে) জিহাদ করিবে— ইহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয়গণের মধ্যে কতক একে অপরের অধিকতর নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১০ [৬] ৬

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ

৯-সূরা আত্ তাওবা

ইহা মাদানী সূরা, ইহাতে ১২৯ আয়াত ও ১৬ রুকূ আছে ।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ①

১। আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে মোশরেকদের মধ্য হইতে সেই সকল লোকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলে (যে আরবে ইসলাম জয়লাভ করিবে)।

فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ②

২। সুতরাং তোমরা সমগ্র দেশে চার মাস বিচরণ কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা কখনও আল্লাহ্কে (তাঁহার পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন ।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ۭ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۭ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ③

৩। এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে হজ্জে আকবর (মহোত্তর ও বৃহত্তর হজ্জ)-এর দিন জনসাধারণের প্রতি এই ঘোষণা যে, আল্লাহ্ মোশরেকদের নিকট হইতে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁহার রসূলও । সুতরাং যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে এবং যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে (পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না । এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে শাস্তির সংবাদ দাও,

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ④

৪। কিন্তু মোশরেকদের মধ্যে তাহারা ব্যতীত যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছ, অতঃপর তাহারা তোমাদের সহিত অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাহারা কাহাকেও সাহায্য করে নাই । সুতরাং তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের অঙ্গীকার উহাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন ।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا

৫। এবং যখন নিষিদ্ধ মাস সমূহ অতিক্রান্ত হইবে তখন তোমরা মোশরেকদের (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাহাদিগকে গ্রেফতার কর, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পাতিয়া থাক । কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও

الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

৬। এবং যদি মোশরেকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা কিছুই অবগত নহে।

[৬] ৭

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٧

৭। আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁহার রসূলের নিকট (এ সকল) মোশরেকদের কি ভাবে চুক্তি হইতে পারে, কেবল মাত্র সেই সকল (মোশরেক) ব্যতীত যাহাদের সহিত তোমরা পবিত্র মসজিদের নিকটে চুক্তি করিয়াছিলে? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের সহিত (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাহাদের সহিত (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۗ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨

৮। কিরূপে (ইহা হইতে পারে)? অথচ যদি তাহারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও চুক্তির কখনও মর্যাদা রক্ষা করিবে না। তাহারা তোমাদিগকে তাহাদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করে, অথচ (তাহারা যাহা বলে তাহা) তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে, বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩

৯। তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অত্যন্ত মন্দ।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠

১০। তাহারা কোন মো'মেনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে না। বস্তুতঃ ইহারাই সীমালংঘনকারী।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝١١

১১। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ভাই। এবং আমরা আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি ঐ জাতির জন্য যাহাদের জ্ঞান আছে।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ

১২। এবং যদি তাহারা অঙ্গীকার করিবার পর নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে তাহা হইলে তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফেরদের নেতাদের

সহিত যুদ্ধ কর— নিশ্চয় তাহাদের শপথের কোন বিশ্বাস নাই— যেন (তাহারা অপকর্ম হইতে) নিবৃত্ত হয়।

لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫

১৩। তোমরা কি সেই জাতির সহিত যুদ্ধ করিবে না যাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং রসূলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করিয়াছে এবং তাহারাই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করিয়াছে? তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ই অধিকতর যোগ্য যে, তোমরা তাঁহাকে ভয় কর।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

১৪। তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর; আল্লাহ্ তোমাদের হাত দিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, এবং এতদ্বারা তিনি মো'মেন জাতির মনে স্বস্তি প্রদান করেন;

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ⑭

১৫। এবং তিনি যেন তাহাদের হৃদয়ের ক্রোধকে দূরীভূত করেন এবং আল্লাহ্ যাহার উপর চাহেন সদয় দৃষ্টিপাত করেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑮

১৬। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে (শান্তিতে) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা (আল্লাহ্র রাস্তায়) জিহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেন নাই এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণকে ছাড়া (কাহাকেও) অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নাই? এবং তোমরা যাহা কিছু কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑯ ع ٨

২ [১০] ৮

১৭। মোশরেকদিগের কোন অধিকার নাই যে, তাহারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে যখন তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতেছে। ইহারাই সেই সকল লোক যাহাদের কাজ-কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা দীর্ঘকাল আগুনে অবস্থান করিবে।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ⑰

১৮। কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র মসজিদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও ভয় করে না; অতএব অচিরেই এই সকল লোক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۫ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ⑱

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯। তোমরা কি হাজীদিগকে পানি পান করানোর কাজকে এবং পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজকে ঐ ব্যক্তির (কাজের) অনুরূপ গণ্য করিয়াছ যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে ? আল্লাহ্‌র নিকট ইহারা কখনও সমান নহে এবং আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মর্যাদায় মহোত্তম। এবং তাহারাই সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿٢١﴾

২১। তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দিতেছেন নিজ রহমতের এবং নিজ সন্তোষের ও জান্নাতের যাহার মধ্যে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত বিরাজমান থাকিবে;

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২। তাহারা উহাতে সদা বাস করিতে থাকিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকটই রহিয়াছে মহা পুরস্কার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের পিতাকে ও তোমাদের ভাইকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা ঈমানের মোকাবেলায় অবিশ্বাসকে বেশী ভালবাসে। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা তাহাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহারাই যালেম হইবে।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৪। তুমি বল, 'তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে মাল তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যাহা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল ও তাঁহার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয় তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ মীমাংসা প্রকাশ করেন; এবং আল্লাহ্ অবাধ্য জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

৩ [৮] ৯

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু রণক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন এবং হুনায়নের দিবসেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মশ্লাঘায় স্ফীত করিয়াছিল, কিন্তু উহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই এবং ভূ-পৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। অতঃপর, আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর এবং মু'মেনগণের উপর নিজ প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তিনি এমন সৈন্য বাহিনী অবতীর্ণ করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই এবং তিনি শাস্তি দিলেন তাহাদিগকে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং ইহাই অবিশ্বাসীদের প্রতিফল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৭। অতঃপর (এই রূপ শাস্তির পর) আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন যাহার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় মোশরেকরা অপবিত্র, অতএব তাহারা যেন তাহাদের এই বৎসরের পর মসজিদে হারামের নিকট না আসে। এবং যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তাহা হইলে আল্লাহ্ চাহিলে অচিরেই স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, উহাকে তাহারা হারাম বলিয়া গণ্য করে না এবং তাহারা সত্য ধর্মকে অবলম্বন করে না, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তাহারা অধীনস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

8 [৫] ১০

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং ইহুদীরা বলে, 'উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র', এবং খৃষ্টানরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র'; এইসব তাহাদের মুখের কথা। তাহারা কেবল উহাদের কথার নকল করে যাহারা ইতিপূর্বে অবিশ্বাস করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন! তাহাদিগকে কিভাবে (সত্য হইতে) দূরে লইয়া যাওয়া হইতেছে!

اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া নিজেদের যাজকদিগকে এবং সন্ন্যাসীদিগকে প্রভু রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এবং (অনুরূপভাবে) মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌কেও। অথচ তাহাদিগকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা এক-ই মা'বুদের ইবাদত করিবে। তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বুদ নাই। তাহারা যাহাকে (তাঁহার সহিত) শরীক করে উহা হইতে তিনি পবিত্র।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ
اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে নির্বাপিত করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতিকে পূর্ণ করা ছাড়া সব কিছু অস্বীকার করেন, যদিও অবিশ্বাসীরা (তাহা) অপসন্দ করে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তিনিই নিজ রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল ধর্মের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করেন, মোশরেকেরা যতই অপসন্দ করুক না কেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় ইহুদী যাজক এবং সন্ন্যাসীগণের মধ্য হইতে অধিকাংশই অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখে। এবং যাহারা সোনা-রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না— তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ
فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। (সেই দিন) যেদিন উহাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের পার্শ্বদেশে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে (এবং তাহাদিগকে ইহা বলা হইবে): 'ইহা সেই বস্তু যাহা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করিতে, সুতরাং তোমরা যাহা মজুদ করিতে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ
اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ
ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ؕ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান মতে আল্লাহ্‌র নিকট মাসের সংখ্যা বার মাস সেই দিন হইতে যেই দিন তিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, এই গুলির মধ্যে সম্মানিত হইল চারিটি। ' ইহা সুদৃঢ় ধর্ম। সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের উপর যুলুম করিও না। তোমরা সকলে মোশরেকদের সহিত যুদ্ধ কর যেরূপে তাহারা সকলে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সঙ্গে রহিয়াছেন।

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا
حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ
اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। নিশ্চয় (সম্মানিত মাসগুলিকে) মুলতবী করা কেবল অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মাত্র ইহাদ্বারা যাহারা অবিশ্বাস করে তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করা হয়। তাহারা ইহাকে এক বৎসর বৈধ করে এবং অপর বৎসর ইহাকে অবৈধ করে যাহাতে তাহারা সেই (মাসগুলির) গণনার সহিত মিল করিয়া লয় যাহাকে আল্লাহ্ অবৈধ করিয়াছেন, এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন উহাকে বৈধ করে, তাহাদের কার্যাবলীর

৫ অনিষ্টকে তাহাদের জন্য মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে ।
[৮] প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না ।
১১

৩৮ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংঘবদ্ধ হইয়া যাত্রা কর, তখন তোমরা দুনিয়ার প্রতি মহব্বতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড় ? তোমরা কি পরকালের মুকাবিলায় পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছ ? কিন্তু পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ۭ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৩৯ । যদি তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) যাত্রা না কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে বদল করিয়া লইবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না । বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـــًٔا ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৪০ । যদি তোমরা এই রসূলকে সাহায্য না কর তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সময়ও তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফেররা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল এমতাবস্থায় যে সে ছিল দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়, যখন তাহারা গুহায় ছিল, যখন সে নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিল, 'দুঃখ করিও না নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন; অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর নিজ প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তিনি তাহাকে এমন সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতেছিলে না । এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তিনি তাহাদের কথাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিলেন; প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোচ্চ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۭ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৪১ । তোমরা যাত্রা কর হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়া এবং তোমাদের প্রাণ দিয়া । ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে ।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪২ । যদি ইহা কোনও তাৎক্ষণিক লাভের ব্যাপার হইত এবং সফরও সংক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু সফরের ব্যবধান তাহাদের নিকট দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল। তথাপি তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'যদি আমাদের সাধ্য থাকিত তাহা হইলে

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۭ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾

নিশ্চয় আমরা তোমাদের সহিত বাহির হইতাম।' তাহারা নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে; এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় অবগত আছেন যে তাহারা মিথ্যাবাদী।

৬ [৫] ১২

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করিয়া দিয়াছেন (তোমার ত্রুটি এবং তজ্জনিত কুফলকে)। কেন তুমি তাহাদিগকে অনুমতি দিলে (পিছনে থাকিবার) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের বিষয়টি তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া যাইত যাহারা সত্যবাদী এবং তাহাদিগকে তুমি জানিয়া লইতে যাহারা মিথ্যাবাদী?

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়া জিহাদ করা হইতে (বাঁচিবার জন্য) তোমার নিকট অনুমতি চাহে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালভাবে জানেন।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। তোমার নিকট অনুমতি কেবল তাহারাই চাহে যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হৃদয়সমূহ সন্দেহপূর্ণ, ফলে তাহারা তাহাদের সন্দেহে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং তাহারা যদি বাহির হওয়ার সংকল্প করিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহারা ইহার জন্য ভালরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করিত; কিন্তু তাহাদের অগ্রসর হওয়াকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন নাই। সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দিলেন এবং (তাহাদিগকে) বলা হইল, 'তাহাদের সহিত তোমরা বসিয়া থাক যাহারা বসিয়া আছে।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। যদি তাহারা তোমাদের সহিত বাহির হইত তাহা হইলে তোমাদের কেবল অমঙ্গলই বৃদ্ধি করিত এবং অবশ্যই তাহারা তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে এদিকে সেদিকে ধাইয়া বেড়াইত। এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা (তাহাদের নিকট খবর পাচার করিবার জন্য) তোমাদের কথা (কান পাতিয়া) শুনে। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালভাবে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। অবশ্য তাহারা ইতিপূর্বে ফিত্না সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তোমার বিরুদ্ধে (দুরভিসন্ধি করিয়া) বিষয়াবলীকে উলট-পালট করিয়াছিল যে পর্যন্ত না সত্য সমাগত হইল এবং আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল যদিও তাহারা ইহা অপসন্দ করিয়াছিল।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۚ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং তাহাদের মধ্য হইতে এমন লোক আছে যে বলে, 'তুমি আমাদিগকে (পিছনে অবস্থান করিবার) অনুমতি দাও এবং আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না।' জানিয়া রাখ, তাহারা পূর্বেই পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তোমার মঙ্গল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা বলে, 'আমরা তো পূর্বেই আমাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম।' এবং তাহারা উৎফুল্ল হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। তুমি বল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্ যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা ব্যতিরেকে কিছুই আপতিত হয় না। তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। এবং মো'মেনগণের কর্তব্য যেন তাহারা আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۚ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। তুমি বল, 'তোমরা আমাদের জন্য শুধু দুইটি কল্যাণের মধ্যে একটি ছাড়া আর কিছুরই অপেক্ষা করিতেছ না; অথচ আমরা তোমাদের জন্য কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রণা দিবেন নিজ পক্ষ হইতে শাস্তি দ্বারা অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও নিশ্চয় তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিব।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা ইচ্ছা পূর্বক খরচ কর অথবা অনিচ্ছাপূর্বক, ইহা তোমাদের নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না। নিশ্চয় তোমরা অবাধ্য জাতি।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ দান কবুল করিতে ইহা ছাড়া আর কিসে বাধা দেয় যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে। এবং তাহারা কেবল শৈথিল্যের সাথে নামাযে উপস্থিত হয় এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে খরচ করে।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। সুতরাং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্ তো চাহিতেছেন যেন এই সবের দ্বারা তাহাদিগকে ইহজীবনে শাস্তি দেন এবং তাহাদের আত্মা যেন কাফের থাকা অবস্থাতেই বাহির হইয়া যায়।

وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۗ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং তাহারা এমন এক জাতি যাহারা খুব ভয় করে।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। যদি তাহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশযোগ্য গর্ত পাইত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া লইত এবং ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়াইয়া যাইত।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যাহারা সাদাকাসমূহ (যাকাত বন্টন) সম্বন্ধে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর, যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, এবং যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ হয়।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। কত উত্তম হইত যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত এবং বলিত, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ হইতে আমাদিগকে দান করিবেন এবং তাঁহার রসূলও; আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি অনুরাগী।'

৭ [১৭] ১৩

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

৬০। সাদাকাসমূহ (যাকাত) কেবল গরীব, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং তাহাদের জন্য যাহাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিতে হয় এবং দাস-মুক্তির জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং পথিকদের জন্য—আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۗ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬১। এবং তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা নবীকে মনোকষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো (আগাগোড়াই) কান।' তুমি বল, 'তাহার কান তোমাদেরই কল্যাণের জন্য, সে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং মো'মেনদিগকে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য রহমত। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র রসূলকে মনোকষ্ট দেয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। তাহারা তোমাদের নিকট তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলই অধিকতর হক্‌দার যে তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করুক যদি তাহারা প্রকৃত মো'মেন হয়।

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

৬৩। তাহারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত আছে, সে উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে ? উহা নিদারুন লাঞ্ছনা।

يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪। মোনাফেকরা (লোক দেখানোর জন্য) ভয় প্রকাশ করে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কোন সূরা অবতীর্ণ না হইয়া যায়, যাহা তাহাদিগকে (মুসলমানদিগকে) ঐ সকল কথা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় যাহা তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা হাসি তামাশা করিতে থাক; নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই বিষয়কে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা ভয় করিতেছ।'

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫। যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এই কথা বলিবে যে, 'আমরা কেবল খোশ-গল্প ও হাসি তামাশা করিতেছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ এবং তাঁহার আয়াতসমূহ ও তাঁহার রসূলের সহিত হাসি-বিদ্রূপ করিতেছিলে ?'

لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬। তোমরা কোন ওজর-আপত্তি করিও না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করিয়াছ। যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করিয়া দিই তাহা হইলে অপর এক দলকে শাস্তি দিব এই জন্য যে, তাহারা অপরাধী।

৮ [৭] ১৪

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীগণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাহারা অসৎ কাজ করিতে আদেশ দেয় এবং সৎকাজ করিতে নিষেধ করে এবং তাহাদের হাতকে (আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা হইতে) গুটাইয়া রাখে। তাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। নিশ্চয় মোনাফেকরা দুষ্কৃতিপরায়ণ।

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮। মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদিগকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেখানে তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে। উহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট। এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا ۚ فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم

৬৯। ঐ সকল লোকের অনুরূপ, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল— তাহারা তোমাদের চাইতে শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যশালী ছিল। অতএব,

بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۚ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

তাহারা তাহাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছে এবং তোমরা তোমাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছ যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছিল। এবং তোমরা অনর্থক কথা-বার্তায় মগ্ন হইয়াছ যেভাবে তাহারা অনর্থক কথা-বার্তায় মগ্ন হইয়াছিল। ইহারাই এমন— যাহাদের কাজকর্ম ইহলোক এবং পরলোকে বিফল হইয়াছে। এবং ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তাহাদের নিকট কি তাহাদের পূর্ববর্তীদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পৌঁছে নাই— নূহ, আদ ও সামূদের জাতির এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মাদ্‌ইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরীর অধিবাসীগণের? তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন সহকারে আসিয়াছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তাহারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে এবং তাহারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে। ইহারাই এমন— যাহাদের উপর আল্লাহ্ অবশ্যই দয়া করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

৭২। মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ। উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা।

৯
[৬]
১৫

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৩। হে নবী! তুমি কাফের ও মোনাফেকদের সহিত জিহাদ কর। এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন কর। বস্তুতঃ তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۚ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا

৭৪। তাহারা আল্লাহ্‌র নাম লইয়া শপথ করে যে তাহারা কিছু বলে নাই, অথচ তাহারা অবশ্যই অবিশ্বাসের কথা বলিয়াছে এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করার পর অবিশ্বাস করিয়াছে। এবং

تَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

তাহারা এমন বিষয়ের সংকল্প করিয়াছে যাহা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। এবং তাহারা শুধু এই জন্য শত্রুতা করিয়াছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অনুগ্রহে। সুতরাং তাহারা যদি তওবা করে তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য ভাল হইবে, এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এই দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও, এবং এই দুনিয়াতে তাহাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকিবে না।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার করে (এই বলিয়া), যদি তিনি আমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে কিছু দান করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা দান-সদকা করিব এবং পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। অতঃপর, যখন তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে দান করিলেন তখন তাহারা ইহাতে কৃপণতা করিল এবং অবজ্ঞাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। সুতরাং পরিণাম স্বরূপ তিনি তাহাদের অন্তরে কপটতা সংযুক্ত করিয়া দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কেননা তাহারা আল্লাহ্র সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং এই কারণে যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিত।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৮। তাহারা কি জানিত না যে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদের গুপ্ত তত্ত্ব এবং প্রকাশ্য পরামর্শ জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অজ্ঞাত বিষয়সমূহ উত্তমরূপে অবগত আছেন।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯। মো'মেনগণের মধ্য হইতে যাহারা মুক্তহস্তে দান করে এবং যাহারা নিজেদের শ্রম (দ্বারা অর্জিত রোযগার) ব্যতিরেকে কোন কিছু পায় না তাহাদিগকে যাহারা (মোনাফেকরা) দোষারোপ করে এবং তাহাদিগকে বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিদ্রূপের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহ বা তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা না চাহ, যদি তাহাদের জন্য তুমি সত্তর বারও ক্ষমা চাহ, তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে

১০ অস্বীকার করিয়াছে। এবং আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ন জাতিকে
[৮] কখনও সৎপথ প্রদর্শন করেন না।
১৬

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۭ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۭ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۝۸۱

৮১। যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহ্‌র রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া (গৃহে) অবস্থান করিতেই আনন্দ বোধ করিল, এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়া জিহাদ করিতে অপসন্দ করিল। এবং তাহারা বলিল, 'তোমরা এই প্রচণ্ড গরমে বাহির হইও না।' তুমি বল, 'জাহান্নামের আগুন ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত।' হায়, যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত!

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝۸۲

৮২। অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফলের জন্য তাহাদের কম হাসা উচিত এবং অধিক কাঁদা উচিত।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَاۗىِٕفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۭ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ۝۸۳

৮৩। অতএব, আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাহাদের মধ্যে কোন এক দলের নিকট পুনরায় ফিরাইয়া আনেন এবং তাহারা তোমার নিকট (যুদ্ধে) বাহির হওয়ার অনুমতি চাহে, তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমার সহিত বাহির হইবে না এবং কখনও আমার সহিত থাকিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না। তোমরাতো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে, সুতরাং যাহারা পিছনে অবস্থানকারী তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।'

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓي اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰي قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝۸۴

৮৪। এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও তাহার জানাযার নামায পড়িও না এবং তাহার কবরের পার্শ্বে (দোয়ার জন্য) দাঁড়াইও না, কারণ তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং এমন অবস্থায় মারা গিয়াছে যখন তাহারা অবাধ্য ছিল।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝۸۵

৮৫। এবং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমার বিস্ময়ের উদ্রেক না করে, আল্লাহ্ কেবল চাহেন যেন তিনি তাহাদিগকে উহার দ্বারা এই দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং কাফের থাকা অবস্থাতেই যেন তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া যায়।

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝۸۶

৮৬। এবং যখন কোন সূরা (এই মর্মে) অবতীর্ণ হয় যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং তাহার রসূলের সহিত মিলিয়া জিহাদ কর।' তখন তাহাদের মধ্যে সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দিন যাহাতে আমরা (গৃহে) উপবিষ্ট লোকদের সহিত থাকিতে পারি।'

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। তাহারা পশ্চাতে (গৃহে) অবস্থানকারিণীদের সঙ্গে থাকিতে পসন্দ করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের হৃদয়কে মোহারাঙ্কিত করা হইয়াছে ফলে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। কিন্তু এই রসূল এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে ঈমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়া (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জিহাদ করে; বস্তুতঃ তাহাদের জন্যই কল্যাণ রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম হইবে।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾

৮৯। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। উহাই পরম সফলতা।

১১ [৯] ১৭

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং মরুবাসীদের মধ্যে অজুহাত পেশকারীগণ আসিল যেন তাহাদিগকে (গৃহে) বসিয়া থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের নিকট মিথ্যা বলিয়াছিল তাহারা (বিনা অনুমতিতেই গৃহে) বসিয়া থাকিল। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের উপর অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিপতিত হইবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

৯১। যাহারা দুর্বল এবং পীড়িত এবং যাহারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করিবার জন্য কিছুই পায় না, তাহাদের কোন অপরাধ নাই যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং রসূলের প্রতি অকপট হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই; এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়,

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও নাই, যাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল যেন তুমি তাহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দাও; তুমি বলিয়াছিলে, 'আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহার উপর আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাই', তাহারা ফিরিয়া গেল এবং দুঃখে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল এইজন্য যে, তাহাদের নিকট এমন কিছু ছিল না যাহা তাহারা খরচ করিতে পারিত।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। অভিযোগ কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা সম্পদশালী হইয়াও তোমার নিকট (অব্যাহতির) অনুমতি চাহে। তাহারা গৃহে অবস্থানকারিণীদের সহিত (গৃহে) থাকিতে পসন্দ করে। এবং আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহারা জানিতে পারে না।

১১ শ পারা

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে, তুমি বল, 'তোমরা অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূলও; অতঃপর তোমাদিগকে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে।'

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহারা তোমাদের সম্মুখে অবশ্যই আল্লাহ্র শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম— তাহারা যাহা করিত উহার প্রতিফল স্বরূপ।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। তাহারা তোমাদের সম্মুখে শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭। মরুবাসী আরবগণ অবিশ্বাস এবং কপটতায় সর্বাধিক কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার সীমারেখা জানিবার ব্যাপারে সর্বাধিক অযোগ্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮। মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে, তাহারা যাহা (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করে উহাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য ভাঙ্গা বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। তাহাদের উপরই মন্দ বিপর্যয় (পতিত) হইবে। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۗ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۗ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনে এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) যাহা খরচ করে উহাকে তাহারা আল্লাহ্র নৈকট্য ও রসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। শুন! বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায় হইবে, অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

১০০। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্য হইতে যাহারা প্রথম সারির অগ্রগামী এবং তাহাদিগকে যাহারা উত্তম ভাবে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তিনি তাহাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। ইহাই মহা সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۣ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۣ مَرَدُوْا عَلَي النِّفَاقِ ۡ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০১। এবং মরুবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের চারিপাশে আছে, তাহাদিগের মধ্যে কতক আছে মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কতক। তাহারা কপটতায় অবিচল। তুমি তাহাদিগকে জান না; আমরা তাহাদিগকে জানি। আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব, অতঃপর তাহাদিগকে এক মহা শাস্তির দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۭ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

১০২। এবং আরও কতক লোক আছে যাহারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করিয়াছে। তাহারা পুণ্য কাজকে অন্য খারাপ কাজের সহিত মিশ্রিত করিয়াছে। অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩। তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে তুমি সদকা গ্রহণ কর যেন ইহা দ্বারা তুমি তাহাদিগকে পবিত্র করিতে পার এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে পার, এবং তাহাদের জন্য দোয়া কর; নিশ্চয় তোমার দোয়া তাহাদের জন্য শান্তিদায়ক। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪। তাহারা কি অবগত নহে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই আছেন যিনি তাঁহার বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং সদকাসমূহ গ্রহণ করেন, এবং আল্লাহ্ই আছেন যিনি সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়?

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। তুমি বল, 'তোমরা কাজ করিয়া যাও, অতঃপর আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন। এবং তোমাদিগকে অদৃশ্য এবং দৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতার নিকট অচিরেই ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।'

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং অন্যান্যদেরও (যাহাদের বিষয়) আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষায় মুলতবী রাখা হইয়াছে। হয় তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন নতুবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং (মোনাফেকদের মধ্য হইতে) যাহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল—(ইসলামের) ক্ষতিসাধন, কুফরী প্রচার, মো'মেনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ঐ ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করার জন্য যে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে যে,'আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। তুমি কস্মিনকালেও উহার মধ্যে নামাযের জন্য দাঁড়াইবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন হইতে তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে, উহাই অধিকতর যোগ্য যে তুমি উহার মধ্যে (নামাযের জন্য) দাঁড়াও, তথায় এমন লোক আছে যাহারা পবিত্র হইতে ভালবাসে, এবং আল্লাহ্ পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া ও সন্তুষ্টির উপর অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করে সে উৎকৃষ্টতর, না ঐ ব্যক্তি যে নিজের অট্টালিকার ভিত্তি এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায় স্থাপন করে ফলে উহা তদ্‌সহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾

১১০। তাহারা যে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল উহা তাহাদের অন্তরে সদা পীড়ার কারণ হইবে যে পর্যন্ত না তাহাদের অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৩ [১১] ২

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۗ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۗ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এই জন্য যে, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে; তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তাহারা (শত্রুকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়— ইহা এক প্রতিশ্রুতি যাহা তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়াছেন, যাহা তওরাত এবং ইন্‌জীল এবং কুরআনে বর্ণিত আছে। এবং নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্

بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত আর কে আছে ? অতএব তোমরা তোমাদের এই ব্যবসায় খুশী হও, যে ব্যবসা তোমরা তাঁহার সহিত করিয়াছ, এবং উহাই হইতেছে মহা সফলতা ।

اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২ । যাহারা তওবাকারী, 'ইবাদতকারী, (আল্লাহ্‌র) প্রশংসাকারী, (আল্লাহ্‌র পথে) সফরকারী, রুকূকারী, সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজের নিষেধকারী, আল্লাহ্‌র সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী— এইরূপ মো'মেনগণকে তুমি সুসংবাদ প্রদান কর ।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

১১৩ । ইহা নবী এবং মো'মেনগণের জন্য সমীচীন নহে যে, মোশরেকদের জন্য তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাদের উপর উহা প্রকাশ হওয়ার পরও যে তাহারা দোযখের অধিবাসী, যদিও তাহারা নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন ।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪ । এবং ইব্‌রাহীমের পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুধু এক প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ছিল যাহা সে তাহার (পিতার) সহিত করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়া গেল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন সে তাহার নিকট হইতে নিজেকে সম্পর্কচ্যুত করিল । নিশ্চয় ইব্‌রাহীম বড় কোমল হৃদয় ও সহিষ্ণু ছিল ।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫ । এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি কোন জাতিকে হেদায়াত দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিপথগামী করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেন যাহা হইতে তাহাদিগকে সাবধান থাকা উচিত । নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সুবিদিত ।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

১১৬ । নিশ্চয় আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই । তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন । এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারীও নাই ।

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৭ । আল্লাহ্ নবী এবং সেই সকল মুহাজির ও আনসারদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, যাহারা সংকটপূর্ণ সময়ে তাহার আনুগত্য করিয়াছিল— তাহাদের মধ্যে একদলের হৃদয় বক্র হওয়ার উপক্রম হওয়ার পরেও, অতঃপর, তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন । নিশ্চয় তিনি তাহাদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়াময় ।

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۚ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

১১৮। এবং তিনি (সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাদের) তিন জনের উপরেও যাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল—এমন কি ভূপৃষ্ঠ উহার বিশালতা সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহারা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল যে, আল্লাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহার আশ্রয়-ছাড়া কোন আশ্রয় নাই; অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাহারা
১৪ (তাঁহার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই এমন যিনি
[৮] সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।
৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০। মদীনাবাসী এবং তাহাদের চারিপাশের মরুবাসীগণের জন্য ইহা সমীচীন ছিল না যে, তাহারা আল্লাহ্র রসূলকে একা ছাড়িয়া পশ্চাতে বসিয়া থাকে এবং না ইহা যে, তাহাকে বাদ দিয়া নিজেদের জীবন লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্র পথে তাহাদিগকে না ক্লিষ্ট করে কোন পিপাসা, না কোন শ্রান্তি, না কোন ক্ষুধা এবং না তাহারা পদদলিত করে এমন কোন স্থান, যাহা কাফেরদিগকে রাগান্বিত করে এবং না তাহারা শত্রুর উপর কোন বিজয় লাভ করে কিন্তু উহার বিনিময়ে অবশ্যই তাহাদের জন্য পুণ্যকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার কখনও বিনষ্ট করেন না।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। এবং না তাহারা (আল্লাহ্র পথে) কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যয় করে, এবং না তাহারা কোন উপত্যকা অতিক্রম করে, কিন্তু উহা অবশ্যই তাহাদের জন্য (তাহাদের আমল নামায়) লিপিবদ্ধ করা হয় যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কৃত-কর্মের উৎকৃষ্টতম বিনিময় দান করেন।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। মো'মেনগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা সকলে একযোগে বাহির হয়, অতএব তাহাদের প্রত্যেক জামায়াত হইতে এক দল কেন বহির্গত হয় না যাহাতে তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভ করিতে পারে এবং যখন তাহারা
১৫ তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে তখন তাহাদিগকে সতর্ক করিতে
[৪] পারে যেন তাহারা (মন্দ পথ সম্বন্ধে) সাবধান হয়?
৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ

১২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সেই সকল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের নিকটে আছে,

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সহিত আছেন ।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪ । এবং যখনই কোন সূরা নাযেল করা হয়, তাহাদের মধ্য হইতে কতক বলে, 'ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল?' কিন্তু যাহারা মো'মেন ইহা তাহাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয় ।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৫ । কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষতার উপর আরও কলুষতা বৃদ্ধি করে, এমন কি তাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায় ।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৬ । তাহারা কি দেখে না যে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর একবার কি দুইবার পরীক্ষা করা হয় ? তথাপি তাহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না ।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭ । এবং যখনই কোন সূরা নাযেল হয় তখন তাহারা একে অপরের দিকে তাকায়, (এবং বলে) 'কেহ কি তোমাদিগকে দেখিতেছে ?' অতঃপর, তাহারা সরিয়া পড়ে । আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দিয়াছেন, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না ।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮ । নিশ্চয় তোমাদেরই মধ্য হইতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্খী, মো'মেনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল, দয়াময় ।

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾ ع

১২৯ । কিন্তু তাহারা যদি ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি বল, 'আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট । তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই । তাঁহারই উপরে আমি নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি ।

১৬ [৭] ৫

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ

১০- সূরা ইউনুস

ইহা মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১০ আয়াত ও ১১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ②

২। আলিফ লাম রা, এইগুলি জ্ঞান ও হিকমত-পূর্ণ কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ③

৩। ইহা কি মানব জাতির জন্য আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষের নিকট আমরা ওহী করিয়াছি যে, 'তুমি মানব জাতিকে সতর্ক কর এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই শুভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট প্রকৃত মর্যাদা আছে ?' কাফেররা বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি এক প্রকাশ্য যাদুকর।'

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ④

৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্, যিনি, আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই সুপারিশকারী হইতে পারে না। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ⑤

৫। তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর, তিনি উহার পুনরাবর্তন করেন যাহাতে তিনি ঐ সকল লোককে ন্যায়-সংগতভাবে প্রতিদান দিতে পারেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে; এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের পান করিবার জন্য ফুটন্ত পানি থাকিবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থাকিবে কেননা তাহারা অবিশ্বাস করিত।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا

৬। তিনিই যিনি সূর্যকে প্রখর জ্যোতিবিশিষ্ট এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ কিরণবিশিষ্ট করিয়াছেন এবং উহার মনযিলসমূহ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা বৎসরের গণনা এবং (সময়ের)

خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্ ইহা অবশ্যই যথাযথরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই সকল আয়াত জ্ঞানবান জাতির জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

৭। নিশ্চয় রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যাহা আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝

৮। নিশ্চয় যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবনের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছে এবং উহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি অমনোযোগী রহিয়াছে—

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৯। এই সকল লোকের আবাসস্থল হইবে আগুন—তাহাদের কর্মফলের জন্য!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

১০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে— তাহাদের প্রভু তাহাদের ঈমানের জন্য তাহাদিগকে (সাফল্যের পথে) পরিচালিত করিবেন। নেয়ামতপূর্ণ বাগান সমূহে তাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত হইবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১১। ইহার মধ্যে তাহাদের প্রার্থনা হইবে, হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র ও মহান এবং তাহাদের (পরস্পরের) মধ্যে সাদর সম্ভাষণ হইবে সালাম-শান্তি এবং তাহাদের সর্বশেষ কথা হইবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۚ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

১২। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষের জন্য (তাহাদের মন্দ কর্মের ফলে) এইভাবে অকল্যাণ দানে ত্বরা করিতেন যেভাবে তাহারা কল্যাণ কামনায় ত্বরা করে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের (জীবনের) মিয়াদ পরিসমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইত। এইজন্য আমরা সেই সকল লোককে, যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহাদের ধর্মদ্রোহিতার মধ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে অবকাশ দিই।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا

১৩। এবং যখন দুঃখ-কষ্ট মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে পার্শ্ব-দেশে (শুইয়া) অথবা বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ডাকিতে থাকে, কিন্তু যখন আমরা তাহার দুঃখ-কষ্টকে তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দেই তখন সে এমনভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় যেন সে আমাদিগকে কোন সময়ে ঐ কষ্ট, যাহা

يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, দূর করিবার জন্য ডাকে নাই। এই ভাবেই সীমালংঘনকারীদের জন্য তাহাদের কর্ম মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি, যখন তাহারা যুলুম করিয়াছিল; অথচ তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঈমান আনে নাই; এইভাবেই আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। অতঃপর তাহাদের পর আমরা তোমাদিগকে (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়াছি যেন আমরা দেখি, তোমরা কেমন আচরণ কর।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٦﴾

১৬। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়তসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'তুমি ইহা ছাড়া অন্য কুরআন আন অথবা ইহার মধ্যে কিছু রদবদল কর।' তুমি বল, 'ইহা আমার জন্য সম্ভবপর কাজ নহে যে, আমি নিজের পক্ষ হইতে ইহাতে কিছু রদবদল করি। আমার উপর যাহা ওহী করা হয় আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি; যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি তাহা হইলে আমি এক বড় (ভয়ঙ্কর) দিনের শাস্তিকে ভয় করি।'

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে আমি ইহা তোমাদের নিকট পড়িয়া শুনাইতাম না এবং তিনিও উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেন না। নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?'

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে (জানিয়া বুঝিয়া) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, অপরাধীরা কখনও সফলকাম হয় না।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ سُبْحٰنَهٗ

১৯। এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা তাহাদের অপকারও করে না এবং উপকারও করে না এবং তাহারা বলে, এইগুলি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে উহার সংবাদ দিতেছ যে, আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা

وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

সম্বন্ধে তাঁহার জানা নাই?' তিনি পবিত্র এবং (যাহাকে তাহারা) শরীক করে উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। এবং সকল মানুষ একই উম্মত ছিল, অতঃপর তাহারা (পরস্পর) মতভেদ করিল; বস্তুতঃ তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে যে বাক্য পূর্বে সমাগত হইয়াছে, উহা যদি না হইত তাহা হইলে যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে, অবশ্যই তাহাদের মধ্যে উহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত।

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা বলে, তাহার উপর কেন তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় নাই? অতএব, তুমি বল, 'প্রত্যেক অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত আছি?'

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّاۗءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۭ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۭ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং যখন আমরা মানুষকে, তাহাদিগকে দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সহসা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা আঁটিতে আরম্ভ করে। তুমি বল, 'আল্লাহ্ পরিকল্পনায় সর্বাধিক ত্বরিত'; নিশ্চয় আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্‌তা) উহা লিখিয়া রাখিতেছে তোমরা যাহার পরিকল্পনা আঁটিতেছ।

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاۗءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاۗءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَىِٕنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। তিনিই তোমাদিগকে স্থলে এবং জলে পরিভ্রমণ করান, এমন কি যখন তোমরা জাহাজে অবস্থান কর এবং উহা তাহাদিগকে লইয়া মৃদুমন্দ বায়ুভরে চলিতে থাকে এবং উহাতে তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, এমন সময় উহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু বহিয়া যায় এবং সকল দিক হইতে তাহাদের উপর তরঙ্গমালা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌কে, তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া (এই বলিয়া) ডাকে, 'যদি তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓي اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ

২৪। অতঃপর, যেমনি তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন অমনি তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করে। হে মানবমণ্ডলী! পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে

الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইবে। অতঃপর, আমাদের নিকটই তোমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং আমরা তোমাদিগকে জানাইয়া দিব যাহা কিছু তোমরা করিতেছিলে।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۖ حَتّٰى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا ۙ أَتٰهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত ঐ পানির ন্যায় যাহা আমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করি, অতঃপর উহার সহিত ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সংমিশ্রিত হয়, যাহা মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করে, এমন কি ধরণী নিজ সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে ও সুশোভিত হয় এবং উহার মালিকগণ মনে করে যে, উহা তাহাদের পূর্ণ আয়ত্বে আসিয়াছে, ঠিক এমনই সময় রাত্রিকালে বা দিনের বেলায় উহার উপরে আমাদের আদেশ আসিয়া পড়ে; অতঃপর আমরা উহাকে এমন ভাবে কর্তিত ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া দেই যেন গতকালও এখানে কিছুই ছিল না। এইরূপে আমরা চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন, এবং তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۖ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। যাহারা উত্তম কার্য করে তাহাদের জন্য আছে উত্তম বিনিময় এবং আরও অধিক (আশিস)। কালিমা এবং লাঞ্ছনা তাহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং যাহারা মন্দ কার্য করিবে, মন্দ কার্যের প্রতিফল উহার অনুরূপ হইবে এবং লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; তাহাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না; তাহাদের চেহারাগুলিকে যেন রাত্রির এক টুকরা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছে, এই সকল লোকই আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল থাকিবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে যেদিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব, অতঃপর যাহারা শির্ক করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে (দাঁড়াইয়া) থাক।' অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে একে অপর হইতে পৃথক করিয়া দিব, তখন তাহাদের শরীকগণ বলিবে, 'তোমরা আদৌ আমাদের উপাসনা করিতে না;

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। সুতরাং তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম।'

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। সেখানে তখন প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু কৃত-কর্ম হিসাবে পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তাহা বুঝিয়া পাইবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্র দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত সবই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি বল, 'আকাশসমূহ এবং যমীন হইতে কে তোমাদিগকে রিয্ক দেন, অথবা কে কান এবং চক্ষুসমূহের উপর আধিপত্য রাখেন এবং কে জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'। অতঃপর, তুমি বল, 'তবুও কি তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না?'

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতএব, ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রভু। সুতরাং সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতিরেকে আর কি থাকে? কিভাবে তোমাদিগকে (সত্য হইতে) ফিরানো হইতেছে?

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এইরূপে যাহারা অবাধ্য আচরণ করে তাহাদের উপর তোমার প্রভুর কথা সত্য প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা ঈমান আনিবে না।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। তুমি বল, 'তোমাদের শরীকগণ (উপাস্য) হইতে কি কেহ এমন আছে যে সৃষ্টিকে উদ্ভব করে এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটায়?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টির উদ্ভব করেন এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটান; সুতরাং তোমাদিগকে কোন দিকে ফিরানো হইতেছে?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۚ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তুমি বল, 'তোমাদের শরীক (উপাস্য)গণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে, সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করে?' তুমি বল, 'কেবল আল্লাহ্ই সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন; তাহা হইলে কি যিনি সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন তিনি অধিকতর অনুসরণ যোগ্য, না যে নিজেই পথ খুঁজিয়া পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়, সে? তাহা হইলে, তোমাদের কি হইয়াছে? কিভাবে তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাক?'

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং তাহাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না। তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং এই কুরআন এমন নহে যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও দ্বারা রচিত হইতে পারে; বরং ইহা সত্যায়ন করে উহার যাহা ইহার পূর্বে আছে এবং ইহা একটি পূর্ণ বিধানের বিবরণ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তাহারা কি এই কথা বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? তুমি বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা পেশ কর এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে সম্ভব হয় সাহায্যের জন্য ডাক।'

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। বরং তাহারা উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে যাহাকে তাহারা (পূর্ণরূপে) জ্ঞানায়ত্ত করে নাই, এবং ইহার (সঠিক) তাৎপর্য তাহাদের কাছে উপনীত হয় নাই। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইভাবে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অতএব, তুমি দেখ! সেই যালেমদের পরিণাম কি রূপ হইয়াছিল।

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে এবং কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে না এবং তোমার প্রভু বিশৃঙ্খলাকারীদিগকে ভালভাবে জানেন।

৪ [১০]

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বল, 'আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যাহা করি সেজন্য তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সেজন্য আমিও দায়ী নহি।'

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার প্রতি কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি সেই বধিরদিগকে শুনাইতে পারিবে যদিও তাহারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগায়?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ۚ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি সেই অন্ধদিগকে সুপথ দেখাইতে পারিবে যদিও তাহারা না দেখে?

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। আল্লাহ্ মানুষের উপর আদৌ কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজের উপর নিজেই যুলুম করে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এমন অবস্থায় একত্রিত করিবেন (যে তাহারা অনুভব করিবে) যেন তাহারা দিবসের এক মুহূর্ত ব্যতীত (এই দুনিয়ায়) অবস্থান করে নাই। তাহারা একে অপরকে চিনিয়া লইবে, যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাহারা হেদায়াতগ্রহণকারীও হয় নাই, বস্তুতঃ তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যেসব বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি উহার কিয়দংশ যদি তোমাকে দেখাইয়া দিই (তাহা হইলে তুমি দেখিয়া লইবে) অথবা যদি (ইহার পূর্বে) আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, তাহা হইলে (তুমি মৃত্যুর পর ইহার যথার্থতা জানিবে); অতঃপর তাহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদেরই নিকট, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ সেই বিষয়ে সাক্ষী রহিয়াছেন।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রহিয়াছে রসূল। সুতরাং যখন তাহাদের রসূল আসে, তখন তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হয় না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে (বল) কখন এই প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) হইবে।'

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۗ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন উহা ব্যতিরেকে আমি আমার নিজের জন্য না কোন ক্ষতি এবং না কোন লাভের ক্ষমতা রাখি প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি (নির্দিষ্ট) মিয়াদ রহিয়াছে। যখন তাহাদের মিয়াদ শেষ হইয়া আসে তখন তাহারা এক মুহূর্তও পিছনে থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তাঁহার শাস্তি রাত্রে অথবা দিনে তোমাদের উপর আপতিত হয়, তখন অপরাধীরা কি করিয়া উহা হইতে তাড়াতাড়ি (দৌড়াইয়া) পলায়ন করিবে?

৫২। তবে কি যখন ইহা ঘটিয়া যাইবে তখন তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিবে ? কি (তোমরা) এখন (ঈমান আনিতেছ)-! অথচ তোমরা (ইহার পূর্বে) ইহা তাড়াতাড়ি আগমনের কামনা করিতেছিলে ?'

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। অতঃপর, যাহারা যুলুম করিতেছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি উপভোগ কর। তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিলে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।'

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, উহা কি সত্য ? তুমি বল, 'হাঁ, আমার প্রভুর শপথ ! ইহা অবশ্যই সত্য; এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٤﴾ ع

৫ [১৩] ১০

৫৫। এবং যদি পৃথিবীস্থ সব কিছুই প্রত্যেক যালেম ব্যক্তির স্বত্বাধীনে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত। এবং যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন তাহারা তাহাদের মনস্তাপ গোপন করিবে। এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। স্মরণ রাখ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌র। শুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের (সকলকে) ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। হে মানবমণ্ডলী ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিশ্চয় আসিয়াছে এক উপদেশ এবং বক্ষঃসমূহে যাহা কিছু (ব্যাধি) আছে উহার জন্য আরোগ্য এবং মো'মেনগণের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯। তুমি বল, '(এই সব কিছু) আল্লাহ্‌র ফযলে ও তাঁহার রহমতে হইয়াছে; সুতরাং এই জন্য তাহাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। (কেননা) তাহারা যাহা জমা করিতেছে উহার চাইতে ইহা উৎকৃষ্টতর।'

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে জীবনোপকরণ অবতীর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা উহার মধ্যে (কতককে) হারাম করিয়াছ এবং

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ

(কতককে) হালাল করিয়াছ ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন অথবা তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতেছ ?'

تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬১। এবং যাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা ? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬২। এবং তুমি যে কোন কাজে (ব্যস্ত) থাক না কেন এবং তাঁহার তরফ হইতে (সমাগত) কুরআনের যে কোন অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং তোমরা যে কোন কাজ কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা উহাতে মগ্ন থাক। এবং তোমার প্রভুর দৃষ্টি হইতে পরমাণু পরিমাণ বস্তুও না পৃথিবীতে গোপন আছে, না আকাশে, এবং না উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং না উহা অপেক্ষা বৃহত্তর এমন কোন বস্তু আছে যাহা এক উজ্জ্বল কিতাবে (উল্লিখিত) নাই।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾

৬৩। মনযোগ দিয়া শুন ! নিশ্চয় আল্লাহ্র বন্ধু যাহারা— তাহাদের না কোন ভয় আছে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে—

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (সদা) তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়াছে—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৫। তাহাদের জন্য এই পার্থিব জীবনে শুভসংবাদ আছে এবং পরকালেও— আল্লাহ্র কথার কোন পরিবর্তন নাই— ইহাই পরম সফলতা।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

৬৬। এবং তাহাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। নিশ্চয় সকল সম্মান, শক্তি আল্লাহ্র। তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ؕ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

৬৭। মনযোগ দিয়া শুন ! যে কেহ আকাশমণ্ডলে আছে এবং যে কেহ পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহ্রই। এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা শরীকগণের অনুসরণ করে না, তাহারা কেবল নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর চলে।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৮। তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে (অন্ধকার করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম করিতে

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ

مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

পার এবং দিবসকে করিয়াছেন আলোকময় (যেন তোমরা কাজকর্ম করিতে পার)। নিশ্চয় ঐ সম্প্রদায়ের জন্য উহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা (ঐশী আহ্বান) শ্রবণ করে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ ۚ بِهَٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র-সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' পবিত্র তিনি! তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহারই। তোমাদের নিকট উহার কোনই প্রমাণ নাই। তোমরা কি আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কোন কথা বলিতেছ যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই?

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

৭০। তুমি বল, 'যাহারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা আদৌ সফলকাম হয় না।'

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। দুনিয়ায় (তাহাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী) ভোগ-সামগ্রী আছে। অতঃপর, তাহাদিগকে আমাদের দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। তখন যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, সেই হেতু আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব।

৭
[১০]
১২

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۘ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

৭২। এবং তুমি তাহাদিগকে নূহের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর, যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! যদি আমার মর্যাদা ও আল্লাহ্র আয়াতসমূহ দ্বারা (তোমাদিগকে তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) আমার স্মরণ করাইয়া দেওয়া তোমাদের জন্য অসন্তোষের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্র উপরই আমি নির্ভর করি; অতএব তোমাদের (সকল) পরিকল্পনা এবং তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণকে একত্রিত কর, এবং তোমাদের কর্তব্য বিষয় যেন তোমাদের নিকট (কোন ভাবে) অস্পষ্ট না থাকে; অতঃপর তোমরা উহা আমার বিরুদ্ধে কার্যকরী কর এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান আল্লাহ্রই নিকট, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি (তাঁহারই নিকট) আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ

৭৪। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় আরোহী ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এবং

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

তাহাদিগকে আমরা পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিলাম এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম। অতএব, তুমি লক্ষ্য কর, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতঃপর, আমরা তাহার পরে বহু রসূল তাহাদের (নিজ নিজ) জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু তাহারা পূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সেই হেতু তাহারা তাহাদের উপরে ঈমান আনে নাই। এইভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণের নিকট মূসা এবং হারূনকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল। বস্তুতঃ তাহারা অপরাধপরায়ণ জাতি ছিল।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতঃপর, যখন আমাদের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'নিশ্চয়ই ইহা এক স্পষ্ট যাদু।'

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। মূসা বলিল, 'তোমরা কি সত্য সম্বন্ধে এরূপ বলিতেছ, যখন ইহা তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে? ইহা কি যাদু হইতে পারে? অথচ যাদুকরগণ (কখনও) সফলকাম হয় না।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন আমাদের পিতৃপুরুষগণকে আমরা যাহার উপর পাইয়াছি উহা হইতে তুমি আমাদিগকে সরাইয়া দাও, এবং যেন দেশে তোমাদের উভয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়? কিন্তু আমরা তোমাদের উপর কখনও ঈমান আনিব না।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾

৮০। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে আমার নিকট নিয়া আস।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। অতঃপর যখন যাদুকরগণ আসিল, তখন মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করিবার আছে, নিক্ষেপ কর।'

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝۸۱

৮২। এবং যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, মূসা বলিল, 'তোমরা যাহা পেশ করিয়াছ ইহা তো যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সফলতা দান করেন না।

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝۸۲ ع

৮৩। এবং আল্লাহ্ নিজ কালাম সমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন যদিও অপরাধীগণ ইহাকে অপসন্দ করে।'

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۭ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۸۳

৮৪। তখন ফেরাউন এবং তাহার (জাতির) প্রধানগণের ভয়ে যে, তাহারা তাহাদের উপর নির্যাতন করিবে, মূসার উপর কেবল তাহার জাতির কতিপয় যুবক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঈমান আনে নাই। এবং নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে একজন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিল এবং নিশ্চয় সে সীমালংঘনকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝۸۴

৮৫। এবং মূসা বলিল, 'হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার উপরই তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা (সত্যিকারভাবে তাঁহার ইচ্ছার উপর) আত্মসমর্পণকারী হইয়া থাক।'

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝۸۵

৮৬। অতঃপর, তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না;

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝۸۶

৮৭। এবং আমাদিগকে তুমি নিজ রহমতে কাফের জাতির (অত্যাচারের হাত) হইতে উদ্ধার কর।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۸۷

৮৮। এবং আমরা মূসা এবং তাহার ভ্রাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিশরে (কতকগুলি) ঘরের স্থান নির্ণয় কর এবং তোমাদের ঘরগুলি মুখোমুখি করিয়া নির্মাণ কর এবং নামায কায়েম কর। এবং মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝۸۸

৮৯। এবং মূসা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণকে এই পার্থিব জীবনের জাঁকজমক এবং ধন-সম্পদ দিয়াছ; ফলে, হে আমাদের প্রভু! তাহারা (লোকদিগকে) তোমার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতেছে; হে আমাদের প্রভু! তাহাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট কর এবং তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দাও যেন তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে।'

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হইল। অতএব, তোমরা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং যাহারা জানে না তাহাদের পথের অনুসরণ করিও না।'

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম, তখন ফিরাউন ও তাহার সৈন্যদল অন্যায়ভাবে ও শত্রুতাবশে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, এমনকি যখন সে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, তখন সে বলিল, 'আমি ঈমান আনিলাম, সেই অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই, যাহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলাম।'

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾

৯২। কি! এখন! অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করিয়াছিলে এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। অতএব, আজ আমরা তোমাকে শুধু তোমার দেহ দ্বারাই রক্ষা করিব, যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীগণের জন্য এক নিদর্শন হও। এবং নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে গাফেল।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে উত্তম আবাসভূমিতে বসবাস করাইয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট রিয্ক দান করিয়াছিলাম, অতঃপর যখনই তাহাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসিল, তখন তাহারা মতভেদ করিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা পরস্পর মতবিরোধ করিতেছে।

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব, যদি তুমি উহা সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা তোমার নিকট নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে যাহারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তোমার প্রভুর সন্নিধান হইতে পূর্ণ সত্য আসিয়াছে; অতএব, তুমি সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬। এবং তুমি কখনও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে তোমার প্রভুর (শাস্তির) আদেশ জারী হইয়াছে তাহারা আদৌ ঈমান আনিবে না।

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٨﴾

৯৮। এমন কি তাহাদের নিকট সকল প্রকার নিদর্শন আসিলেও (তাহারা ঈমান আনিবে না), যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখিবে।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٩﴾

৯৯। অতএব, ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন জনপদ কেন এমন হয় নাই যাহারা সকলেই ঈমান আনিত এবং তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকৃত করিত? যখন তাহারা সকলেই ঈমান আনিল তখন আমরা তাহাদের উপর হইতে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগের উপকরণ দিয়াছিলাম।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনিত। সুতরাং তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা মো'মেন হয়।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনিতে পারে না। এবং তিনি তাঁহার ক্রোধ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন যাহারা বুদ্ধি খাটায় না।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২। তুমি বল, 'লক্ষ্য করিয়া দেখ! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে কি হইতেছে।' কিন্তু যে জাতি ঈমান আনিবে না, নিদর্শনাবলী এবং সতর্কবাণীসমূহ তাহাদের কোন উপকারে আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। তবে কি তাহারা কেবল ঐ সকল লোকের দিনগুলির অপেক্ষা করিতেছে যাহারা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে? তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমান থাকিলাম।'

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ ع ١٥

১০৪। তখন আমরা আমাদের রসূলগণ এবং যাহারা তাহাদের উপর ঈমান আনে তাহাদিগকে উদ্ধার করি। এই ভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছি যে, আমরা মো'মেনদিগকে অবশ্যই উদ্ধার করি।

১০ [১১] ১৫

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ

১০৫। তুমি বল, 'হে মানব মণ্ডলী! যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কোন সন্দেহে থাক, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর আমি তাহাদের ইবাদত করি না, বরং আমি সেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি

তোমাদিগকে মৃত্যু দান করেন এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হই;

أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং (আল্লাহ্‌র এই আদেশ তোমাদের নিকট পৌঁছাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি) যে, তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে (সর্বদা) একনিষ্ঠভাবে ধর্মের দিকে সংস্থাপন কর এবং তুমি কখনও মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ডাকিও না, যাহা তোমার উপকারও করিতে পারে না এবং ক্ষতিও করিতে পারে না, কারণ যদি তুমি তাহা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দেন তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কেহ উহার মোচনকারী নাই এবং যদি তিনি তোমার মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার ফযলকে রদ করিবার কেহ নাই। তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তুমি বল, 'হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যে কেহ হেদায়াত গ্রহণ করিবে সে তো তাহার নিজের আত্মার জন্যই হেদায়াত গ্রহণ করিবে, এবং যে কেহ পথভ্রষ্ট হইবে, সে তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজের (ধ্বংসের) জন্যই, এবং আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নহি।'

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٩﴾

১১০। তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় তুমি উহার অনুসরণ কর এবং ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ বিচার করেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১ ع ৬

سُوْرَةُ هُوْدٍ مَكِّيَّةٌ

১১- সূরা হূদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০ রুকূ এবং ১২৪ আয়াত আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ②

২। আলিফ লাম রা। ইহা এইরূপ কিতাব, যাহার আয়াত সমূহকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে; অতঃপর উহাদিগকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্‌)-এর তরফ হইতে ।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ③

৩। (ইহা এই শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিও না; নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা ।

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ④

৪। এবং ইহাও (শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। এবং প্রত্যেক অনুগ্রহের যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর নিশ্চয় এক মহা (ভীতিপূর্ণ) দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি ।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑤

৫। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑥

৬। শুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের বক্ষঃকে কুঞ্চিত করিয়া রাখে যাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে নিজদিগকে (তাহাদের মন্দ চিন্তাগুলিকে) লুকাইয়া রাখিতে পারে। শুন ! যখন তাহারা নিজদিগকে পোষাকাবৃত করে তখনও তিনি জানেন যাহা তাহারা লুকাইয়া রাখে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি তাহাদের অন্তরের কথাকে ভালভাবে জানেন ।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

৭। এবং ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী জীব নাই যাহার রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর নাই। এবং তিনি জানেন উহাদের অস্থায়ী আবাসস্থল এবং উহাদের স্থায়ী আবাসস্থল। সবকিছু এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

৮। এবং তিনিই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহার আরশ পানির উপরে অবস্থিত যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে কে সর্বোত্তম। এবং যদি তুমি বল, 'নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে,' যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহা স্পষ্ট ধোকা ব্যতীত আর কিছু নহে।'

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

৯। এবং যদি আমরা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদের উপর (নির্ধারিত) আযাবকে স্থগিত রাখি তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহাকে কিসে রুখিয়া রাখিয়াছে ?' শুন ! যেদিন উহা তাহাদের নিকট আসিবে, সেদিন তাহাদের নিকট হইতে উহা সরানো যাইবে না, এবং যে আযাবের বিষয় তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۝

১০। এবং যদি আমরা মানুষকে আমাদের তরফ হইতে কোন প্রকার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর আমরা তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হইয়া যায়।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

১১। এবং আমরা যদি তাহাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে বলিতে থাকে, 'আমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হইয়াছে।' নিশ্চয় সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হইয়া পড়ে,

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

১২। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং পুণ্য কর্ম করে। এই সকল লোকদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

১৩। সুতরাং সম্ভবতঃ (কাফেরগণ তোমার সম্বন্ধে বৃথা আশা করে যে) তোমার উপর যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহার কতকাংশ তুমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে, এবং তোমার অন্তর সংকুচিত হইবে তাহাদের এই উক্তির জন্য যে, 'তাহার নিকট কেন কোন ধন-ভাণ্ডার অবতরণ করা হয় না এবং কোন

وَّكِيْلٌ ﴿١٢﴾

ফিরিশ্‌তা তাহার সহিত আসে না ?' তুমি কেবল একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪ । তাহারা কি ইহা বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে ?' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে ইহার অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করিয়া আন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া আন ।'

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫ । অতঃপর, যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা আল্লাহ্‌র বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং (জানিয়া রাখ) যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে ?'

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬ । যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সৌন্দর্য চাহে আমরা তাহাদিগকে ইহজীবনেই তাহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দিব, এবং তাহাদিগকে ইহাতে কিছুমাত্র কম দেওয়া হইবে না ।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭ । ইহারাই এমন যাহাদের জন্য পরকালে আগুন ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না, এবং তাহারা পার্থিব জীবনে যাহা কিছু কাজ করিয়া থাকিবে, উহা নিষ্ফল হইবে, এবং যাহা কিছু তাহারা করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে ।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۗ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮ । সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করিয়া (তাহার সত্যতা প্রতীয়মানের জন্য) তাঁহার পক্ষ হইতে একজন সাক্ষী আগমন করিবে, এবং তাহার পূর্বে মূসার গ্রন্থ পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ রহিয়াছে সে কি (মিথ্যা দাবীদার) হইতে পারে ? তাহারা (মূসার প্রকৃত অনুসারীগণ) তাহার উপর ঈমাণ আনয়ন করে এবং এই (বিরুদ্ধবাদী) দলগুলি হইতে যে তাহাকে অস্বীকার করিবে, তাহার প্রতিশ্রুত স্থান হইবে অগ্নি । সুতরাং তুমি এই বিষয়ে সন্দিহান হইও না । নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য ; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না ।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۗ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯ । এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহা অপেক্ষা বড় যালেম কে ? তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সমীপে উপস্থিত করা হইবে, তখন সকল সাক্ষী বলিবে, 'ইহারাই তাহাদের প্রভুর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছে ।' সুতরাং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় যালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত——

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। যাহারা লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং ইহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিতে চাহে; প্রকৃতপক্ষে তাহারাই পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। তাহারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে) কখনও ব্যর্থ করিতে পারে না, এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধু নাই। তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে। তাহারা শুনিতেও পারে না এবং দেখিতেও পারে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। ইহারা এমন যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং যাহা কিছু তাহারা মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইবে।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। নিঃসন্দেহে, ইহারাই এমন যাহারা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি বিনত হইয়াছে — ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। (এই) দুইটি দলের দৃষ্টান্ত, এক অন্ধ ও বধির এবং এক চক্ষুষ্মান ও শ্রবণক্ষম ব্যক্তির ন্যায়। দৃষ্টান্তে এই দুই দল কি সমান? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

২ [৬] ২

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۖ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং আমরা নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, (সে বলিল) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী —

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۖ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৭। যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও ইবাদত করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।'

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

২৮। কিন্তু তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা বাহ্যদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহারা ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও তোমার অনুসরণ করিতে দেখিতেছি না। এবং

بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি ।'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۭ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯ । সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা ঠিক করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি নিজের তরফ হইতে আমাকে এক বিশেষ রহমত দিয়া থাকেন যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে (তোমাদের কি অবস্থা হইবে) ? আমরা কি ইহা তোমাদিগকে মানিতে বাধ্য করিতে পারি, যদিও তোমরা ইহা অপসন্দ কর ?

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০ । এবং হে আমার জাতি! ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ চাহি না; আমার পুরস্কার আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও নিকট নাই । এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমি কখনও তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারি না । তাহারা অবশ্যই তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে । কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ জাতি;

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১ । এবং হে আমার জাতি ! যদি আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেই তাহা হইলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২ । 'এবং না আমি তোমাদিগকে ইহা বলি যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ আছে, এবং না আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত আছি,' এবং না আমি বলি যে, 'আমি ফিরিশ্‌তা ।' এবং না আমি ঐ সকল লোক সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমাদের চক্ষু ঘৃণা ভরে দেখে, ইহা বলি, 'আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও কোন মঙ্গল দান করিবেন না'— যাহা কিছু তাহাদের অন্তরে আছে উহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন । নিশ্চয় সেইক্ষেত্রে আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব ।'

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩ । তাহারা বলিল, 'হে নূহ ! নিশ্চয় তুমি আমাদের সহিত বিতর্ক করিয়াছ এবং অধিক মাত্রায় বিতর্ক করিয়াছ; সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে যে বিষয়ে তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ তাহা আমাদের জন্য লইয়া আস ।'

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। সে বলিল, 'কেবল আল্লাহ্‌ই, যদি তিনি চাহেন, উহা তোমাদের নিকট আনিবেন, এবং তোমরা কখনও (তাঁহার উদ্দেশ্যকে) ব্যর্থ করিতে পারিবে না;

وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদিগের কোন উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহারা কি বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা রচনা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার অপরাধ আমার উপরই বর্তাইবে, এবং তোমরা যে অপরাধ করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত।'

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং নূহের নিকট ওহী করা হইয়াছিল, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতিরেকে তোমার জাতির মধ্য হইতে এখন আর কেহ ঈমান আনিবে না; সুতরাং তাহারা যাহা করিতেছে তজ্জন্য তুমি দুঃখ করিও না।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তুমি আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় তাহারা নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে।'

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল; এবং যখনই তাহার জাতির প্রধানগণ তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহারা তাহাকে হাসি-বিদ্রূপ করিত। সে বলিত, 'যদিও তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে (সময় আসিলে) আমারাও তোমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ করিব যেরূপ তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ করিতেছ,

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

৪০। অতঃপর, তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর এমন শাস্তি আসিতেছে যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িবে এবং কাহার উপর স্থায়ী শাস্তি পতিত হইতেছে।'

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ

৪১। অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসিল এবং প্রস্রবণসমূহ উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি প্রত্যেক প্রকারের (জীব-জন্তুর) স্ত্রী-পুরুষের জোড়া—দুইটি

عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۚ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤٠﴾

করিয়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ইহাতে উঠাইয়া লও।' বস্তুতঃ অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর কেহ তাহার উপর ঈমান আনে নাই।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾

৪২। এবং সে বলিল, 'তোমরা ইহাতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۡ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং ইহা তাহাদিগকে লইয়া পর্ব্বতের ন্যায় তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া চলিল। এবং নূহ তাহার পুত্রকে, যে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক ছিল, বলিল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সহিত আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হইও না।'

قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاۗءِ ۭ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। সে বলিল, 'আমি এখনই এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে এই পানি হইতে বাঁচাইবে।' সে বলিল, 'আজ আল্লাহ্‌র (আযাবের) আদেশ হইতে কেহ (কাহাকেও) বাঁচাইতে পারিবে না, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর তিনি রহম করেন।' এমন সময় তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ অন্তরায় হইল এবং সে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইল।

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَاۗءَكِ وَيٰسَمَاۗءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاۗءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَي الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। অতঃপর বলা হইল, 'হে ধরিত্রী! তুমি তোমার পানি শোষণ করিয়া লও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও।' এবং পানি শুকাইয়া দেওয়া হইল, এবং কার্য সমাপ্ত হইল, এবং নৌকা জূদী পাহাড়ের উপর স্থির হইল, এবং বলা হইল, 'যালেম জাতির জন্য ধ্বংস।'

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং নূহ তাহার প্রভুকে ডাকিল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র নিশ্চয় আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۡ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তিনি বলিলেন, 'হে নূহ! সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নহে, নিশ্চয় সে অতি অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে এমন বিষয় প্রশ্ন করা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি

عِلْمٌ وَّ اِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নাই। এবং যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি রহম না কর, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَ عَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। (ইহাতে তাহাকে) বলা হইল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের পক্ষ হইতে দেওয়া প্রশান্তি এবং নানাবিধ বরকতসহ অবতরণ কর, যাহা তোমার উপর এবং ঐ সকল লোকের উপর যাহারা তোমার সঙ্গে আছে। এবং এমন কতক লোক হইবে যাহাদিগকে আমরা অবশ্যই (পার্থিব) উপকরণসমূহ দিব, অতঃপর আমাদের তরফ হইতে তাহাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসিবে।'

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহা অদৃশ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহের অন্তর্গত যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি। ইতিপূর্বে ইহা না জানিতে তুমি এবং না তোমার জাতি। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কেননা মুত্তাকীগণের জন্য উত্তম পরিণামই নির্ধারিত।

৪
১৪]
৪

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং আদের নিকট তাহাদের ভাই হূদকে (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। (তাঁহার সহিত শরীক করায়) তোমরা শুধু মিথ্যা রচনা করিতেছ;

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাইবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে শক্তির পর শক্তিতে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এবং তোমরা অপরাধী হইয়া (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে) মুখ ফিরাইও না।'

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই এবং আমরা তোমার মুখের কথায় আমাদের উপাস্যদিগকে ছাড়িতে পারি না এবং আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনয়নকারী হইব না;

إِنْ نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيْٓ أُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا أَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। আমরা ইহা ছাড়া আর কিছু বলি না যে, আমাদের উপাস্যগণের মধ্যে কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে তোমার পিছু লইয়াছে।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি, এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাহাকে শরীক করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত;

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٥٥﴾

৫৬। তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

إِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۗ مَا مِنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۗ إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এমন কোন বিচরণকারী প্রাণী নাই যাহার ললাট তাঁহার করায়ত্তে নহে। নিশ্চয় আমার প্রভু (মো'মেনদের সাহায্যের জন্য) সরল-সুদৃঢ় পথে (দণ্ডায়মান) আছেন;

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهٖٓ إِلَيْكُمْ ۗ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۗ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٧﴾

৫৮। সুতরাং যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) যাহাসহ আমাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হইয়াছে উহা আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় পৌঁছাইয়া দিয়াছি; এবং (এখন যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে) আমার প্রভু তোমাদিগকে বাদ দিয়া অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। এবং তোমরা তাঁহার কিছু মাত্র ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা হূদ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের রহমত দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং এক কঠিন শাস্তি হইতে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং এই ছিল 'আদ' জাতি যাহারা তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহার রসূলগণের অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং প্রত্যেক উদ্ধত (সত্যের) শত্রুর আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল।

وَأُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾

৬১। নিশ্চয় অভিশাপ তাহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে— এই দুনিয়াতে এবং কেয়ামতের দিনেও। শুন! নিশ্চয় 'আদ' জাতি তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিল। শুন! হূদের জাতি 'আদের' জন্য ধ্বংস অবধারিত করা হইল।

৫
[১১]
৫

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ۖ فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

৬২। এবং সামূদের নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনিই তোমাদিগকে যমীন হইতে উদ্ভব করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উহাতে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু সন্নিকটে, (দোয়ার) উত্তরদানকারী।'

قَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে সালেহ্! ইতিপূর্বে নিশ্চয় তুমি ছিলে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসার স্থল। আমাদের পূর্বপুরুষ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে তুমি কি আমাদিগকে উহার উপাসনা করিতে নিষেধ কর? যে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আমরা উদ্বেগপূর্ণ সন্দেহে আছি।'

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

৬৪। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি নিজ পক্ষ হইতে আমাকে এক (বিশেষ) রহমত দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ (-র শাস্তি) হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে যদি আমি তাঁহার অবাধ্যতা করি? সেমতাবস্থায় তোমরা আমার কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে;

وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র এই উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ; সুতরাং তোমরা ইহাকে (স্বাধীনভাবে) আল্লাহ্‌র যমীনে চরিয়া খাইতে দাও; এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নাচেৎ তোমাদিগকে এক অত্যাসন্ন শাস্তি ধৃত করিবে।'

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾

৬৬। কিন্তু তাহারা উহার হাটুর শিরা কাটিয়া উহাকে হত্যা করিল; তখন সে বলিল, 'তোমরা তিন দিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে সুখ ভোগ কর। ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা (আদৌ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে না।'

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল, তখন আমরা সালেহ্ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে আমাদের বিশেষ রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভুই সর্বশক্তির অধিপতি, মহাপরাক্রমশালী।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দকারী আযাব ধৃত করিয়াছিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۗ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾

৬৯। যেন তাহারা ইহাতে বসাবাস করে নাই। শুন! সামূদ জাতি তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। শুন! সামূদ জাতির জন্য ধ্বংস।

[৮] ৬

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۗ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং নিশ্চয় আমাদের প্রেরিত দূতগণ সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা সালাম বলিল। সে বলিল, 'সালাম', অতঃপর সে কোন বিলম্ব না করিয়া একটি ভুনা বাছুর লইয়া আসিল।

فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾

৭১। কিন্তু সে যখন দেখিল যে উহার দিকে তাহাদের হাত বাড়িতেছে না, তখন তাহাদের আচরণ তাহার নিকট অদ্ভুত ঠেকিল এবং তাহাদের দরুন সে অনেক ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না, আমরা লূতের জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি।'

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾

৭২। এবং তাহার স্ত্রী (কাছেই) দাঁড়াইয়াছিল, ইহাতে সেও ভীত হইয়া পড়িল, তখন আমরা (তাহার সান্ত্বনার জন্য) তাহাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

৭৩। সে বলিল, 'হায়, আমার কপাল! আমি না কি সন্তান প্রসব করিব? অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ; ইহা নিশ্চয় অতীব তাজ্জবের কথা!'

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۗ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আল্লাহর কথায় আশ্চর্যান্বিত হইতেছ? হে এই গৃহের অধিবাসীগণ! আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ তোমাদের উপর (সদা বর্ষিত হইতেছে), নিশ্চয় তিনি মহা প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতঃপর, যখন ইব্‌রাহীমের ভয় দূর হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে আমাদের সহিত লূতের জাতির সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে লাগিল।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾

৭৬। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম পরম সহিষ্ণু, কোমল হৃদয় এবং (আমাদের সমীপে) সতত প্রত্যাবর্তনকারী ছিল।

يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ

৭৭। 'হে ইব্‌রাহীম! ইহা হইতে বিরত হও, কারণ তোমার প্রভুর চূড়ান্ত আদেশ আসিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা এমন লোক যে,

رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾

তাহাদের উপর শাস্তি আসিবেই যাহা আদৌ প্রতিহত করা যাইবে না।'

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং যখন আমাদের প্রেরিত দূতগণ লূতের নিকট আসিল তখন সে তাহাদের জন্য চিন্তিত হইল এবং তাহাদের (রক্ষার) ব্যাপারে নিজেকে অসহায় বোধ করিল; এবং সে বলিল, 'আজিকার এই দিনটি বড়ই কঠিন মনে হইতেছে।'

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং তাহার জাতির লোক তাহার দিকে (রোষাগ্নি হইয়া) ছুটিয়া আসিল, এবং ইহার পূর্বেও তাহারা অনেক মন্দ কাজ করিয়া আসিতেছিল। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! এই আমার কন্যাগণ, তাহারা তোমাদের জন্য পবিত্র। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা আমার মেহমানকে (আমার সম্মুখে) অপদস্থ করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক নাই?'

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

৮০। তাহারা বলিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোন দাবী নাই এবং আমরা যাহা কিছু চাহিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ।'

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾

৮১। সে বলিল, 'হায়! তোমাদের মোকাবেলায় যদি আমার কোন শক্তি সামর্থ্য থাকিত, অথবা আমি (সাহায্যের জন্য) এক বড় শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় পাইতাম?'

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

৮২। তাহারা (মেহমানগণ) বলিল, 'হে লূত! আমরা নিশ্চয় তোমার প্রভুর প্রেরিত দূত। তাহারা কিছুতেই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং রাত্রির কোন এক অংশে তুমি সপরিবারে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছনের দিকে না তাকায়, একমাত্র তোমার স্ত্রী ব্যতীত। নিশ্চয় তাহাদের উপর যে আযাব আসন্ন, উহা তাহার উপরও আসিবে। নিশ্চয় তাহাদের নির্ধারিত সময় প্রভাত। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?'

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ﴿٨٢﴾

৮৩। অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা উহার (সেই শহরের) ঊর্ধ্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিলাম এবং উহার উপর ক্রমাগত কংকর জাতীয় প্রস্তর বর্ষণ করিলাম,

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

৮৪। যাহা তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে চিহ্নিত ছিল। এবং এই (যুগের) যালেমদের নিকট হইতেও ইহা (শাস্তি) দূরে নহে।

৭ [১৫] ৭

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং মিদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে (রসূল রূপে পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। এবং মাপ ও ওজনে কম দিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সচ্ছল অবস্থায় দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায় বিচারের সহিত মাপ ও ওজন পূর্ণ করিয়া দাও এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিসপত্রাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়াইও না;

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

৮৭। যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (নিশ্চয় জানিও যে,) আল্লাহ্ যাহা অবশিষ্ট রাখেন তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম। এবং আমি তোমাদের উপর রক্ষাকারী (নিযুক্ত) নহি।'

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

৮৮। তাহারা বলিল, 'হে শো'আয়ব! তোমার ইবাদত-বন্দেগী কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে আমরা উহাকে পরিত্যাগ করি, অথবা আমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আমরা যাহা করিতে চাহি উহাকে (পরিত্যাগ করি)? তুমি তো দেখিতেছি বড় বুদ্ধিমান, ন্যায় বিচারক!'

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

৮৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর দেওয়া কোন উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হইতে উত্তম রিয্‌ক দিয়া থাকেন, (তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে কি জবাব দিবে?) এবং আমি ইহা চাহি না যে, আমি যে বিষয় হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করি সেই বিষয়ে (নিজে লিপ্ত হইয়া) তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী কেবল সংশোধন কামনা করি, এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতিরেকে আমার কোন সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁহারই নিকট আমি অবনত হই;

وَيَٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَٰلِحٍ ۚ

৯০। এবং হে আমার জাতি! আমার সহিত বিরুদ্ধাচারণ যেন তোমাদিগকে কিছুতেই এমন অপরাধ করিতে প্ররোচিত না করে, যাহার ফলে তোমাদের উপর ঐরূপ দুর্যোগ— মুসিবত আসে যেরূপ নূহের জাতি, অথবা হূদের জাতি কিম্বা সালেহ্‌র

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

জাতির উপর আসিয়াছিল, আর লূতের জাতি তো তোমাদের নিকট হইতে দূরে নহে;

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু পরম দয়াময়, পরম প্রেমময়।'

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

৯২। তাহারা বলিল, 'হে শুয়াইব! তুমি যাহা বলিতেছ উহার অধিকাংশই আমরা বুঝিতেছি না, এবং আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল মনে করি এবং যদি তোমার গোত্র না থাকিত তাহা হইলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতাম। বস্তুতঃ তুমি আমাদের উপর শক্তিশালী নহ।'

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾

৯৩। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমাদের দৃষ্টিতে আমার গোত্র কি আল্লাহর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী? এবং তোমরা তাঁহাকে (উপেক্ষার বস্তু হিসাবে) তোমাদের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ; নিশ্চয় আমার প্রভু, তোমরা যাহা কিছু কর, উহাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন;

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং হে আমার জাতি! তোমরা নিজেদের জায়গায় নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও কাজ করিয়া যাইতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আযাব আসে যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িবে এবং কে মিথ্যাবাদী। এবং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত (পরিণামের জন্য) অপেক্ষা করিতেছি।'

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং যখন আমাদের (আযাবের) হুকুম আসিল, তখন আমরা শোআয়ব এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের (বিশেষ) রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম; এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দ-বিশিষ্ট আযাব ধৃত করিয়াছিল—— ফলে তাহারা স্ব স্ব গৃহে উপুড় অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

৯৬। যেন তাহারা উহাতে কখনও বসবাস করে নাই। শুন, মিদিয়ানবাসী সেই ভাবে ধ্বংস হইল যেভাবে সামূদ জাতি ধ্বংস হইয়াছিল।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

৯৭। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاتَّبَعُوْٓا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٨﴾

৯৮। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা ফেরাউনের আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল এবং ফেরাউনের আদেশ মোটেই ন্যায়-সঙ্গত ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٩﴾

৯৯। সে কেয়ামত দিবসে তাহার জাতির আগে আগে চলিবে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে নামাইয়া দিবে। এবং কতই না মন্দ অবতরণ-স্থল এবং (উহাতে) অবতারিত লোকগণ!

وَأُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং তাহাদের পশ্চাদানুসরণে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে অভিশাপ—এই দুনিয়াতেও এবং কেয়ামতের দিনেও। কতই না মন্দ উপহার ও উপহার প্রাপ্তগণ!

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠١﴾

১০১। ইহা (বিধ্বস্ত) জনপদগুলির সংবাদসমূহের কিয়দংশ যাহা আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহাদের কতক দণ্ডায়মান আছে এবং (কতক) কর্তিত ক্ষেত্রের ন্যায় (ভূমিসাৎ) হইয়াছে।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا أَنْفُسَهُمْ فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠٢﴾

১০২। এবং আমরা তাহাদের উপর কোন যুলুম করি নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে; এবং যখন তোমার প্রভুর আদেশ আসিল, তখন তাহাদের উপাস্যগণ, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকিত, তাহাদের কোন উপকারে আসিল না; এবং তাহারা তাহাদিগকে ধ্বংসে নিপতিত করা ব্যতীত কোন কিছুতে বর্ধিত করে না।

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهٗٓ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩। এবং তোমার প্রভুর গ্রেফতার এইভাবেই হয় যখন তিনি জনপদসমূহকে গ্রেফতার করেন এমতাবস্থায় যে তাহারা যুলুম করিতে থাকে। নিশ্চয় তাঁহার গ্রেফতার বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٤﴾

১০৪। ইহাতে নিশ্চয় তাহার জন্য এক নিদর্শন আছে যে, পরকালের আযাবকে ভয় করে, ইহা সেই দিন যেদিন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সমবেত করা হইবে, এবং ইহা সেই দিন যাহাকে সকলে প্রত্যক্ষ করিবে।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٥﴾

১০৫। এবং আমরা ইহাকে কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করিতেছি।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬। যেদিন উহা (নির্দিষ্ট মেয়াদ) আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আত্মাই কথা বলিতে পারিবে না; তখন তাহাদের মধ্যে কতক হতভাগা এবং (অন্যরা) ভাগ্যবান হইবে।

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭। সুতরাং যাহারা হতভাগ্য হইবে, তাহারা আগুনে (নিক্ষিপ্ত) হইবে, তাহাদের জন্য সেখানে থাকিবে দীর্ঘশ্বাস আর ফোঁপানি।

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশসমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহা চাহেন তাহাই করেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং যাহারা ভাগ্যবান, তাহারা জান্নাতে থাকিবে, তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিতে থাকিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, ইহা এমন এক দান যাহা কখনও কর্তিত হইবে না।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾

১১০। সুতরাং এই লোকেরা যাহার উপাসনা করে উহার (অসারতা) সম্বন্ধে তুমি সন্দিহান হইও না। তাহারা কেবল ঐ ভাবে উপাসনা করে যেভাবে পূর্বে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উপাসনা করিত এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অংশ পূর্ণরূপে দিব-যাহা হইতে কিছুমাত্র কম করা হইবে না।

৪]

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾

১১১। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল; এবং যদি তোমার প্রভুর তরফ হইতে পূর্বে (রহমতের প্রতিশ্রুতির) কথা না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত; এবং (এখন) তাহারা ইহার সম্বন্ধেও এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়িয়া আছে।

وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

১১২। এবং তোমার প্রভু নিশ্চয় তাহাদের সকলকে তাহাদের কাজের ফল পূর্ণরূপে দিবেন ও তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সেই বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

১১৩। সুতরাং তুমি এবং ঐ সকল লোক, যাহারা তোমার সহিত (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, যেভাবে তোমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে সরল-সুদৃঢ় পথে অটল থাক; এবং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা সীমালংঘন করিও না, নিশ্চয় তিনি সব কিছু দেখেন যাহা তোমরা কর।

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং তোমরা ঐ সকল লোকের প্রতি ঝুঁকিও না যাহারা যুলুম করিয়াছে, নচেৎ তোমাদিগকেও আগুন স্পর্শ করিবে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু হইবে না, এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় উত্তম কর্ম দূরীভূত করে মন্দ কর্মকে। ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং ধৈর্য অবলম্বন কর, কারণ আল্লাহ্ আদৌ সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭। তবে কেন ঐ সকল বংশধরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে, এমন সব সমঝদার লোক হয় নাই যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হইতে নিষেধ করিত, তাহাদের মধ্যে কেবল কিছু সংখ্যক ব্যতিরেকে যাহাদিগকে আমরা রক্ষা করিয়াছিলাম ? এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা উহার (ভোগ-বিলাসের) অনুসরণ করিল যাহাতে তাহাদিগকে সচ্ছলতা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা অপরাধী হইয়া গেল।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং তোমার প্রভু এমন নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করিবেন এমতাবস্থায় যে, উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান।

وَلَوْ شَاۗءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۭ وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে একই উম্মতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে,

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۭ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহাদের উপর তোমার প্রভু রহম করিয়াছেন, এবং তিনি এই জন্যই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তোমার প্রভুর এই কথা পূর্ণ হইবেই — 'আমি জাহান্নামকে নিশ্চয় সকল (অবাধ্য) জিন্ন ও ইনসান দ্বারা ভরিয়া দিব।'

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং আমরা তোমার নিকট এই সকল রসূলের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ বর্ণনা করিতেছি যেন উহা দ্বারা আমরা তোমার হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দিই, এবং ইহাতে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য, উপদেশ এবং এক স্মারকবাণী মো'মেনগণের জন্য।

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾

১২২। এবং যাহারা ঈমান আনে নাই, তুমি তাহাদিগকে বল, 'তোমরা নিজ নিজ স্থানে সাধ্যানুযায়ী কর্ম কর, নিশ্চয় আমরাও (আমাদের) কর্ম করিতেছি;

وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। এবং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।'

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং সকল বিষয় তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তুমি তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা কর। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সম্বন্ধে তোমার প্রভু গাফেল নহেন।

سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ

১২·সূরা ইউসুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১১২ আয়াত ও ১২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

২। আলিফ লাম রা। এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③

৩। নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয়) রূপে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ④

৪। আমরা তোমার প্রতি এই যে কুরআন ওহী করিতেছি, উহার মাধ্যমে আমরা তোমার নিকট সর্বোত্তম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি অথচ তুমি ইতিপূর্বে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ⑤

৫। (তুমি সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে— আমি উহাদিগকে দেখিয়াছি আমার জন্য সেজদাবনত অবস্থায়।'

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۖ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ⑥

৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না, অন্যথায় তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইবে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু;

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑦

৭। এবং (যেমন তুমি দেখিয়াছ) এই ভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে যাবতীয় (রূহানী) বিষয়ের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তিনি তাঁহার নেয়ামতসমূহ তোমার এবং ইয়াকূবের বংশধরগণের উপর পূর্ণ করিবেন যেভাবে ইতিপূর্বে তিনি ইহা তোমার দুই পিতৃপুরুষ—ইব্‌রাহীম ও ইসহাকের উপর পূর্ণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তোমার প্রভু সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ع ১ [৭] ১১

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝٧

৮। নিশ্চয় ইউসুফ ও তাহার ভাইদের মধ্যে অনুসন্ধান-কারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে ;

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ۭ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۝٨ ۚۖ

৯। যখন তাহারা (একে অপরকে) বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাহার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চাইতে অধিকতর প্রিয় অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল, নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত;

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝١٠

১০। (সুতরাং) ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাহাকে কোন দূরদেশে ফেলিয়া দাও, ফলে তোমাদের পিতার সুদৃষ্টি কেবল তোমাদের জন্যই একচেটিয়া হইয়া যাইবে; এবং ইহার পরে তোমরা (তওবা করিয়া) সাধু লোক হইয়া যাইবে।'

قَالَ قَاۗىِٕلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝١١

১১। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না; যদি তোমরা (কিছু) করিতেই চাহ তাহা হইলে তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দাও; কোন কাফেলার কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।'

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰي يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝١٢

১২। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা ! তোমার কি হইয়াছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস কর না, অথচ আমরা তো তাহার শুভাকাঙ্খী ?

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝١٣

১৩। আগামীকল্য তাহাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, সে আমোদ-প্রমোদ করিয়া এবং খেলা-ধূলা করিয়া বেড়াইবে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফাযতকারী।'

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝١٤

১৪। সে বলিল, 'ইহা নিশ্চয় আমাকে বড় চিন্তান্বিত করিতেছে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে, এবং আমি এই ভয়ও করিতেছি যে,তোমরা তাহার সম্বন্ধে যখন গাফেল হইয়া যাইবে তখন নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।

قَالُوْا لَىِٕنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝١٥

১৫। তাহারা বলিল, 'আমরা এক শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে অবশ্যই আমরা (বিশেষভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হইব।'

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ

১৬। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাকে লইয়া গেল, এবং তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহারা একমত হইল এবং (তাহারা যখন তাহাদের দুরভিসন্ধি কার্যকরী করিল),আমরা তাহার প্রতি ওহী করিলাম (এই বলিয়া),

لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾

'নিশ্চয় তুমি (একদিন) তাহাদিগকে তাহাদের এই কার্যকলাপের বিষয় অবহিত করিবে, বস্তুতঃ তাহারা (ইহা) বুঝিতেছে না।'

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং তাহারা রাত্রি সমাগমে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিল।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ছুটিয়া গেলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের নিকট রাখিয়া গেলাম, তখন এক নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিল, কিন্তু আমরা সত্যবাদী হইলেও তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করিবে না।'

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল, (এই কথা সত্য নহে) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বিষয়কে সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে। সুতরাং উত্তম ভাবে ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়ঃ, এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আছেন যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে।'

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ۭ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۭ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। এবং সেখানে এক কাফেলা আসিল এবং তাহারা তাহাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠাইল। এবং সে তাহার (চামড়ার) বালতি (কূপে) নামাইল। সে বলিল, 'বড়ই সুসংবাদ! এই যে এক বালক!' তাহারা তাহাকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল; এবং তাহারা যাহা করিতেছিল উহা আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা তাহাকে অল্প মূল্যে কতক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিল; বস্তুতঃ তাহারা উহার সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী ছিল না।

[১৪] ১২

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۭ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۡ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۭ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓي اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং মিশরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'তুমি তাহার সম্মানজনক বসবাসের ব্যবস্থা কর। সে আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে অথবা আমরা তাহাকে পুত্র রূপেও গ্রহণ করিতে পারি।' এবং এই ভাবেই আমরা ইউসুফকে সেই দেশে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম, এবং (ইহা আমরা এই জন্য করিলাম) যেন আমরা তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিই। এবং আল্লাহ্ তাঁহার কার্য সম্পাদনের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যখন সে তাহার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল, আমরা তাহাকে বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিলাম। বস্তুতঃ এইভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যে স্ত্রীলোকটির বাড়িতে সে থাকিত, সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে (কুকর্মে) প্ররোচিত করিতে লাগিল এবং সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল, 'তুমি আস।' সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে (তোমাদের সহিত) বসবাস করিতে দিয়াছেন, নিশ্চয় যালেমগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং স্ত্রীলোকটি (ইউসুফের সম্বন্ধে) সংকল্প দৃঢ় করিল; এবং সেও স্ত্রীলোকটির (নিকট হইতে সরিয়া যাওয়ার) সংকল্প দৃঢ় করিল। যদি সে তাহার প্রভুর উজ্জ্বল নিদর্শন না দেখিত (তাহা হইলে সে এইরূপ সংকল্প করিতে পারিত না); এই ভাবেই (ঘটনাটি সংঘটিত) হইয়াছিল যাহাতে আমরা তাহার নিকট হইতে মন্দ আচরণ ও অশ্লীলতা দূর করিতে পারি। নিশ্চয় সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়াইল এবং (টানাটানির মধ্যে) স্ত্রীলোকটি ইউসুফের জামা পিছন হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকটে দেখিতে পাইল। তখন স্ত্রীলোকটি (তাহার স্বামীকে) বলিল, 'যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সহিত মন্দ আচরণ করিতে চাহে তাহাকে কয়েদ করা অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত তাহার শাস্তি আর কি হইতে পারে।'

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। সে (ইউসুফ) বলিল, 'সে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিল।' সেই সময় স্ত্রীলোকটির পরিজন হইতে একজন সাক্ষী (এই বলিয়া) সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটির জামা যদি সম্মুখ দিক হইতে ছিঁড়া থাকে তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি সত্য বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। কিন্তু যদি পুরুষটির জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۗ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৯। সুতরাং যখন সে (গৃহস্বামী) দেখিল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়া, তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহা তোমাদের নারী জাতির এক কৌশল। নিশ্চয় তোমাদের কৌশল বড় ভয়ংকর,

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। হে ইউসুফ ! ইহা উপেক্ষা কর, এবং হে স্ত্রীলোক ! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।'

৩ [৯] ১৩

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣١﴾

৩১। এবং সেই শহরের মহিলাগণ বলিল, 'আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক-দাসকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে চাহে। সে তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) গভীর প্রেমে বিমোহিত করিয়াছে। নিশ্চয় আমরা তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।'

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۗ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং যখন স্ত্রীলোকটি তাহাদের কানাঘুষা শুনিল, তখন সে তাহাদিগকে (দাওয়াতে) ডাকিয়া পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য সুসজ্জিত ভোজ-সভার আয়োজন করিল এবং তাহাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটিবার জন্য) একটি করিয়া ছুরি দিল, এবং সে (ইউসুফকে) বলিল, 'তাহাদের সম্মুখে বাহির হও।' যখন তাহারা তাহাকে দেখিল তখন তাহাকে অতি মহান ব্যক্তিরূপে পাইল। এবং (বিস্ময়ে) তাহাদের নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল এবং বলিল, 'আল্লাহ্‌রই মাহাত্ম্য। এই ব্যক্তি মানুষ নহে, এই ব্যক্তিতো এক মহান ফিরিশ্‌তা।'

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ۗ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ۗ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'দেখ, এই সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করিয়াছ, আমি তাহার দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলাম, কিন্তু সে (পাপ কাজ হইতে) বাঁচিয়া রহিল। এবং যদি সে ঐ কথা পালন না করে যাহা আমি আদেশ দিব, তাহা হইলে সে অবশ্যই কারারুদ্ধ এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। সে (দোয়া করিয়া) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহারা আমাকে যে কথার দিকে ডাকিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়, যদি তুমি তাহাদের চক্রান্তকে আমার উপর হইতে দূর করিয়া না দাও তাহা হইলে আমি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

৩৫। সুতরাং তাহার প্রভু তাহার দোয়া শুনিলেন, এবং তাহার নিকট হইতে তাহাদের চক্রান্ত দূর করিয়া দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

৩৬। অতঃপর তাহারা (আযীয ও প্রধানগণ তাহার নির্দোষ হওয়ার) চিহ্নাবলী দেখিয়া লইল, ইহার পরও তাহাদের মনে হইল (নিজেদের সুনাম রক্ষার্থে) অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেই।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং তাহার সহিত কারাগারে আরও দুই জন যুবক প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি (আঙ্গুর হইতে) মদ নিংড়াইতেছি, এবং অপর ব্যক্তি বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করিতেছি যাহা হইতে পাখীরা খাইতেছে। তুমি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বল; নিশ্চয় আমরা তোমাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। সে বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য প্রদান করা হয় উহা তোমাদের নিকট আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিব। ইহা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা) এই জন্য যে, আমার প্রভু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিশ্চয় আমি ঐসকল লোকের ধর্মমতকে পরিত্যাগ করিয়াছি যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে না এবং যাহারা পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুবের ধর্মমতের অনুসরণ করিয়াছি। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের উচিত নহে। ইহা আমাদের এবং সকল মানুষের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না;

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤٠﴾

৪০। হে আমার কারাবাসী সংঙ্গীদ্বয়! পরস্পর বিরোধী বহু সংখ্যক প্রভু উত্তম না প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্ উত্তম?

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ

৪১। তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কতকগুলি (কল্পিত) নামের ইবাদত করিতেছ, যেগুলি রচনা করিয়াছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন স্পষ্ট দলিল নাযেল করেন নাই। আদেশ দিবার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ্‌র। তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া

الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

(কোন কিছুর) ইবাদত করিবে না। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না;

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۗ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ﴿٤٢﴾

৪২। হে আমার কারাবাসী সংগীদ্বয়! তোমাদের এক জন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তাহার প্রভুকে মদ পান করাইবে; এবং অন্য জনের বিষয় এই যে, সে ক্রুশবিদ্ধ হইবে এবং পাখীরা তাহার মাথা হইতে আহার করিবে। যে বিষয়ে তোমরা আমার নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছ উহার এইরূপ ফয়সলা করা হইয়াছে।'

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে সে ধারণা করিয়াছিল যে সে মুক্তি লাভ করিবে তাহাকে সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিও।' কিন্তু শয়তান তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট স্মরণ করাইতে ভুলাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং কয়েক বৎসর সে কারাগারেই পড়িয়া রহিল।

ع ৫ [৭] ১৫

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۗ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং বাদশাহ্ (তাহার সভাষদগণকে) বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) দেখিয়াছি সাতটি মোটা গাভী, যেগুলিকে সাতটি ক্ষীণ গাভী খাইতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুক্না। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তাহা হইলে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া দাও।'

قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। তাহারা বলিল, 'এইগুলি এলোমেলো স্বপ্ন, এবং আমরা এইরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত নহি।'

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং সেই দুই জনের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং (এখন) অনেকদিন পরে স্মরণ করিল সে বলিল, 'আমি আপনাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা অবহিত করিব; সুতরাং আপনারা আমাকে পাঠাইয়া দিন।'

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। (সে ইউসুফের নিকট যাইয়া বলিল), 'ওহে সত্যবাদী ইউসুফ! তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা বল—(স্বপ্ন দেখা) সাতটি মোটা গাভী সম্বন্ধে যাহাদিগকে সাতটি ক্ষীণ (গাভী) খাইয়া ফেলে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুক্না (শীষ) সম্বন্ধে—যেন আমি লোকদের নিকট ফিরিয়া যাই, যাহাতে তাহারা (স্বপ্নতত্ত্ব) অবহিত হইতে পারে।'

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ

৪৮। সে বলিল, 'তোমরা ক্রমাগত সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া চাষাবাদ করিবে, অতঃপর তোমরা যে ফসল কাটিবে

فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٨﴾

উহা সম্পূর্ণরূপে শীষসহ রাখিয়া দিবে—কেবল ঐ অল্প অংশ ব্যতীত যাহা তোমরা খাইবে;

ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯। অতঃপর, আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর, যে বৎসরগুলি উহাদের জন্য তোমাদের পূর্ব হইতে সঞ্চিত সম্পূর্ণ শস্য খাইয়া ফেলিবে—কেবল ঐ অল্প পরিমাণ ব্যতীত যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে;

ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٥٠﴾ ع

৫০। অতঃপর, এমন এক বৎসর আসিবে যখন লোকদের (বৃষ্টির জন্য) ফরিয়াদ শুনা হইবে এবং তাহারা উহাতে (একে অপরকে) উপহার প্রদান করিবে।

৬ ৭] ১৬

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

৫১। এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তাহাকে আমার নিকট আন।' অতঃপর, যখন দূত তাহার নিকট আসিল, তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ মহিলাদের অবস্থা কি যাহারা নিজেদের হাত কাটিয়াছিল নিশ্চয় আমার প্রভু তাহাদের চক্রান্ত ভালভাবে জানেন।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٢﴾

৫২। সে বলিল, 'যখন তোমরা ইউসুফকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপকার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে তখন তোমাদের কি ঘটনা ঘটিয়াছিল?' তাহারা বলিল, 'সে আল্লাহ্‌র ভয়ে (পাপ হইতে) নিজেকে বিরত রাখিয়াছিল— আমরা তাহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই।' আযীযের স্ত্রী বলিল, 'এখন সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। আমিই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে অসৎ কার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত।'

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩। (ইউসুফ বলিল, 'আমি) ইহা এই জন্য (করিয়াছি) যেন সে (আযীয) জানিতে পারে যে, আমি (তাহার) অগোচরে তাহার কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে সফলকাম করেন না;

১৩শ পারা

৫৪। এবং আমি আমার সত্তাকে ত্রুটিমুক্ত মনে করি না— নিশ্চয় আত্মা মন্দ কাজের আদেশ প্রদানে অত্যন্ত তৎপর— কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর আমার প্রভু রহম করেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

৫৫। এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তোমরা তাহাকে আমার নিকট আন, আমি তাহাকে নিজের জন্য মনোনীত করিব। অতঃপর, যখন সে তাহার সহিত আলাপ করিল, সে বলিল, নিশ্চয় অদ্য হইতে তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান, বিশ্বস্ত।'

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

৫৬। সে বলিল, 'আপনি আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর (কর্মকর্তা) নিযুক্ত করুন, (কারণ) নিশ্চয় আমি যোগ্য রক্ষক এবং (খরচ পত্র নিয়ন্ত্রণে) বিশেষ পারদর্শী।'

قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

৫৭। এবং এইভাবে আমরা ইউসুফকে সেই দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম। সে তথায় যথেচ্ছা অবস্থান করিত। আমরা যাহাকে ইচ্ছা আমাদের রহমত হইতে অংশ দান করি এবং আমরা পুণ্যবানগণের পুরস্কার বিনষ্ট হইতে দিই না।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৮। এবং পরকালের পুরস্কারই উত্তম তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে।

وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

৭ [৮] ১

৫৯। এবং (যখন) ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদিগকে চিনিতে পারিল; কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾

৬০। এবং যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সম্ভার দিয়া (সফরে রওয়ানা হইবার জন্য) প্রস্তুত করিয়া দিল তখন সে বলিল, 'তোমাদের পিতার সূত্রে তোমাদের যে ভাই আছে তাহাকেও আনিও। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি তোমাদিগকে মাপ পুরা দিই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ?

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيٓ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

৬১। যদি তোমরা তাহাকে আমার নিকট না আন তাহা হইলে তোমাদের জন্য (শস্যাদির) কোন মাপ (বরাদ্দ) হইবে না এবং তোমরা আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

৬২। তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় তাহার পিতাকে তাহার সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয় ইহা করিবই।'

قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ﴿٦١﴾

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং সে তাহার কার্যরত যুবকদিগকে বলিল, 'তোমরা তাহাদের পুঁজি তাহাদের গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে রাখিয়া দাও যেন তাহারা ইহা তখন চিনিয়া লয় যখন তাহারা তাহাদের পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে, (এবং) যেন তাহারা পুনরায় আসে।'

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! (ভবিষ্যতে) আমাদের জন্য মাপ (শস্য) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; সুতরাং তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, যেন আমরা আমাদের মাপ (শস্য) লাভ করিতে পারি; এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফাযতকারী।'

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۭ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۡ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। সে বলিল, 'আমি কি তাহার সম্বন্ধে তোমাদের উপর সেইরূপ বিশ্বাসই করিব যেইরূপ বিশ্বাস আমি ইতিপূর্বে তাহার ভাই সম্বন্ধে তোমাদের উপর করিয়াছিলাম (এবং ফল পাইয়াছিলাম)? আল্লাহ্ই উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই দয়া প্রদর্শনকারীদের মধ্যে পরম দয়াময়।'

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ۭ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ۭ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ۭ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

৬৬। যখন তাহারা তাহাদের মাল-পত্র খুলিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল তাহাদের পুঁজি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা (আর) কি প্রত্যাশা করিতে পারি? এই দেখ, আমাদের পুঁজি আমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য শস্যাদি আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফাযত করিব, এবং আমরা আরও এক উষ্ট্র বোঝাই মাপ বেশী আনয়ন করিব। এই মাপ (পাওয়া) সহজ।

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰي مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বলিল, 'আমি কিছুতেই তাহাকে তোমাদের সহিত পাঠাইব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার নিকট আল্লাহ্র নামে (কসম খাইয়া) দৃঢ় অঙ্গীকার করিবে যে, কেবল (কোন বিপদে) পরিবেষ্টিত না হইলে তোমরা তাহাকে নিশ্চয় আমার নিকট (ফিরাইয়া) আনিবে।' অতএব, যখন তাহারা তাহার নিকট তাহাদের দৃঢ় অঙ্গীকার করিল, তখন সে বলিল, 'আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, আল্লাহ্ উহার অভিভাবক।'

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا

৬৮। এবং সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই দরজা দিয়া সকলে একত্রে প্রবেশ করিও না, বরং ভিন্ন ভিন্ন

مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَآ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

দরজা দিয়া প্রবেশ করিও, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। আদেশ তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তাহারই উপর আমি ভরসা করি, এবং সকল ভরসাকারীগণকে তাঁহারই উপর ভরসা করা উচিত।'

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ۚ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا ۚ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। এবং যখন তাহারা সেইভাবে প্রবেশ করিল যেভাবে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিল (ইয়াকুবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল), কিন্তু ইহা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদের কোন কাজে আসিল না, কেবল ইয়াকুবের অন্তরে এক অভিপ্রায় ছিল যাহা সে পূর্ণ করিল, এবং নিশ্চয় সে (মহা) জ্ঞানের অধিকারী ছিল যেহেতু আমরা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নহে।

৮ [১১] ২

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ ۖ قَالَ اِنِّىْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার (সহোদর) ভাইকে নিজের নিকট আশ্রয় দিল, (এবং) সে বলিল, 'আমি তোমার ভাই; সুতরাং তাহারা যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছে উহার জন্য তুমি (এখন) দুঃখ করিও না।'

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। অতঃপর, যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সম্ভার দিয়া (সফরের জন্য) প্রস্তুত করিল, সে তাহার ভাইয়ের গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে একটি পান-পাত্র রাখিয়া দিল। ইহার পরে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল, 'হে উটের কাফেলার লোকগণ! নিশ্চয়ই তোমরা চোর।'

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। তাহারা তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'তোমরা কি হারাইয়াছ?'

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা শস্য মাপিবার শাহী পাত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং যে ব্যক্তি ইহা (তালাশ করিয়া) আনিবে তাহার জন্য এক উটের বোঝা পরিমাণ (শস্য পুরস্কার) হইবে, এবং আমি ইহার জিম্মাদার।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা ভালরূপে অবগত আছ যে, আমরা এই দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।'

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী (সাব্যস্ত) হও তাহা হইলে ইহার কি শাস্তি হইবে?'

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহারা বলিল, 'ইহার শাস্তি— যাহার গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে ইহা পাওয়া যাইবে সে-ই ইহার বিনিময় হইবে। এই ভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।'

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতঃপর সে তাহার (ইউসুফের) ভাইয়ের বস্তা দেখিবার পূর্বে অন্যদের বস্তা হইতে তল্লাশি আরম্ভ করিল। অতঃপর সে তাহার ভাইয়ের বস্তা হইতে সেই পাত্র বাহির করিল। এইভাবে আমরা ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম, যদি আল্লাহ্ না চাহিতেন, সে বাদশাহ্র আইন-কানুনের মধ্যে নিজের ভাইকে আটক রাখিতে পারিত না। আমরা যাহাকে চাহি (মর্যাদায়) উন্নীত করি, বস্তুতঃ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির ঊর্ধ্বে এক সর্বাধিক জ্ঞানী সত্তা আছেন।

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮। তাহারা বলিল, 'যদি সে চুরি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করিয়াছিল।' কিন্তু ইউসুফ ইহাকে মনেই গোপন রাখিল এবং তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশ করিল না। সে কেবল এতটুকু বলিল, 'তোমরা তো অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক; এবং তোমরা যাহা আরোপ করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই সবিশেষ অবহিত আছেন।'

قَالُوا يٰٓأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। তাহারা বলিল, 'হে মহাজন! তাহার এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছে, সুতরাং তাহার পরিবর্তে আমাদের মধ্যে কাহাকেও আবদ্ধ রাখ; নিশ্চয় আমরা তোমাকে মহানুভব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۙ إِنَّا إِذًا لَظٰلِمُونَ ﴿٧٩﴾

৮০। সে বলিল 'যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আটক রাখিবার অপরাধ হইতে আল্লাহ্ রক্ষা করুন; এইরূপ করিলে নিশ্চয় আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِينَ ﴿٨٠﴾

৮১। অতঃপর, যখন তাহারা তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল তখন তাহারা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে নিরালায় চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠজন বলিল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারেও দায়িত্ব পালনে অনেক অবহেলা করিয়াছিলে? সুতরাং যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ আমাদের সম্বন্ধে কোন ফয়সালা না করেন, আমি এই দেশ কখনই পরিত্যাগ করিব না। বস্তুতঃ তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী;

ارْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন কর, অতঃপর বল, 'হে আমাদের পিতা ! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে, এবং আমরা কেবল উহাই সাক্ষ্য দিতেছি যাহা আমরা জ্ঞাত আছি এবং আমরা অদৃশ্য বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী নহি।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং তুমি ঐ শহরকে (ইহার লোকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যাহাতে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকেও যাহার সঙ্গে আমরা আসিয়াছি, এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।"

قٰلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٤﴾

৮৪। সে বলিল, 'না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য এক (মন্দ) বিষয়কে সুশোভিত করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক (এখন আমার জন্য) ধৈর্য ধারণই উত্তম। হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিবেন, নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٥﴾

৮৫। অতএব, সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্য !' তখন দুঃখে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু সে (তাহার দুঃখকে) চাপিয়া রাখিল।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম ! যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি গুরুতর অসুখে পড় অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হও, তুমি ইউসুফের কথা বলিতে থাকিবে।'

قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। সে বলিল, 'আমি আমার অস্থিরতা এবং দুঃখ কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট নিবেদন করিতেছি, এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আমি যাহা জ্ঞাত হই তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ এবং তাহার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না; কেননা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে কাফের জাতি ব্যতিরেকে কেহ আদৌ নিরাশ হয় না।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। অতঃপর, (পুনরায়) যখন তাহারা তাহার (ইউসুফের) নিকট আসিল, তাহারা বলিল, 'হে মহাজন ! আমাদিগকে এবং আমাদের পরিবারবর্গকে মহা সংকট আঘাত হানিয়াছে এবং আমরা যৎসামান্য পুঁজি আনিয়াছি, তথাপি আমাদিগকে মাপ পূর্ণ করিয়া দাও এবং (ইহা ছাড়া) আমাদিগকে কিছু সদকা দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সদকা দাতাগণকে প্রতিদান দিয়া থাকেন।'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। সে বলিল, 'তোমাদের কি উহা জানা আছে যাহা তোমরা ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সহিত করিয়াছিলে, যখন তোমরা (তোমাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে) অজ্ঞ ছিলে।'

قَالُوٓا۟ ءَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তুমিই কি ইউসুফ ?' সে বলিল, 'হাঁ আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয় যে (আল্লাহ্‌র) তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ পরোপকারীদের পুরস্কার কখনও নষ্ট করেন না।'

قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ ﴿٩١﴾

৯২। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং প্রকৃতই আমরা অপরাধী ছিলাম।'

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। সে বলিল, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু,

ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ۖ وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪। তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং উহা আমার পিতার সম্মুখে রাখিয়া দিও, তিনি (বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায়) সব কিছুই বুঝিতে পারিবেন। এবং তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিও।'

১০
১৪]
৪

وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং যখন (উটের) কাফেলাটি রওয়ানা হইল, তাহাদের পিতা বলিল, 'তোমরা যদিও বল যে, আমার মতিভ্রম হইয়াছে, তথাপি নিশ্চয় আমি বলিব যে, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।'

قَالُوا۟ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾

৯৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি নিশ্চয় (এখনও) তোমার পুরাতন ভ্রমে পড়িয়া আছ।'

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। অতঃপর, যেমনি (ইউসুফকে পাওয়ার) সুসংবাদদাতা (ইয়াকুবের নিকট) আসিয়া পৌঁছিল, সে তাহার সম্মুখে (জামাটি) রাখিয়া দিল, তখন সে বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় সকল বিষয় বুঝিতে পারিল। সে বলিল "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যাহা জ্ঞাত হই তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ ?"

قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ ﴿٩٧﴾

৯৮। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা ! আমাদের পাপের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আমরা পাপী ছিলাম।'

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

৯৯। সে বলিল, 'অবশ্যই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾

১০০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট আসিল, সে তাহার পিতামাতাকে তাহার কাছে সম্মানপূর্ণ স্থান দান করিল এবং বলিল, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা সকলে শান্তিতে মিশরে প্রবেশ কর।'

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

১০১। এবং সে তাহার পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং তাহারা সকলে তাহার জন্য (আল্লাহ্‌র সমীপে) সেজদায় পতিত হইল। এবং সে বলিল, 'হে আমার পিতা! এই হইল আমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রভু উহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন। এবং তিনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন—(প্রথমতঃ) যখন তিনি আমাকে কারাগার হইতে (সসম্মানে) বাহির করিয়াছেন এবং (দ্বিতীয়তঃ) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর তিনি তোমাদিগকে মরু-অঞ্চল হইতে (বাহির করিয়া এখন আমার নিকট) আনিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু যাহার প্রতি চাহেন সুপ্রসন্ন হন; নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾

১০২। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কিছু অংশ দান করিয়াছ এবং আমাকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যাও শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক! তুমি আমাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিও।'

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। ইহা অদৃশ্যের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাহা আমরা তোমার নিকট ওহী করিতেছি। এবং তুমি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না যখন তাহারা নিজেদের ব্যাপারে একজোট হইয়াছিল এবং ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং যতই তুমি কামনা কর না কেন অধিকাংশ লোক ঈমান আনিবে না।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। অথচ তুমি এই কাজের জন্য তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহ না। ইহা সারা দুনিয়ার (লোকের) জন্য এক সম্মানজনক উপদেশ ব্যতীত কিছু নহে।

ع ১১ [১১] ৫

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যেগুলিকে তাহারা উপেক্ষা পূর্বক পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় এবং সেইগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না পরন্তু এমতাবস্থায় যে তাহারা সেই সঙ্গে শিরকও করে।

أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তবে আল্লাহ্‌র আযাবসমূহের মধ্যে কোন সর্বগ্রাসী আযাব তাহাদের উপর আসিতে পারে—এই সম্বন্ধে কি তাহারা নিরাপদ হইয়া গিয়াছে অথবা তাহাদের উপর সেই মুহূর্ত অকস্মাৎ আসিতে পারে এমতাবস্থায় যে তাহারা উপলব্ধিও করিতে পারিবে না ?

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তুমি বল, 'ইহাই আমার পথ; আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করি নিশ্চিত জ্ঞানের উপর (অবিচল) থাকিয়া,—আমি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

১১০। এবং তোমার পূর্বেও বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীগণ হইতে কেবলমাত্র পুরুষগণকেই আমরা (রসূলরূপে) প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী নাযেল করিতাম। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ? বস্তুতঃ যাহারা (আল্লাহ্‌র) তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, পরকালের বাসস্থান তাহাদের জন্যই উত্তম। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি খাটাইবে না ?

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

১১১। এবং যখন রসূলগণ (কাফেরদের ঈমান আনা সম্বন্ধে) নিরাশ হইল এবং (অপর দিকে) তাহারা (কাফেরগণ) ধারণা করিল যে, তাহাদের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে, তখন তাহাদের (রসূলগণের) নিকট আমাদের সাহায্য আসিল এবং যাহাদিগকে আমরা বাঁচাইতে চাহিয়াছিলাম তাহাদিগকে বাঁচাইলাম। বস্তুতঃ অপরাধী জাতির উপর হইতে আমাদের শাস্তি কখনও রদ করা হয় না।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

১২ [৭] ৬

১১২। নিশ্চয় তাহাদের কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইহা কখনও এমন কথা নহে যাহা স্বরচিত, বরং যাহা ইহার পূর্বে আছে ইহা উহার সত্যায়নকারী এবং সকল বিষয়ের পূর্ণ ব্যাখ্যাদানকারী এবং যাহারা ঈমান আনে তাহাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ

১৩-সূরা আর্ রা'দ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৪৪ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ②

২। আলিফ লাম মীম্ রা। এইগুলি কামেল কিতাবের আয়াত এবং যাহা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, উহা পরিপূর্ণ সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ③

৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশসমূহকে (শূন্যে) উন্নীত করিয়াছেন যাহা তোমরা দেখিতেছ। অতঃপর, তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হইলেন। এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) সেবায় নিয়োজিত করিলেন, প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) গতিশীল। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۗ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۗ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ④

৪। এবং তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বতসমূহ এবং প্রবহমান নদীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উহার মধ্যে প্রত্যেক প্রকার ফল দুইটি করিয়া জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা ঢাকিয়া দেন। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۖ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑤

৫। এবং ভূ-পৃষ্ঠে পরস্পর সংলগ্ন বহু (বিচিত্র) ভূ-খণ্ড আছে, এবং আঙ্গুরের বাগান সমূহও, আর আছে শস্য-ক্ষেত্র এবং এমন খর্জুরবৃক্ষ যাহার কতক একই মূল হইতে উদ্‌গত একাধিক বৃক্ষবিশেষ এবং পক্ষান্তরে কতক একমূল হইতে উদ্‌গত একই বৃক্ষ বিশেষ—(অথচ) উহাদিগকে একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়, তথাপি ফলের দিক দিয়া আমরা কতককে অপর কতকগুলির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

৬। এবং যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ বলা অধিক বিস্ময়কর যে, 'যখন আমরা মাটিতে পরিণত হইয়া যাইব, তখনও আমাদিগকে কি নূতন সৃষ্টিতে আসিতে হইবে ?' উহারাই তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করে, এবং ইহাদেরই গলদেশে থাকিবে শৃঙ্খল, এবং ইহারাই আগুনের অধিবাসী হইবে, তাহারা সেখানে বাস করিতে থাকিবে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

৭। এবং তাহারা তোমার নিকটে কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণের কামনা করে, অথচ তাহাদের পূর্বে তাহাদের ন্যায় লোকদের উপর দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি আসিয়াছিল। এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু লোকদের প্রতি তাহাদের যুলুম সত্ত্বেও বড়ই ক্ষমাশীল, এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতা।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযেল করা হয় নাই ?' অথচ তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়াতদাতা আছে।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

৯। আল্লাহ জানেন যাহা প্রত্যেক নারী ধারণ করে এবং জরায়ুসমূহ যাহা অপরিণত গর্ভপাত করে এবং যাহা কিছু পরিবর্ধন করে, এবং তাঁহার নিকট প্রত্যেক বস্তুর এক পূর্ণ পরিমাপ আছে।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝

১০। তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞাতা, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অতীব উচ্চ।

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

১১। তোমাদের মধ্যে যে কেহ কথা গোপন করে এবং যে কেহ উহা প্রকাশ করে (তাঁহার জ্ঞানে) উভয়ে সমান; এইরূপে সেও যে রাত্রি বেলায় আত্মগোপন করে এবং দিনের বেলায় (প্রকাশ্যে) বিচরণ করে।

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝

১২। তাহার (এই রসূলের) জন্য তাহার সম্মুখে এবং তাহার পশ্চাতে পর পর আগমনকারীগণের (ফিরিশতাগণের) এক জামায়াত আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাহার হিফাযত করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে। এবং যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন উহা প্রতিরোধ করিবার কেহই নাই; বস্তুতঃ কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

১৩। তিনিই তোমাদিগকে ভয় এবং আশার জন্য বিদ্যুৎ (চমক) দেখান এবং জল-পূর্ণ ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

১৪। এবং তাঁহার ভয়ে বজ্রধ্বনি এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে; এবং তিনিই বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন, তথাপি তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, অথচ তিনি শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾

১৫। প্রকৃত দোয়া শুধু তাঁহারই জন্য এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকে, উহারা তাহাদিগের ডাকে কোনই সাড়া দেয় না। বরং (তাহাদের অবস্থা) ঠিক ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যেন পানি তাহার মুখে পৌঁছে, কিন্তু ইহা কখনও তাহার নিকট পৌঁছে না। বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হইয়া থাকে।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾ سجدة

সেজদা-২

১৬। এবং যাহারা আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা এবং তাহাদের ছায়াসমূহ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে সেজদা করে।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

১৭। তুমি বল, 'আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্'। (পুনরায় তাহাদিগকে) বল, 'তবুও কি তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া এমন সাহায্যকারীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ যাহারা নিজেদের জন্যও না কোন উপকারের ক্ষমতা রাখে এবং না অপকারের'? তুমি (আবার) বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে'? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হইতে পারে? অথবা তাহারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে এমন শরীক স্থির করিয়াছে যাহারা তাহার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে (তাঁহার ও অন্যদের) সৃষ্টি তাহাদের নিকট একাকার হইয়া গিয়াছে?' তুমি বল, 'আল্লাহই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক অদ্বিতীয়, মহা প্রতাপান্বিত।'

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ

১৮। তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে উপত্যকাসমূহ স্ব স্ব পরিমাপ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, অতঃপর প্লাবন উহার (উপরিভাগে) স্ফীত ফেনাসমূহ বহন করে। এবং তাহারা অলংকার অথবা তৈজসপত্র তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে যাহা আগুনে উত্তপ্ত করে উহা হইতেও উহার (প্লাবনের) অনুরূপ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾

এক প্রকার ফেনা (বাহির) হয়। এইরূপে আল্লাহ্ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন । এখন ফেনার অবস্থা এই যে, উহা (নিক্ষিপ্ত হইয়া) ব্যর্থ হইয়া যায় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে উহা ভূ-পৃষ্ঠে স্থায়ী থাকে । এই ভাবে আল্লাহ্ দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

১৯ । যাহারা তাহাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাহাদের জন্য (চিরস্থায়ী) কল্যাণ রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, (তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যে,) ভূপৃষ্ঠের উপর যাহা কিছু আছে যদি সব তাহাদের হইত এবং উহার সঙ্গে উহার সমপরিমাণ আরও হইত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় (নিজদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য)সব কিছুই মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত । ইহাদের জন্যই মন্দ হিসাব (অবধারিত)রহিয়াছে,এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। বস্তুতঃ উহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল !

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾

২০ । যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি তোমার প্রভুর তরফ হইতে যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে অন্ধ ? কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই উপদেশ গ্রহণ করে —

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿٢٠﴾

২১ । যাহারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না;

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২২ । এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ককে সংযুক্ত রাখিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা যাহারা সংযুক্ত রাখে এবং যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে এবং মন্দ হিসাবের ভয় করে;

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২৩ । এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং যথাযথভাবে নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে এবং পুণ্য দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে । ইহাদের জন্যই (শেষ) আবাসস্থলের (উত্তম) পরিণাম অবধারিত আছে—

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৪ । চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাহাতে তাহারা নিজেরাও প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষ, পত্নী এবং বংশধরগণের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্মপরায়ণ হইবে তাহারাও । এবং ফিরিশ্‌তাগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিবে (এই বলিয়া),

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৫। তোমাদের উপর সালাম, কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়াছ; অতএব দেখ! (তোমাদের জন্য শেষ) আবাসস্থলের কত উত্তম পরিণতি!

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে কৃত) প্রতিজ্ঞাকে উহা সুদৃঢ় করিবার পর ভঙ্গ করে এবং যে সম্বন্ধকে সংযুক্ত রাখিবার জন্য আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য (আল্লাহ্‌র) অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য এক নিকৃষ্ট বাসস্থান রহিয়াছে।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

২৭। আল্লাহ্‌ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক সমৃদ্ধ করেন এবং (যাহার জন্য চাহেন) সংকীর্ণ করেন। এবং তাহারা পার্থিব জীবনের উপরই উৎফুল্ল হয়, অথচ পার্থিব জীবন পরকালের মোকাবেলায় (সাময়িক) ভোগসামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযেল হয় নাই কেন?' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যে (তাঁহার প্রতি) পুনঃ পুনঃ অবনত হয় তিনি তাহাকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

২৯। যাহারা ঈমান আনে এবং যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

৩০। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে— তাহাদের জন্য সুখ-শান্তি এবং প্রত্যাবর্তনের উত্তম স্থান নির্ধারিত আছে।'

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৩১। এই ভাবে আমরা তোমাকে এমন এক জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছি যাহার পূর্বে অনেক জাতি বিগত হইয়াছে, যেন তুমি তাহাদের নিকট উহা পাঠ করিয়া শুনাও যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি, কেননা তাহারা রহমানকে (অসীম-অযাচিত দাতা আল্লাহ্‌কে) অস্বীকার করে। তুমি বল, 'তিনিই আমার প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে আর কোন মা'বুদ নাই। তাঁহার উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ
الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا
اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى
النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا
صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى
يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

৩২। যদি এমন কোন কুরআন হইত যাহা দ্বারা পর্বত সমূহকে পরিচালিত করা যাইত অথবা যাহা দ্বারা পৃথিবীকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা যাইত, অথবা উহা দ্বারা মৃতদের সহিত কথা বলা যাইত (তবুও এই সকল লোক ঈমান আনিত না)। বরং (ঈমান আনার) বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা কি জানিতে পারে নাই যে, যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে হেদায়াত দিতেন ? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য সর্বদা তাহাদের উপর কোন না কোন ভয়ংকর আযাব আসিতে থাকিবে অথবা তাহাদের গৃহের নিকট আপতিত হইতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩৩। নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলগণের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, আমি কিছু কালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; সুতরাং দেখ! আমার শাস্তি কেমন (ভয়ংকর) ছিল।

اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوْهُمْ اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا
لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। তবে কি তিনি, যিনি প্রত্যেক আত্মার উপর যাহা সে অর্জন করে, উহার সম্বন্ধে পর্যবেক্ষক আছেন (তাহাদিগকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিবেন)? তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থির করিয়া লইয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের নাম উল্লেখ কর।' তোমরা কি তাঁহাকে পৃথিবীর এমন বিষয়ের সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না, অথবা ইহা কি কেবল ফাঁকা বুলি ? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের ছলনা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথ হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তাহার জন্য কোন হেদায়াত-দাতা নাই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। তাহাদের জন্য এক আযাব (নির্ধারিত) আছে এই পার্থিব জীবনে এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব আরও কঠিনতর হইবে, এবং আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদের জন্য কোন রক্ষাকর্তা নাই।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

৩৬। মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—উহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, উহার ফল সমূহ চিরস্থায়ী এবং উহার ছায়াও। ইহা ঐ

وَعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

সকল লোকের পুরস্কার যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, এবং কাফেরদের পরিণাম হইবে আগুন ।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٦﴾

৩৭ । এবং যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, তাহারা তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহাতে আনন্দিত হয় । এবং এই (বিভিন্ন) দলগুলির মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা ইহার (কতক) অংশকে অস্বীকার করে । তুমি বল, 'আমাকে কেবল এই আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যেন আমি একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি । তাঁহার দিকেই আমি আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন ।'

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

৩৮ । এবং এইরূপে আমরা ইহাকে সুস্পষ্ট আদেশাকারে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি । এবং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরও যদি তুমি তাহাদের মন্দ বাসনার অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ্র মোকাবেলায় না তোমার কোন বন্ধু হইবে এবং না রক্ষাকারী ।

৫ [৬] ১১

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

৩৯ । এবং আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করিয়াছিলাম । এবং কোন রসূলের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না যে, সে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিদর্শন আনে । প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি নির্ধারিত বিধান আছে ।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

৪০ । আল্লাহ্ যাহা চাহেন বিলুপ্ত করেন এবং (যাহা চাহেন) প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহারই নিকট সকল নির্ধারিত বিধানের মূল উৎস রহিয়াছে ।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৪১ । এবং আমরা তাহাদের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যদি আমরা উহার কোন অংশ তোমাকে দেখাইয়া দিই অথবা যদি আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, সেই ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব কেবল (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং আমাদের উপর দায়িত্ব হিসাব গ্রহণ করা ।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

৪২ । তাহারা কি দেখে না যে, আমরা ভূ-পৃষ্ঠকে উহার প্রান্তসমূহ হইতে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ আদেশ দান করেন, কেহ তাঁহার আদেশকে বদলাইতে পারে না, এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও পরিকল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু সকল (কার্যকরী) পরিকল্পনা আল্লাহ্‌রই (আয়ত্বাধীন)। প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিতেছে, তিনি তাহা অবহিত; এবং অচিরেই কাফেরগণ জানিতে পারিবে—পরকালের আবাসস্থলের (ভাল) পরিণাম কাহার জন্য।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ۗ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿٤٣﴾

৪৪। যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'তুমি রসূল নহ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তিও যাহার নিকট এই কিতাবের জ্ঞান আছে।'

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ

১৪-সূরা ইব্‌রাহীম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ②

২। আলিফ লাম রা। (ইহা) কামিল কিতাব, যাহা আমরা তোমার উপর এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন তুমি মানব জাতিকে তাহাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে—

اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ ③

৩। সেই আল্লাহ্‌র (পথে), যাঁহার অধিকারে আছে আকাশ-সমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই। এবং কাফেরদের জন্য কঠোর শাস্তির কারণে—দুর্ভোগ——।

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ④

৪। যাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের মোকাবেলায় প্রিয়তর জ্ঞান করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং উহাকে বক্র করিতে চাহে। ইহারাই ঘোরতর ভ্রান্তিতে পড়িয়া রহিয়াছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑤

৫। এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তাহার জাতির ভাষায় ওহী (করিয়া) পাঠাইয়াছি, এইজন্য যেন সে তাহাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পথ-ভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ⑥

৬। এবং আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম (এই বলিয়া যে), 'তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিনগুলি স্মরণ করাও।' নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল, সকৃতজ্ঞ লোকের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝٦

৭। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন যাহারা তোমাদিগকে ভীষণ কষ্ট দিত এবং তোমাদের পুত্রদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। বস্তুতঃ ইহাতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧

৮। এবং যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হইয়া চল তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আরও অধিক দান করিব; কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٨

৯। এবং মূসা বলিয়াছিল, 'যদি তোমরা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ সকল লোক অকৃতজ্ঞতা কর, তথাপি (আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, কেননা) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই স্বনির্ভর, প্রশংসাভাজন।'

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝٩

১০। তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল (যেমন), নূহ, আদ এবং সামূদের জাতি এবং যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছিল যাহাদিগকে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই অবগত নহে? যখন তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছিল তখন তাহারা তাহাদের হস্ত দ্বারা তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'যে বিষয়সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিলাম, কারণ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত আছি।'

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝١٠

১১। তাহাদের রসূলগণ বলিয়াছিল, '(তোমাদের) কি সেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে সন্দেহ, যিনি আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে এই জন্য আহ্বান করিতেছেন, যেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দান করেন।' তাহারা বলিল, 'তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু নহ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিয়া আসিতেছে তোমরা উহা হইতে আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে চাহিতেছ। তাহা হইলে তোমরা আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আন।'

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। তাহাদের রসূলগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদের মতই মানুষ বটে, কিন্তু আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন বিশেষ অনুগ্রহ করেন। এবং ইহা আমাদের আয়ত্বাধীন নহে যে, আল্লাহ্র আদেশ ব্যতিরেকে আমরা তোমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ আনি। এবং মো'মেনগণকে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিত;

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩। এবং কেনইবা আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিব না, অথচ তিনিই তো আমাদিগকে আমাদের সঠিক পথ দেখাইয়াছেন ? অতএব, তোমরা আমাদিগকে যে কষ্ট দিতেছ উহার উপর আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করিব। বস্তুতঃ নির্ভরশীলগণকে একমাত্র আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিত।

২ [৬] ১৪

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা তাহাদের রসূলগণকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে নিশ্চয় আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' তখন তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রতি ওহী করিলেন, 'আমরা অবশ্যই যালেমদিগকে নিপাত করিব,

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿١٥﴾

১৫। এবং আমরা তাহাদের পরে তোমাদিগকে অবশ্যই এই দেশে বসবাস করাইব। ইহা (এই প্রতিশ্রুতি) সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার মোকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।'

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿١٦﴾

১৬। এবং তাহারা বিজয় প্রার্থনা করিল; ফলতঃ প্রত্যেক স্বৈরাচারী (সত্যের) শত্রু পরাভূত হইল;

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٧﴾

১৭। তাহার সামনে রহিয়াছে জাহান্নাম, এবং তাহাকে অত্যন্ত গরম পানি পান করানো হইবে।

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٨﴾

১৮। সে ইহা অল্প অল্প করিয়া পান করিবে এবং উহা সহজে গিলিতে পারিবে না। এবং সর্বস্থান (ও সর্বদিক) হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে, (তথাপি) সে মরিবে না। এবং ইহা ছাড়াও (তাহার জন্য) ভয়ানক আযাব নির্ধারিত রহিয়াছে।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۨ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ

১৯। যাহারা তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্ম সমূহের দৃষ্টান্ত সেই ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবল বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু

مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑲

অর্জন করিয়াছে উহার মধ্যে কোন অংশের উপরই তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে না। বস্তুতঃ ইহাই চরম পর্যায়ের ধ্বংস,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ⑳

২০। তুমি কি প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ㉑

২১। এবং ইহা আল্লাহ্‌র জন্য (আদৌ) কঠিন নহে।

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ㉒

২২। তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইবে; তখন দুর্বল লোকেরা ঐ সকল লোকদিগকে বলিবে যাহারা অহংকার করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণকারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি (এখন) আমাদের উপর হইতে আল্লাহ্‌র আযাবের কিয়দংশ দূর করিতে পার। তাহারা বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের অধৈর্য হওয়া অথবা আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উভয়ই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পরিত্রাণের কোন পথ নাই।'

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ㉓

২৩। এবং যখন সব বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে তখন শয়তান বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আমিও তোমাদিগকে এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, আমি তোমাদিগকে কেবল (আমার দিকে) ডাক দিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করিও না, বরং নিজদিগকেই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনিতে পারিব না এবং তোমরাও আমার ফরিয়াদ শুনিতে পারিবে না। তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিয়াছিলে, আমি পূর্বেই তাহা অস্বীকার করিয়াছি। যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।'

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ㉔

২৪। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এমন বাগান সমূহে দাখিল করানো হইবে, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, তাহারা উহাতে সদা বাস করিবে, সেখানে তাহাদের (পরস্পরের) সম্ভাষণ হইবে 'সালাম' (শান্তি)।

২৫ । তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলিয়া উপমাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহ আকাশে (বিস্তৃত) রহিয়াছে ?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

২৬ । উহা স্বীয় প্রভুর আদেশক্রমে সদা ফল দিতেছে । এবং আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৭ । এবং মন্দ বাক্যের উপমা মন্দ বৃক্ষের ন্যায়, যাহাকে ভূমির উপর হইতে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই ।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৮ । যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্‌ এই স্থায়ী বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে ইহজগতে স্থায়িত্ব দান করেন এবং পরজগতেও; এবং আল্লাহ্‌ যালেমদিগকে পথ ভ্রষ্ট হইতে দেন । এবং আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন তাহাই করেন ।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ ع

৪ (৬) ১৬

২৯ । তুমি কি ঐ সকল লোকের অবস্থা লক্ষ্য কর নাই, যাহারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে । এবং তাহারা তাহাদের জাতিকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত করিয়াছে—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

৩০ । জাহান্নামে, সেখানে তাহারা জ্বলিতে থাকিবে এবং উহা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান !

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

৩১ । এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সমকক্ষ স্থির করিয়াছে যেন তাহারা (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে । তুমি বল, 'তোমরা সাময়িক সুখ-সম্ভোগ করিয়া লও, অতঃপর, নিশ্চয় তোমাদিগকে আগুনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে ।'

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩২ । আমার যে সব বান্দা ঈমান আনিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বল যেন তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে রিয্‌ক দিয়াছিলাম উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে ঐ দিন আসিবার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব থাকিবে না ।

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

৩৩ । আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ

السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٣﴾

করিয়াছেন এবং তদ্বারা তোমাদের জন্য রিয্ক স্বরূপ বহু প্রকার ফল উৎপন্ন করিয়াছেন এবং তিনি জাহাজসমূহকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন ঐগুলি তাঁহার আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। এইরূপে তিনি নদীসমূহকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং তিনি তোমাদের সেবায় সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন, উভয়েই অবিরাম কর্তব্যরত আছে। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় রাত্রি এবং দিনকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং যাহা কিছু তোমরা তাঁহার নিকট চাহিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে সব দিয়াছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাহ তাহা হইলে তোমরা উহাদের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই যালেম, অকৃতজ্ঞ।

৫ ৭ ১৭

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! এই শহরকে তুমি শান্তি-ধাম করিও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিগণকে প্রতিমার উপাসনা হইতে দূরে রাখিও;

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٧﴾

৩৭। হে আমার প্রভু! নিশ্চয় উহারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমার সহিত সম্পৃক্ত, এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, সেই ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয় অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর হইতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করাইয়াছি। হে আমাদের প্রভু! যেন তাহারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি লোকদের অন্তঃকরণকে এইরূপ করিয়া দাও যেন তাহারা তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয্ক দান কর যেন তাহারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে;

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٩﴾

৩৯। হে আমাদের প্রভু! যাহা কিছু আমরা গোপন করি এবং যাহা কিছু আমরা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই অবগত। এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন বস্তু ভূতলেও গোপন থাকিতে পারে না এবং নভোমণ্ডলেও না;

৪০। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু সদা দোয়া শ্রবণকারী;

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٤٠﴾

৪১। হে আমার প্রভু! আমাকে নামায কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরকেও। হে আমাদের প্রভু! (আমার উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর) এবং আমার দোয়া কবুল কর;

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤١﴾

৪২। হে আমাদের প্রভু! যে দিন হিসাব কায়েম হইবে সেই দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মো'মেনগণকে ক্ষমা করিও।'

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤٢﴾

৬ [৭] ১৮

৪৩। এবং এই যালেমগণ যাহা কিছু করিতেছে উহা হইতে তুমি আল্লাহ্‌কে কখনও গাফেল মনে করিও না। তিনি তাহাদিগকে কেবল সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিতেছেন যেই দিন (তাহাদের) চক্ষুগুলি (আতঙ্কে) বিস্ফারিত হইবে;

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাহারা তাহাদের মাথা উঁচু করিয়া আতংকে দৌড়াইতে থাকিবে, তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না, এবং তাহাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইবে।

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং তুমি লোকদিগকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর যেদিন তাহাদের উপর শাস্তি আসিবে, তখন যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে স্বল্প কালের জন্য অবকাশ দান কর, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রসূলগণকে অনুসরণ করিব।' (তিনি বলিবেন,) 'তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খাও নাই যে তোমাদের অধঃপতন ঘটিবে না?

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। অথচ তোমরা সেই সকল লোকের গৃহেই বসবাস করিতেছ, যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল যে, আমরা তাহাদের সংগে কি ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং তোমাদের নিকটে আমরা সকল উপমা (সবিস্তারে) বর্ণনা করিয়াছি।'

وَّسَكَنْتُمْ فِىْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তাহারা তাহাদের সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরিকল্পনাসমূহ আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে। যদিও তাহাদের পরিকল্পনা এমনই হউক না কেন যদ্দারা পাহাড়ও স্বস্থান হইতে টলিয়া যায় (তথাপি তাহারা সফল-কাম হইবে না)।

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٧﴾

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৪৮। অতঃপর, তুমি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কখনও এই ধারণা করিও না যে, তিনি তাঁহার রসূলগণের সহিত কৃত নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

৪৯। সেই দিন যখন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হইবে এবং আকাশ সমূহকেও, এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইবে, যিনি এক-অদ্বিতীয় মহাপ্রতাপশালী।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝

৫০। এবং সেইদিন তুমি অপরাধীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝

৫১। তাহাদের জামাগুলি (যেন) আলকাতরা নির্মিত এবং আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করিবে।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৫২। (ইহা এই জন্য হইবে) যেন আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিদান প্রদান করেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ ع

৫৩। ইহা লোকদের জন্য পূর্ণ উপদেশমূলক পয়গাম, এবং (এই জন্যও) যেন তাহাদিগকে ইহাদ্বারা (আসন্ন শাস্তি সম্বন্ধে) পূর্ণরূপে সতর্ক করা যায় এবং তাহারা যেন জানে যে, তিনিই একমাত্র সত্যিকার মা'বূদ, এবং (এই জন্যও) যে, বুদ্ধিমান লোক যেন উপদেশ গ্রহণ করে।

১] ১

سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ

(১৫)

১৫-সূরা আল্ হিজ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০০ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

১৪শ পারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ②

২। আলিফ লাম রা। এইগুলি এক কামিল (পূর্ণ) কিতাব এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ③

৩। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা প্রায়ই কামনা করেঃ হায়! তাহারাও যদি মুসলমান হইত।

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ④

৪। তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যেন তাহারা আহার-বিহার এবং সুখ-ভোগ করিয়া বেড়ায় এবং বৃথা আশা-আকাংখা তাহাদিগকে গাফেল করিতে থাকে, অতএব অচিরেই তাহারা (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে।

وَ مَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ⑤

৫। এবং আমরা কখনও কোন জনপদকে (পূর্ব হইতে) উহার জন্য স্থিরীকৃত বিধান ব্যতিরেকে ধ্বংস করি না।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑥

৬। কোন জাতি তাহার (ধ্বংসের) মিয়াদকে ছাড়াইয়া (বাঁচিয়া) যাইতে পারে না এবং পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না।

وَ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ⑦

৭। এবং তাহারা বলিল, 'হে ঐ ব্যক্তি যাহার উপর এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি পাগল,

لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑧

৮। যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কেন আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাদিগকে আনয়ন কর না?'

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ⑨

৯। আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে অবতীর্ণ করি না, যথার্থ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং (যখন তাহাদিগকে অবতীর্ণ করি) তখন তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) অবকাশ দেওয়া হয় না।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑩

১০। নিশ্চয় আমরাই এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ⑪

১১। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে (বহু রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٢﴾

১২। এবং তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই যাহার সহিত তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই।

كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

১৩। এইরূপেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে উহা (বিদ্রূপ করার প্রবণতা) প্রবেশ করাইয়া দিই,

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾

১৪। তাহারা ইহার (কুরআনের) উপর ঈমান আনে না, অথচ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হইয়া গিয়াছে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٥﴾

১৫। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর আকাশের কোন দরজা খুলিয়া দিই এবং তাহারা উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٦﴾

১৬। তথাপি তাহারা অবশ্য এইরূপই বলিতে থাকিবে, 'আমাদের চক্ষুগুলিকে কেবল মাত্র সম্মোহিত করা হইয়াছে; বরং আমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে যাদু করা হইয়াছে।'

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٧﴾

১৭। এবং আমরা আকাশে কক্ষপথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি এবং দর্শকদের জন্য উহাকে শোভা-মণ্ডিত করিয়াছি।

وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٨﴾

১৮। এবং আমরা উহাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হইতে হিফাযত করিয়াছি।

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾

১৯। কিন্তু যে ব্যক্তি চুরি করিয়া কোন (ওহীর) কিছু শুনিয়া লয় (এবং বিকৃত করিয়া ছড়ায়), তখন এক অতি উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তাহার পিছনে ধাওয়া করে।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿٢٠﴾

২০। এবং ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করিয়াছি এবং উহাতে মযবূত পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং উহাতে সর্বপ্রকার বস্তু সু-পরিমিত ভাবে উৎপন্ন করিয়াছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢١﴾

২১। এবং উহাতে আমরা নানা প্রকার উপজীবিকা সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাহাদের রিয্‌ক-দাতা নহ তাহাদের জন্যও।

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

২২। এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহার (অফুরন্ত) ভাণ্ডার সমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যতিরেকে উহা অবতীর্ণ করি না।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং আমরা বোঝা বহনকারী-সংযোজনকারী বায়ুরাশি প্রেরণ করি, অতঃপর মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ করি, তৎপর আমরাই তোমাদিগকে উহা পান করাই; বস্তুতঃ তোমরা উহার সঞ্চয়কারী নহ।

২৪। এবং নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই এবং আমরাই একমাত্র উত্তরাধিকারী।

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

২৫। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা অগ্রে গমন করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে জানি, এবং তাহাদিগকেও আমরা জানি যাহারা পশ্চাতে রহিয়াছে।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৬। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তাহাদিগকে সমবেত করিবেন। নিশ্চয় তিনিই পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

ع وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

[১০] ২

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সৃষ্টি করিয়াছি (খন্‌খনে) শুষ্ক কাদা অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

২৮। এবং ইতিপূর্বে আমরা জিন্নকে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ুর আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

২৯। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি খনেখনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

৩০। অতঃপর, যখন আমি তাহার গঠনকার্য সুসম্পন্ন করি এবং তাহার মধ্যে আমার বাণী হইতে কিছু বাণী ফুৎকার করি, তখন তোমরা তাহার (আনুগত্যের) জন্য সেজদায় পড়িয়া যাও।'

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

৩১। সুতরাং ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই সমবেতভাবে সেজদা করিল—

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

৩২। ইবলীস ব্যতিরেকে; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

৩৩। তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হইয়াছে যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?'

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

৩৪। সে বলিল, 'আমি এমন নহি যে, এইরূপ এক মানুষের জন্য সেজদা করি যাহাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ খন্‌খনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।'

قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি নিশ্চয় বিতাড়িত,

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং নিশ্চয় বিচার-দিবস পর্যন্ত তোমার উপর অভিসম্পাত।'

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহা হইলে সেই দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যেদিন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত —

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

৩৯। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।'

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করিয়াছ, অতএব নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য পৃথিবীতে (বিপথগামিতাকে) সুশোভিত করিয়া দেখাইব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকে বিপথগামী করিব,

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

৪১। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার নিষ্ঠাবান মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

৪২। তিনি বলিলেন, 'আমার দিকে আসিবার ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ;

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর কখনও তোমার কোন আধিপত্য হইবে না, তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা পথভ্রষ্টদের মধ্য হইতে তোমার অনুসরণ করিবে।'

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম তাহাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান—

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। যাহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে এক নির্ধারিত অংশ থাকিবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। নিশ্চয় মোত্তাকীগণ জান্নাত ও ঝরণাসমূহে থাকিবে।

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। 'তথায় তোমরা শান্তির সহিত নিরাপদে প্রবেশ কর।'

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তাহাদের বক্ষঃসমূহে যেসকল বিদ্বেষ থাকিবে, আমরা উহা দূর করিয়া দিব, তাহারা ভাই ভাই হইয়া সামনাসামনি আসনে (উপবিষ্ট) হইবে;

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯। উহাতে তাহাদিগকে ক্লান্তিও স্পর্শ করিবে না, এবং উহা হইতে তাহারা বহিষ্কৃতও হইবে না।

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾

৫০। (হে নবী!) আমার বান্দাদিগকে তুমি এই সংবাদ অবহিত কর যে, নিশ্চয় আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾

৫১। এবং (ইহাও) যে, আমার শাস্তি নিশ্চয় বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং তুমি তাহাদিগকে ইব্‌রাহীমের মেহমানগণ সম্বন্ধে অবহিত কর।

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩। যখন তাহারা তাহার নিকট আসিল তখন অহারা সালাম বলিল। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য ভীত।'

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٤﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক মহাজ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি।'

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫। সে বলিল, 'আমাকে বার্ধক্য স্পর্শ করা সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ দিতেছ? অতএব, কিসের (ভিত্তিতে) তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিতেছ?'

قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিয়াছি, সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٧﴾

৫৭। সে বলিল, 'একমাত্র পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে স্বীয় প্রভুর রহমত হইতে হতাশ হইতে পারে?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮। সে বলিল, 'হে প্রেরিতগণ!, তোমাদের (আগমনের) মুখ্য উদ্দেশ্য কি?'

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٠﴾

৬০। কেবল লূতের অনুগামীগণ ব্যতীত। নিশ্চয় তাহাদের সকলকে আমরা রক্ষা করিব,

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦١﴾

৬১। তাহার স্ত্রী ব্যতীত। আমরা অবধারিত করিয়াছি যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

৪ [১৬] ৪

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। অতঃপর, যখন প্রেরিতগণ লূতের (এবং তাহার) অনুগামীগণের নিকট আসিল;

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অপরিচিত দল।'

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তাহারা বলিল, 'বরং (প্রকৃত বিষয় এই যে,) আমরা তোমার নিকট উহার (আযাবের) সংবাদ লইয়া আসিয়াছি যাহা সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছে ;

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমরা তোমার নিকট নিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী;

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। সুতরাং তুমি রাত্রির (শেষের) কোন অংশে নিজ পরিবারবর্গকে লইয়া চলিয়া যাও এবং তুমি স্বয়ং তাহাদের পশ্চাদানুসরণ কর। এবং তোমাদের মধ্যে যেন কেহ পিছনের দিকে ফিরিয়া না তাকায় এবং তোমাদিগকে যেস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তোমরা সকলে সেখানে চলিয়া যাও।'

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং আমরা তাহাকে এই কথা নিশ্চিত ভাবে জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, নিশ্চয় প্রভাত হওয়ার সংগে সংগে এই সকল লোকের মূল কাটিয়া দেওয়া হইবে।

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং সেই শহরের অধিবাসীরা আনন্দে উল্লাস করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল।

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহারা আমার মেহমান, সুতরাং তোমরা আমাকে অপদস্থ করিও না;

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না।'

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

৭১। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার লোক (আপ্যায়ন করা) হইতে বারণ করি নাই ?'

قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

৭২। সে বলিল, 'যদি তোমরা (আমার বিরুদ্ধে) কিছু করিতেই চাহ, তাহা হইলে আমার এই কন্যাগণ (তোমাদের মধ্যে জামিন স্বরূপ) আছে।'

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। (হে নবী !) তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয় তাহারাও নিজেদের মত্ততায় দিশাহারা হইয়া বেড়াইতেছে।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতঃপর, সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দকারী আযাব সূর্যোদয়কালে তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

৭৫। তখন আমরা উহার ঊর্ধ্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিয়া দিলাম, এবং তাহাদের উপর কঙ্করজাত প্রস্তর বর্ষণ করিলাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬। নিশ্চয় ইহাতে বিচক্ষণ লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং নিশ্চয় উহা স্থায়ী মহা সড়কের উপর অবস্থিত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মোমেনদের জন্য নিদর্শন আছে।

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং জঙ্গলবাসীরাও অবশ্যই যালেম ছিল।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

৮০। সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং এই উভয় স্থানই উন্মুক্ত রাজপথে অবস্থিত।

ع ৫ [১৯] ৫

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং হিজরবাসীগণও আমাদের রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং আমরা তাহাদিগকেও আমাদের নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা ঐগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তাহারা নিরাপদে পাহাড়ে গৃহ খনন করিত।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪। কিন্তু প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (প্রতিশ্রুত) এক বিকট শব্দকারী আযাব তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। তখন তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিল উহা তাহাদের কোন কাজেই আসিল না।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা আমরা যথাযথভাবেই সৃষ্টি করিয়াছি; এবং সেই নির্দিষ্ট মুহূর্ত অবশ্যই আসিবে, সুতরাং তুমি খুব সুন্দরভাবে মার্জনা কর।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

৮৭। নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সপ্ত আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করিয়াছি।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক দলকে (সাময়িক) সুখ-সম্ভোগের যে উপকরণসমূহ দিয়াছি উহার দিকে তুমি তোমার চক্ষুদ্বয়কে কখনও সম্প্রসারিত করিও না, এবং তাহাদের জন্য দুঃখ করিও না ; এবং মো'মেনদের প্রতি তোমার (মমতার) ডানা ঝুঁকাইয়া রাখ।

وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং তুমি বল, 'নিশ্চয়ই আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। এইজন্য যে, আমরা তাহাদের উপর (শাস্তি) অবতীর্ণ (করার সিদ্ধান্ত) করিয়াছি; যাহারা (হে রসূল ! তোমার বিরুদ্ধে) নিজদিগকে বিভিন্নদলে বিভক্ত করিয়াছিল;

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

৯২। যাহারা কুরআনকে বহু মিথ্যার সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। অতএব, তোমার প্রভুর কসম, আমরা নিশ্চয় তাহাদের সকলের নিকট কৈফিয়ত তলব করিব;

عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। উহা সম্বন্ধে, যাহা তাহারা করিয়া আসিতেছিল।

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব, তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তুমি (লোকদের নিকট) সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মোশরেকদেরকে উপেক্ষা কর।

إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬। নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট —

ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। যাহারা আল্লাহ্‌র সংগে আরও মা'বূদ স্থির করিয়াছে; সুতরাং তাহারা অচিরেই (উহার পরিণাম) জানিতে পারিবে।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

৯৮। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে উহাতে তোমার অন্তঃকরণ সংকুচিত হইতেছে।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯। অতএব, তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

১০০। এবং তুমি তোমার উপর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদত করিতে থাক।

৬ ২০] ৬

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

১৬-সূরা আন্ নাহ্ল

ইহা মক্কী সূরা বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ②

২। আল্লাহ্র আদেশ আসন্ন, অতএব, তোমরা উহার জন্য তাড়াতাড়ি করিও না, তিনি পরম পবিত্র এবং তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ③

৩। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার উপর নিজ আদেশ দ্বারা বাণী সহ ফিরিশ্তাগণকে অবতীর্ণ করেন (এই বলিয়া) যে, 'তোমরা (লোকদিগকে) সতর্ক কর যে, আমি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই; অতএব, তোমরা আমারই তাক্ওয়া অবলম্বন কর।'

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ④

৪। তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ⑤

৫। তিনি মানুষকে এক নগণ্য শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি দেখ! সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ⑥

৬। আর চতুষ্পদ জন্তু— উহাদিগকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তাপের উপকরণ এবং নানাবিধ উপকার নিহিত আছে এবং উহাদের মধ্যে হইতে কতককে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ⑦

৭। এবং উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে সৌন্দর্য, যখন তোমরা উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গোধূলী লগ্নে(গৃহে) লইয়া আস এবং যখন তোমরা উহাদিগকে প্রভাতে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখনও।

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ⑧

৮। এবং তাহারা তোমাদের বোঝা বহন করিয়া দূরবর্তী শহরে-বন্দরে লইয়া যায়, যেখানে তোমরা নিজদিগকে কঠিন ক্লেশে না ফেলিয়া পৌঁছিতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

৯। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) ঘোড়া এবং খচ্চর এবং গাধা, যেন তোমরা এইগুলিতে আরোহণ করিতে পার, এবং শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণরূপে (ব্যবহার করিতে পার)। এবং তিনি আরও এমন কিছু সৃষ্টি করিবেন যাহা তোমরা (এখন) জান না।

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

১০। এবং সোজা পথ ধরাইয়া দেওয়াও আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রহিয়াছে, এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঁকা পথও আছে। কিন্তু যদি তিনি (বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে) চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দান করিতেন।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

১১। তিনিই তো (তোমাদের জন্য) মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন, উহা হইতে তোমাদের জন্য পানীয় সরবরাহ হয়, এবং উহা দ্বারা সেই সকল বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হয় যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক।

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

১২। তিনি উহার দ্বারা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, যায়তুন, খর্জুরবৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্ব প্রকার ফল উৎপন্ন করেন। ইহাতে নিশ্চয় ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং তিনি রাত্রি ও দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশে নক্ষত্ররাজিও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায়।

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং ভূ-পৃষ্ঠে তিনি বিবিধ বর্ণের যে সকল বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন উহাও (তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন)। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় সমুদ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তোমরা উহা হইতে তাজা গোশ্‌ত খাও এবং উহা হইতে সংগ্রহ করিয়া আন অলংকার যাহা তোমরা পরিধান করিয়া থাক। এবং তুমি উহার মধ্যে জাহাজগুলিকে (পানি) চিরিয়া চলিতে দেখিতেছ, যেন তোমরা (উহাতে আরোহণ করিয়া) তাঁহার আরও অন্যান্য অনুগ্রহের সন্ধান লাভ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

১৬। এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়াছেন মযবূত পর্বতমালা যেন উহা তোমাদিগকে লইয়া (এদিক ওদিক) টলিতে না পারে, এবং এইভাবে নদীমালা এবং পথসমূহ-কেও যাহাতে তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পার

وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾

১৭। এবং তিনি অপর কতকগুলি চিহ্নও (সংস্থাপন করিয়াছেন), এবং তাহারা নক্ষত্ররাজি দ্বারাও পথের দিশা পায়।

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٨﴾

১৮। অতএব, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহার মত যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾

১৯। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে গণনা করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমরা আদৌ উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর, তাহা আল্লাহ্ জানেন।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢١﴾

২১। এবং তাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে (মা'বূদরূপে) ডাকে, তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্ট।

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٢﴾ ع ২ [১২] ৮

২২। (তাহারা) সকলেই মৃত, জীবিত নহে, এবং তাহারা জানে না কখন তাহাদিগকে উত্থিত করা হইবে।

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ। প্রকৃত পক্ষে যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না, তাহাদের অন্তঃকরণ (সত্য সম্বন্ধে) অজ্ঞাত এবং তাহারা অহংকারী।

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৪। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ নিশ্চয় উহা জানেন যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও (জানেন) যাহা তাহারা প্রকাশ করে। আল্লাহ্ অহংকারীদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করিয়াছেন ?' তখন তাহারা বলে, 'পূর্ববর্তী লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র।'

لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। পরিণামে তাহারা কিয়ামতের দিনে নিজেদের (পাপের) পূর্ণ বোঝা বহন করিবে এবং ঐ সকল লোকের বোঝা হইতেও (একাংশ) বহন করিবে যাহাদিগকে তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ পথভ্রষ্ট করিতেছে। জানিয়া রাখ! তাহারা যে বোঝা বহন করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারাও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের (ষড়যন্ত্রের) প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আসিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাদের ঊর্ধ্বদেশ হইতে ছাদগুলি তাহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল; এবং আযাব এমন পথ দিয়া তাহাদের উপর আসিয়াছিল যে, তাহারা উহার ধারণাও করে নাই।

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَٰٓقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। অতঃপর, কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং বলিবেন, 'আমার সেই শরীকগণ কোথায় যাহাদের ব্যাপারে তোমরা (আমার নবীদের সহিত) শত্রুতা করিতে?' যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইবে, তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আজ কাফেরদের উপর লাঞ্ছনা এবং অনিষ্ট ও ক্লেশ (আপতিত) হইবে;

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا۟ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। যাহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যখন তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিতে থাকে; তখন তাহারা (এই বলিয়া) আত্মসমর্পণ করিবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না।' (তখন তাহাদিগকে বলা হইবে) 'এইরূপ নহে, বরং তোমরা যে কর্ম করিতে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে অবহিত আছেন,

فَٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে দীর্ঘকাল বসবাস করিবার জন্য। কেননা অহংকারীদের বাসস্থান অবশ্যই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।'

وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا۟ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদিগকে (যখন) বলা হইল, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করিয়াছেন?' তখন তাহারা বলিল, 'কল্যাণ'। যাহারা উত্তম কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেও কল্যাণ আছে এবং পরকালের ঘর অধিকতর উত্তম হইবে। এবং মুত্তাকীগণের ঘর কতই না উত্তম!

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

৩২। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে; উহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। উহার

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

মধ্যে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই পাইবে। আল্লাহ্ এইরূপেই মুত্তকীগণকে পুরস্কার দিয়া থাকেন,

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। যাহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যে তাহারা পবিত্র, (তাহাদিগকে) তাহারা বলে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। তোমরা যে কর্ম করিতে উহার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।'

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তাহারা (কাফেররা) কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছে যে, ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট আগমন করুক অথবা তোমার প্রতিপালকের আদেশ আসুক; এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীগণও করিয়াছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টসমূহ তাহাদের উপর আপতিত হইল এবং যাহা লইয়া তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে ঘেরাও করিল।

৪ [৮] ১০

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা বলে 'যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা তিনি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না তিনি ব্যতিরেকে আমরা (আপনা হইতে) কোন বস্তুকে হারাম করিতাম।' তাহারাও এইরূপ (সত্যের বিরোধিতা) করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল। অতএব, স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যতিরেকে রসূলগণের উপর আর কোন দায়িত্ব বর্তায় কি?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠাইয়াছিলাম (এই শিক্ষা দিয়া) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পূণ্যের পথে বাধাসৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান হইতে বাঁচিয়া চল। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কতকের ধ্বংস অবধারিত হইল। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। যদি তুমি তাহাদের হেদায়াতের অতিশয় আগ্রহ রাখ, তাহা হইলে (জানিও যে), যাহারা (লোকদিগকে) পথভ্রষ্ট করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ কখনও হেদায়াত দান করেন না, এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারীও নাই।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলে যে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ কখনও তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন না। এইরূপ ধারণা ঠিক নহে, বরং ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে জানে না।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٤٠﴾

৪০। (তিনি মানুষকে পুনরায় এই জন্য জীবিত করিবেন) যেন তিনি তাহাদের নিকট সেই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেন, যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা যেন জানিতে পারে যে, তাহারাই মিথ্যাবাদী ছিল।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤١﴾

৪১। কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন আমরা সঙ্কল্প করি, আমাদের কথা ইহাই হয় যে, আমরা উহাকে বলি, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং যাহারা তাহাদের উপর যুলুম হইবার পর আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করিয়াছে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এই দুনিয়াতে উত্তম স্থান দিব, এবং পরকালের পুরস্কার নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর হইবে, যদি তাহারা জানিত—

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩। যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই রসূলরূপে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ওহী করিয়াছি—অতএব, তোমরা যদি না জান তাহা হইলে আহ্‌লে যিক্‌রকে (কিতাবধারীগণকে) জিজ্ঞাসা কর—

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫। স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও ঐশী পুস্তিকাসমূহসহ। এবং আমরা তোমার নিকট এই 'যিক্‌র' নাযেল করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে সেই ঐশী আদেশ, যাহা তাহাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে, সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং যেন তাহারা চিন্তা করে।

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬। যাহারা (তোমার) অনিষ্ট সাধনের ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে তাহার কি এই বিষয় হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তাহাদের উপর শাস্তি এমন পথে আসিতে পারে যাহা তাহারা ধারণাও করিতে পারিবে না ?

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। অথবা তিনি তাহাদিগকে তাহাদের চলা ফিরার মধ্যে ধৃত করিতে পারেন ? সুতরাং তাহারা (আল্লাহ্‌কে তাঁহার পরিকল্পনায়) কখনও অক্ষম করিতে পারিবে না।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾

৪৮। অথবা তাহাদিগকে ক্রমানুয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া ধৃত করিতে পারেন ? বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। তাহারা কি আল্লাহ্‌র সম্মুখে সেজদাবনত হইয়া ইহা দেখে নাই যে, আল্লাহ্ যে সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উহার ছায়াসমূহ ডান এবং বাম দিক হইতে এদিক ওদিক স্থান বদলাইতেছে এবং তাহারা লাঞ্ছিত হইতেছে ?

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং জীবজন্তু হইতে যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র জন্য সেজদাবনত আছে এবং ফিরিশ্‌তাগণও, এবং তাহারা অহংকার করে না।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ ع

৫১। তাহারা তাহাদের উপরস্থ প্রতিপালককে ভয় করে, এবং তাহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয় তাহারা তাহাই পালন করে।

সেজদা-৩ [১৬] ১২

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾

৫২। এবং আল্লাহ্ বলিয়াছেন, 'তোমরা দুই মা'বূদ গ্রহণ করিও না। কেবল তিনিই এক-অদ্বিতীয় মা'বূদ। সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।'

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সব কিছু তাঁহারই, সুতরাং চিরস্থায়ী আনুগত্য তাঁহারই জন্য। তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যদিগকে নিজেদের রক্ষার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিবে ?

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যে নেয়ামতই তোমাদের কাছে আছে উহা আল্লাহ্‌রই নিকট হইতে আসিয়াছে। অতঃপর, যখন কোন কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁহারই নিকট (সাহায্যের জন্য) ফরিয়াদ করিয়া থাক।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদের নিকট হইতে কষ্ট দূর করিয়া দেন, তখন তোমাদের মধ্য হইতে একদল সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতিপালকের সহিত শরীক করিতে আরম্ভ করে,

لِيَكْفُرُوا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۭ فَتَمَتَّعُوْا ۣ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৬। পরিণাম এই হয় যে, আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসে। ভাল ! তোমরা অল্পক্ষণের জন্য সম্ভোগ করিয়া লও। অতঃপর তোমরা অচিরেই ইহা জানিতে পারিবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۭ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে একাংশ তাহারা তাহাদের (সেই সকল কল্পিত মা'বূদদের) জন্য নির্দিষ্ট করে যাহাদের (বাস্তবতা) সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা যাহা কিছু মিথ্যারূপে নিজেদের পক্ষ হইতে রচনা করিতেছ উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করা হইবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

৫৮। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাগণ ধার্য করে; তিনি (এই সব বিষয় হইতে) অতি পবিত্র; এবং তাহাদের নিজেদের জন্য উহা (ধার্য করে) যাহা তাহারা পসন্দ করে।

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝

৫৯। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা-সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে মনঃকষ্ট অবদমন করিতে থাকে;

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْۗءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۭ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

৬০। তাহাকে যাহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে উহার অমঙ্গল হেতু লোকদের নিকট হইতে সে আত্মগোপন করিয়া বেড়ায়। (এবং চিন্তা করে) সে কি কলঙ্ক সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবে না মাটিতে পোঁতিয়া দিবে ? সাবধান ! তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে উহা অতি মন্দ।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ع ١٣

৬১। যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের অবস্থা অতি মন্দ; বস্তুত সর্বোচ্চ গুণসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاۗبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৬২। এবং যদি আল্লাহ্ লোকদিগকে তাহাদের যুলুম করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন; অতঃপর যখন তাহাদের মেয়াদ আসিয়া যায়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۭ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ

৬৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য উহা ধার্য করে, যাহা তাহারা (নিজেদের জন্যও) অপসন্দ করে; এবং তাহাদের জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বলে যে, তাহাদের জন্য নিশ্চয় মঙ্গলই

مُفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾

অবধারিত আছে । নিঃসন্দেহে, তাহাদের জন্য আগুন অবধারিত আছে এবং (তথায়) তাহাদিগকে সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হইবে ।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪ । আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা তোমার পূর্বে অবশ্যই সকল জাতির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর শয়তান তাহাদের কর্মসমূহকে তাহাদের নিকট মনোরম করিয়া দেখাইল । সুতরাং আজ সে-ই তাহাদের অভিভাবক হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫ । এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব এই জন্যই নাযেল করিয়াছি যেন তুমি (ইহা দ্বারা) তাহাদের নিকট উহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা কর যাহার সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর মতভেদ করিয়াছে এবং (আমরা ইহা নাযেল করিয়াছি) হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ ঐ জাতির জন্য যাহারা ঈমান আনয়ন করে ।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬ । এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন। যে সকল লোক (হক্ কথা) শ্রবণ করে তাহাদের জন্য অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ।

৮ [৫] ১৪

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭ । এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যেও নিশ্চয় শিক্ষণীয় বিষয়াবলী আছে । আমরা তোমাদিগকে পান করাই উহা হইতে যাহা কিছু তাহাদের উদরে আছে—গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে—বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদের জন্য পরম সুপেয় ।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮ । এবং খেজুর ও আঙ্গুর ফল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাক নিশ্চয় ইহাতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে যাহারা বুদ্ধি-বিবেচনা করে ।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯ । এবং তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওহী করিলেন যে, 'তুমি পর্বতমালা ও বৃক্ষ-সমূহে এবং তাহারা (মানুষেরা) যে মাচাসমূহ প্রস্তুত করে উহাতে গৃহ নির্মাণ কর,

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০ । অতঃপর, প্রত্যেক প্রকার ফল হইতে কিছু কিছু খাও এবং তোমার প্রভুর (শিখানো) সহজ পথসমূহে চল ' উহাদের উদর হইতে এক প্রকার পানীয় নির্গত হয় যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন যাহাতে রহিয়াছে মানুষের জন্য আরোগ্য। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧١﴾

৭১। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যাহাদিগকে বয়সের নিকৃষ্টতম অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়, যাহার ফলে জ্ঞান লাভের পর পুনরায় সে সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হইয়া যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۗ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের উপর রিয্‌কের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যাহাদিগকে সমৃদ্ধি প্রদান করা হইয়াছে তাহারা নিজেদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত লোককে তাহাদের রিয্‌ক ফেরত দিতে আদৌ প্রস্তুত নহে যাহাতে তাহারা সকলেই উহাতে সমান সমান হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও কি তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে ?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে (তোমাদের মত অনুভূতি সম্পন্ন) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া হইতে পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে রিয্‌ক দান করিয়াছেন। তবুও কি তাহারা অলীক বস্তুর উপর ঈমান আনিবে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করিবে ?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া এমন কিছুর উপাসনা করিতেছে যে তাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়ার কোন অধিকার রাখে না এবং না কোন ক্ষমতা তাহাদের আছে।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। অতএব, (হে মোশরেকগণ!) তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য উপমা বর্ণনা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। আল্লাহ্ এমন এক অধীনস্থ বান্দার উপমা বর্ণনা করিতেছেন যাহার কোন বিষয়ের উপর কোন ক্ষমতা নাই; অপরদিকে এমন এক (স্বাধীন) ব্যক্তির (উপমা) যাহাকে আমরা নিজ সন্নিধান হইতে উত্তম রিয্‌ক দিয়াছি এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এই দুই ব্যক্তি কি সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং আল্লাহ্ এমন দুই ব্যক্তিরও উপমা বর্ণনা করিতেছেন—যাহাদের একজন বোবা, যাহার কোন বিষয়েই কোন ক্ষমতা নাই এবং সে তাহার মালিকের উপর বোঝা স্বরূপ; তাহার মালিক তাহাকে যেদিকেই পাঠায় সে কোন কল্যাণ লইয়া আসে না। সে এবং ঐ ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় এবং সে স্বয়ং সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত আছে?

১০ [৬] ১৬

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় (এর জ্ঞান) এক মাত্র আল্লাহ্‌র, এবং নির্দিষ্ট মুহূর্তের (আগমনের) বিষয়টি কেবল চক্ষুর নিমিষের ন্যায় অথবা উহা অপেক্ষাও নিকটতর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় বহির্গত করিয়াছেন যে, তোমরা কিছুই জানিতে না, এবং তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ ও চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। তাহারা কি পক্ষীকুলকে দেখে না যাহাদিগকে আকাশের ব্যোমমণ্ডলে নিয়োজিত করা হইয়াছে? ঐগুলিকে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ রুখিয়া রাখে না। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা ঈমান আনে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহসমূহকে তোমাদের জন্য বিশ্রামস্থল করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর চর্ম দ্বারাও গৃহসমূহ তৈরী করিয়াছেন যেগুলিকে তোমরা সফরের সময় হালকা বোধ কর এবং অবস্থান কালেও, এবং উহাদের চিকণ পশম এবং উহাদের মোটা পশম এবং উহাদের লোম হইতে তিনি এক নির্দিষ্ট সময়ের (ব্যবহারের) জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্তুসমূহও (প্রস্তুত করিয়াছেন)।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক ছায়া (দার বস্তু) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহেও আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তোমাদের জন্য নানা প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা তোমাদিগকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করে, এবং কতক পোষাক-পরিচ্ছদকে (সৃষ্টি করিয়াছেন) যাহা তোমাদিগকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এই ভাবে তিনি তোমাদের উপর তাঁহার নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা (পরিপূর্ণরূপে) আত্মসমর্পণ কর।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٣﴾

৮৩। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (সংবাদ) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে চিনে তবু তাহারা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের অধিকাংশই কাফের।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতি হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব, তখন যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে না (ওজর-আপত্তি করার) অনুমতি দেওয়া হইবে এবং না তাহাদের ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হইবে।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন না তাহাদের উপর হইতে উহা হ্রাস করা হইবে এবং না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা যখন তাহাদের শরীকদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদের সেই শরীকগণ যাহাদিগকে আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিতাম।' ইহাতে তাহারা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।'

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং সেইদিন তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যাহা কিছু নিজেদের তরফ হইতে মিথ্যা রচনা করিত, উহা তাহাদের (স্মৃতি) হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। যাহারা অস্বীকার করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে প্রতিরোধ করে আমরা তাহাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করিব, এই জন্য যে তাহারা দুষ্কার্য করিয়া বেড়াইত।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰؤُلَآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব; এবং আমরা (হে রসূল!) তোমাকেও তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। এবং আমরা আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য তোমার উপর এই পূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি— সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং হেদায়াত ও রহমত এবং সুসংবাদস্বরূপ।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

৯১। আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

৯২। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর—যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকা করিবার পর ভঙ্গ করিও না, কেননা তোমরা আল্লাহ্‌কে নিজেদের জামিন করিয়া লইয়াছ। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা জানেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। এবং তোমরা সেই মহিলার মত হইও না যে নিজের কাটা সূতাকে পাকা করিবার পর কাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিল। তোমরা নিজেদের শপথকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধোকার উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতেছ যেন এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারে। আল্লাহ্ ইহার দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ কিয়ামতের দিনে তিনি উহা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করিবেন।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং যদি আল্লাহ্ (বল প্রয়োগের) ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সকলকে একই উম্মতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সেই সম্বন্ধে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথকে একে অপরের ধোকার উপায় স্বরূপ করিয়া লইও না; নচেৎ (তোমাদের) কদম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্খলিত হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখার কারণে তোমাদিগকে দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে তখন তোমাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত হইবে।

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় যাহা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট আছে উহা তোমাদের জন্য উত্তম।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭। তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে উহা চিরকাল অবশিষ্ট থাকিবে। এবং যাহারা ধৈর্য ধারণ করে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার দান করিব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮। যে কেহ মো'মেন থাকা অবস্থায় সৎ কর্ম করিবে, সে নর হউক বা নারী, আমরা নিশ্চয় তাহাকে এক পবিত্র জীবন দান করিব, এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করিব।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٩﴾

৯৯। সুতরাং যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য নাই।

اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿١٠١﴾ ع

১০১। তাহার আধিপত্য একমাত্র তাহাদেরই উপর থাকে যাহারা তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখে এবং যাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে।

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২। এবং যখন আমরা কোন এক নিদর্শনের স্থলে অন্য এক নিদর্শন আনি বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করেন উহাকে (প্রয়োজনীয়তাকে) তিনি সর্বাধিক জানেন— তাহারা বলে, 'তুমি তো একজন মিথ্যা রচনাকারী।' বরং তাহাদের অধিকাংশ জানে না।

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। তুমি বল, 'রূহুল কুদুস (জিব্‌রাঈল) ইহাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ নাযেল করিয়াছে যেন (এতদ্দ্বারা) তিনি তাহাদিগকে (বিশ্বাসে) সুদৃঢ় করেন যাহারা ঈমান আনে, এবং যাহা আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য হেদায়াত এবং সুসংবাদ স্বরূপ।'

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٤﴾

১০৪। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বলে, তাহাকে অবশ্যই একজন মানুষ শিক্ষা দিয়া থাকে, (অথচ) তাহারা যাহার প্রতি (ইহা আরোপ করতঃ) ঝুঁকিয়া পড়িতেছে তাহার ভাষা আরবী নহে, কিন্তু ইহা (কুরআন) সুস্পষ্ট-প্রাঞ্জল আরবী ভাষা।

১০৫। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে না, তাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬। শুধু তাহারাইতো মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে না; বস্তুতঃ ইহারাই মিথ্যাবাদী।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। যে কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহাকে (অস্বীকার করিতে) বাধ্য করা হইয়াছে অথচ তাহার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত, কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসের জন্য নিজেদের বক্ষঃকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ আপতিত হইবে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে বড় শাস্তি।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٧﴾

১০৮। ইহা এই জন্য হইবে যে, তাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয়তর মনে করিয়াছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দেন না।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। ইহারাই সেই সকল লোক, যাহাদের হৃদয়ের এবং কর্ণের এবং চক্ষুর উপর আল্লাহ্ মোহরাঙ্কিত করিয়াছেন। এবং ইহারাই প্রকৃত গাফেল।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٩﴾

১১০। ইহারাই নিঃসন্দেহে পরকালে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١١٠﴾

১১১। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদেরই জন্য— যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর হিজরত করিয়াছে এবং (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জিহাদ করিয়াছে এবং ধৈর্য ধারণ করিয়াছে—নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١١﴾ ع

১৪ [১০] ২০

১১২। যেদিন প্রত্যেক আত্মা নিজ নিজ পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করিতে করিতে আসিবে, এবং প্রত্যেককেই তাহার কৃত-কার্যের প্রতিফল পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং আল্লাহ্ এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন যাহা সকল দিক দিয়া নিরাপদ ও সুখ শান্তিতে ছিল, যাহার রিয্‌ক সকল স্থান হইতে উহার নিকট পৌঁছিতেছিল, তথাপি উহা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করিল; সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন উহাকে ক্ষুধা

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

এবং ভয়ের পোষাকের (ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া) স্বাদ গ্রহণ করাইলেন।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতে একজন রসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে তাহাদিগকে আযাব ধৃত করিল এমতাবস্থায় যে তাহারা যুলুম করিতেছিল।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

১১৫। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা কেবল তাঁহার ইবাদত করিয়া থাক।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬। তিনি কেবল তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন মৃত-জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাকে (ঐগুলির মধ্য হইতে কোন বস্তু খাইতে) বাধ্য করা হয় এমতাবস্থায় যে সে অবাধ্য নহে এবং সীমালংঘনকারীও নহে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

১১৭। তোমাদের জিহ্বা যে সকল মিথ্যা বর্ণনা করে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া বলিও না, 'ইহা হালাল এবং ইহা হারাম,' ইহাতে তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনাকারী হইয়া যাইবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে, তাহারা সফলকাম হয় না।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮। (এই জীবন) ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্ভোগ; এবং (পরে) তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং যাহারা ইহুদী তাহাদের উপরও আমরা ইতিপূর্বে সেই সকল বস্তু হারাম করিয়াছিলাম যাহার উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করিয়াছি। আমরা তাহাদের উপর যুলুম করি নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিয়া আসিতেছিল।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

১২০। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের জন্য—যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে—ইহার পর নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۚ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিল সদ্‌গুণের পরম আদর্শ, আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢١﴾

১২২। সে তাঁহার নেয়ামতসমূহের জন্য সদা সকৃতজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন।

وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। এবং আমরা তাহাকে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করিয়াছিলাম এবং পরকালেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। অতঃপর, আমরা তোমার প্রতি এই ওহী করিলাম যে, তুমি নিষ্ঠাবান ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ কর এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। সাবাত্ দিবস (-এর বিধি লংঘনের শাস্তি) কেবল তাহাদের উপর ধার্য করা হইয়াছিল যাহারা এই সম্বন্ধে মতবিরোধ করিয়াছিল এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করিত।

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর যাহা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাধিক জানেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; এবং তিনি তাহাদিগকেও সর্বাধিক জানেন যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং যদি তোমরা (যালেমদিগকে) শাস্তি দিতে চাহ তাহা হইলে ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের উপর অন্যায় করা হইয়াছে এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের জন্য উত্তম।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। এবং (হে নবী!) তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার ধৈর্য ধারণ করা একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্য দ্বারাই হইতে পারে। এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে উহার জন্য তুমি বিমর্ষ হইও না।

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾ ع

১২৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন তাহাদের যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎকর্মশীল।

سُوْرَةُ بَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ مَكِّيَّةٌ

১৭-সূরা বনী ইসরাঈল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الجزء ١٥

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

২। তিনি পরম পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হইতে মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত লইয়া গেলেন, যাহার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতমণ্ডিত করিয়াছি, যেন আমরা তাহাকে আমাদের কতক নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝

৩। এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং আমরা ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম (এই আদেশ দিয়া) যে, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাহাকেও অভিভাবক বানাইও না,

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

৪। হে ঐ সকল লোকের বংশধরগণ, যাহাদিগকে আমরা নূহের সহিত (কিশ্‌তিতে) আরোহণ করাইয়াছিলাম।' নিশ্চয় সে (আমাদের) একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

৫। এবং আমরা ঐ কিতাবে স্পষ্টভাবে বনী ইসরাঈলকে এই সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছিলাম, 'অবশ্যই তোমরা দেশে দুইবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অবশ্যই পরম স্বৈরাচারী অহংকারমত্ত হইবে।'

فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝

৬। অতঃপর, যখন দুইবারের মধ্যে প্রথম বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল তখন আমরা আমাদের কতক শক্তিশালী রণ নিপুণ বান্দাকে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলাম এবং তাহারা (তোমাদের) গৃহসমূহে অনুপ্রবেশ করিল, এবং এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝

৭। তখন আমরা পুনরায় তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা দিলাম এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিলাম এবং তোমাদিগকে জন সংখ্যায় (পূর্বাপেক্ষা) অধিক করিলাম।

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑦

৮। (শুন!) যদি তোমরা সৎ কর্ম কর তাহা হইলে তোমরা এই সৎ কর্ম দ্বারা নিজেদেরই আত্মার কল্যাণ করিবে; এবং যদি তোমরা মন্দ কর্ম কর, তাহা হইলে উহারই জন্য (আত্মার অকল্যাণ করিবে)। অতঃপর, যখন দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল যাহাতে তাহারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে লাঞ্ছনায় আবৃত করিয়া ফেলে এবং মসজিদে প্রবেশ করে যেভাবে উহাতে তাহারা প্রথম বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যাহা কিছু তাহারা পরাভূত করে উহা যেন পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑧

৯। হইতে পারে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর রহম করিবেন, কিন্তু তোমরা যদি আবার (তোমাদের ভ্রান্ত পথের দিকে) ফিরিয়া আস, তাহা হইলে আমরাও (তোমাদের শাস্তির দিকে) ফিরিয়া আসিব এবং (স্মরণ রাখিও যে,) জাহান্নামকে আমরা কাফেরদের জন্য কয়েদখানা বানাইয়াছি।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ⑨

১০। নিশ্চয় এই কুরআন সেই পথের দিকে পরিচালিত করে যাহা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় এবং ইহা মো'মেনগণকে, যাহারা সৎ কর্ম করে, সুসংবাদ দান করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এক মহা পুরস্কার নির্ধারিত আছে,

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑩

১১। এবং (সতর্ক করে যে,) যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১ [১১] ১

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑪

১২। এবং মানুষ অকল্যাণকে এইরূপে আহ্বান করে যেইরূপে কল্যাণকে আহ্বান করা উচিত; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই ব্যস্তবাগীশ।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ⑫

১৩। এবং আমরা রাত্রি ও দিবসকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছি এইরূপে যে, রাত্রির নিদর্শনকে আমরা (উহার আলো) মুছিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আমরা করিয়াছি দৃষ্টি-শক্তি-দানকারী যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অন্বেষণ কর এবং যেন তোমরা বৎসরগুলির গণনা ও হিসাব অবগত হইতে পার। এবং প্রত্যেক বিষয়কে আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ⑬

১৪। এবং আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্ম তাহার স্কন্ধে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাহার (কর্মফলের) কিতাবকে বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিব, যাহা সে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত আকারে পাইবে।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ⑭

১৫। (এবং তাহাকে বলা হইবে) 'তুমি তোমার কিতাব পড়িয়া দেখ। অদ্য তোমার আত্মাই তোমার হিসাব লইবার জন্য যথেষ্ট।'

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ⑮

১৬। যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তাহার (নিজের) আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অনুসরণ করে; এবং যে বিপথগামী হয় সে তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপথগামী হয়। এবং কোন বোঝা বহনকারী (আত্মা) অন্য কাহারও বোঝা বহন করিবে না। এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনও আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই।

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ⑯

১৭। এবং যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা ইহার সমৃদ্ধিশালী লোকদিগকে (সৎপথ অবলম্বনের) আদেশ দিই — কিন্তু উহাতে তাহারা দুষ্কর্ম করে, তখন উহার জন্য আমাদের (শাস্তির) কথা পূর্ণ হইয়া যায় এবং আমরা উহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিই।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ⑰

১৮। নূহের পরে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করিয়াছি! এবং তোমার প্রভু তাঁহার বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে উত্তমরূপে খবর রাখিবার জন্য ও দেখিবার জন্য যথেষ্ট।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ⑱

১৯। যে কেহ কেবল ইহজীবনের সুখ-সম্ভোগের প্রত্যাশী হয়, এই প্রকার লোকদের মধ্যে যাহাকে আমরা চাহি তাহাকে সত্বর এইখানে কিছু (সুখ-সম্ভোগ) দিই যাহা আমরা ইচ্ছা করি; ইহার পর আমরা তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করিয়া দিই উহাতে সে নিন্দিত, প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় জ্বলিতে থাকিবে।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ⑲

২০। এবং যে মো'মেন হওয়া অবস্থায় পরকালের কামনা করে এবং উহার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা করে— ইহাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্য মূল্য দান করা হইবে।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ⑳

২১। আমরা সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকি— উহাদিগকেও এবং ইহাদিগকেও—তোমার প্রতিপালকের দানসমূহ হইতে। এবং তোমার প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নহে।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ㉑

২২। দেখ! আমরা কিরূপে (এই পার্থিব জীবনে) তাহাদের এক দলকে অপর দলের উপর মর্যাদা দিয়াছি, এবং পরকাল (-এর জীবন) অবশ্যই মর্যাদায় বৃহত্তর এবং মহিমাতেও বৃহত্তর।

২ [১২] ২

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٣﴾

২৩। (সুতরাং) আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদ সৃষ্টি করিও না, নতুবা তুমি নিন্দিত, নিঃসহায় হইয়া বসিয়া পড়িবে।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৪। এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও। যদি তাহাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় তাহা হইলে, তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٥﴾

২৫। তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল।'

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٦﴾

২৬। তোমাদের হৃদয়ে যাহা কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক তাহা সর্বাধিক অবগত আছেন, যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তাহা হইলে স্মরণ রাখ যে, যে ব্যক্তি বার বার আল্লাহ্‌র নিকট বিনত হয় নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি অতীব ক্ষমাশীল।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٧﴾

২৭। এবং আত্মীয়কে তাহার প্রাপ্য দাও, এইরূপে মিসকীন ও পথচারীগণকেও; এবং (তোমাদের ধন-সম্পদ) কোন প্রকার অপব্যয় করিও না।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

২৮। নিশ্চয় অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তাহার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاۗءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

২৯। এবং যদি তুমি তোমার প্রভুর বিশেষ রহমত লাভের জন্য, যাহার প্রত্যাশায় তুমি আছ, তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাও, তাহা হইলে (সেই ক্ষেত্রেও) তাহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

৩০। এবং (কৃপণতা বশতঃ) তুমি তোমার হাত তোমার স্কন্ধে বাঁধিয়া রাখিও না এবং (অপব্যয় করিয়া) উহা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করিও না—নতুবা তুমি নিন্দিত, ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িবে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ

৩১। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং (যাহার জন্য চাহেন উহা) সংকুচিত করেন।

ع كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, পর্যবেক্ষণকারী।

৩১] ৩২ ।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

৩২। এবং দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা করিও না। আমরাই তাহাদিগকে রিয্‌ক দিই এবং তোমাদিগকেও, নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং কোন প্রাণকে, যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করিও না। এবং যে ব্যক্তি মযলুম অবস্থায় নিহত হয়, আমরা অবশ্যই তাহার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দিয়াছি, কিন্তু সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে; নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۠ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তোমরা সেই পন্থা ব্যতিরেকে যাহা সর্বোত্তম, এতীমের ধন-সম্পদের নিকটেও যাইও না যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয় এবং তোমরা(নিজেদের)অঙ্গীকার পূর্ণ কর; কারণ নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যখন তোমরা মাপিয়া দাও, মাপ পূর্ণ রূপে দাও; এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিয়া দাও; পরিণামে ইহাই কল্যাণজনক এবং সর্বোত্তম।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার পশ্চাদানুসরণ করিও না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়—ইহাদের প্রত্যেকটি তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলিও না, কারণ তুমি কখনও ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং কখনও উচ্চতায় পর্বত সমান হইতে পারিবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾

৩৯। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে অতি ঘৃণ্য।

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۭ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

৪০। ইহা (উত্তম শিক্ষা) সেই প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত যাহা তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করিয়াছেন। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদ স্থির করিও না, অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৪১। তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান মনোনীত করিয়াছেন এবং স্বয়ং নিজের জন্য কতক ফিরিশ্‌তাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন ? নিশ্চয়ই তোমরা অতি ভয়ংকর কথা বলিতেছ ।

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

৪
[১০]
৪

৪২। আমরা (সত্যকে) এই কুরআনে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘৃণাতেই বাড়াইতেছে ।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

৪৩। তুমি বল, 'তাহাদের কথা অনুযায়ী তাঁহার সহিত যদি অন্য কোন মা'বূদ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা (ঐ সকল মা'বূদের সাহায্যে) আরশের অধিপতি পর্যন্ত (পৌঁছিবার) কোন পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইত ।'

قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪৪। তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তিনি হইতেছেন পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে ।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

৪৫। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করিতেছে, এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার প্রশংসাসহ তস্‌বীহ করিতেছে না; কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহ্ অনুধাবন করিতে পারিতেছ না । নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল ।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

৪৬। এবং যখন তুমি কুরআন আবৃত্তি কর তখন আমরা তোমার ও তাহাদের মধ্যে —— যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না —— এক গুপ্ত পর্দা সৃষ্টি করিয়া দিই;

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾

৪৭। এবং আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা সমূহ ফেলিয়া দিই যেন তাহারা ইহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা সৃষ্টি করি । এবং যখন তুমি কুরআনে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর, তাঁহাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া, তখন তাহারা ঘৃণাভরে নিজেদের পিষ্ঠদেশ ফিরাইয়া চলিয়া যায় ।

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

৪৮। যখন তাহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন তাহারা যে উদ্দেশ্যে তোমার কথা শুনে, আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি, এবং (আমরা আরও অবগতি আছি) যখন তাহারা নির্জনে পরস্পর সলা-পরামর্শ করে, যখন ঐ সকল যালেম বলে, 'তোমরা কেবল একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ ।'

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

৪৯। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছে, যাহার ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহারা কোন পথ পাইতেছে না।

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٩﴾

৫০। এবং তাহারা ইহাও বলে, 'কী! যখন আমরা অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইব, তখনও কি বাস্তবিকই আমাদিগকে (পুনরায়) এক নূতন সৃষ্টির আকারে উত্থিত করা হইবে?'

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বল, 'তোমরা পাথর অথবা লোহা হও,

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥١﴾

৫২। অথবা এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও যাহা তোমাদের অন্তরে কঠিনতম মনে হয় (তবুও তোমাদিগকে দ্বিতীয় বার জীবিত করা হইবে)। তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে?' তুমি বল, 'তিনি, যিনি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইহাতে তাহারা তোমার সম্মুখে অবশ্যই মাথা নাড়াইবে এবং বলিবে, 'উহা কখন ঘটিবে?' তুমি বল, 'সম্ভবতঃ ইহা অতি শীঘ্রই ঘটিবে,

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥٢﴾

৫৩। (ইহা ঐ দিন সংঘটিত হইবে) যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত আহ্বানে সাড়া দিবে এবং মনে করিবে যে, তোমরা (দুনিয়াতে) স্বল্প কালই অবস্থান করিয়াছ।'

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তুমি আমার বান্দাদিগকে বল, যেন তাহারা এমন কথা বলে যাহা সর্বোত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٤﴾

৫৫। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে অবগত আছেন, তিনি চাহিলে তোমাদের উপর রহম করিবেন অথবা তিনি চাহিলে তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। এবং আমরা তোমাকে তাহাদের উপর অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۚ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং যাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। এবং আমরা নিশ্চয় নবীগণের মধ্যে কতককে কতকের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি এবং দাউদকে আমরা যবুর দান করিয়াছি।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٦﴾

৫৭। তুমি বল, 'তিনি (আল্লাহ্) ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদের সম্বন্ধে (মা'বূদ বলিয়া) দাবী করিতেছ তোমরা তাহাদিগকে

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ

كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٧﴾

ডাক, তাহা হইলেই (তোমরা বুঝিতে পারিবে যে,) তোমাদের নিকট হইতে দুঃখ দূর করিবার অথবা (তোমাদের অবস্থা) পরিবর্তন করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই ।'

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٨﴾

৫৮ । ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, নিজেরাই তাহাদের প্রতিপালকের নৈকট্যের উপায় অন্বেষণ করে (এবং লক্ষ্য করে যে,) তাহাদের মধ্যে কে (আল্লাহ্‌র) সর্বাধিক নিকটে —এবং তাহারা সদা তাঁহার রহমতের প্রত্যাশা করে এবং তাঁহার আযাবকে ভয় করে । তোমার প্রতিপালকের আযাব নিশ্চয় (এমন যাহা) ভয় করারই বিষয় ।

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٩﴾

৫৯ । এবং কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিব না । ইহা কিতাবে (আল্লাহ্‌র বিধানে) লিপিবদ্ধ আছে ।

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٦٠﴾

৬০ । এবং আমাদের নিদর্শন প্রেরণে আমাদিগকে আর কিসে বাধা দিতে পারে কেবল ইহা ব্যতীত যে পূর্ববর্তী লোকেরা এই সকলকে (নিদর্শনকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, (কিন্তু নিদর্শন প্রেরণে ইহা আমাদিগকে বাধা দিতে পারে নাই)। তাই আমরা সামূদ (জাতি)-কে উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে একটি উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার উপর যুলুম করিয়াছিল । বস্তুতঃ আমরা সতর্ক করার জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি ।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦١﴾

৬১ । এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাকে বলিয়াছিলাম, 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এই সকল লোককে (ধ্বংস করার জন্য) পরিবেষ্টন করিয়াছেন ।' এবং আমরা তোমাকে যে সত্য স্বপ্ন দেখাইয়াছিলাম উহাকে লোকগণের জন্য কেবল পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছিলাম এবং ঐ বৃক্ষটিকেও যাহাকে কুরআনে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা হইয়াছে । এবং আমরা তাহাদিগকে (অবিরাম) সতর্ক করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘোর বিদ্রোহিতায় বাড়াইতেছে ।

৬ [৮] ৬

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦٢﴾

৬২ । এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের আনুগত্য কর,' তখন তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল । কিন্তু ইবলীস (করিল না)। সে বলিল, 'আমি কি তাহার আনুগত্য করিব যাহাকে তুমি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছ ?'

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

৬৩। সে (আরও) বলিল, 'তুমিই বল, এ কি সেই, যাহাকে তুমি আমার উপর সম্মান দিয়াছ ? যদি তুমি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাহার বংশধরগণের সকলকে আমার আয়ত্তাধীন করিয়া লইব।'

قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾

৬৪। তিনি বলিলেন, 'দূর হও, কারণ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাকে অনুসরণ করিবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোমাদের সকলের এক পূর্ণ প্রতিফল;

وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে তুমি পার তাহাকে তুমি তোমার আওয়াজ দ্বারা প্রতারিত কর এবং তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ তাহাদের উপর চড়াও হও এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে শরীক হও, এবং তাহাদিগকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও।' প্রকৃত পক্ষে শয়তান প্রবঞ্চনা ব্যতীত তাহাদিগকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

৬৬। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলিবে না; এবং তোমার প্রভু অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট।

رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

৬৭। তোমাদের প্রভু তিনি, যিনি তোমাদের জন্য নৌকা সমূহকে সমুদ্র পরিচালিত করেন যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর পরম দয়াময়।

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং যখন সমুদ্রে তোমাদিগকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তিনি ব্যতীত আর সকলেই যাহাদিগকে তোমরা ডাকিয়া থাক (তোমাদের মন হইতে) উধাও হইয়া যায়। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদিগকে বাঁচাইয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা (তাঁহার দিক হইতে) বিমুখ হইয়া যাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগের কিনারায় (ভূভাগে) প্রোথিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তোমাদের উপর প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারেন যাহার পর তোমরা তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক খুঁজিয়া পাইবে না ?

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৭০। অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর এক বার সেখানে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, অতঃপর এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু তোমাদের উপর প্রবাহিত করিতে পারেন এবং তোমাদের অবিশ্বাস করার কারণে তোমাদিগকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করিতে পারেন ? তখন তোমরা নিজেদের জন্য সে বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোন পৃষ্ঠপোষক পাইবে না।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

৭১। এবং অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদিগকে সম্মানিত করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে স্থলে ও সমুদ্রে আরোহণ করাইয়াছি এবং তাহাদিগকে পবিত্র রিয্‌ক দান করিয়াছি এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে অনেকের উপর তাহাদিগকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।

৭ [১০] ৭

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

৭২। (ঐ দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠিকে তাহাদের নেতাসহ আহ্বান করিব। অতঃপর, যাহাকে তাহার ডান হাতে তাহার কিতাব দেওয়া হইবে— তাহারা (আগ্রহভরে) নিজেদের কিতাব পাঠ করিবে এবং তাহাদের উপর কিঞ্চিন্মাত্রও যুলুম করা হইবে না।

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

৭৩। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকিবে, সে পরজগতেও অন্ধ হইবে, এবং সে চরম বিপথগামী হইবে।

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং আমরা তোমার প্রতি যাহা ওহী করিয়াছি উহার কারণে তাহারা তোমাকে (কঠোর হইতে কঠোরতর) কষ্টে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল যেন তুমি (তাহাদের ভয়ে) উহার পরিবর্তে অন্য কিছু নিজের তরফ হইতে রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ কর, এবং সেক্ষেত্রে তাহারা অবশ্যই তোমাকে (অন্তরঙ্গ) বন্ধু বানাইয়া লইত।

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং যদি আমরা তোমাকে (কুরআন দিয়া) সুদৃঢ় না-ও করিতাম তথাপি তুমি অতি অল্প বিষয়েই তাহাদের দিকে ঝুঁকিতে।

إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৭৬। (যদি তুমি তাহাদের খেয়াল অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতে) তাহা হইলে আমরা তোমাকে জীবনেও দ্বিগুণ শাস্তি এবং মরণেও দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইতাম এবং তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং তাহারা বস্তুতঃ তোমাকে এদেশ হইতে উৎখাত করিবার উপক্রম করিয়াছিল যাহাতে তাহারা তোমাকে উহা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে; এইরূপ হইলে তাহারা (নিজেরাও) অতি অল্প কালই (নিরাপদে) থাকিবে।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

৭৮। ইহা আমাদের সেই সকল রসূলের নিয়মানুযায়ী হইবে যাহাদিগকে আমরা তোমার পূর্বে প্রেরণ করিয়াছি, এবং তুমি আমাদের নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

৮৭] ৮

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

৭৯। তুমি সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর হইতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর, এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾

৮০। এবং তুমি নিশীথে উঠিয়া ইহা দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (ইহা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত) স্বরূপ, ইহাতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় উন্নীত করিবেন।

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾

৮১। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে উত্তম ভাবে প্রবিষ্ট কর এবং আমাকে উত্তমরূপে বহির্গত কর এবং তোমার সন্নিধান হইতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।'

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

৮২। এবং তুমি বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য।'

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং এই কুরআনের যাহা কিছু আমরা ধীরে ধীরে নাযেল করি উহা মো'মেনগণের জন্য আরোগ্য এবং রহমত বিশেষ; কিন্তু ইহা যালেমদিগকে কেবল ক্ষতিতেই বৃদ্ধি করে।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং যখন আমরা মানুষকে পুরস্কার দিই তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহা হইতে সে পাশ কাটাইয়া যায়, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হইয়া যায়।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

৮৫। তুমি বল, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে। অতএব তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত আছেন যে, কে সর্বাধিক সঠিক পথে পরিচালিত আছে।'

৮৮] ৯

৮৬। এবং তাহারা তোমাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি) হইয়াছে; এবং (উহার সম্বন্ধে) তোমাদিগকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।'

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

৮৭। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যাহা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি উহা অবশ্যই উঠাইয়া লইতে পারি, তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য এই বিষয়ে কোন অভিভাবক পাইবে না——

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾

৮৮। ইহা ব্যতিরেকে যে, তোমার প্রতিপালকের (বিশেষ) রহমত (যুক্ত) হয়। নিশ্চয় তোমার উপর তাঁহার মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٧﴾

৮৯। তুমি বল, 'যদি সকল মানুষ এবং জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ কিছু আনিবার জন্য সমবেত হয় তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ কিছু আনিতে সক্ষম হইবে না, যদিও তাহারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।'

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾

৯০। এবং আমরা মানবমণ্ডলীর জন্য নিশ্চয় এই কুরআনে প্রত্যেক উপমা বিভিন্নভাবে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে (সব কিছু) অস্বীকার করিল।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

৯১। এবং তাহারা বলে, 'আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে প্রস্রবণ প্রবাহিত কর;

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾

৯২। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হয়, যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি বহুল সংখ্যায় প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত কর,

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾

৯৩। অথবা যেভাবে তুমি দাবী করিয়াছ, আমাদের উপর আকাশ টুকরা টুকরা করিয়া ফেল অথবা আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্তাগণকে (আমাদের) সামনা সামনি আনিয়া খাড়া কর;

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾

৯৪। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণ নির্মিত কোন ঘর হয়, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর এবং আমরা তোমার (আকাশ) আরোহণে কখনও বিশ্বাস করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল কর যাহা আমরা পাঠ

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۖ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۗ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾

করিতে পারি।' তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক পবিত্র ! আমি কেবল একজন মানব-রসূল ।'

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং এই সকল লোকের নিকট যখন হেদায়াত আসিয়াছে তখন উহার উপর ঈমান আনিতে তাহাদিগকে কেবল এই কথা বাধা দিয়াছে যে, তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ কি এক মানবকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?'

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾

৯৬। তুমি বল, 'যদি ভূপৃষ্ঠে ফিরিশ্‌তাগণ প্রশান্ত মনে চলাফেরা করিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা আকাশ হইতে তাহাদের নিকট কোন ফিরিশ্‌তাকেই রসূল করিয়া নাযেল করিতাম ।'

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

৯৭। তুমি বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁহার বান্দাগণকে উত্তমরূপে জানেন এবং দেখেন ।'

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

৯৮। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত প্রাপ্ত, কিন্তু যাহাকে তিনি বিপদগামী হইতে দেন তুমি কখনও তাহাদের জন্য তাঁহাকে ব্যতীত সাহায্যকারী পাইবে না, এবং কিয়ামতের দিনে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর (উপুড় করিয়া) অন্ধ, মূক এবং বধির অবস্থায় সমবেত করিব । তাহাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম; যখনই উহা নির্বাণোন্মুখ হইবে (তখনই) আমরা তাহাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করিয়া দিব ।

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾

৯৯। ইহা তাহাদের (কর্মের) প্রতিফল, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'যখন আমরা (মরিয়া) অস্থিপুঞ্জ এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব তখনও কি আমরা সত্যিই এক নূতন সৃষ্টির আকারে উত্থিত হইব ?'

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾

১০০। তাহারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম ? এবং তিনি তাহাদের জন্য এক মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু যালেমগণ অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে সব কিছুকে অস্বীকার করিল ।

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ

১০১। তুমি বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের (অফুরন্ত) রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হইতে তাহা হইলে খরচ হওয়ার

خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

ভয়ে তোমরা অবশ্যই (উহা) আটকাইয়া রাখিতে; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই কৃপণ।'

১১ [৭] ১১

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

১০২। এবং আমরা মূসাকে অবশ্যই নয়টি সমুজ্জ্বল নিদর্শন দিয়াছিলাম। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল; তখন ফেরাউন তাহাকে বলিয়াছিল, 'হে মূসা! আমি নিশ্চয় তোমাকে যাদুগ্রস্ত মনে করি।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

১০৩। সে বলিয়াছিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র প্রতিপালক এই সকলকে (নিদর্শনাবলীকে) নাযেল করিয়াছেন জ্যোতির্ময় প্রমাণস্বরূপ; কিন্তু হে ফেরাউন! আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে, তুমি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।'

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

১০৪। সুতরাং সে তাহাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করিতে মনস্থ করিল ফলে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং তাহার পর আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে বলিলাম, 'তোমরা এই (প্রতিশ্রুত) দেশে বাস কর, অতঃপর যখন পরবর্তী কালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হইবার সময়) আসিবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে (বিভিন্ন জাতি হইতে) গুটাইয়া লইয়া আসিব।'

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং আমরা ইহা সত্যসহ নাযেল করিয়াছি এবং সত্যসহ ইহা নাযেল হইয়াছে। এবং আমরা তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়াই পাঠাইয়াছি।

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং আমরা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে ইহা (অনায়াসে) ধীরে ধীরে পড়িয়া শুনাইতে পার এবং আমরা ইহাকে অল্প অল্প করিয়া নাযেল করিয়াছি।

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

১০৮। তুমি বল, 'তোমরা ইহার উপর ঈমান আন বা ঈমান না আন, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, যখন ইহা তাহাদের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনান হয় তখন তাহারা অবশ্যই চিবুকের (মুখমণ্ডলের) উপর সিজদাবনত হইয়া পড়ে।'

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হইবে।'

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

১১০। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে চিবুকের (মুখমণ্ডলের) উপর পড়িয়া যায় এবং ইহা তাহাদিকে বিনয়ে বাড়াইয়া দেয়।

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

১১১। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ বলিয়া ডাক অথবা রহমান বলিয়া ডাক, যে কোন নামে তোমরা (তাঁহাকে) ডাকিতে পার, কারণ সকল সুন্দরতম নাম তাঁহারই।' এবং তুমি তোমার নামায অতি উচ্চঃস্বরেও পড়িও না এবং উহা অতি ক্ষীণ স্বরেও পড়িও না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিও।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

১১২। এবং তুমি বল, 'সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি কোন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং সর্বাধিপত্যে যাঁহার কোন শরীক নাই, এবং দুর্বলতার কারণে যাহার কেহ বন্ধু হইতে পারে না।' এবং তুমি বেশী বেশী তাঁহার মহিমা ও গৌরব ঘোষণা কর।

২
১]
২

سُوْرَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

১৮-সূরা আল্ কাহ্ফ

ইহা মক্কীসূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১১১ আয়াত এবং ১২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ②

২ । সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র, যিনি তাঁহার বান্দার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে কোন বক্রতা রাখেন নাই ।

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ③

৩ । (তিনি ইহাকে) তত্ত্বাবধায়করূপে নাযেল করিয়াছেন যেন ইহা (মানুষকে) তাঁহার পক্ষ হইতে (আসন্ন) এক কঠোর আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় এবং মো'মেনদিগকে, যাহারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদের জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে;

مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ④

৪ । তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে;

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ⑤

৫ । এবং যেন ইহা ঐসকল লোককে সতর্ক করে, যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।'

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑥

৬ । এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না । ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা যাহা তাহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে । তাহারা কেবল মিথ্যা বলিতেছে ।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑦

৭ । অতএব, যদি তাহারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহা হইলে কি তুমি তাহাদের জন্য দুঃখে আত্ম বিনাশ করিয়া ফেলিবে ?

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ⑧

৮ । যাহা কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, তাহা আমরা নিশ্চয় ইহার সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে আমরা তাহাদের পরীক্ষা করিতে পারি যে, কে তাহাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ⑨

৯ । এবং যাহা কিছু উহার উপর আছে উহাকে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করিব ।

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾

১০। তুমি কি মনে কর যে, গুহাবাসীগণ এবং ফলক খোদাইকারীগণ আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে কোন চমকপ্রদ নিদর্শন ছিল ?

إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

১১। যখন কতিপয় যুবক প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে তোমার নিজ পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য সঠিক পথের ব্যবস্থা করিয়া দাও।'

فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ أَذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾

১২। অতএব, আমরা সেই প্রশস্ত গুহার মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত (বহির্জগতের খবরা-খবর শুনিতে) তাহাদের কান বন্ধ করিয়া রাখিলাম।

ثُمَّ بَعَثْنَٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا۟ أَمَدًا ﴿١٢﴾

১৩। অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে উত্থিত করিলাম যেন আমরা জানিয়া লই যে, তাহারা যতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহাকে দুই দলের মধ্যে কোনটি গণনায় অধিকতর সংরক্ষণকারী।

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

১৪। আমরা তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তোমার নিকট সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি। তাহারা কয়েকজন যুবক ছিল, যাহারা তাহাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে আমরা হেদায়াতে আরও বাড়াইয়াছিলাম।

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমরা তাহাদের অন্তঃকরণ দৃঢ় করিয়া দিলাম যখন তাহারা দাঁড়াইল তখন তাহারা বলিল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক।' আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদকে কখনও ডাকিব না, অন্যথায় আমরা অসঙ্গত কথা বলিব;

هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَٰنٍۭ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

১৬। ইহারা — আমাদের জাতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা উহাদের প্রমাণে কোন উজ্জ্বল দলীল কেন পেশ করে না ? অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে ?

وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

১৭। 'এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে তাহারা যাহার ইবাদত করে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়াছ, তখন তোমরা এই প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তাঁহার রহমতের কোন পথ খুলিয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের বিষয়ে কোন সহজ ও সুবিধাজনক উপকরণ সরবরাহ করিবেন।'

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

১৮। এবং তুমি সূর্যকে দেখিবে, যখন উহা উদিত হয় তখন উহা তাহাদের গুহার ডানদিকে সরিয়া অতিক্রম করে, এবং যখন উহা অস্তমিত হয় তখন উহা তাহাদের বামদিকে পাশ কাটাইয়া যায় এবং তাহারা সেই গুহার ভিতরে একটি প্রশস্ত জায়গায় ছিল। ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দেন বস্তুতঃ সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত, এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন তাহার জন্য তুমি কখনও কোন বন্ধু ও পথ প্রদর্শনকারী পাইবে না।

২ [৫] ১৪

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছ অথচ তাহারা নিদ্রিত; এবং আমরা তাহাদিগকে ফিরাই কখনও ডানদিকে এবং কখনও বামদিকে, এবং তাহাদের কুকুর দ্বারদেশে সম্মুখের পদদ্বয় ছড়াইয়া রহিয়াছে। যদি তুমি তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি তাহাদের নিকট হইতে পলাইবার জন্য পিঠ ফিরাইয়া লইতে এবং তাহাদের ভয়ে ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িতে।

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

২০। এবং এইভাবে আমরা তাহাদিগকে (নিঃসহায় অবস্থা হইতে) উত্থিত করিলাম যেন তাহারা আপোসে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ?' তাহারা বলিল, 'আমরা এক দিন বা একদিনের একাংশ অবস্থান করিয়াছি।' তাহারা (অন্যেরা) বলিল, 'তোমাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে তোমাদের প্রভুই ভাল জানেন।' সুতরাং তোমাদের এই রৌপ্য মুদ্রা দিয়া তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও শহরের দিকে পাঠাও সে যেন দেখিয়া লয় যে, উহার মধ্যে কোন্ (ব্যক্তির) খাদ্য বেশী পবিত্র, অতঃপর তাহার নিকট হইতে সে যেন কিছু খাদ্য-সামগ্রী তোমাদের নিকট লইয়া আসে এবং সে যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করে এবং তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও কিছু না জানায়।

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

২১। কেননা যদি তাহারা তোমাদের বিষয় অবহিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা করিবে কিংবা তোমাদিগকে তাহারা (জোরপূর্বক) নিজেদের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সেই অবস্থায় তোমরা কখনও সফলকাম হইতে পারিবে না।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۭ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓي اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

২২। এবং এইভাবে আমরা (লোকদের মধ্যে) তাহাদের বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিলাম, যাহাতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্তও (সত্য) যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিতে লাগিল এবং (একে অপরেকে) বলিল, 'তাহাদের (অবস্থান স্থলের) উপর এক ইমারত নির্মাণ কর।' তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। যাহারা নিজেদের বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিল, তাহারা বলিল, 'আমরা অবশ্যই তাহাদের (অবস্থানস্থলের) উপর মসজিদ নির্মাণ করিব।'

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۭ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۣ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَاۗءً ظَاهِرًا ۠ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾ ع

২৩। তাহারা (কিছু সংখ্যক লোক) অদৃশ্য বিষয়ে অনুমান করিয়া অবশ্যই বলে, '(তাহারা) তিনজন ছিল, তাহাদের চতুর্থ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্যরা) বলে, '(তাহারা) পাঁচ জন ছিল, তাহাদের ষষ্ঠ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্য কিছু সংখ্যক লোক) বলে, '(তাহারা) সাতজন ছিল, তাহাদের অষ্টম ছিল তাহাদের কুকুর। তুমি বল, 'আমার প্রতিপালকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা সর্বোত্তম জানেন। অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহাদের বিষয় কেহ জানে না।' অতএব, তুমি তাহাদের সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি ব্যতিরেকে বিতর্কে অবতীর্ণ হইও না এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও নিকট তত্ত্বের অনুসন্ধান করিও না।

৩ [২] ৫

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কখনও বলিও না, 'আমি নিশ্চয় ইহা আগামীকাল করিব,'

اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ ۡ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓي اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

২৫। যদি না আল্লাহ্ চাহেন। এবং যখন তুমি ভুলিয়া যাও তখন তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং তুমি বল, 'আমি(পূর্ণ)আশা রাখি আমার প্রতিপালক আমাকে সেই পথে চালাইবেন যাহা হেদায়াত পাওয়ার দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা নিকটতর হইবে।'

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা তাহাদের প্রশস্ত গুহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহারা (আরও) নয় (বৎসর) বাড়াইয়াছিল।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ

২৭। তুমি বল, 'তাহারা কতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন।' আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়াবলী একমাত্র তাঁহারই তিনি কত উত্তম দেখেন এবং কত উত্তম শুনেন! তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন

وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ۝

সাহায্যকারী নাই, এবং তিনি তাঁহার হুকুমের মধ্যে কাহাকেও শরীক করেন না ।

وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۣ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝

২৮ । এবং তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে যাহা তোমার নিকট ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর । তাঁহার কথার পরিবর্তনকারী কেহ নাই, এবং তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইবার কোন ঠাঁই পাইবে না ।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝

২৯ । এবং তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাহাদের সহিত (সংযুক্ত) রাখ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তোষ লাভের আশায় সকাল এবং সন্ধ্যায় ডাকে; এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার চক্ষুদ্বয় যেন তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া না যায়, এবং তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার অন্তঃকরণকে আমরা আমাদের স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছি এবং সে হীন বাসনার অনুসরণ করিয়াছে এবং যাহার বিষয় সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে ।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَمَنْ شَاۗءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاۗءَ فَلْيَكْفُرْ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۭ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاۗءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۭ بِئْسَ الشَّرَابُ ۭ وَسَاۗءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩০ । এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে(প্রেরিত); সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।' আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার সামিয়ানা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছে; এবং যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে এমন গলিত ধাতুর ন্যায় পানি দিয়া তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে, যাহা (তাহাদের) মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে । কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল !

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝

৩১ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে (তাহাদের জন্য পুরস্কার অবধারিত), যাহারা উত্তম কর্ম করে, আমরা কখনও তাহাদের প্রতিদান নষ্ট করিব না;

اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَي الْاَرَاۗىِٕكِ ۭ نِعْمَ الثَّوَابُ ۭ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩২ । ইহারাই এমন লোক, যাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ (নির্ধারিত) আছে, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবহমান থাকিবে, উহাতে তাহাদিগকে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং তাহারা চিকণ ও মোটা রেশমের সবুজ বস্ত্রসমূহ পরিধান করিবে । তথায় তাহারা সুসজ্জিত পালঙ্কসমূহের উপর (তাকিয়ায়) হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, ইহা কত উত্তম পুরস্কার এবং কত মনোরম বিশ্রামস্থল !

৪ [৯] ১৬

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا

৩৩ । এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে সেই দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা কর, যাহাদের মধ্য হইতে একজনের জন্য আমরা দুইটি

جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

আঙ্গুরের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং উভয় বাগানকে আমরা খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা (চারিদিক দিয়া) ঘিরিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উভয়ের মধ্যে আমরা শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম ।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৪ । বাগান দুইটির প্রত্যেকটি (প্রচুর পরিমাণে) নিজ নিজ ফল উৎপাদন করিত এবং ইহাতে (উৎপাদন) কিছুই কম করিত না । এবং উহাদের মধ্যে আমরা এক নহর প্রবাহিত করিয়াছিলাম ।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৫ । এইভাবে তাহার (প্রচুর) ফল লাভ হইত । এইজন্য সে তাহার সঙ্গীকে তাহার সহিত আলোচনাকালে (গর্ব করিয়া) বলিল, 'তোমা অপেক্ষা আমি ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী এবং জনবলে অধিকতর শক্তিশালী ।'

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

৩৬ । এবং সে নিজের আত্মার উপর যুলুমকারী অবস্থায় নিজ বাগানে প্রবেশ করিল । সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইবে;

وَّمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ إِلٰى رَبِّيْ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

৩৭ । এবং আমি মনে করি না যে, সেই নির্ধারিত (ধ্বংসের) সময় কখনও আসিবে । আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থান পাইব ।'

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

৩৮ । তাহার সঙ্গী, যখন সে তাহার সহিত বিতর্ক করিতেছিল, তাহাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি হইতে, অতঃপর শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার পর তিনি তোমাকে মানুষের আকারে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন ?'

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৯ । কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি) আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের সহিত শরীক করি না;

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾

৪০ । এবং যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলে তখন তুমি কেন বলিলে না (যে উহাই হইবে) যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন, (কারণ) আল্লাহ্র সহায়তা ব্যতিরেকে কোন শক্তি (অর্জিত) হইতে পারে না; যদিও আমাকে তুমি ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমা অপেক্ষা কম দেখ;

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۝

৪১। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (বাগান) প্রদান করিবেন এবং উহার (তোমার বাগানের) উপর আকাশ হইতে বজ্রপাত করিবেন যাহার ফলে উহা এক তৃণহীন পিচ্ছিল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে;

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝

৪২। অথবা উহার পানি ভূগর্ভে শোষিত হইয়া এমনভাবে শুকাইয়া যাইবে যে, তুমি উহার অনুসন্ধানের কোন শক্তি পাইবে না।'

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝

৪৩। এবং তাহার (সকল) ফলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, অতএব সে উহাতে যাহা খরচ করিয়াছিল তজ্জন্য নিজ করদ্বয় মর্দন করিতে লাগিল এমতাবস্থায় যে উহা স্বীয় মাচাসমূহের উপর নিপতিত ছিল এবং সে বলিতে লাগিল, 'হায়! যদি আমার প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম।'

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝

৪৪। এবং তাহার কোন দল রহিল না যাহারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাকে কোন সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে নিজেও কোন প্রতিরোধ গ্রহণে সমর্থ হইল না।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝

৪৫। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব কেবল প্রকৃত (মা'বূদ) আল্লাহ্‌র জন্য। তিনিই পুরস্কার দানে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিণামের দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট।

৫ [১৩] ১৭

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

৪৬। এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে এই পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর। উহা সেই বারিধারার অনুরূপ, যাহা আমরা আকাশ হইতে বর্ষণ করি, অনন্তর উহার সহিত পৃথিবীর উদ্ভিদপুঞ্জ সংমিশ্রিত হয়, অতঃপর উহা (শুকাইয়া) বিচূর্ণ (ভুষি) হইয়া যায়, যাহাকে বাতাস উড়াইতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

৪৭। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বটে; কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর এবং (ভবিষ্যত) আশার দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝

৪৮। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়গুলিকে পরিচালিত করিব এবং তুমি পৃথিবীর (জাতিসমূহকে পরস্পরের সহিত) যুদ্ধে অগ্রসরমান দেখিবে এবং আমরা তাহাদিগকে একত্রিত করিব, এমন কি তাহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না।

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং তাহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে), 'দেখ! এখন তোমরা সেইরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছ যেরূপে আমরা তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। বরং তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদের জন্য আদৌ কোন প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) করার সময় নির্দিষ্ট করিব না।'

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

৫০। এবং (তাহাদের কর্মের) কিতাব তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে, তখন তুমি এই অপরাধীদিগকে উহার মধ্যে যাহা (লেখা) আছে তজ্জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে, এবং (তখন) তাহারা বলিবে, 'হায়! আমাদের জন্য পরিতাপ, ইহা কিরূপ কিতাব! ইহা কোন ছোট কথাও ছাড়ে নাই এবং কোন বড় কথাও বাদ রাখে নাই, পরন্তু সবকিছু সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে।' এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকিবে উহা নিজেদের সম্মুখে হাযির পাইবে; বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাহারও উপর যুলুম করেন না।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৫১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্তাগণকে বলিয়াছিলাম, '(তোমরা) আদমের আনুগত্য কর,' ইহাতে তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল, কিন্তু কেবল ইবলীস (করিল না)। সে জিন্নদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; অতএব, সে তাহার প্রতিপালকের হুকুমের অবাধ্যতা করিল। অতএব, তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে এবং তাহার বংশধরকে নিজেদের বন্ধু বানাইতেছ অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু? যালেমদের জন্য বিনিময় কত মন্দ!

مَّا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

৫২। আমি তাহাদিগকে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় সাক্ষী করিয়াছি এবং না তাহাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়; এবং আমি বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না।

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং সেইদিনকে (স্মরণ কর) যেদিন তিনি (মোশরেকগণকে) বলিবেন, 'তোমরা আমার শরীকগণকে ডাক, যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) ধারণা করিতে।' তখন তাহারা উহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু উহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না; এবং আমরা তাহাদের (এবং তাহাদের প্রস্তাবিত মা'বূদের) মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া দিব।

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং অপরাধীগণ সেই আগুন দেখিবে এবং বুঝিবে যে, নিশ্চয় তাহারা উহাতে নিপতিত হইবে, এবং উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না।

৭ [৪] ১৯

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং নিশ্চয় আমরা মানবের কল্যাণের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক (আবশ্যকীয়) উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ে মানুষ বড় বিতণ্ডাকারী।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং মানবমণ্ডলীকে, যখন হেদায়াত তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল, তখন (উহার উপর) ঈমান আনিতে এবং তাহাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, ইহা ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয় না যে, তাহাদের উপরও পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসুক অথবা তাহাদের উপর সরাসরি আযাব আপতিত হউক।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়া থাকি; এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা মিথ্যার সাহায্যে তর্কবিতর্ক করে যেন উহার দ্বারা তাহারা সত্যকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল উহাকে তাহারা হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্য বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করানো হইয়াছে, কিন্তু সে উহা হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং তাহার হস্তদ্বয় যাহাকিছু আগে পাঠাইয়াছে উহাকে ভুলিয়া গিয়াছে ? নিশ্চয় আমরা তাহাদের অন্তঃকরণের উপর পর্দাসমূহ স্থাপন করিয়াছি যেন তাহারা ইহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি)। এবং যদিও তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান কর তাহারা কখনও হেদায়াত গ্রহণ করিবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۗ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণার অধিকারী, এবং তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহার জন্য যদি তিনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য শাস্তিকে ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু তাহাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মিয়াদ নির্ধারিত আছে যাহা হইতে তাহারা কখনও আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইবে না।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৬০। ইহা হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন তাহারা যুলুম করিয়াছিল। এবং আমরা তাহাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম।

৮ [৬] ২০

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦١﴾

৬১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার যুবক (সঙ্গী)কে বলিয়াছিল, 'আমি (যে পথে চলিতেছি সে পথে চলায়) বিরত হইব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌছিব, অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।'

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٢﴾

৬২। অতঃপর, যখন তাহারা উভয়ে দুই সমুদ্রের পরস্পর সংগমস্থলে পৌছিল তখন তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেল, এবং উহা দ্রুতবেগে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিল।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٣﴾

৬৩। অতঃপর, যখন তাহারা (সে স্থান) অতিক্রম করিয়া আগে বাড়িয়া গেল তখন সে তাহার যুবককে বলিল, আমাদের নিকট আমাদের সকালের খাবার আন, আমরা আমাদের এই সফরের জন্য খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٤﴾

৬৪। সে বলিল, 'বলুন তো (এখন কি উপায় হইবে) যখন আমরা সেই পাথরের উপর বিশ্রাম করিবার জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমাকে এই কথা (আপনার নিকট) উল্লেখ করিতে শয়তান ব্যতীত আর কেহ ভুলায় নাই; এবং উহা আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিয়াছে।'

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٥﴾

৬৫। সে বলিল, 'উহাই (সেই স্থান) আমরা যাহার অনুসন্ধানে ছিলাম।' অতঃপর, তাহারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾

৬৬। তখন তাহারা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে এমন একজন বান্দার সাক্ষাৎ পাইল যাহাকে আমরা আমাদের নিকট হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম এবং আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম।

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٧﴾

৬৭। মূসা তাহাকে বলিল, 'আমি কি আপনার অনুসরণ করিতে পারি এই শর্তে যে আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে উহা হইতে কিছু হেদায়াত আপনি আমাকেও শিক্ষা দিবেন?'

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮। সে বলিল, 'তুমি তো আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না।'

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٩﴾

৬৯। 'আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত কর নাই উহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিবেই বা কিরূপে?'

قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۝

৭০। সে বলিল, 'যদি আল্লাহ্ চাহেন তাহা হইলে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশের অবাধ্যতা করিব না।'

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

৭১। সে বলিল, 'আচ্ছা, যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তাহা হইলে তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবে না, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলি।'

[১১] ৯ ২১

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۭ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ۝

৭২। অতঃপর, তাহারা উভয়ে যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক নৌকায় আরোহণ করিল, তখন সে (সেই বুযুর্গ) উহাতে ছিদ্র করিয়া দিল। সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি ইহার আরোহীদিগকে ডুবাইবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছিদ্র করিয়াছেন? আপনি নিশ্চয় এক গুরুতর কাজ করিয়াছেন।'

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৩। সে বলিল, 'আমি কি (তোমাকে) বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?'

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ۝

৭৪। সে বলিল, 'আপনি আমাকে উহার কারণে ধৃত করিবেন না যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, অতএব আমার এই বিচ্যুতির দরুন আপনি আমার প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করিবেন না।'

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۭ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ۝

৭৫। পুনরায়, তাহারা যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক বালকের সাক্ষাৎ পাইল, তখন সে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহাতে সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে অন্য কাহাকেও (হত্যার অপরাধ) ব্যতিরেকে হত্যা করিয়াছেন! নিশ্চয় আপনি এক অতি মন্দ কাজ করিয়াছেন।'

১৬ শ পারা

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

৭৬। সে বলিল, 'আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না?'

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ۝

৭৭। সে (মূসা) বলিল, আমি যদি ইহার পর আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহা হইলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ আপনি আমার পক্ষ হইতে ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছেন।'

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ

৭৮। অতঃপর, তাহারা যাত্রা করিল এমন কি তাহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিল, তাহারা উহার অধিবাসীদের নিকট কিছু খাবার চাহিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের মেহমানদারি করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর, তাহারা উহার মধ্যে এমন এক প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাওয়ার

أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

উপক্রম হইয়াছিল, সুতরাং সে উহাকে খাড়া করিয়া দিল। সে (মূসা) বলিল, 'আপনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।'

قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৯। সে বলিল, 'এই হইল আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই, আমি এখন তোমাকে ইহার তত্ত্ব অবগত করাইতেছি।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৮০। নৌকাটির বিষয় হইল এই, ইহা ছিল কয়েকজন নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তির যাহারা সমুদ্রে কাজকর্ম করিত, এবং তাহাদের পশ্চাতে ছিল এক (যালেম) বাদশাহ্, যে প্রত্যেক নৌকা বলপূর্বক ছিনাইয়া লইত, এই জন্য আমি উহাকে খুঁতযুক্ত করিয়া দিতে চাহিলাম।

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾

৮১। এবং বালকটির ঘটনা এই যে, তাহার পিতামাতা উভয়ে ঈমানদার ছিল; এবং আমরা আশংকা করিলাম যে, সে (বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া) বিদ্রোহাচরণ ও কুফরী করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিবে।

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৮২। অতএব, আমরা ইচ্ছা করিলাম যেন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে তাহার স্থলে তাহার অপেক্ষা পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়া মমতায় ঘনিষ্ঠতর পুত্র দান করেন।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۖ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

৮৩। আর বাকি রহিল সেই প্রাচীরের কথা, উহা আসলে সেই শহরের দুই এতীম বালকের সম্পত্তি ছিল এবং উহার নীচে তাহাদের জন্য (প্রোথিত) ধন-ভাণ্ডার ছিল এবং তাহাদের পিতা ছিল একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলেন যেন তাহারা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং তাহারা তাহাদের ধন-ভাণ্ডার নিজেরা বাহির করিয়া লয়, ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত স্বরূপ, বস্তুতঃ আমি ইহা আমার নিজ ইচ্ছায় করি নাই। ইহাই হইল সেই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা যাহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং তাহারা তোমাকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তাহার সম্পর্কে কিছু বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব।'

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৫। নিশ্চয় আমরা তাহাকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাকে প্রত্যেক বিষয় (অর্জন করার) সম্পর্কে উপকরণ দান করিয়াছিলাম।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٦﴾

৮৬। সুতরাং সে এক বিশেষ পথে চলিল।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٧﴾

৮৭। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থলে পৌঁছিল, তথায় সে দেখিল, উহা এক ঘোলাটে জলাশয়ে অস্তমিত হইতেছে এবং সে উহার সন্নিকটে এক জাতির সাক্ষাৎ পাইল। তখন আমরা বলিলাম, 'হে যুলকারনায়ন! তুমি চাহিলে তাহাদিগকে শাস্তি দাও অথবা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর।'

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮। সে বলিল, 'যে ব্যক্তি যুলুম করিবে, আমরা নিশ্চয় তাহাকে শাস্তি দিব; অতঃপর, তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং তিনি তাহাকে ভীতি-প্রদ শাস্তি দিবেন;

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে; এবং আমরাও অবশ্যই তাহার সঙ্গে আমাদের আদেশের ক্ষেত্রে সহজ কথা বলিব।'

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٠﴾

৯০। অতঃপর, সে (অন্য) এক পথে চলিল।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩١﴾

৯১। এমন কি সে যখন সূর্যের উদয়স্থলে পৌঁছিল তখন সে উহাকে এমন এক জাতির উপর উদয় হইতে দেখিল, যাহাদের জন্য আমরা (তাহাদের ও) উহার মধ্যে কোন পর্দা সৃষ্টি করি নাই।

كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٢﴾

৯২। (এই ঘটনা ঠিক) এইরূপই। এবং নিশ্চয় আমরা তাহার নিকট যাহা ছিল সেই সব বিষয়ের পূর্ণ খবর রাখি।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٣﴾

৯৩। অতঃপর, সে অন্য এক পথে চলিল।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾

৯৪। এমন কি সে যখন দুই প্রতিবন্ধকের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল, তখন তথায় সে এমন এক জাতিকে দেখিতে পাইল যাহারা কদাচিৎ (তাহার) কথা বুঝিতে পারিত।

قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾

৯৫। তাহারা বলিল, 'হে যুলকারনায়েন! নিশ্চয় ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এই দেশে বড়ই ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে; সুতরাং আমরা কি তোমাকে এই শর্তে কিছু কর দিব যাহাতে তুমি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মাণ করিয়া দাও?'

قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৬। সে বলিল, 'এই সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করিয়াছেন উহা (আমার শক্তির চাইতে) অনেক উত্তম; সুতরাং তোমরা আমাকে (শ্রম) শক্তি দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি মযবূত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব;

اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِيْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৯৭। তোমরা আমাকে লৌহখণ্ডসমূহ আনিয়া দাও।' এমনকি সে যখন ঐ দুই (পর্বতের) শৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরাট করিয়া সমান করিল (তখন) সে বলিল, 'তোমরা (তোমাদের হাপর দিয়া) ফুঁকিতে থাক।' (তাহারা ফুঁকিতে থাকিল) এমন কি যখন সে উহাকে আগুনে পরিণত করিল, তখন সে বলিল, তোমরা আমাকে গলিত তামা আনিয়া দাও যেন আমি ইহার উপর ঢালিয়া দিতে পারি।'

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৮। সুতরাং তাহারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) উহার উপর চড়িতে পারিল না এবং উহাতে কোন ছিদ্রও করিতে পারিল না।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّاۗءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

৯৯। সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।'

وَّتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

১০০। এবং সেই দিন আমরা তাহাদের কতককে কতকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিব, এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব।

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَىِٕذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

১০১। এবং সেইদিন আমরা জাহান্নামকে কাফেরগণের একেবারে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব,

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَاۗءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

১০২। যাহাদের চক্ষু আমার যিক্র (স্মরণ) সম্বন্ধে (ঔদাসীন্যের) পর্দায় ঢাকা ছিল এবং যাহারা শ্রবণ করারও ক্ষমতা রাখিত না।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَاۗءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০৩। তবে কি ঐ সকল লোক, যাহারা কুফরী করিয়াছে এই ধারণা করে যে, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া আমার বান্দাগণকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে? আমরা নিশ্চয় জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য আপ্যায়ন স্বরূপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ﴿١٠٤﴾

১০৪। তুমি বল, 'আমরা কি তোমাদিগকে কর্মের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দিব ?

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٥﴾

১০৫। ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল পার্থিব জীবনের পিছনে পণ্ড হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা মনে করে যে তাহারা ভাল ভাল কাজ করিতেছে।'

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٦﴾

১০৬। ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিয়াছে, ফলে তাহাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাদিগকে কোন গুরুত্বই দিব না।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এই হইল তাহাদের প্রতিফল— জাহান্নাম; এই কারণে যে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, আপ্যায়ন স্বরূপ তাহাদের জন্য হইবে জান্নাতুল ফিরদাউস (উচ্চ স্তরের বেহেশ্ত)।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং উহা হইতে তাহারা অপসারণ চাহিবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١١٠﴾

১১০। তুমি বল, 'যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহের জন্য কালি হইয়া যায়, তথাপি আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে, যদিও আমরা উহার সাহায্যার্থে সমপরিমাণ (সমুদ্র) আরও আনিয়া দিই।

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ أَحَدًا ﴿١١١﴾

১১১। । তুমি বল, 'আমিতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, (কিন্তু) আমার প্রতি এই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবার আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে যেন কাহাকেও শরীক না করে।'

১২ [৭] ৩

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ

১৯-সূরা মারইয়াম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৯ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

كٓهٰيٰعٓصٓ ②

২ । কাফ হা ইয়া আঈন সাদ ।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ③

৩ । ইহা তোমার প্রভুর সেই রহমতের বর্ণনা যাহা তিনি তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার উপর করিয়াছিলেন ।

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ④

৪ । যখন সে তাহার প্রভুকে মৃদুকণ্ঠে বার বার ডাকিয়াছিল ।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ⑤

৫ । সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার অবস্থা এইরূপ যে, বার্ধক্যবশতঃ আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং আমার মাথা উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হে আমার প্রভু ! তোমার নিকট দোয়া করিয়া আমি কখনও ব্যর্থ মনোরথ হই নাই;

وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ⑥

৬ । এবং নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আমার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে ভয় করি, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা । সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ হইতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর,

يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑦

৭ । যে আমার উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইয়াকূবের বংশধরগণেরও (সকল নেয়ামতের) উত্তরাধিকারী হইবে, এবং হে আমার প্রভু ! তাহাকে তুমি (তোমার প্রতি) সদা সন্তুষ্টচিত্ত বানাইও ।

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑧

৮ । (আল্লাহ্ বলিলেন) 'হে যাকারিয়্যা ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, যাহার নাম ইয়াহ্‌ইয়া হইবে, ইতিপূর্বে আমরা এই নামে কাহাকেও অভিহিত করি নাই ।'

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑨

৯ । সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! কিরূপে আমার পুত্র হইবে, যেহেতু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছি ?'

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾

১০ । সে (ফিরিশ্‌তা) বলিল 'এই ভাবেই হইবে ।' তোমার প্রভু বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; আমি তোমাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না ।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾

১১ । (যাকারিয়্যা) বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার জন্য কোন নিদর্শন দান কর ।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'তোমার জন্য এই নিদর্শন যে, তুমি লোকদের সঙ্গে একাদিক্রমে তিন দিবারাত্রি কথা বলিও না ।'

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١١﴾

১২ । অতঃপর, সে মেহরাব (ইবাদত-কক্ষ) হইতে বাহির হইয়া তাহার জাতির নিকট আসিল এবং তাহাদিগকে মৃদুস্বরে বলিল যে, সকালে ও সন্ধ্যায় তসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা কীর্তন) করিতে থাক ।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

১৩ । (আল্লাহ্ বলিলেন,) 'হে ইয়াহ্‌ইয়া ! তুমি এই কিতাবকে মযবূতভাবে ধর ।' এবং আমরা তাহাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করিয়াছিলাম ।

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۗ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

১৪ । আরও (দান করিয়াছিলাম) আমাদের তরফ হইতে (হৃদয়ের) কোমলতা ও পবিত্রতা, এবং সে মুত্তাকী ছিল ।

وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

১৫ । এবং সে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল, এবং সে উগ্র, অবাধ্য ছিল না ।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ ع

১৬ । এবং তাহার উপর শান্তি—যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং যেদিন সে মৃত্যু বরণ করিবে, এবং যেদিন তাহাকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে ।

১ [১৬] ৪

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

১৭ । এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মরিয়মের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব দিকে অবস্থিত এক স্থানে নিরালায় চলিয়া গেল;

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

১৮ । অতঃপর সে তাহাদের নিকট হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া লইল, তখন আমরা আমাদের ফিরিশ্‌তাকে তাহার নিকট পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট এক সুষ্ঠু মানবরূপে আত্ম প্রকাশ করিল ।

قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

১৯ । সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমা হইতে রহমান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি মুত্তাকী হইয়া থাক ।'

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

২০। সে (ফিরিশ্‌তা) বলিল, 'আমি তো তোমার প্রভুর এক বাণী-বাহক মাত্র, যেন আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র (সম্পর্কে সুসংবাদ) দান করি।'

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

২১। সে বলিল, 'আমার পুত্র সন্তান কিরূপে হইবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি ?'

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

২২। সে (ফিরিশ্‌তা) বলিল, 'এই রূপেই হইবে।' তোমার প্রভু বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; এবং (ইহা এই জন্য করিব) যে আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমতের কারণ করি; এবং ইহাই তকদীরে নির্ধারিত হইয়া আছে।'

فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২৩। অতএব সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল এবং তাহাকে লইয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিরালায় চলিয়া গেল।

فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾

২৪। অতঃপর, যখন তাহার প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ডের দিকে যাইতে বাধ্য করিল তখন সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বেই যদি আমি মরিয়া যাইতাম এবং আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতাম !'

فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

২৫। তখন সে (ফিরিশ্‌তা) তাহাকে তাহার নীচের দিক হইতে ডাক দিয়া বলিল, 'তুমি দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমার নিম্নদেশ দিয়া এক ঝর্ণা প্রবাহিত করিয়াছেন।

وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ড ধরিয়া তুমি নিজের দিকে নাড়া দাও, তোমার উপর উহা সদ্য পাকা খর্জুর নিক্ষেপ করিবে;

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾

২৭। সুতরাং তুমি খাও এবং পান কর এবং চক্ষুকে স্নিগ্ধ কর। এবং যদি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তখন (তাহাকে) বল, 'আমি রহমানের উদ্দেশ্যে রোযা মানত করিয়াছি; সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সহিত কোনক্রমেই কথা বলিব না।'

فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُوا۟ يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

২৮। অতঃপর সে তাহাকে আরোহণ করাইয়া নিজ জাতির নিকট আসিল; তাহারা বলিল, 'হে মরিয়ম ! তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত জঘন্য কাজ করিয়াছ !

يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

২৯। হে হারূনের ভগ্নী! না তোমার পিতা অসচ্চরিত্র ছিল, এবং না তোমার মাতা ব্যভিচারিণী ছিল!'

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

৩০। তখন সে তাহার দিকে ইশারা করিল। তাহারা বলিল, 'আমরা তাহার সহিত কিরূপে কথা বলিব যে এক দোলনার শিশু?'

قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ۖ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩১। সে (ঈসা) বলিল, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন এবং আমাকে নবী মনোনীত করিয়াছেন।

وَجَعَلَنِى مُبَٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

৩২। এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতমণ্ডিত করিয়াছেন, এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন;

وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি সদাচারী করিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেন নাই।

وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আমার উপর শান্তি— যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করিব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে।'

ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এই হইল মরিয়মের পুত্র ঈসা, ইহা সত্য বিবরণ, যাহার সম্বন্ধে তাহারা তর্ক-বিতর্ক করে।

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ ۖ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

৩৬। ইহা আল্লাহ্‌র মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি নিজের জন্য কোন পুত্র গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি উহাকে বলেন, 'হও', অতঃপর উহা হইয়া যায়।

وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৭। (ঈসা বলিল) 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং কেবল তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য করিল; সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের যাহারা এক ভয়ঙ্কর দিবসে হাযির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে।

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ ٱلظَّٰلِمُونَ

৩৯। সেদিন তাহারা আমাদের সম্মুখে হাযির হইবে, লক্ষ্য কর, সেদিন তাহাদের শ্রবণ-শক্তি এবং দৃষ্টি-শক্তি কত প্রখর

الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

হইবে ! কিন্তু যালেমগণ আজ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়িয়া আছে ।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০ । এবং তুমি তাহাদিগকে বিষাদের দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন সকল বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু (এখন) এই সকল লোক ঔদাসীন্যে পড়িয়া আছে, তাই তাহারা ঈমান আনে না ।

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১ । নিশ্চয় আমরা সমগ্র পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইব এবং তাহাদেরও যাহারা ইহার উপর আছে এবং তাহাদের (সকলকে) আমাদের দিকেই ফিরাইয়া আনা হইবে ।

ع ৫

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

৪২ । এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইব্‌রাহীমের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী ও নবী ছিল ।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

৪৩ । যখন সে তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা ! তুমি কেন ঐ সকল বস্তুর ইবাদত কর যাহারা শুনেও না এবং দেখেও না এবং তোমার কোন উপকারেও আসে না ?

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৪ । হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমার নিকট এমন জ্ঞান আসিয়াছে যাহা তোমার নিকট আসে নাই, সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সহজ পথ দেখাইব;

يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৫ । হে আমার পিতা ! তুমি শয়তানের ইবাদত করিও না, নিশ্চয় শয়তান রহমান আল্লাহ্‌র অবাধ্য;

يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৬ । হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমি ভয় করি যেন রহমান আল্লাহ্‌র (অবাধ্যতার জন্য) কোন আযাব তোমাকে স্পর্শ না করে, যাহার ফলে তুমি শয়তানের বন্ধু হইয়া যাও ।'

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৪৭ । সে বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম ! তুমি কি আমার মা'বুদগণ হইতে বিমুখ হইতেছ ? যদি তুমি বিরত না হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব, (তবে মঙ্গল ইহাতেই) তুমি কিছু কালের জন্য আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও, (যেন আমি ক্রোধবশতঃ কিছু করিয়া না বসি) ।'

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

৪৮ । সে (ইব্‌রাহীম) বলিল, 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক; নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব । নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতীব দয়ালু;

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং (হে পিতা !) আমি তোমাদের এবং উহাদের নিকট হইতে, যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক, দূরে সরিয়া যাইব; এবং আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিব, এবং নিশ্চয়, আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিয়া বিফল মনোরথ হই না।'

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

৫০। সুতরাং যখন সে তাহাদের নিকট হইতে এবং তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদের ইবাদত করিত তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তখন আমরা তাহাকে ইসহাক্ ও ইয়া'কূব দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমরা নবী মনোনীত করিয়াছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

৫১। এবং আমরা তাহাদিগকে আমাদের রহমতের এক (বিপুল) অংশ দান করিয়াছিলাম, তদুপরি আমরা তাহাদিগকে সমুন্নত চিরস্থায়ী সুখ্যাতি প্রদান করিয়াছিলাম।

ع [১০] ৬

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۚ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

৫২। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মূসার (বৃত্তান্ত)-ও উল্লেখ কর। নিশ্চয় সে মনোনীত (বান্দা) ছিল এবং রসূল, নবী ছিল।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং আমরা তাহাকে তূর পর্বতের ডান পার্শ্ব হইতে ডাক দিয়াছিলাম এবং নিভৃতে আলাপ করার সময় তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমত হইতে তাহার ভাই হারূনকে (সাহায্যকারীরূপে) দান করিয়াছিলাম, যাহাকে (আমরা) নবী করিয়াছিলাম।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) ইসমাঈলেরও (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপরায়ণ এবং রসূল ও নবী ছিল।

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۠ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং সে তাহার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত; এবং সে তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে সন্তোষভাজন ছিল।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইদ্‌রীসের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী নবী ছিল।

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং আমরা তাহাকে অতি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছিলাম।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

৫৯। এই সকল লোক আদম-সন্তানদের মধ্য হইতে নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের উপর আল্লাহ্ পুরস্কার নাযেল করিয়াছিলেন, এবং তাহারা ঐ সকল লোকের (বংশধরগণের) মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা নূহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম, এবং তাহারা ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরগণের মধ্য হইতে এবং তাহারা ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম এবং মনোনীত করিয়াছিলাম; যখন তাহাদের নিকট রহমান আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হইত তখন তাহারা সেজদা করিতে করিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে লুটাইয়া পড়িত।

সেজদা-৫

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

৬০। কিন্তু তাহাদের পরে এমন বংশধর (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত হইল যাহারা (অবহেলা করিয়া) নামাযকে নষ্ট করিয়া দিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিল। সুতরাং তাহারা অচিরে পথভ্রষ্টতার(শাস্তির)সম্মুখীন হইবে—

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

৬১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, —এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না—

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

৬২। সেই চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে, যাহাদের সম্বন্ধে রহমান আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের সঙ্গে (এমতাবস্থায়) ওয়াদা করিয়াছেন (যখন সেইগুলি তাহাদের) দৃষ্টির অগোচরে (রহিয়াছে), নিশ্চয় তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ হইবেই।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

৬৩। তথায় তাহারা শান্তি-সম্ভাষণ ব্যতীত কোন বৃথা আলাপ শুনিবে না, এবং তথায় তাহারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাদের রিয্ক পাইতে থাকিবে।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

৬৪। ইহাই সেই জান্নাত যাহার উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের বান্দাগণ হইতে তাহাদিগকে করিব যাহারা মুত্তাকী হইবে।

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং (ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে বলিবে),"আমরা তোমার প্রভুর আদেশ ব্যতিরেকে অবতরণ করি না; যাহা আমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা আমাদের পিছনে আছে এবং যাহা এতদুভয়ের মধ্যে আছে সব কিছু তাঁহার; এবং তোমার প্রভু কিছুই ভুলিবার নহেন;

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৬। তিনিই আকাশ-মণ্ডলের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার প্রভু, সুতরাং তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার ইবাদতে সদা ধৈর্য ধারণ কর; তুমি কি কাহাকেও তাঁহার সমগুণ বিশিষ্ট জান ?

৪ [১৪] ৭

وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং মানুষ বলিয়া থাকে, 'কী ! আমি যখন মরিয়া যাইব তখন আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠানো হইবে ?'

اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾

৬৮। মানুষ কি ইহা স্মরণ করে না যে আমরা ইতিপূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ তখন সে কিছুই ছিল না ?

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৯। অতএব, তোমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং শয়তানদিগকে একত্রিত করিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্দিকে নতজানু অবস্থায় হাযির করিব।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৭০। অতঃপর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক দল হইতে তাহাদের মধ্যে রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাধিক বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া লইব।

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত আছি যাহারা ইহাতে দগ্ধ হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

৭২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেককেই ইহাতে আগমন করিতে হইবে, ইহা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭৩। অতঃপর, যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমরা মুক্তি দান করিব এবং যালেমদিগকে ইহার মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছাড়িয়া দিব।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যখন তাহাদিগকে আমাদের সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ আবৃত্তি করিয়া শুনানো হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা মো'মেনগণকে বলে, '(আমাদিগকে বল), এই দুই দলের মধ্যে কোনটি পদ-মর্যাদার দিক দিয়া উত্তম এবং সভা-সঙ্গী হিসাবে উৎকৃষ্টতর ?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا

৭৫। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়া এবং বাহ্যিক

وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾

শান-শওকতের দিক দিয়া ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল ।

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى إِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۚ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

৭৬ । তুমি বল, 'যাহারা ভ্রান্তিতে পড়িয়া আছে রহমান আল্লাহ্ তাহাদিগকে এক সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়া থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করে যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় — হয়তো শাস্তি অথবা শেষ মুহূর্ত; সুতরাং অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে যে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্টতর এবং কে সৈন্য-বলে দুর্বল ।'

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

৭৭ । এবং আল্লাহ্ হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদিগকে হেদায়াতে বাড়াইতে থাকেন; বস্তুতঃ স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম, পুরস্কারের দিক দিয়াও এবং পরিণামের দিক দিয়াও ।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾

৭৮ । তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, 'আমাকে নিশ্চয় অনেক ধন-সম্পদ এবং অনেক সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবে ?'

اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

৭৯ । সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছে অথবা রহমান আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার লইয়াছে ?

كَلَّا ۗ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

৮০ । এইরূপ কখনও হইবে না, সে যাহা বলে আমরা উহা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব এবং তাহার জন্য শাস্তিকে অনেক দীর্ঘ করিয়া দিব ।

وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

৮১ । এবং সে যাহা বলিতেছে আমরা উহার উত্তরাধিকারী হইব এবং সে আমাদের নিকট একাকীই আসিবে ।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

৮২ । এবং তাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যান্য অনেক মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে যেন উহারা তাহাদের জন্য শক্তি ও সম্মানের কারণ হইতে পারে ।

كَلَّا ۗ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

৮৩ । এইরূপ কখনও হইবে না, অচিরেই তাহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইবে ।

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾

৮৪ । তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আমরা শয়তানদিগকে কাফেরদের উপর পাঠাইয়াছি, তাহারা তাহাদিগকে (মন্দ কাজে) খুব উত্তেজিত করে ।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৫। সুতরাং তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করিও না, আমরা যথার্থভাবে তাহাদের জন্য (তাহাদের কার্যকলাপ) গণনা করিয়া রাখিতেছি।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৬। (স্মরণ কর) যেদিন আমরা মুত্তাকীগণকে রহমান আল্লাহ্‌র সমীপে সম্মানিত মেহমান স্বরূপ একত্রিত করিব;

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং আমরা অপরাধীদিগকে তৃষ্ণার্ত উটের পালের ন্যায় জাহান্নামের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৮৮। সেদিন কাহারও শাফা'আত করার অধিকার থাকিবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে রহমান আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ্ (নিজের জন্য) পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।'

لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

৯০। নিশ্চয়, তোমরা এক অতি গুরুতর কথা বলিতেছ।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

৯১। আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার এবং পর্বতমালা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

৯২। কারণ তাহারা রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র আরোপ করিয়াছে।

وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯৩। অথচ ইহা রহমান আল্লাহ্‌র পক্ষে সমীচীন নহে যে তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন।

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

৯৪। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে রহমান আল্লাহ্‌র সম্মুখে (তাঁহার) বান্দারূপে হাযির হইবে না।

لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৫। নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যথার্থভাবে গণিয়া রাখিয়াছেন।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

৯৬। এবং তাহারা প্রত্যেকে কেয়ামতের দিন একাকী তাঁহার সমীপে হাযির হইবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

৯৭। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে রহমান আল্লাহ্ অচিরেই তাহাদের জন্য গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾

৯৮। সুতরাং ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় আমরা সহজবোধ্য করিয়াছি যেন তুমি ইহার দ্বারা মুত্তাকীগণকে সুসংবাদ দাও এবং ইহার দ্বারা কলহপরায়ণ জাতিকে সতর্ক কর।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

৯৯। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কতই না মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ! তুমি কি তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতেছ অথবা তাহাদের মৃদু শব্দও শুনিতে পাইতেছ ?

৬] ১

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ

২০-সূরা তাহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩৬ আয়াত এবং ৮ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

طٰهٰ ۝١

২। তাহা।

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝٢

৩। আমরা তোমার উপর কুরআন এই জন্য নাযেল করি নাই যেন তুমি কষ্টে পড়,

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝٣

৪। বরঞ্চ উপদেশস্বরূপ, ঐ ব্যক্তির জন্য যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে,

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝٤

৫। তাঁহার নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে, যিনি পৃথিবী এবং সুউচ্চ আকাশমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝٥

৬। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, যিনি আরশের উপর সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝٦

৭। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং ভূগর্ভস্থ ভিজা মাটির নীচে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার ।

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝٧

৮। এবং যদি তুমি উচ্চঃস্বরে কথা বল (অথবা নিম্ন স্বরে কথা বল, সবই তিনি শুনেন), কারণ তিনি গুপ্ত এবং সর্বাধিক লুক্কায়িত বস্তুও জানেন ।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝٨

৯। আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই, সকল সুন্দর নাম তাঁহারই ।

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝٩

১০। এবং তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١٠

১১। যখন সে একটি আগুন দেখিল, তখন সে তাহার পরিজনকে বলিল, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি এক আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি উহার মধ্য হইতে তোমাদের জন্য কিছু অঙ্গার আনিতে পারিব, অথবা আগুনে আমি হেদায়াত পাইব ।

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰٓى ﴿١٢﴾

১২। যখন সে উহার নিকট আসিল, তখন তাহাকে এই বলিয়া সম্বোধন করা হইল, 'হে মূসা !—

اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٣﴾

১৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু, সুতরাং তুমি তোমার জুতা দুইটি খুলিয়া রাখ, কারণ তুমি তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় আছ।

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٤﴾

১৪। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, অতএব যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইতেছে তাহা শুন;

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٥﴾

১৫। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমারই স্মরণার্থে নামায কায়েম কর;

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٦﴾

১৬। নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী আমি শীঘ্রই উহা প্রকাশ করিব যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার চেষ্টানুযায়ী কর্মের ফল দেওয়া যাইতে পারে;

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٧﴾

১৭। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহার উপর ঈমান রাখে না এবং সে তাহার হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহা (কিয়ামতের বিশ্বাস) হইতে প্রতিরোধ করিতে না পারে, পাছে তুমি ধ্বংস হইয়া যাও;

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٨﴾

১৮। 'এবং হে মূসা ! তোমার ডান হাতে উহা কি ?'

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٩﴾

১৯। সে বলিল, 'ইহা আমার লাঠি, আমি ইহার উপর ভর দিই এবং ইহার দ্বারা আমার মেষপালের জন্য (গাছের) পাতা পাড়িয়া থাকি, ইহা ছাড়া ইহার মধ্যে আমার জন্য আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকার রহিয়াছে।'

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿٢٠﴾

২০। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা ! তুমি ইহা ফেলিয়া দাও।'

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢١﴾

২১। সুতরাং সে উহা ফেলিয়া দিল, তখন দেখ! সহসা উহা এক সাপ হইয়া দৌড়িতে লাগিল।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢٢﴾

২২। তিনি বলিলেন, 'তুমি ইহাকে ধর এবং ভয় করিও না, আমরা ইহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিব;

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগলে চাপিয়া ধর ইহা কোন দোষ ছাড়াই ধপ্‌ধপে শুভ্র হইয়া বাহির হইবে, ইহা আর একটি নিদর্শন;

২৪। যেন আমরা তোমাকে আমাদের কতকগুলি বড় নিদর্শন দেখাই; لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾

২৫। 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন করিয়াছে।' [১/২৪/১০] اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য আমার বক্ষঃকে প্রশস্ত করিয়া দাও; قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾

২৭। এবং আমার বিষয়কে আমার জন্য সহজ করিয়া দাও; وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾

২৮। এবং আমার জিহ্বার জড়তাকে দূর করিয়া দাও, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾

২৯। যেন তাহারা আমার কথা সহজে বুঝিতে পারে; يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾

৩০। এবং আমার পরিবারবর্গ হইতে আমার জন্য একজন সহযোগী নিযুক্ত কর— وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾

৩১। আমার ভ্রাতা হারূনকে; هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾

৩২। তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর; اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾

৩৩। এবং তাহাকে আমার কাজে শরীক কর; وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾

৩৪। যেন আমরা তোমার অধিক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি; كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৫। এবং তোমাকে আমরা অধিক স্মরণ করি; وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৬। নিশ্চয় তুমি আমাদিগকে ভালরূপে দেখিতেছ।' اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৭। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল, قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾

৩৮। এবং নিশ্চয় আমরা (ইতিপূর্বে) তোমার উপর আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম; وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾

৩৯। যখন আমরা তোমার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যাহা (ঐ সময়) ওহী করা জরুরী ছিল; اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾

৪০। (উহা এই) যে তুমি তাহাকে সিন্দুকে রাখিয়া দাও এবং উহাকে নদীতে ফেলিয়া দাও, উহার পর (এইরূপ হইবে যে) নদী উহাকে তীরে নিক্ষেপ করিবে, তখন তাহাকে উঠাইয়া লইবে اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ۚ وَ

أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

সেই ব্যক্তি যে আমার এবং তাহারও শত্রু ।' এবং আমি তোমার জন্য আমার তরফ হইতে (তাহাদের অন্তরে) ভালবাসার উদ্রেক করিলাম; এবং (এইরূপ এই জন্য করিলাম) যেন তুমি আমার চোখের সম্মুখে প্রতিপালিত হও;

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

৪১ । যখন তোমার ভগ্নী চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন একজনের সন্ধান দিব যে তাহার (প্রতিপালনের) ভার গ্রহণ করিবে ?' এবং এইভাবে আমরা তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তাহার নয়ন সুশীতল হয় এবং সে শোকাকুল না হয় । এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে,কিন্তু আমরা তোমাকে সেই দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম । এবং আমরা তোমাকে আরও অনেক পরীক্ষায় ফেলিয়া ভালভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যাহার পর তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যে অনেক বৎসর বসবাস করিয়াছিলে । এইরূপে, হে মূসা ! তুমি পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলে;

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

৪২ । এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করিলাম;

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾

৪৩ । তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, এবং আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে শৈথিল্য করিও না;

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾

৪৪ । তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, কারণ সে সীমালঙ্ঘন করিয়াছে;

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

৪৫ । এবং তোমরা উভয়ে তাহার সহিত নম্রভাবে কথা বলিও, হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা (আমাকে) ভয় করিবে ।'

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

৪৬ । তাহারা উভয়ে বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর যুলুম করিবে অথবা সীমাতীত কঠোরতা করিবে ।'

قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾

৪৭ । তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি । আমি শুনি এবং দেখি।'

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن

৪৮ । "সুতরাং তোমরা উভয়ে তাহার নিকট যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমরা উভয়ে তোমার প্রভুর রসূল, সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও, এবং তাহাদিগকে মোটেই কষ্ট দিও না । নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট তোমার

رَبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾

প্রভুর এক বড় নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসরণ করিবে তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হইবে;

إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٤٨﴾

৪৯। নিশ্চয় আমাদের প্রতি এই ওহী নাযেল করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পয়গামকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে এবং মুখ ফিরাইবে তাহার উপর আযাব আসিবে।"

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿٤٩﴾

৫০। সে বলিল, 'হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক কে?'

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥٠﴾

৫১। সে বলিল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযথ আকৃতি দিয়াছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।'

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ﴿٥١﴾

৫২। সে বলিল, 'তাহা হইলে পূর্ববর্তী মানবজাতিসমূহের অবস্থা কি হইয়াছে?'

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

৫৩। সে বলিল, 'তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট কিতাবে সুরক্ষিত আছে। আমার প্রভু বিভ্রান্তও হন না এবং বিস্মৃতও হন না—

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهٖٓ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾

৫৪। যিনি এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যারূপে বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ সুগম করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং উহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা জোড়া জোড়া করিয়া উৎপন্ন করিয়াছি;

كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾

৫৫। তোমরাও খাও এবং তোমাদের গবাদিপশুকেও চরাও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।' [২ ৩০ ১১]

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى ﴿٥٥﴾

৫৬। ইহা (এই পৃথিবী) হইতে আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহার মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব এবং ইহার মধ্য হইতেই আমরা তোমাদিগকে দ্বিতীয়বার বাহির করিব।

وَلَقَدْ أَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبٰى ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমরা তাহাকে আমাদের সকল নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু সে (ঐগুলিকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং (মানিতে) অস্বীকার করিল।

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾

৫৮। সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন তুমি তোমার যাদু-মন্ত্র দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দাও?

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৫৯। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমার মোকাবেলায় ইহার অনুরূপ যাদু আনিব; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে এবং তোমার মধ্যে (সময় ও) স্থান নির্ধারিত কর যাহাকে আমরাও লঙ্ঘন করিব না এবং তুমিও (লঙ্ঘন করিবে) না এমন এক স্থান যাহা (আমাদের উভয়ের জন্য) সমান (উপযোগী) হইবে।'

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

৬০। সে বলিল, 'তোমাদের একত্রিত হইবার সময় হইল ঈদ-উৎসবের দিন এবং এই কথাও রহিল যে, লোকদিগকে পূর্বাহ্নে সমবেত করিতে হইবে।'

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾

৬১। অতঃপর ফেরাউন চলিয়া গেল এবং সে তাহার (সম্ভাব্য) সকল তদবীর সন্নিবিষ্ট করিল, এবং (মূসার মোকাবেলায়) আসিল।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

৬২। মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'সর্বনাশ তোমাদের, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না, অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আযাবের দ্বারা নিঃশেষিত করিবেন এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র প্রতি) মিথ্যা আরোপ করিয়াছে সে সর্বদা বিফলই হইয়াছে।'

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾

৬৩। তখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিল এবং সংগোপনে পরামর্শ করিল।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾

৬৪। তাহারা বলিল, 'এই দুইজন অবশ্যই বড় যাদুকর, যাহারা নিজেদের যাদু ক্রিয়া দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতেছে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-পদ্ধতিকে বিনাশ করিতে চাহিতেছে;

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾

৬৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের তদবীরে ঐক্যবদ্ধ হও, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া (মোকাবেলার জন্য) আস। এবং যে আজ প্রাধান্য লাভ করিবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾

৬৬। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! হয় তুমি (বাজি) নিক্ষেপ কর, আর না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি।'

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বলিল, 'বরং তোমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ কর; অতঃপর তাহাদের যাদু ক্রিয়ার ফলে সহসা তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মূসার নিকট এইরূপ মনে হইতে লাগিল যেন ঐগুলি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং মূসা নিজ অন্তরে ভয় অনুভব করিল।

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾

৬৯। তখন আমরা বলিয়াছিলাম, 'ভয় করিও না, কারণ তুমিই প্রাধান্য লাভ করিবে;

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং যাহা কিছু তোমার ডান হাতে আছে উহা নিক্ষেপ কর ফলে তাহারা যে কলাকৌশল করিয়াছে সব কিছুকেই উহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে, কারণ তাহারা যে কলাকৌশল করিয়াছে উহা কেবল যাদুকরের ধোকাবাজি। এবং যাদুকর যেখান থেকেই আসুক না কেন সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾

৭১। তখন যাদুকরগণ (প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করায়) সেজদায় পড়িতে বাধ্য হইল। তাহারা বলিল 'আমরা হারূন ও মূসার প্রভুর উপর ঈমান আনিলাম।'

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾

৭২। সে (ফেরাউন) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে হুকুম দেওয়ার পূর্বেই কি তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছ ? সে নিশ্চয় তোমাদের প্রধান, যে তোমাদিগকে যাদু বিদ্যা শিখাইয়াছে। অতএব, আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও পা (অবাধ্যতার জন্য) বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলিব, এবং তোমাদিগকে নিশ্চয় খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিব, এবং(তখন)তোমরা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, আমাদের মধ্যে কে কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী শাস্তিদানকারী।'

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা কখনও তোমাকে ঐসকল সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না যাহা আমাদের নিকট আসিয়াছে, এবং তাঁহার উপরও (তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না) যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমার ক্ষমতায় যাহা কুলায় তাহাই তুমি কর, তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার।

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾

৭৪। আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছি যেন তিনি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ এবং যাদুমন্ত্রের যে কাজ করিতে তুমি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছ উহা ক্ষমা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।'

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾

৭৫। প্রকৃত বিষয় ইহাই, যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী হিসাবে উপস্থিত হইবে তাহার জন্য নিশ্চয় জাহান্নাম অবধারিত, উহাতে সে মরিবেও না এবং বাঁচিবেও না।

وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়া তাঁহার নিকট ঈমানদার অবস্থায় উপস্থিত হইবে, এইরূপ লোকদের জন্য হইবে উচ্চ মর্যাদাসমূহ—

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٧﴾

৭৭। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, উহাতে তাহারা সদা বাস করিবে। বস্তুতঃ যাহারা পবিত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার ইহাই।'

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে : 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে সফর কর এবং সমুদ্রে তাহাদের জন্য শুষ্ক রাস্তার নির্দেশ দাও; তুমি পশ্চাৎ হইতে ধরা পড়ারও ভয় করিবে না এবং সম্মুখস্থ বিপদেরও আশংকা করিবে না।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٩﴾

৭৯। অতপর, ফেরাউন তাহার সৈন্যদলসহ তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিল, পরিণামে সমুদ্রের জলরাশি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল।

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٨٠﴾

৮০। এবং ফেরাউন তাহার কওমকে বিপথগামী করিল এবং হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিল না।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨١﴾

৮১। হে বনী ইসরাঈল! আমরা তোমাদিগকে তোমাদের শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে আমরা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া নাযেল করিয়াছিলাম।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨٢﴾

৮২। (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, উহা হইতে তোমরা পবিত্র জিনিষ খাও এবং সীমা লংঘন করিও না, নচেৎ তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হইবে, এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হয়, সে নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়;

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং যে ব্যক্তি তওবা করে এবং ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হয়, আমি নিশ্চয় তাহার জন্য পরম ক্ষমাশীল।'

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং (আমরা বলিলাম) 'হে মূসা! তোমাকে কিসে তোমার জাতি হইতে চলিয়া আসার জন্য তাড়াহুড়া করিতে বাধ্য করিয়াছে?'

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِىْ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

৮৫। সে বলিল, 'তাহারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে এবং হে আমার প্রভু ! আমি এই জন্য তোমার নিকট তাড়াতাড়ি আসিয়াছি যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।'

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾

৮৬। তিনি বলিলেন, 'আমরা নিশ্চয় তোমার কওমকে তোমার (আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলিয়াছি এবং সামেরী তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।'

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾

৮৭। ইহাতে মূসা তাহার কওমের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরিয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার কওম ! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সহিত এক উত্তম ওয়াদা করেন নাই ? সেই অঙ্গীকার (পূর্ণ হইবার সময়) কি তোমাদের জন্য অতি দীর্ঘ হইয়াছিল ? অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছ যে তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক ? যাহার কারণে তোমরা আমার (সহিত কৃত) ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ ?'

قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٧﴾

৮৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার (সহিত কৃত) ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই, বরং আমাদের উপর সেই (ফেরাউনের) কওমের অলংকারাদির যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমরা উহা ফেলিয়া দিয়াছি এবং তদনুরূপ সামেরীও (উহা) ফেলিয়া দিয়াছে—

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তৎপর সে তাহাদের জন্য একটি গোবৎস প্রস্তুত করিল, যাহা কেবল একটি দেহ ছিল, যাহার মধ্য হইতে এক নিরর্থক হাম্বা রব বাহির হইত। ইহার পর তাহারা (সামেরী এবং তাহার সাথীগণ) বলিল, 'ইহা তোমাদেরও মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ, কিন্তু সে (মূসা) ইহা ভুলিয়া (পিছনে ফেলিয়া) গিয়াছে।'

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৯০। তবে কি তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে, উহা তাহাদের কথার কোন উত্তর দেয় না এবং তাহাদের কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না ?

৪ [১৩] ১৫

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰرُونُ مِن قَبْلُ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ﴿٩٠﴾

৯১। অথচ হারূন (মূসার প্রত্যাবর্তনের) পূর্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'হে আমার কওম ! ইহার (এই গোবৎসের) দ্বারা নিশ্চয় তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অযাচিত-অসীম দাতা, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ পালন কর।'

قَالُوا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩٢﴾

৯২। তাহারা বলিল, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না মূসা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে আমরা ইহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে আদৌ নিবৃত্ত হইব না।'

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ﴿٩٣﴾

৯৩। সে (মূসা) বলিল, 'হে হারূন! যখন তুমি তাহাদিকে বিপথগামী হইতে দেখিয়াছিলে তখন কিসে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল,

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٤﴾

৯৪। যে তুমি আমার অনুসরণ না কর? তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করিলে?'

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٥﴾

৯৫। সে (হারূন) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র! তুমি আমার দাড়ি ও আমার মাথা (চুল) ধরিও না। আমি এই আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে তুমি বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা কর নাই।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٦﴾

৯৬। সে (মূসা) বলিল, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি?'

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٧﴾

৯৭। সে বলিল, 'আমি যাহা কিছু অবলোকন করিয়াছিলাম তাহা তাহারা অবলোকন করে নাই। অতএব আমি এই রসূলের (মূসার) শিক্ষার কতকাংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমি ইহাও (সুযোগমত) ফেলিয়া দিয়াছিলাম। এবং এইভাবে আমার অন্তর আমাকে (ইহা) সুশোভিত করিয়া দেখাইয়াছিল।'

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٨﴾

৯৮। সে বলিল, 'দূর হও! এখন তোমার জন্য ইহাই অবধারিত করা হইল যে, তুমি আজীবন (প্রত্যেককে) এই কথা বলিতে থাক, '(আমাকে) স্পর্শ করিও না' এবং তোমার জন্য (শাস্তির) এক সময় নির্ধারিত আছে যাহা তুমি কখনও টলাইতে পারিবে না। এখন তুমি তোমার মা'বূদের দিকে লক্ষ্য কর, যাহার সম্মুখে বসিয়া তুমি উহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে। আমরা নিশ্চয় উহাকে পোড়াইব, অতঃপর উহা (ছাই) সমুদ্রে যথেচ্ছাভাবে ছড়াইয়া দিব,

اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٩﴾

৯৯। তোমাদের মা'বূদতো কেবল আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। যিনি সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন।'

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০। এইভাবে আমরা তোমার সম্মুখে পূর্ববর্তী লোকদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি। এবং আমরা তোমাকে আমাদের নিকট হইতে স্মারক বাণী (কুরআন) প্রদান করিয়াছি।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠١﴾

১০১। যে কেহ ইহা হইতে মুখ ফিরাইবে সে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে এক মস্ত বড় বোঝা বহন করিবে,

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۚ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠٢﴾

১০২। ইহারা এই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা অতীব মন্দ বোঝা হইবে;

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٣﴾

১০৩। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। এবং যেদিন আমরা অপরাধীগণকে নীল চক্ষু বিশিষ্ট অবস্থায় উঠাইব।

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٤﴾

১০৪। তাহারা পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি করিবে যে, 'তোমরা কেবল দশ (দিন) অবস্থান করিয়াছ।'

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٥﴾

১০৫। আমরা উহা বিশদরূপে জানি যাহা তাহারা ঐ সময় বলিবে— যখন তাহাদের মধ্য হইতে সৎপথ হিসাবে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলিবে যে, 'তোমরা কেবল এক দিন অবস্থান করিয়াছ।'

৫ [১৫] ১৪

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং তাহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতএব তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক সেগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন;

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং তিনি সেগুলিকে মসৃণ সমতল ময়দানে পরিণত করিয়া ছাড়িবেন;

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। উহার মধ্যে তুমি না কোন বক্রতা দেখিবে এবং না কোন উচ্চতা।'

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٩﴾

১০৯। সেদিন লোকসকল একজন আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে যাহার (শিক্ষার) মধ্যে কোনরূপ বক্রতা থাকিবে না এবং 'রহমান' আল্লাহ্‌র সম্মুখে (সকল) আওয়াজ নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, তখন তুমি চাপা গুঞ্জন ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাইবে না।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١١٠﴾

১১০। সেদিন কাহারও জন্য সুপারিশ কোন উপকারে আসিবে না কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যাহার পক্ষে 'রহমান' আল্লাহ্ (সুপারিশ করিবার) অনুমতি দিবেন এবং যাহার জন্য কথা বলা তিনি পসন্দ করিবেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١١﴾

১১১। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে (সকলই) তিনি জানেন; তাহারা (তাহাদের) জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

১১২। এবং (সেদিন) 'চির-জীবন্ত ও সকলের জীবন দাতা' (হায়্যান) এবং 'চিরস্থায়ী ও সকলের স্থিতি-দাতা'র (কাইয়্যূম) সম্মুখে নেতৃবৃন্দ বিনয়ের সহিত নতশির হইবে। এবং যে যুলুমের বোঝা বহন করিবে সে বিফল হইবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং যে মো'মেন অবস্থায় সৎকর্ম করে সে কোন প্রকার যুলুমেরও ভয় করিবে না এবং ক্ষতিরও আশংকা করিবে না।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং এইরূপে আমরা ইহাকে— আরবী ভাষায় কুরআনের আকারে নাযেল করিয়াছি এবং আমরা ইহাতে সকল প্রকার সতর্ক বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে অথবা ইহা (কুরআন) তাহাদের জন্য (আল্লাহ্কে) স্মরণ করার লক্ষ্যে কোন নূতন উপাদান সৃষ্টি করে।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

১১৫। অতএব আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ, তিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি। এবং তুমি কুরআন পাঠে ত্বরা করিও না তোমার প্রতি ইহার ওহী পূর্ণভাবে নাযেল হওয়ার পূর্বে, এবং তুমি বলিতে থাক, 'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।'

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আদমকে (এক বিষয়ের) তাকিদ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে (আদেশ লংঘনের) কোন সংকল্প পাই নাই।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى ﴿١١٦﴾

১১৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্তাগণকে, বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সেজদা (আনুগত্য) কর।' তখন ইবলীস ব্যতীত তাহারা সকলেই সেজদা করিল। সে অস্বীকার করিল।

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾

১১৮। তখন আমরা বলিলাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এই হইল তোমার ও তোমার সঙ্গিণীর শত্রু, সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে এই বাগান হইতে বাহির করিয়া না দেয়, পাছে না তুমি দুঃখে নিপতিত হও;

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾

১১৯। নিশ্চয় ইহাতে তোমার জন্য (বিধি ব্যবস্থা) রহিয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গও থাকিবে না;

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

১২০। এবং তুমি ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না।'

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢١﴾

১২১। কিন্তু শয়তান তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল, 'হে আদম ! আমি কি তোমাকে এক চিরন্তন বৃক্ষের এবং অক্ষয় রাজ্যের সন্ধান দিব ?'

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢٢﴾

১২২। অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে খাইল, ফলে তাহাদের নগ্নতা তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল এবং তাহারা উভয়ে বাগানের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং আদম তাহার প্রভুর হুকুম পালন করিল না, যাহার ফলে সে বিপথে চলিয়া গেল।

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٣﴾

১২৩। অতঃপর তাহার প্রভু তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন ও (তাহাকে) হেদায়াত দান করিলেন।

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٤﴾

১২৪। তিনি বলিলেন, 'তোমরা উভয় (দলই) এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু হইবে। অতঃপর যদি আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসে তখন যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, সে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না এবং কখনও ধ্বংসে পতিত হইবে না;

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى ﴿١٢٥﴾

১২৫। এবং যে কেহ আমার স্মরণ হইতে বিমুখ হইবে, নিশ্চয় তাহার জীবন যাপন অতি কষ্টের হইবে এবং কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাকে অন্ধরূপে উঠাইব।'

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٦﴾

১২৬। তখন সে বলিবে, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে কেন অন্ধরূপে উঠাইলে ? অথচ আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম।'

قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٧﴾

১২৭। তিনি বলিবেন, 'তোমার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলে, সুতরাং অদ্য তুমিও অনুরূপ উপেক্ষিত হইবে।'

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقٰى ﴿١٢٨﴾

১২৮। এবং যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করে এবং তাহার প্রভুর আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, আমরা তাহার সহিত এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি (ইহা কেবল ইহকালের জীবনের ব্যবহার) এবং পরকালের আযাব ইহা অপেক্ষা কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي النُّهٰى ﴿١٢٩﴾

১২৯। ইহা কি তাহাদের জন্য হেদায়াতের কারণ হয় নাই যে তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহাদের বাসস্থানের মধ্য দিয়া তাহারা (এখন) চলা ফেরা করিতেছে ? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

৭ [১৩] ১৬

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

১৩০। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে যদি একটি বাক্য পূর্ব হইতে জারি না হইয়া থাকিত এবং এক মেয়াদও নির্ধারিত না হইত, তাহা হইলে আযাব (ঐ মানবগোষ্ঠীগুলির জন্য) চিরস্থায়ী হইয়া যাইত।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

১৩১। সুতরাং তাহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং ইহার অস্তমিত হইবার পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ কর, এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং দিনের সকল অংশে তসবীহ কর, যেন তুমি (তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া) পরিতুষ্ট হও।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

১৩২। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যাহা কিছু উপকরণ উপভোগ করিতে দিয়াছি উহার প্রতি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও বিস্ফারিত করিয়া দেখিও না, (কারণ এই সব উপকরণ তাহাদিগকে এই জন্য দেওয়া হইয়াছে) যেন আমরা তদ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। এবং তোমার প্রতিপালকের দেওয়া রিয্ক সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করিতে থাক, এবং তুমি নিজেও উহাতে ধৈর্য সহকারে কায়েম থাক। আমরা তোমার নিকট কোন রিয্ক চাহি না, বরং আমরাই তোমাকে রিয্ক দিতেছি। বস্তুতঃ তাক্ওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য উত্তম পরিণাম।

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। এবং তাহারা বলে, 'কেন সে তাহার প্রভুর তরফ হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনে না?' তাহাদের নিকট কি ঐরূপ নিদর্শন আসে নাই যেরূপ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে বর্ণিত হইয়াছে?

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এবং যদি আমরা তাহার (এই রসূলের আগমনের) পূর্বেই তাহাদিগকে আযাব দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট রসূল কেন পাঠাও নাই যাহাতে আমরা অপদস্থ ও অবমানিত হইবার পূর্বেই তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করিতাম?'

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। তুমি বল, 'প্রত্যেক ব্যক্তি (তাহার নিজের পরিণামের) অপেক্ষা করিতেছে, অতএব তোমরাও (নিজেদের পরিণামের) অপেক্ষা করিতে থাক, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, কাহারা সরল-সুদৃঢ় পথের অনুসরণকারী এবং কাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত (এবং কাহারা নহে)।

৮ [৭] ১৭

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

(٢١)

২১-সূরা আল্ আম্বিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الجزء ١٧

১৭শ পারা

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ②

২। মানুষের জন্য তাহাদের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহারা অবহেলার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইতেছে।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ③

৩। তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যে কোন নূতন স্মারক-বাণীই আসে, তাহারা একদিকে উহা শুনে, অপরদিকে উহার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ④

৪। তাহাদের অন্তর আমোদ-প্রমোদে বিভোর। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে, তাহারা গোপনে পরামর্শ করিয়া বেড়ায় (এবং বলে) 'এ যে তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নহে, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার যাদুমন্ত্রের কবলে পড়িবে?'

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤

৫। সে (রসূল) বলিল, 'আমার প্রভু সকল কথাই জানেন উহা আকাশে (বলা) হউক বা পৃথিবীতে (বলা) হউক। এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۢ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ⑥

৬। (তাহাই নহে) বরং তাহারা বলিয়াছে, 'ইহা (কুরআন) কেবল এলোমেলো স্বপ্ন, বরং সে নিজে এই সব কথা রচনা করিয়া লইয়াছে, বরং সে একজন কবি।' অতএব সে যেন আমাদের নিকট কোন নিদর্শন লইয়া আসে যেরূপে পূর্ববর্তী-দিগকে (রসূলগণকে) নিদর্শন সহ পাঠানো হইয়াছিল।'

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ⑦

৭। তাহাদের পূর্বে কোন জনপদ—যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি—ঈমান আনে নাই, অতএব ইহারা কি কখনও ঈমান আনিবে?

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ⑧

৮। এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই (রসূলরূপে) পাঠাইয়াছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী করিতাম। সুতরাং যদি তোমরা না জানিয়া থাক তাহা হইলে আহ্‌লে

কিতাবগণকে (পূর্ববর্তী ঐশী-কিতাবের অনুগামী) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

৯। এবং আমরা সেই সব রসূল কে না এমন দেহ দিয়াছিলাম যে তাহারা আহার করিত না এবং না তাহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী ছিল।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ⑨

১০। অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলাম উহা আমরা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম; এবং আমরা তাহাদিগকে এবং যাহাদিগকে আমরা চাহিয়াছিলাম তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ⑩

১১। আমরা তোমাদের নিকট এমন এক কিতাব নাযেল করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য উচ্চ মর্যাদার উপকরণ আছে; অতএব তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ⑪

১ [১১] ১

১২। এমন কত জনপদই না ছিল যাহারা যুলুম করিয়া আসিতেছিল, আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিয়াছি, এবং তাহাদের পরে অপরাপর কওমকে উত্থিত করিয়াছি।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ⑫

১৩। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের আযাব অনুভব করিল, তখন দেখ! সহসা তাহারা উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়িতে লাগিল।

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ⑬

১৪। (আমরা বলিলাম) 'তোমরা দৌড়িও না, বরং তোমরা যে সুখ-সম্ভোগে মত্ত ছিলে উহার দিকে এবং তোমাদের আবাসগৃহের দিকে ফিরিয়া যাও, যেন তোমাদিগকে (তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।'

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ⑭

১৫। তাহারা বলিল, 'হায় আমাদের জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমরাই যালেম ছিলাম।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑮

১৬। এইভাবে তাহাদের এই চিৎকার ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাহাদিগকে এক কর্তিত শস্য ক্ষেত্র ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ করিয়া দিলাম।

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ⑯

১৭। এবং আমরা আকাশকে এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে ঐ সকলকে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ⑰

১৮। যদি আমাদের আমোদ-প্রমোদ করার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা আমাদের নিকট হইতেই উহার ব্যবস্থা

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ

إِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٨﴾

করিয়া লইতাম, যদি একান্তই আমরা এইরূপ করিতে প্রয়াসী হইতাম ।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯ । বরং আমরা সত্যকে বাতিলের উপর ছুঁড়িয়া মারি, ফলে ইহা উহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং দেখ ! সহসা উহা বিলীন হইয়া যায় । এবং তোমরা (আল্লাহ্ সম্বন্ধে) যাহা কিছু বর্ণনা কর উহার কারণে পরিতাপ তোমাদের জন্য !

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০ । এবং যাহারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলই তাঁহার । এবং যাহারা তাঁহার সন্নিধানে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে অহংকার বশতঃ বিরত হয় না এবং কোন প্রকার ক্লান্তিও বোধ করে না ।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১ । তাহারা দিবারাত্রি (তাঁহারই) তসবীহ্ করে এবং তাহারা কখনও অবসন্ন হয় না ।

أَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২ । তাহারা কি পৃথিবীর মধ্য হইতে এমন উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে যাহারা (মৃতকে) পুনরুত্থিত করে ?

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩ । যদি (আকাশ ও পৃথিবী) এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া আরও মা'বূদ থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় উভয়েই বিনষ্ট হইয়া যাইত । সুতরাং আল্লাহ্, যিনি আরশের অধিপতি, উহা হইতে পবিত্র যাহা তাহারা বর্ণনা করে ।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪ । তিনি যাহা করেন সেই সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে ।

أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫ । তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে ? তুমি বল, 'তোমরা নিজেদের প্রমাণ উপস্থিত কর; ইহা (এই কুরআন) তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার পূর্বে অতীত হইয়াছে ।' কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে চিনে না, ফলে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় ?

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْٓ إِلَيْهِ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٦﴾

২৬ । এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল পাঠাইয়াছি, আমরা তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই এই ওহী করিয়াছি, 'আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই; অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭ । এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ্ নিজের জন্য এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।' তিনি পবিত্র, বরং তাহারা (যাহাদিগকে তাহারা পুত্র বলিতেছে) তাঁহার সম্মানিত বান্দা;

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। তাহারা তাঁহার কথা বলার পূর্বে কোন কথা বলে না; তাহারা (কেবল) তাঁহারই হুকুম অনুযায়ী কাজ করে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। তিনি জানেন উহাও যাহা তাহাদের সম্মুখে আছে এবং উহাও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে এবং তাহারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যাহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, অন্য কাহারও জন্য সুপারিশ করে না; এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে কম্পমান।

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহা বলিবে, নিশ্চয় 'তিনি ব্যতীত আমি মা'বূদ,' তাহা হইলে আমরা এইরূপ ব্যক্তিকে প্রতিফলে জাহান্নাম দান করিব। বস্তুতঃ যালেমদিগকে আমরা এইরূপ প্রতিফলই দিয়া থাকি।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

৩১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী উভয়েই সংবদ্ধ (পিণ্ডাকারে) ছিল; অতঃপর আমরা উভয়কে চিরিয়া ফাড়িয়া পৃথক করিয়া দিলাম? এবং পানি হইতে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করিলাম। তবুও কি তাহারা ঈমান আনিবে না?

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং আমরা পৃথিবীতে দৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে ইহা তাহাদিগকে লইয়া কম্পমান না হয়, এবং আমরা ইহাতে প্রশস্ত রাস্তাসমূহ বানাইয়াছি, যাহাতে তাহারা সঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারে।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ করিয়াছি, তথাপি তাহারা উহার নিদর্শনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ) কক্ষপথে সন্তরণ করিতেছে।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দিই নাই। অতঃপর যদি তুমি মরিয়া যাও তাহা হইলে তাহারা কি চিরকাল (এখানে) জীবিত থাকিবে?

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং আমরা তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিব। এবং পরিশেষে আমাদের দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তাহারা তোমাকে কেবল হাসি-বিদ্রূপের পাত্ররূপে বানাইয়া লয় (এবং বলে) 'এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মা'বূদদিগের (মন্দ বলিয়া) উল্লেখ করে'? অথচ তাহারাই রহমান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতে অস্বীকার করে।

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

৩৮। মানুষকে ত্বরাপরায়ণ করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, অতএব তোমরা আমার নিকট তাড়াহুড়া করিও না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা (হে মুসলমানগণ!) সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হইবে?'

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা আগুনকে না তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে সরাইতে পারিবে এবং না তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে; এবং না তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে।

بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। বরং উহা তাহাদের নিকট হঠাৎ আসিয়া পড়িবে এবং তাহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে তখন তাহারা উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং তোমার পূর্বে যে সকল রসূল অতীত হইয়াছে তাহাদের সহিতও হাসি-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, কিন্তু পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে সেই বিষয়ই আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল যাহা লইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিত।

ع ৩ [১২] ৩

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি বল, 'রাত্রি ও দিবসে রহমান আল্লাহ্‌র (শাস্তি) হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে?' বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাহাদের কি এমন মা'বূদ আছে যাহারা তাহাদিগকে আমাদের মোকাবেলায় রক্ষা করিতে পারে? তাহারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করিতে পারে না, এবং আমাদের মোকাবেলায় তাহাদিগকে কোন সঙ্গ-সাহচর্যও প্রদান করা হইবে না।

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا

৪৫। বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বহু (পার্থিব) ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম, এমন কি তাহাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইয়া গেল। সুতরাং তাহারা কি দেখে

مِنْ اَطْرَافِهَا ۗ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

না যে, আমরা দুনিয়াকে উহার চতুর্দিক হইতে সংকীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছি? তবুও কি তাহারা বিজয়ী হইবে ?

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। তুমি বল, 'আমি কেবল ওহী দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি।' কিন্তু বধিরগণ শুনিতে পারে না যখন তাহাদিগকে সতর্ক করা হয়।

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের আযাবের কোন ঝাপ্টা তাহাদিগকে স্পর্শ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিবে, 'হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।'

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং কেয়ামতের দিন আমরা ন্যায়-বিচারের মান-দণ্ড সংস্থাপন করিব, ফলে কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না। এবং যদি এক সরিষা-বীজ পরিমাণও কোন কিছু (কর্ম) থাকে আমরা উহা উপস্থিত করিয়া দিব। বস্তুতঃ হিসাব গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং মূসা ও হারূনকে আমরা ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী নিদর্শন) এবং আলো এবং উপদেশবাণী দিয়াছিলাম—মুত্তাকীগণের জন্য,

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যেও ভয় করে এবং (হিসাব নিকাশের) নির্ধারিত সময় সম্বন্ধেও ভীত থাকে।

ع وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۗ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং ইহা (কুরআন) এক পরম বরকতপূর্ণ উপদেশবাণী, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি। অতএব তোমরা কি ইহার অস্বীকারকারী হইবে ?

৪ [৯] ৪

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে ইব্‌রাহীমকে তাহার সঠিক পথ নির্ণয়ের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার কওমকে বলিয়াছিল, 'এইসব প্রতিমা কি যাহাদের সম্মুখে তোমরা ধ্যান-মগ্ন হইয়া বসিয়া থাক ?'

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইভাবে ইহাদের ইবাদত করিতে দেখিয়া আসিতেছি।'

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। সে বলিল, 'তাহা হইলে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।'

৫৬। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট (প্রকৃতই) সত্য লইয়া আসিয়াছ অথবা তুমি আমাদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতেছ ?'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। সে বলিল, 'বরং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর প্রতিপালকই তোমাদের প্রতিপালক যিনি এইগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি এই বিষয়ে তোমাদের সম্মুখে অপরাপর সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম;

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যাওয়ার পর আমি নিশ্চয় তোমাদের প্রতিমাগুলির বিরুদ্ধে অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণ করিব।'

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। অতঃপর সে ঐগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল, একমাত্র উহাদের প্রধানটি ব্যতীত, যেন তাহারা উহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসে।

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। তাহারা বলিল, 'আমাদের মা'বূদদের সহিত এইরূপ কে করিল ? সে নিশ্চয় যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। তাহারা (অন্য লোকেরা) বলিল 'আমরা এক যুবককে ইহাদের (সম্বন্ধে মন্দ) উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি যে ইব্‌রাহীম বলিয়া অভিহিত।'

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦١﴾

৬২। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তাহাকে সব লোকের চোখের সামনে আন যেন তাহারা (তাহার বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য দিতে পারে।'

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম ! তুমিই কি আমাদের মা'বূদগণের সহিত এইরূপ করিয়াছ ?'

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬৪। সে বলিল, 'অবশ্যই কেহ ইহা করিয়াছে। তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিমা এই তো। অতএব যদি তাহারা কথা বলিতে পারে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। অতঃপর তাহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইল এবং বলিল, 'আসলে যালেম তো তোমরাই।'

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তখন তাহাদের মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল (এবং ইব্‌রাহীমকে বলিল,) 'তুমি তো জানই যে ইহারা কথা বলে না।'

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٦﴾

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বলিল, 'তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুর ইবাদত কর, যাহা তোমাদের না কোন কল্যাণ করিতে পারে এবং না কোন অকল্যাণ করিতে পারে ?

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। ধিক, তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্যও যাহাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না ?'

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তাহারা বলিল, 'তোমরা তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া ফেল এবং নিজেদের মা'বূদদের সাহায্য কর যদি তোমরা অবশ্যই কিছু করিতে চাহ।'

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

৭০। আমরা বলিলাম, 'হে আগুন ! ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল হও এবং নিরাপত্তার কারণ হও।'

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

৭১। এবং তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

৭২। এবং আমরা তাহাকে এবং লূতকে উদ্ধার করিয়াছিলাম সেই দেশে যেখানে আমরা বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রাখিয়াছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাককে এবং পৌত্ররূপে ইয়া'কুবকে এবং আমরা তাহাদের সকলকেই সৎকর্মশীল করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং আমরা তাহাদিগকে ইমাম মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত দিত; এবং আমরা তাহাদের প্রতি নেক কাজ করিতে এবং নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত দিতে ওহী করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই আমাদের ইবাদতকারী বান্দা ছিল।

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং লূতকে আমরা হিকমত ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। এবং তাহাকে সেই জনপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম যাহারা জঘন্য কাজ করিত। নিশ্চয় তাহারা অতিশয় মন্দ এবং দুষ্কৃতকারী ছিল।

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমতের মধ্যে দাখিল করিলাম; নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫ ২৫] ৫

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং (স্মরণ কর) নূহকে, যখন সে ইতিপূর্বে (আমাদিগকে) ডাকিয়াছিল এবং আমরা তাহার দোয়া শুনিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনকে এক পরম উৎকণ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং আমরা তাহাকে সেই কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের নির্দশনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা নিকৃষ্ট কওম ছিল; ফলে আমরা তাহাদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং দাউদকেও এবং সুলায়মানকেও (স্মরণ কর) যখন তাহারা উভয়ে এক শস্যক্ষেত্রের ঝগড়া সম্বন্ধে ফয়সালা করিতেছিল সেই সময় যখন এক কওমের ছাগ-পাল রাত্রিকালে উহা খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা তাহাদের ফয়সালার সাক্ষী ছিলাম।

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٨٠﴾

৮০। আমরা সুলায়মানকে বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের প্রত্যেককে শাসন-ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। এবং আমরা পর্বতমালা এবং পক্ষীকুলকেও দাউদের সঙ্গে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই (আল্লাহ্‌র) তসবীহ্ করিত। আমরা সব কিছু করিতে ক্ষমতাবান।

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং আমরা তাহাকে তোমাদের জন্য বিশেষ একপ্রকার পোশাক (বর্ম) প্রস্তুত করার শিল্প-কলা শিক্ষা দিয়াছিলাম যেন উহা তোমাদিগকে তোমাদের পরস্পরের যুদ্ধের আঘাত হইতে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে?

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং আমরা প্রচণ্ড বায়ুকেও সুলায়মানের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়াছিলাম যাহা তাহার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হইত যাহাতে আমরা বরকত রাখিয়াছিলাম। এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং কতক বিদ্রোহপরায়ণ লোক এমন ছিল যাহারা তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত এবং ইহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য কাজও করিত এবং আমরাই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলাম।

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং আইউবকেও (স্মরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, 'অবশ্যই দুঃখ-ক্লেশ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। সুতরাং আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম এবং তাহার যে দুঃখ-ক্লেশ ছিল, উহা আমরা দূরীভূত করিয়া দিলাম এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন প্রদান করিলাম এবং আমাদের তরফ হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের সঙ্গে তাহাদের অনুরূপ আরও প্রদান করিলাম; এবং এই ঘটনাকে (আমরা) ইবাদতকারীদের জন্য নসিহতের কারণ করিলাম।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলকেও (স্মরণ কর)। তাহারা সকলেই ধৈর্যশীল ছিল।

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে আমাদের রহমতে প্রবিষ্ট করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা সকলেই সৎকর্মশীল ছিল।

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং (স্মরণ কর) যুন্-নূনকেও, যখন সে রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, আমরা তাহাকে কখনও পাকড়াও করিব না, অতঃপর সে (বিপদাবলীর) অন্ধকাররাশির মধ্য হইতে (আমাদিগকে) ডাক দিল, 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। সুতরাং আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম এবং তাহাকে দুঃখ-কষ্ট হইতে নাজাত দিলাম, এবং এইভাবে আমরা মো'মেনগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং যাকারিয়্যাকেও (স্মরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়াছিল (এবং বলিয়াছিল), 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে একা ছাড়িয়া দিও না এবং তুমিই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। তখন আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম, এবং আমরা তাহাকে ইয়াহ্ইয়া দান করিলাম এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে সুস্থ করিয়া দিলাম। নিশ্চয় তাহারা সৎকর্মে পরস্পর তৎপরতা অবলম্বন করিত এবং তাহারা আমাদিগকে আশা ও ভয়ের সহিত ডাকিত এবং আমাদের সান্নিধ্যে বিনয়ী ছিল।

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২। এবং সেই মহিলাকেও (স্মরণ কর), যে তাহার সতীত্বের হিফাযত করিয়াছিল, সুতরাং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের রূহ (আদেশ) হইতে কিছু ফুৎকার করিলাম, এবং আমরা

তাহাকে ও তাহার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করিলাম।

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٣﴾

৯৩। নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত এক-ই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।

وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪। এবং তাহারা তাহাদের মধ্যে নিজেদের (দীনের) বিষয়কে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল, তাহাদের প্রত্যেককেই আমাদের দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে। [১৮]

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ ۖ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫। অতএব যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে তাহার কর্ম-প্রচেষ্টা রদ করা হইবে না এবং নিশ্চয় আমরা উহা লিখিয়া রাখি।

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬। এবং প্রত্যেক জনপদের জন্য, যাহাকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, ইহা অলংঘনীয় বিধান করা হইয়াছে যে, উহার অধিবাসীগণ পুনরায় কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭। এমন কি যখন ইয়া'জূজ ও মা'জূজকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি (ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর) হইতে ছুটিয়া আসিবে।

وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٩٨﴾

৯৮। এবং যখন (আল্লাহ্‌র) সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হওয়ার সময়) সন্নিকট হইবে, তখন দেখ! সহসা কাফেরদের চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইয়া যাইবে, (এবং তাহারা বলিবে) 'আমাদের জন্য পরিতাপ! নিশ্চয় আমরা এই (দিন) সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম বরং আমরা যালেম ছিলাম।'

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯। (তখন বলা হইবে) 'নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহার ইবাদত করিতে তাহারা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হইবে, তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবে।'

لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০। যদি এইগুলি মা'বূদ হইত, তাহা হইলে তাহারা উহাতে প্রবেশ করিত না; এবং তাহারা সকলেই উহাতে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾

১০১। তথায় তাহারা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকিবে এবং উহাতে (সান্ত্বনার) কোন কথা তাহারা শুনিতে পাইবে না।

إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠٢﴾

১০২। নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে আমাদের পক্ষ হইতে কল্যাণ অবধারিত করা হইয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে;

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। তাহারা উহার সামান্যতম শব্দও শুনিবে না, এবং তাহারা সেই অবস্থায় চিরকাল থাকিবে যাহা তাহাদের অন্তর কামনা করিবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۚ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। মহা আতঙ্কও তাহাদিগকে চিন্তিত করিবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এই বলিয়া 'ইহাই তোমাদের সেই দিন যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইত।

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। যেদিন আমরা আকাশকে গুটাইয়া লইব বই-খাতাদির লিখিত বস্তুকে গুটাইয়া লওয়ার ন্যায়। যেরূপে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলাম তদ্রূপই আমরা উহা পুনরায় করিব ;ইহা এমন এক ওয়াদা যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, আমরা ইহা অবশ্যই করিব।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং (ইতিপূর্বে) আমরা যাবূরে উপদেশবাণীর পর ইহা লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার নেক বান্দাগণ এই (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী হইবে।

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ইবাদতকারী কওমের জন্য এক পয়গাম রহিয়াছে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তুমি বল, 'আমার প্রতি কেবল ইহাই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ। অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে ?'

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۚ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১১০। অতএব যদি তাহারা পিঠ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে সকল দিক দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি, এবং আমি জানি না যে বিষয়ে তোমাদিগকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে উহা নিকটে না দূরে;

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১১। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য কথাও জানেন এবং তাহাও জানেন যাহা তোমরা গোপন কর;

وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾

১১২। এবং আমি জানি না, উহা হয়তো তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং কিছুকাল পর্যন্ত সুখ—ভোগের কারণ হইতে পারে।'

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। সে (এই রসূল) বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি সঠিকভাবে মীমাংসা কর। বস্তুতঃ আমাদের প্রতিপালক রহমান আল্লাহ্, যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া হয় উহার বিরুদ্ধে যাহা তোমরা বর্ণনা কর।'

৭ [১৯] ৭

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

২২ সূরা আল্ হাজ্জ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ১০ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ②

২। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 'তাক্‌ওয়া' অবলম্বন কর; নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের ভূমিকম্প অতীব গুরুতর বিষয়—

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ③

৩। যেদিন তোমরা উহা দেখিবে সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তাহার দুগ্ধ-পোষ্যকে ভুলিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে এবং তুমি লোকদিগকে মাতাল অবস্থায় দেখিবে, অথচ তাহারা মাতাল হইবে না, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আযাব হইবে অতীব কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ④

৪। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশতঃ বিতর্ক করে এবং তাহারা প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে—

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ⑤

৫। যাহার সম্বন্ধে এই চিরাচরিত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে ব্যক্তিই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, সে তাহাকে অবশ্যই বিপথগামী করিবে এবং প্রজ্জ্বলিত দোযখের আযাবের দিকে লইয়া যাইবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً

৬। হে মানবমণ্ডলী! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তাহা হইলে (চিন্তা কর) আমরা তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর শুক্রবীর্য হইতে, অতঃপর আঠালো জমাট রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে, যেন আমরা তোমাদের নিকট (আমাদের ক্ষমতার বিষয়) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিই। এবং যাহাকে আমরা চাহি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে রাখি; অতঃপর আমরা তোমাদিগকে শিশুর আকারে বাহির করি এবং (ক্রমানুয়ে পরিবর্ধিত করিতে থাকি) যেন তোমরা তোমাদের বলিষ্ঠ বয়সে উপনীত হইতে পার। এবং তোমাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে (স্বাভাবিক

وَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٥

বয়সে) মৃত্যু দান করা হয়; এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যে উপনীত করা হয়, ফলে সে জ্ঞানার্জনের পর সম্পূর্ণ জ্ঞান-হারা হইয়া পড়ে। এবং তুমি ভূমিকে নিষ্প্রাণ দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহার উপর পানি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ হইয়া উঠে এবং বর্ধিত হইতে থাকে এবং সর্বপ্রকার সুশোভিত উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝٦

৭। ইহা এই জন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রকৃত সত্য সত্তা, এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান;

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ۝٧

৮। এবং নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করিবেন যাহারা কবরে আছে।

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ۝٨

৯। এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞান ছাড়া, হেদায়াত ছাড়া এবং কোনও সমুজ্জ্বল কিতাব ছাড়া এমন অবস্থায় বিতর্ক করে যে,

ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۝٩

১০। সে অহংকারভরে নিজ পার্শ্ব ফিরাইয়া রাখে যেন সে আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিপথগামী করিতে পারে। তাহার জন্য দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা নির্ধারিত আছে এবং কিয়ামত দিবসেও আমরা তাহাকে আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝١٠

১১। (এবং বলিব) ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হস্ত আগে প্রেরণ করিয়াছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের উপর আদৌ যুলুম করেন না।

১১] ৮

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ۨ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ۨ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ ۚ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۝١١

১২। এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে কিনারায় দাঁড়াইয়া। অতএব, যদি তাহার কোন কল্যাণ সাধন হয় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যদি সে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সে মুখ ঘুরাইয়া ফিরিয়া যায়। তাহারা ইহজগতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং পরজগতেও। বস্তুতঃ ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ۝١٢

১৩। সে আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে যে তাহার কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না। ইহাই চরম পর্যায়ের বিপথগামিতা।

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾

১৪ । সে তাহাকে ডাকে যাহার অনিষ্ট তাহার উপকার অপেক্ষা অধিকতর সন্নিকট । এইরূপ মনিবও কত মন্দ এবং এইরূপ সহচরও কত মন্দ !

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾

১৫ । নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন ।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾

১৬ । যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তাহাকে ইহকালে ও পরকালে কখনও সাহায্য করিবেন না, তাহার কর্তব্য সে যেন একটি রজ্জু লম্বা করিয়া আকাশ পর্যন্ত লইয়া যায় (অর্থাৎ উহা দিয়া আরোহণ করে), অতঃপর উহা কাটিয়া ফেলে এবং দেখে যে তাহার কৌশল সেই বিষয়কে অপসারিত করে কিনা যাহা তাহাকে রাগান্বিত করে ।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

১৭ । এবং আমরা এইভাবে এই কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে নাযেল করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾

১৮ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং যাহারা সাবী· এবং খৃষ্টান এবং মজুসী এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করিয়াছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর উত্তম পর্যবেক্ষক ।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

১৯ । তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে তাহারাও যাহারা আকাশসমূহে আছে এবং তাহারাও যাহারা পৃথিবীতে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষপুঞ্জ, জীবজন্তু এবং মানবকুল হইতে অনেকে ? কিন্তু লোকদের মধ্যে এমন এক বিরাট দলও আছে যাহাদের সম্বন্ধে আযাবের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে । এবং আল্লাহ্ যাহাকে অপমানিত করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই । নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন ।

সেজদা-৬

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾

২০ । এই দুই পরস্পর বিবদমান দল এইরূপ যাহারা নিজেদের প্রভুর সম্বন্ধে বিবাদ করিতেছে । অতএব যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হইবে এবং তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে,

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢١﴾

২১। উহা দ্বারা তাহাদের উদরে যাহা কিছু আছে তাহা এবং তাহাদের চামড়াও গলাইয়া দেওয়া হইবে;

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢٢﴾

২২। এবং তাহাদের (আরও শাস্তির) জন্য থাকিবে লোহার হাতুড়িসমূহ।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٣﴾

২৩। যখনই তাহারা দুঃখ ও কষ্টের দরুন উহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে তথায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, 'তোমরা আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর!'

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৪। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। তথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণের কঙ্কণ দ্বারা এবং মনি-মুক্তা দ্বারা; এবং উহাতে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তাহাদিগকে পবিত্র বাণীর দিকে পথ প্রদর্শন করা হইবে এবং তাহাদিগকে প্রশংসাময় (আল্লাহ্‌র) পথের দিকে পরিচালিত করা হইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে এবং 'মসজিদুল হারাম' (সম্মানিত মসজিদ) হইতে নিবৃত্ত রাখে যাহাকে আমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য সমভাবে কল্যাণের কারণ করিয়াছি—তাহারা উহাতে অবস্থানকারী হউক অথবা মরুবাসী হউক এবং যাহারা যুলুম করিয়া উহাতে বক্রতা সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহাদিগকে আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্‌রাহীমের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলাম এই গৃহের স্থানকে (এবং বলিয়াছিলাম), যে, 'তুমি কোন বস্তুকে আমার সহিত শরীক করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ, তওয়াফ কারীদের (প্রদক্ষিণকারীদের), দণ্ডায়মানকারীদের, রুকূ-কারীদের, এবং সেজদাকারীদের জন্য;

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর, যেন তাহারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার নিকট আগমন করে, পদব্রজেও এবং এমন সব বাহনের উপর আরোহণ করিয়াও,

যেগুলি দীর্ঘপথ চলার দরুন শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, ইহারা দূর-দূরান্ত হইতে গভীর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে,

২৯। যেন তাহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত উপকারসমূহ প্রত্যক্ষ করে, এবং যেন তাহারা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে উহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যাহা তিনি তাহাদিগকে গৃহ-পালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরাও উহা হইতে আহার কর এবং দুর্গত ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগকেও আহার করাও।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٩﴾

৩০। 'অতঃপর তাহারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে।'

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٠﴾

৩১। এইরূপ (আল্লাহ্‌র আদেশ)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) পবিত্র জিনিষসমূহের সম্মান করিবে ইহা তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে। (হে মো'মেনগণ) তোমাদের জন্য, সকল চতুষ্পদ জন্তুই হালাল করা হইয়াছে কেবল উহা ছাড়া যাহা (কুরআনে) তোমাদের জন্য (হারাম বলিয়া) বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা হইতেও দূরে থাক —

ذَٰلِكَ ۖ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣١﴾

৩২। আল্লাহ্‌র (ইবাদতের) জন্য একনিষ্ঠ অবস্থায়, কাহাকেও তাঁহার সঙ্গে শরীক না করিয়া। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, অনন্তর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল অথবা বাতাস তাহাকে উড়াইয়া দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣٢﴾

৩৩ প্রকৃত কথা) ইহাই, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিদর্শনসমূহকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবে, নিশ্চয় তাহার এই কাজকে আন্তরিক তাক্‌ওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ذَٰلِكَ ۖ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٣﴾

৩৪। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য এইগুলির (কুরবানীর পশু) মধ্যে উপকার আছে, অতঃপর প্রাচীন গৃহের নিকট উহাদের কুরবানীর স্থান হইবে।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٤﴾

৪ [৮] ১১

৩৫। এবং আমরা প্রত্যেক কওমের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উহার উপর উচ্চারণ করে যাহা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। স্মরণ রাখিও, তোমাদের

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ

اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسۡلِمُوۡا ؕ وَبَشِّرِ الۡمُخۡبِتِيۡنَ ۙ﴿۳۵﴾

মা'বূদ এক-ই মা'বূদ সুতরাং তোমরা কেবল তাঁহারই জন্য আত্মসমর্পণ কর এবং বিনয়ী লোকদিগকে সুসংবাদ দাও—

الَّذِيۡنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ وَالصّٰبِرِيۡنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمۡ وَالۡمُقِيۡمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ ﴿۳۶﴾

৩৬। তাহারা এমন লোক যে, যখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, এবং (ঐ সকল লোককেও সুসংবাদ দাও) যাহারা তাহাদের উপর আগত বিপদাবলীতে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং তাহাদিগকে আমরা যাহা কিছু রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

وَالۡبُدۡنَ جَعَلۡنٰهَا لَكُمۡ مِّنۡ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمۡ فِيۡهَا خَيۡرٌ ۖ فَاذۡكُرُوا اسۡمَ اللّٰهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتۡ جُنُوۡبُهَا فَكُلُوۡا مِنۡهَا وَاَطۡعِمُوا الۡقَانِعَ وَالۡمُعۡتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرۡنٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। আর যে কুরবানীর উষ্ট্রগুলি, আমরা ঐগুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত করিয়াছি। উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গল নিহিত আছে; অতএব, উহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া উহাদের উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। এবং যখন উহারা নিজেদের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়ে, তখন তোমরা উহা হইতে নিজেরাও আহার কর এবং আহার করাও অল্পেতুষ্ট-ধৈর্যশীল অভাবীদিগকে এবং দারিদ্র কাতর ব্যক্তিদিগকেও। এইভাবে আমরা উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

لَنۡ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوۡمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰـكِنۡ يَّنَالُهُ التَّقۡوٰى مِنۡكُمۡ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمۡ ؕ وَبَشِّرِ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাক্‌ওয়া পৌঁছে। এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوۡرٍ ﴿۳۹﴾

৩৯। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের পক্ষ হইতে (শত্রুকে) প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে।

৫ [৫] ১২

اُذِنَ لِلَّذِيۡنَ يُقٰتَلُوۡنَ بِاَنَّهُمۡ ظُلِمُوۡا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيۡرُ ۙ﴿۴۰﴾

৪০। যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান—

الَّذِيۡنَ اُخۡرِجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ بِغَيۡرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنۡ يَّقُوۡلُوۡا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوۡلَا دَفۡعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعۡضَهُمۡ

৪১। যাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বাহিষ্কার করা হইয়াছে যে তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক।' আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের

بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে সাধু-সন্ন্যাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন যাহারা তাঁহার (ধর্মের পথে) সাহায্য করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾

৪২। ইহারা এমন লোক যে, যদি আমরা তাহাদিগকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তাহা হইলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ করিবে এবং মন্দ কর্ম হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুতঃ সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করে, তাহা হইলে (ইহা নূতন কথা নহে) তাহাদের পূর্বেও (নবীদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল নূহের জাতি এবং আদ এবং সামূদ—

وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং ইব্‌রাহীমের জাতি এবং লূতের জাতি;

وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং মিদিয়ানবাসীগণ। এবং মূসাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছিল। তখন আমি অস্বীকারকারীগণকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম; অতএব (চিন্তা করিয়া দেখ) আমাকে অস্বীকার করা (পরিণামে) কত ভয়াবহ ছিল!

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং কত জনপদ ছিল যেগুলিকে আমরা এমতাবস্থায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যখন তাহারা যুলুমে লিপ্ত ছিল, ফলে ঐগুলি স্বীয় ছাদের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং কত পরিত্যক্ত কূপ এবং সুউচ্চ ও সুদৃঢ় কিল্লা (যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি)!

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

৪৭। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যাহাতে তাহারা এমন হৃদয় লাভ করে যেগুলি দ্বারা তাহারা (এইসব কথা) উপলব্ধি করিতে পারে অথবা এমন কান লাভ করে, যেগুলি দ্বারা তাহারা (এই সব কথা) শুনিতে পারে? আসল কথা এই যে, বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হয় না, পরন্তু অন্ধ হয় হৃদয় যাহা বক্ষেঃ আছে।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۚ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁহার ওয়াদা ভংগ করেন না। এবং নিশ্চয় কোন কোন দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার বৎসরের সমান যাহা তোমরা গণনা কর।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং এমন কত জনপদ ছিল যাহাদিগকে আমি (প্রথমে) অবকাশ দিয়াছিলাম, অথচ তাহারা যুলুমে ব্যাপৃত ছিল। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি, এবং আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের জন্য কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী;

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫১। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযক্ (অবধারিত) আছে;

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

৫২। কিন্তু যাহারা আমাদিগকে আমাদের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে পরাভূত করিতে চেষ্টা করে — তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং আমরা তোমার পূর্বে না কোন রসূল এবং না কোন নবী পাঠাইয়াছি কিন্তু যখনই সে কোন ইচ্ছা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহার ইচ্ছার পথে বিঘ্ন দাঁড় করাইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ উহা দূরীভূত করিয়া দেন যাহা শয়তান দাঁড় করায়। অতঃপর তিনি নিজ নিদর্শনসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। যেন তিনি উহাকে, যাহা শয়তান দাঁড় করায়, ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করেন, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহাদের হৃদয় শক্ত পাষাণ, বস্তুতঃ যালেমগণ কঠোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রহিয়াছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সর্বাঙ্গীন সত্য; ফলে তাহারা যেন ঈমান আনে এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের হৃদয় বিনয়াবনত হয়। এবং আল্লাহ্ মো'মেনগণকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে নিশ্চয় হেদায়াত দিয়া থাকেন;

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং কাফেরগণ ইহার সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত সন্দেহে পড়িয়া থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত তাহাদের উপর অকস্মাৎ আসিয়া পড়িবে, অথবা তাহাদের নিকট এক ধ্বংসাত্মক দিবসের আযাব আসিয়া পড়িবে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٧﴾

৫৭। সেদিন সমস্ত আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র হইবে। তিনি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে থাকিবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) আছে।

৭ [৮] ১৪

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় অথবা স্বাভাবিক ভাবে মারা যায় নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম রিয্‌ক দান করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ রিয্‌ক দাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

৬০। তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে এমন স্থানে প্রবেশ করাইবেন যাহাকে তাহারা পসন্দ করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦١﴾

৬১। ইহা এইরূপেই। এবং যে ব্যক্তি সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে যে পরিমাণ তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, এতদসত্ত্বেও সে (বিপক্ষ দ্বারা) নির্যাতিত হইলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٦٢﴾

৬২। এইরূপ (প্রতিফল দানের নিয়ম) এইজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٣﴾

৬৩। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাকে ডাকে উহা আসলে মিথ্যা এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ, অতীব মহান।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٤﴾

৬৪। তুমি কি দেখ নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে যমীন সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে? নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাত।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٥﴾

৬৫। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাঁহার এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রাচুর্যশালী, অতীব প্রশংসনীয়।

৮ ৭] ১৫

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾

৬৬। তুমি কি দেখ নাই যে, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জাহাজসমূকেও, যেগুলি তাঁহারই আদেশে সমুদ্রে চলিতেছে ? এবং তিনি আকাশকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উহা তাঁহার আদেশ ছাড়া পৃথিবীতে পড়িয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, আবার তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٨﴾

৬৮। আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি তদনুসারে তাহারা ইবাদত পালন করে, সুতরাং তাহারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না করে, তুমি তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সঠিক হেদায়াতের উপর আছ।

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং যদি তাহারা তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে, তাহা হইলে তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবহিত;

اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٧٠﴾

৭০। আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের (এবং আমার) মধ্যে সেই বিষয়ের ফয়সালা করিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ।'

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ﴿٧١﴾

৭১। তুমি কি জান না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই জানেন ? নিশ্চয় ইহা এক কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে; নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজসাধ্য।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার জন্য তিনি কোন দলীল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই, এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার জ্ঞান নাই, এবং যালেমগণের জন্য কেহ সাহায্যকারী নাই।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ ۖ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত-সমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে পরিষ্কার অসন্তোষের লক্ষণ দেখিয়া থাক। তাহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, যাহারা তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ অবস্থার সংবাদ দিব ? (শুন ! উহা) আগুন ! আল্লাহ্ ইহার ওয়াদা তাহাদের সঙ্গে করিয়াছেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। এবং ইহা কতই না মন্দ পরিণাম স্থান !'

[৮] ৯ ১৬

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

৭৪। হে মানবমণ্ডলী ! একটি উপমা বর্ণনা করা হইতেছে, তোমরা উহা মনোযোগ সহকারে শুন। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকিতেছ, তাহারা আদৌ একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা সকলেই ইহার জন্য একত্রিত হইয়া যায়। এমন কি মাছি তাহাদের নিকট হইতে কোন বস্তু ছিনাইয়া লইয়া গেলে তাহারা উহাও তাহার নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারে না। নিঃসন্দেহে প্রার্থী এবং প্রার্থিত (যাহার নিকট প্রার্থনা করা হয়) উভয়ই দুর্বল।

مَّا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

৭৫। তাহারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা (গুণাবলী) যথোচিত উপলব্ধি করে নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী।

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

৭৬। আল্লাহ্ মনোনীত করিয়া থাকেন রসূলগণকে ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

৭৭। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে, সবই তিনি জানেন এবং সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ ۩

৭৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা রুকূ কর এবং সেজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং পুণ্য কর্ম কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

সেজদা — শাফেঈ মাযহাব মতে।

وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ
اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ
قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ
الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۷۸﴾

৭৯। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ কর, তিনিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের উপর ধর্ম সম্পর্কে কোন কঠোরতা চাপাইয়া দেন নাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অবলম্বন কর, তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন, পূর্বেও এবং এই কিতাবেও যেন এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়, এবং তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

১০ [৬] ১৭

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ

২৩- সূরা আল্ মো'মেনূন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১৯ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ②

২। মো'মেনগণ নিশ্চয় সফলকাম হইয়াছে;

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ③

৩। যাহারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে;

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ④

৪। এবং যাহারা সকল বৃথা কার্যকলাপ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়;

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ⑤

৫। এবং যাহারা যাকাত প্রদানে তৎপর;

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ⑥

৬। এবং যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে—

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ⑦

৭। কেবল নিজেদের স্ত্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ ব্যতীত; এই কারণে তাহারা আদৌ তিরস্কৃত হইবে না;

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ⑧

৮। কিন্তু ইহা ব্যতীত যাহারা অন্য কিছুর কামনা করিবে তাহারা সীমালঙ্ঘনকারী হইবে—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ⑨

৯। এবং যাহারা নিজেদের আমানতসমূহের এবং অঙ্গীকার সমূহের প্রতি যত্নবান,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ⑩

১০। এবং যাহারা সতত তাহাদের নামাযের হেফাযত করে;

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ⑪

১১। তাহারাই উত্তরাধিকারী—

الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑫

১২। তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদৌসের, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ⑬

১৩। এবং আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস হইতে সৃষ্টি করিয়াছি;

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٤﴾

১৪। অতঃপর আমরা উহাকে সংস্থাপন করি শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে ;

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٥﴾

১৫। অতঃপর আমরা সেই শুক্রবিন্দুকে এক আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করিলাম, তৎপর সেই আঁঠালো জমাট রক্ত-পিণ্ডকে (আকৃতিবিহীন) মাংসপিণ্ডে পরিণত করিলাম, অতঃপর সেই মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জে পরিণত করিলাম, ইহার পর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করিলাম, তারপর উহাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করিলাম। সুতরাং অতিশয় বরকতময় সেই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। অতঃপর অবশ্যই তোমাদিগকে কিয়ামতের দিনে উত্থিত করা হইবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং আমরা তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করিয়াছি; এবং আমরা আমাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নহি।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। এবং আমরা আকাশ হইতে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহাকে জমিতে সংরক্ষিত করি; এবং নিশ্চয় আমরা উহাকে উঠাইয়া লইতেও সক্ষম।

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। অতঃপর আমরা উহা দ্বারা তোমাদের জন্য উদ্গত করিয়াছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, উহাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এবং সেই বৃক্ষও যাহা সিনাই পর্বতে জন্মায়, যাহা তেল উৎপন্ন করে, আর উৎপন্ন করে আহারকারীদের জন্য তরকারী।

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলিতেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে, উহাদের উদরে যাহা আছে উহা হইতে আমরা তোমাদিগকে পান করাই, এবং ঐগুলির মধ্যে তোমাদের জন্য আরও অনেক ফায়দা আছে এবং উহাদের মধ্য হইতে কতক (পশুর মাংস) তোমরা ভক্ষণ কর;

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

[২৩] ২৩। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং আমরা নিশ্চয় নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নাই। তোমরা কি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

২৫। ইহাতে তাহার জাতির সরদারগণ যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, বলিল, 'এই ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; সে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে চাহে এবং যদি আল্লাহ্ (রসূল পাঠাইতে) চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি ফিরিশ্‌তাগণকে নাযেল করিতেন। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই;

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٦﴾

২৬। সে এমন এক মানুষ বৈ কিছু নহে যাহাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে; সুতরাং তাহার পরিণামের জন্য তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٧﴾

২৭। ইহাতে নূহ বলিল,'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে সাহায্য কর, কারণ তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে।'

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। অতএব, আমরা তাহার নিকট ওহী করিলাম, 'আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। অতঃপর, যখন আমাদের হুকুম আসিবে এবং (ভূপৃষ্ঠে) প্রস্রবণসমূহ উচ্ছসিত হইবে, তখন তুমি উহাতে (প্রয়োজনীয়) প্রত্যেক প্রাণীর (নর-মাদা) দুইটি করিয়া এক এক জোড়া এবং তোমার আত্মীয়স্বজনকে, একমাত্র তাহারা ছাড়া যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব হইতে আমাদের হুকুম জারি হইয়া রহিয়াছে, আরোহণ করিয়া লও। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলিও না, কারণ তাহারা নিশ্চয় নিমজ্জিত হইবে ;

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾

২৯। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সংগীগণ নৌকাতে সুস্থিরভাবে উপবিষ্ট হইবে তখন বলিবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদিগকে যালেম কওম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং বলিবে, হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে (এই নৌকা হইতে) এমন অবস্থায় অবতরণ করাও যে, আমার উপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হইতে থাকে; বস্তুতঃ তুমিই হইতেছ অবতারণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।'

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বহু নিদর্শন আছে এবং আমরা নিশ্চয় (বান্দাগণের) পরীক্ষা লইয়া থাকি।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾

৩২। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে অন্য এক গোষ্ঠির উদ্ভব করিয়াছি।

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এই (পয়গাম সহ) রসূল পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন মা'বূদ নাই, তথাপি কি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং তাহার কওমের মধ্য হইতে প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমরা এই দুনিয়ার জীবনে সচ্ছল করিয়াছিলাম, বলিয়াছিল, 'এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। সে উহা হইতে আহার করে যাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং সে উহা হইতে পান করে যাহা হইতে তোমরা পান কর;

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মরিয়া যাইবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন তোমাদিগকে পুনরায় (জীবিত করিয়া) বাহির করা হইবে ?

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা (সত্য হইতে) দূরে, বহু দূরে;

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। আমাদের পার্থিব জীবন ব্যতীত কোন জীবন নাই, আমরা মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত থাকি; বস্তুতঃ আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইব না;

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। সে এমন ব্যক্তি বই আর কিছু নহে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছে, এবং আমরা কখনও তাহার উপর ঈমান আনিব না।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। তিনি বলিলেন, 'অচিরে তাহারা অবশ্যই অনুতপ্ত হইবে।'

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। অতঃপর, সত্য সত্যই এক আর্তনাদপূর্ণ আযাব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, এবং আমরা তাহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ খড়কুটায় পরিণত করিয়াছিলাম; সুতরাং যালেম জাতির জন্য অভিসম্পাত !

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে আরও বহু জাতির উদ্ভব করিলাম।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। কোন জাতিই তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদকাল অতিক্রম করিতে পারে না এবং উহার পশ্চাতেও থাকিয়া যাইতে পারে না।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرٰا ۗ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। অতঃপর আমরা একের পর এক রসূল পাঠাইয়াছিলাম। যখনই কোন জাতির নিকট তাহাদের রসূল আগমন করিত, তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিত। অতএব আমরা (ধ্বংসের পথে) তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের পিছনে অনুসরণ করাইলাম; এবং আমরা তাহাদের সকলকে (অতীতের) উপকথায় পরিণত করিলাম। সুতরাং সেই জাতির জন্য অভিসম্পাত, যাহারা ঈমান আনে না !

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। অতঃপর আমরা মূসা ও তাহার ভাই হারূনকে আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইলাম—

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিল বড় উদ্ধত জাতি।

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। তখন তাহারা বলিল, 'আমরা কি আমাদেরই মত দুইজন মানুষের উপর ঈমান আনিব ? অথচ তাহাদের জাতি আমাদের দাস ?'

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। অতএব তাহারা তাহাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল; ফলে তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গেল।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যেন তাহারা হেদায়াত পায়।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥١﴾

৫১। এবং মরিয়মের পুত্রকে ও তাহার মাকে আমরা এক নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের উভয়কে (শ্যামল) উপত্যকার এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা বসবাসের যোগ্য এবং ঝরণাবিশিষ্ট ছিল।

৩ ৮] ৩

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

৫২। হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা করিতেছ তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ণরূপে অবহিত।

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং তোমাদের এই জমাআত বস্তুতঃ একই জমাআত, এবং আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা আমার তাক্ওয়া অবলম্বন কর।

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪। কিন্তু লোকেরা তাহাদের (ধর্মীয়) বিষয়কে নিজেদের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে (অর্থাৎ তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে); যাহা তাহাদের নিকট আছে উহা লইয়া প্রত্যেক দল গর্ব করিতেছে।

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٥﴾

৫৫। অতএব তুমি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দাও।

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তাহারা কি ধারণা করে যে, আমরা যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি,

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭। (এতদ্বারা কি) আমরা তাহাদের জন্য কল্যাণ সাধনে ত্বরা করিতেছি? (এইরূপ নহে) বরং তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না।

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের প্রভুর ভয়ে কম্পমান,

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে,

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾

৬০। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত শরীক করে না,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦١﴾

৬১। এবং যাহারা (হকদারকে) যাহা কিছু দান করে তাহা এমন অবস্থায় দান করে যে, তাহাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এই বলিয়া যে, এক দিন তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবে—

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। এই সকল লোকই পুণ্য কর্মে তৎপরতা অবলম্বন করে এবং তাহারা পুণ্য কর্মে একে অপরের আগে যাইবার প্রতিযোগিতা করে।

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং আমরা কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কোন কর্মভার ন্যস্ত করি না ; এবং আমাদের নিকট এক কিতাব আছে যাহা সত্য কথা বলে; এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَٰمِلُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪। কিন্তু তাহাদের অন্তরসমূহ ইহার সম্বন্ধে ঔদাসীন্যে পড়িয়া আছে, ইহা ব্যতীত তাহাদের আরও অনেক (মন্দ) কর্ম আছে যাহা তাহারা করিতেছে।

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫। এমনকি যখন আমরা তাহাদের মধ্য হইতে অবস্থাশালী লোকদিগকে আযাব দ্বারা ধৃত করি, তখন দেখ! অকস্মাৎ তাহারা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিতে থাকে;

لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬। (ইহাতে আমরা বলি) 'আজ তোমরা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিও না; আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না;

قَدْ كَانَتْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭। নিশ্চয় আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনানো হইত, কিন্তু তোমরা তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইতে,

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮। অহংকার করিয়া, উহার সম্বন্ধে রাত্রিকালে বৃথা বাজে কথা বলিয়া তোমরা পশ্চাতে সরিয়া পড়িতে।'

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তাহারা কি এই (ঐশী) বাণীর প্রতি মনোনিবেশ করে নাই অথবা তাহাদের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের নিকট আসে নাই ?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٧٠﴾

৭০। অথবা তাহারা কি তাহাদের রসূলকে চিনে নাই যেজন্য তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিতেছে ?

أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧١﴾

৭১। অথবা তাহারা কি বলিতেছে যে, সে উন্মাদগ্রস্ত ? না, বরং সে তাহাদের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশ লোক সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং সত্য যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিত তাহা হইলে আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা বাস করে সবকিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের নিকট তাহাদের উপদেশ লইয়া আসিয়াছি কিন্তু তাহারা তাহাদের উপদেশকে উপেক্ষা করিতেছে।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩। অথবা তুমি কি তাহাদের নিকট কোন কর চাহিতেছ ? কিন্তু তোমার প্রভুর প্রদত্ত প্রতিদান অতি উত্তম, এবং তিনি সর্বোত্তম রিয্কদাতা।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে আহ্বান করিতেছ।

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারাই সরল-সুদৃঢ় পথ হইতে বিচ্যুত।

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর দয়া করি এবং যে অনিষ্ট তাহাদের সঙ্গে লাগিয়া আছে উহা দূর করি, তথাপি তাহারা নিজেদের বিদ্রোহিতায় অন্ধ হইয়া অনড় থাকিবে।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিয়াছি, তবুও তাহারা তাহাদের প্রভুর সমীপে বিনয়ের সহিত ঝুঁকে নাই এবং তাহারা কান্নাকাটিও করে নাই।

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮। এমন কি যখন আমরা তাহাদের উপর কঠিন শাস্তির দ্বার খুলিয়া দিই তখন দেখ! সহসা তাহারা হতাশ হইয়া যায়।

৪ [২৭] ৪

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং তিনিই তো তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

৮০। এবং তিনিই তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তন তাঁহারই আয়ত্তাধীন। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিবে না ?

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

৮২। বরং তাহারা সেই কথাই বলে, যাহা (তাহাদের) পূর্ববর্তীগণ বলিয়াছিল।

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। তাহারা বলিয়াছিল, 'কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইব তখনও কি আমরা বাস্তবিকই পুনরুত্থিত হইব ?'

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا

৮৪। ইতিপূর্বেও আমাদিগকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, (কিন্তু

إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨٤﴾

এইরূপ কিছুই হয় নাই) আসলে ইহা পূর্ববর্তীগণের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত কিছুই নহে ।'

قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫ । তুমি বল, 'যদি তোমরা জান তাহা হইলে (বল) এই পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা কাহার ?'

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬ । তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র ।' তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?'

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٧﴾

৮৭ । তুমি (আবার) বল,'সাত আকাশের প্রতিপালক এবং মহান আরশের অধিপতি কে ?'

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮ । তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র'। তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর না ?'

قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯ । তুমি (আরও) বল, 'প্রত্যেক বস্তুর সর্বাধিপত্য কাহার হাতে আছে এবং যিনি সকলকে আশ্রয় দেন কিন্তু তাঁহার (শাস্তির) মোকাবেলায় অন্য কেহ আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান ?'

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٩٠﴾

৯০ । তাহারা অবশ্যই বলিবে,'আল্লাহ্‌র' । তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমাদিগকে ধোকা দিয়া কোন্ দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে ?'

بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٩١﴾

৯১ । বরং আমরা তাহাদের নিকট সত্য আনিয়াছি, বস্তুতঃ তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী ।

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩٢﴾

৯২ । আল্লাহ্ কোন পুত্র গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অন্য কোন মা'বূদ নাই, এইরূপ হইলে প্রত্যেক মা'বূদ নিজ নিজ সৃষ্ট-বস্তুকে লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং তাহাদের কতক কতকের উপর অবশ্যই চড়াও করিয়া বসিত । তাহারা যাহা বর্ণনা করে, উহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ।

عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩ । তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞান রাখেন । সুতরাং তাহারা যাহা শরীক করে, তিনি উহা হইতে বহু উর্ধ্বে ।

ع ৫ [১৫] ৫

قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪ । তুমি বল, 'হে আমার প্রভু ! যদি তুমি আমাকে উহা দেখাইয়া দাও যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে;

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٥﴾

৯৫ । হে আমার প্রভু ! তখন তুমি আমাকে যালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত করিও না ।'

وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬। এবং আমরা তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিতেছি উহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই আমরা সক্ষম।

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭। তুমি মন্দকে উহা দ্বারা প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, তাহারা যাহা বর্ণনা করে, আমরা উহা ভালভাবেই জানি।

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٨﴾

৯৮। এবং তুমি বল,'হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হইতে তোমারই আশ্রয় চাহিতেছি;

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট ইহা হইতেও আশ্রয় চাহিতেছি যে, তাহারা আমার নিকটে উপস্থিত হউক।'

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿١٠٠﴾

১০০। এমন কি যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও,

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠١﴾

১০১। যেন আমি সেই সব পুণ্য কর্ম করিতে পারি যাহা আমি (পার্থিব জীবনে) ছাড়িয়া আসিয়াছি।' কখনও নহে! ইহা কেবল মুখের কথা যাহা সে বলিতেছে, এবং তাহাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত এক পর্দা রহিয়াছে যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠٢﴾

১০২। এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেইদিন তাহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা থাকিবে না এবং তাহারা একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসাও করিবে না।

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। অতএব যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে— তাহারাই সফলকাম হইবে;

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে— তাহারাই নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে; তাহারা দীর্ঘকাল জাহান্নামে থাকিবে।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে এবং তথায় তাহারা (ভয়ে) বিভৎস হইয়া যাইবে।

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইত না এবং তোমরা কি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে না ?'

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। তাহারা বলিবে,'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হইয়া গিয়াছিল এবং আমরা এক বিপদগামী জাতি ছিলাম।'

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে ইহা হইতে বাহির কর, অতঃপর যদি আমরা পুনরায় এইরূপ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেম হইব।'

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা দূরে সর, ঘৃণ্য অবস্থায় থাক উহাতেই এবং আমার সহিত তোমরা কথা বলিও না।'

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১১০। নিশ্চয় আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এমন একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রভু ! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।'

فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১১। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানাইয়া লইয়াছিলে, এমন কি তাহারা (ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হইয়া) তোমাদিগকে আমার স্মরণ ভুলাইয়া দিয়াছিল, এবং তোমরা সদা তাহাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে ;

اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾

১১২। যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল এইজন্য আজ আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিয়াছি; নিশ্চয় তাহারাই সফলকাম হইয়াছে।'

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। তিনি বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে ?'

قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪। তাহারা বলিবে,'আমরা একদিন অথবা দিনের কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। তিনি বলিবেন,'যদি তোমাদের জ্ঞান থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, তোমরা অতি অল্প সময়ই অবস্থান করিয়াছিলে।'

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬। 'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদিগকে অযথা সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না'?

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১৭। অতএব, আল্লাহ্ মহিমান্বিত প্রকৃত সর্বাধিপতি। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَإِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য মা'বূদকে ডাকে, যাহার জন্য তাহার নিকট কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে তাহার হিসাব তাহার প্রভুর নিকট আছে; বস্তুতঃ কাফেররা কখনও সফলকাম হয় না।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! ক্ষমা কর এবং দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।'

৬ ২৬] ৬

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

২৪- সূরা আন্ নূর

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৫ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ②

২। ইহা সেই সূরা, যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং যাহাকে আমরা ফরয করিয়াছি এবং ইহাতে আমরা সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ③

৩। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী —ইহাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত করিবে; এবং যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখ তাহা হইলে আল্লাহ্‌র বিধান পালনে যেন ঐ দুই অপরাধীর সম্বন্ধে তোমাদের অন্তরে মায়া-মমতার উদ্রেক না হয়, এবং যেন মোমেনদের এক জমায়াত তাহাদের উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ④

৪। ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মোশরেক নারী ব্যতীত কাহারও সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না এবং ব্যভিচারিণী— ব্যভিচারী অথবা মোশরেক ব্যতীত কেহ তাহার সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না, এবং মোমেনদের জন্য ইহা হারাম করা হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ⑤

৫। এবং যাহারা সতী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তাহারা চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহা হইলে তাহাদিগকে তোমরা আশীটি বেত্রাঘাত কর এবং তাহাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করিও না; বস্তুতঃ ইহারাই দুষ্কৃতকারী।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑥

৬। কেবল তাহারা ব্যতীত, যাহারা ইহার পর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে; কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৭। এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তাহারা নিজেরা ছাড়া তাহাদের নিকট অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের এইরূপ সাক্ষ্য হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারিবার কসম খাইয়া সাক্ষ্য দিবে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৮। এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিবে যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৯। কিন্তু সেই মহিলা হইতে ইহা শাস্তিকে দূর করিবে যে, সে চারিবার আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া সাক্ষ্য দিবে, সেই পুরুষটিই মিথ্যাবাদী;

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১০। এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিবে যে, যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হইবে।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝

১১। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পড়িতে), বস্তুতঃ আল্লাহ্ বারবার তওবা গ্রহণকারী ও পরম প্রজ্ঞাময়।

১ ১১] ৭

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১২। নিশ্চয় যাহারা এক জঘন্য অপবাদ রটনা করিয়াছিল তাহারা তোমাদেরই মধ্য হইতে এক দল ছিল; তোমরা ইহাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না, বরং ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য সেই পরিমাণ শাস্তি হইবে যে পরিমাণ সে পাপ করিয়াছে; এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি উহার (পাপের) প্রধান অংশের জন্য দায়ী, তাহার জন্য গুরুতর শাস্তি নির্ধারিত আছে।

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝

১৩। যখন তোমরা এই কথা শুনিয়াছিলে তখন মো'মেন পুরুষগণ এবং মো'মেন নারীগণ কেন নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করে নাই এবং বলে নাই, ইহা ডাহা অপবাদ ?

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

১৪। তাহারা (যাহারা এই অপবাদ ছড়াইয়াছিল) কেন এই বিষয়ে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই ? সুতরাং যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, এইজন্য তাহারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত ইহকালে ও পরকালে না হইত, তাহা হইলে সেই কাজের জন্য যাহাতে তোমরা লিপ্ত হইয়াছিলে, তোমাদিগকে অবশ্যই এক গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করিত।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ
لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ
عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

১৬। (এইজন্য যে) যখন তোমরা নিজেদের রসনাসমূহ দ্বারা ইহা (অপবাদ) শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন কথা বলিতেছিলে, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, তোমরা এই কথাকে সাধারণ মনে করিয়াছিলে, অথচ ইহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতি গুরুতর ছিল।

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ
بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৭। এবং কেন এইরূপ হইল না যে, যখন তোমরা ইহা শুনিয়াছিলে তখন তোমরা বলিলে না যে, 'এই বিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে চর্চা করার কোন অধিকার নাই। (হে আল্লাহ্ !) তুমি পবিত্র, ইহা একটি গুরুতর অপবাদ।'

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। আল্লাহ্ তোমাদিগকে এইরূপ কাজ পুনরায় করিতে চিরতরে বারণ করিতেছেন, যদি তোমরা মো'মেন হও।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٩﴾

১৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (নিজ) আদেশাবলী বর্ণনা করিতেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। যাহারা এই কামনা করে যে, মো'মেনদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল ও তাঁহার রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পতিত হইতে) বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময়। [১০]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ
يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ
اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২। হে মো'মেনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, তাহার জানা উচিত যে, নিশ্চয় সে অশ্লীল ও ঘৃণ্য কাজের আদেশ দেয়, এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল ও তাঁহার রহমত না হইত, তাহা হইলে তোমাদের কেহই পবিত্র হইতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তাহারা যেন কসম না খায় যে, তাহারা তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে এবং মিসকীনগণকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদিগকে সাহায্য দান করিবে না। তাহারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাহনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় ঐ সকল লোক যাহারা সতী, অসতর্ক মো'মেন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায় তাহারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত হইবে এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। যেদিন তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত এবং তাহাদের পদসমূহ তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে;

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

২৬। সেদিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের সঠিক ও পূর্ণ প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে যে, আল্লাহ্‌ই সুস্পষ্ট সত্য।

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ ع

২৭। অপবিত্র বিষয়সমূহ অপবিত্র লোকগণের জন্য এবং অপবিত্র লোকগণ অপবিত্র বিষয়সমূহের জন্য এবং পবিত্র বিষয়সমূহ পবিত্র লোকগণের জন্য এবং পবিত্র লোকগণ পবিত্র বিষয়সমূহের জন্য, এই সকল লোক ঐ সব বিষয়ে নির্দোষ যাহা তাহারা বলে। তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মান-জনক রিয্‌ক (নির্ধারিত) আছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। হে মো'মেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্য গৃহে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীগণকে সালাম কর। ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হইবে যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং যদি তোমরা ঐসকল গৃহে কাহাকেও না পাও, তাহা হইলে তোমরা উহাতে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও' তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া আসিও, ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হইবে। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন।

৩০। তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তোমরা এমন অনাবাদ গৃহসমূহে প্রবেশ কর যাহাতে তোমাদের দ্রব্য-সম্ভার রহিয়াছে, এবং আল্লাহ্ জানেন উহাও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং উহাও যাহা তোমরা গোপন কর।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

৩১। তুমি মো'মেনদিগকে বল, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে। ইহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হইবে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালভাবে অবগত আছেন।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

৩২। এবং তুমি মো'মেন নারীদিগকে বল, তাহারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা স্বতঃই প্রকাশ পায়; এবং তাহারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষঃদেশের উপর টানিয়া লয়, এবং তাহারা যেন তাহাদের স্বামীগণ অথবা তাহাদের পিতাগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পিতাগণ অথবা তাহাদের পুত্রগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পুত্রগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতাগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা নিজেদের ভগ্নী-পুত্রগণ অথবা তাহাদের সমশ্রেণীর নারীগণ অথবা তাহারা যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ডান হাত অথবা পুরুষদের মধ্য হইতে যৌন-কামনাবিহীন অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অথবা নারীদের গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালকগণ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তাহাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন তাহারা সজোরে পা দিয়া আঘাত না করে। এবং হে মো'মেনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৩৩। এবং তোমাদের মধ্যে বিধবা এবং তোমাদের দাস এবং দাসীগণের মধ্যে যাহারা সৎ, তোমরা তাহাদের বিবাহ করাও। যদি তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে সচ্ছল করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞানী।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

৩৪। এবং যাহাদের বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা যেন পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা সামর্থ্যবান করিয়া দেন। এবং

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ

তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা 'মুকাতেবত' (মুক্তি-পণ ধার্য) করিতে চাহে, তোমরা তাহাদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখিলে তাহাদের সহিত মুকাতেবত কর, এবং আল্লাহ্‌র সেই ধন-সম্পদ হইতে যাহা তিনি তোমাদিকে দান করিয়াছেন, তোমরা তাহাদিগকে দান কর। এবং তোমরা যাহাতে পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করিতে পার তজ্জন্য তোমাদের দাসীগণকে (বিবাহ না করাইয়া দেওয়ার দরুণ) ব্যভিচারী জীবন যাপনে বাধ্য করিও না যখন তাহারা সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। এবং যে কেহ তাহাদিগকে বাধ্য করিবে সেক্ষেত্রে তাহারা বাধ্য হওয়ার পর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

৩৫। এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি এবং তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত (বর্ণনা করিয়াছি) এবং মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশও (বর্ণনা করিয়াছি)।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

৪ [৮] ১০

৩৬। আল্লাহ্ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নূর; তাহার নূরের উপমা হইল একটি তাক সদৃশ, যাহার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে, সেই প্রদীপটি একটি গোলাকার কাঁচের চিমনির মধ্যে আছে, সেই কাঁচের চিমনিটি এমনই দীপ্তিমান, যেন উহা একটি উজ্জ্বল তারকা। উহা (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণ যায়তূন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, যাহা পূর্বেরও নহে পশ্চিমেরও নহে (বরং উহা সারা বিশ্বের জন্য), উহার তৈল এমন যেন এক্ষণই উহা (স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে) জ্বলিয়া উঠিবে যদিও অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর! আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের নূরের দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ মানব-মণ্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৭। (এই নূর) এমন গৃহসমূহে আছে যাহাদিগকে উন্নীত করার এবং উহাদের মধ্যে তাহার নাম উচ্চারিত করার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ঐগুলির মধ্যে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে—

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

৩৮। এমন লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে অমনোযোগী করিতে পারে না। তাহারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন অন্তরসমূহকে এবং দৃষ্টিসমূহকে উল্টা পাল্টা করিয়া দেওয়া হইবে;

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব রিয্ক দান করেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহ বিশাল মরুভূমিতে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়, যাহাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমন কি সে যখন উহার নিকট পৌঁছে তখন সে উহাকে দেখে যে উহা কিছুই নহে। এবং আল্লাহ্‌কে নিজের নিকটে দেখিতে পায়, তখন আল্লাহ্ তাহাকে তাহার হিসাব পূর্ণ মাত্রায় চুকাইয়া দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾

৪১। অথবা (তাহাদের কৃত-কর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে বিরাজমান এমন অন্ধকাররাশির ন্যায় যাহাকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যাহার উপর মেঘমালা রহিয়াছে, এই অন্ধকাররাশি এমন যাহা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত। যখন কেহ তাহার হাত বাহির করে তখন সে উহা আদৌ দেখিতে পায় না; আল্লাহ্ যাহার জন্য নূর নির্ধারিত করেন নাই তাহার জন্য কোনই নূর নাই।

৫ [৬] ১২

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। তুমি কি দেখিতেছ না যে তাহারা আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে যাহারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে এবং পক্ষীকুলও (উহাদের) ডানা বিস্তৃত অবস্থায়? তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামায ও নিজ নিজ তসবীহ জানে। এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহা খুব ভালভাবে অবগত আছেন।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই, এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

৪৪। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন, অতঃপর, উহাদিগকে একত্রে বিন্যস্ত করেন এবং স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি উহার মধ্য হইতে বৃষ্টি ধারা ঝরিতে দেখিতে পাও? এবং এই বৃষ্টি ধারা তিনি আকাশ হইতে—পাহাড় (সদৃশ মেঘমালা) হইতে বর্ষণ করেন যাহার মধ্যে এক প্রকার শিলা থাকে, অতঃপর তিনি যাহাকে চাহেন উহা দ্বারা আঘাত করেন এবং যাহার উপর হইতে চাহেন তিনি উহা সরাইয়া দেন। উহার বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টিসমূহকে অপসারণ করিবার উপক্রম করে।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

৪৫। আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের আবর্তন ঘটান। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের জন্য সবিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা পেটের উপর ভর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমন আছে যাহারা দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমনও আছে যাহারা চারি পায়ের উপর ভর দিয়া চলে। আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٦﴾

৪৭। নিশ্চয় আমরা সমুজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছি। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আনুগত্য করিয়াছি।' কিন্তু ইহার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মুখ ফিরাইয়া লয়। বস্তুতঃ ইহারা (কখনও) মো'মেন নহে।

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে এই জন্য আহ্বান করা হয় যেন সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করে, তখন দেখ! সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যদি এই হক্ (ফয়সালা) তাহাদের পক্ষে যায়, তাহা হইলে তাহারা বিনত হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসে।

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۚ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع

৫১। তাহাদের অন্তরে কি কোন ব্যাধি আছে? অথবা তাহারা সন্দেহ পোষণ করিতেছে? অথবা তাহারা ভয় করিতেছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করিয়া অবিচার করিবেন? নহে, বরং তাহারাই যালেম।

৬ ১০] ১২

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। নিশ্চয় মো'মেনদের উক্তি ইহাই যে, যখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম এবং আনুগত্য করিলাম।' বস্তুতঃ ইহারাই হইবে সফলকাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁহার তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তাহারাই কৃতকার্য হয়।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তাহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র কসম খায় যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বাহির হইবে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খাইও না;(তোমাদের নিকট হইতে কেবল) যথোচিত আনুগত্যই হওয়া চাই। তোমরা যাহা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।'

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে এই রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তাহাকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তোমাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি তোমরা তাহার আনুগত্য কর তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে। এবং এই রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۗ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করা যায়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করিও না যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করিতে পারিবে, তাহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং উহা অতিশয় মন্দ পরিণামস্থল।

ع ৭ [৭] ১৬

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের ডান হাত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে তাহারা এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে নাই তাহারা যেন তিন সময় তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য) —— ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ এবং ইশার নামাযের পর; এই তিন সময় তোমাদের পর্দার সময়, এই তিন সময় বাদে (ভিতরে যাতায়াতে) তোমাদের জন্য কোন পাপ হইবে না এবং তাহাদের জন্যও কোন পাপ হইবে না, (কারণ) তোমরা পরস্পর একে অপরের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাক; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬০। এবং যখন তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সাবালক হয় তখন তাহারা যেন সেইভাবে অনুমতি লয় যেভাবে তাহাদের পূর্ববর্তী (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি লইত; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৬১। এবং মহিলাদের মধ্যে যে সকল বৃদ্ধা, যাহারা বিবাহের বাসনা রাখে না, তাহাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তাহারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া নিজেদের (উড়নার) কাপড় খুলিয়া রাখে, এবং সংযত থাকাই তাহাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ

৬২। অন্ধের উপরও কোন দোষ নাই এবং খঞ্জের উপরও কোন দোষ নাই এবং রুগ্নের উপরও কোন দোষ নাই এবং তোমাদের নিজেদের উপরও (কোন দোষ) নাই যে, তোমরা আহার কর তোমাদের নিজেদের গৃহসমূহ অথবা তোমাদের পিতার গৃহ অথবা তোমাদের মাতার গৃহ অথবা তোমাদের ভ্রাতার গৃহ অথবা তোমাদের ভগ্নীর গৃহ অথবা তোমাদের চাচার গৃহ অথবা তোমাদের ফুফুর গৃহ অথবা তোমাদের মামার গৃহ অথবা তোমাদের খালার গৃহ অথবা সেই সব গৃহ হইতে যাহার চাবিসমূহের তোমরা মালিক হইয়াছ অথবা তোমাদের বন্ধুগণের (গৃহসমূহ) হইতে। এইরূপে তোমাদের উপর কোন দোষ বর্তাইবে না যদি তোমরা আহার কর সকলে একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে; অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমরা নিজেদের লোকদিগকে সালাম বল, আল্লাহ্‌র তরফ

مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾

হইতে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া স্বরূপ; এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে নিজ বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুদ্ধির সহিত কাজ কর ।

৮ [৪] ১৪

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَإِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩ । অবশ্য মো'মেন কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে এবং যখন তাহারা এই রসূলের সঙ্গে কোন গুরুতর (জাতীয়) কাজের জন্য মিলিত হয় তখন তাহারা তাহার অনুমতি না লওয়া পর্যন্ত কোথাও সরিয়া পড়ে না । নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, অতএব যখন তাহারা তাহাদের কোন বিশেষ কাজের জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহ অনুমতি দাও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪ । তোমরা রসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে তোমাদের একে অপরকে আহ্বান করার ন্যায় মনে করিও না । নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে জানেন যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে পাশ কাটাইয়া (পরামর্শ সভা হইতে) সরিয়া পড়ে । সুতরাং যাহারা তাহার হুকুমের বিরোধিতা করে তাহারা যেন সাবধান হয় পাছে আল্লাহ্র তরফ হইতে কোন বিপদ তাহাদিগকে স্পর্শ করে অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাহাদিগকে স্পর্শ করে ।

اَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٥﴾

৬৫ । শুন ! যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্র । যাহার (যে অবস্থার) উপর তোমরা আছ উহাকেও আল্লাহ্ জানেন । এবং যেদিন তাহাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেদিন তিনি তাহাদিগকে উহার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিবেন যাহা তাহারা করিত । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

২৫-সূরা আল্ ফুর্কান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৮ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ②

২। সেই সত্তা পরম বরকতের অধিকারী যিনি নিজ বান্দার উপর ফুরকান নাযেল করিয়াছেন যেন সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হয়—

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ③

৩। তিনিই সেই সত্তা যাহার জন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য এবং যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, এবং যাহার সর্বাধিপত্যের মধ্যে কোন শরীক নাই এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর উহার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করিয়াছেন ।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ④

৪। এবং তাহারা তাঁহার পরিবর্তে এমন মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে যাহারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট; বস্তুতঃ উহারা নিজেদের জন্যও তো না কোন উপকার এবং না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে এবং না জীবন এবং না মরণ এবং না পুনরুত্থানেরই উহারা কোন ক্ষমতা রাখে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ⑤

৫। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা এক অলীক কথা ছাড়া কিছুই নহে যাহা সে নিজে মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে এবং এই ব্যাপারে অন্য এক জাতি তাহাকে সাহায্য করিয়াছে ।' বস্তুতঃ তাহারা গুরতর যুলুম করিয়াছে এবং জঘন্য মিথ্যা বলিয়াছে ।

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ⑥

৬। এবং তাহারা বলে, 'এই সব পূর্ববর্তীদের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে এবং ইহা তাহার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় পড়িয়া শুনানো হইতেছে ।'

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑦

৭। তুমি বল, 'ইহাকে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রত্যেক রহস্য সম্বন্ধে অবগত আছেন । নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।'

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۙ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝٧

৮। এবং তাহারা বলে, 'এই আবার কেমন রসূল যে আহারও করে এবং বাজারেও চলাফেরা করে ? তাহার উপর কেন কোন ফিরিশ্‌তা নাযেল করা হয় নাই যাহাতে সে তাহার সঙ্গে থাকিয়া সতর্ককারী হইতে পারিত ?

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝٨

৯। অথবা তাহার নিকট কোন ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হইত অথবা তাহার কোন বাগান থাকিত যাহা হইতে সে (ফল-ফলাদি) খাইত।' এবং যালেমগণ বলে, 'তোমরা কেবল এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে চলিতেছ।'

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝١٠

১০। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছে। ফলে তাহারা বিপথগামী হইয়াছে, অতএব তাহারা কোন সঠিক পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

ع ১ [১০] ১৬

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَاۗءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝١١

১১। পরম কল্যাণের অধিকারী তিনি, যিনি চাহিলে তোমার জন্য উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন— এমন বাগানসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে— এবং তোমার জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈয়ার করিয়া দিতে পারেন।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝١٢

১২। বরং তাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে; এবং যে ব্যক্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য আমরা প্রজ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۝١٣

১৩। যখন উহা তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবে তখন তাহারা উহার তীব্র রোষ ও গর্জন শুনিতে পাইবে।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۝١٤

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে উহার একটি সংকীর্ণ স্থানে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা তথায় মৃত্যু কামনা করিবে।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۝١٥

১৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে,) 'আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না, বরং বহু মৃত্যু কামনা কর।'

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاۗءً وَّمَصِيْرًا ۝١٦

১৬। তুমি বল, 'ইহা উত্তম, না চিরস্থায়ী জান্নাত, যাহার ওয়াদা মুত্তাকীদের সঙ্গে করা হইয়াছে ? ইহা তাহাদের প্রতিদান এবং শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল হইবে।'

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۗءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ۭ كَانَ عَلٰي رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ۝١٧

১৭। তথায় তাহারা যাহা চাহিবে উহাই পাইবে, তাহারা উহাতে সদা বসবাস করিবে। ইহা এমন ওয়াদা যাহা পূর্ণ করা তোমার প্রভুর দায়িত্ব।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এবং উহাদিগকে, যাহাদের তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইবাদত করিত, সমবেত করিবেন; অতঃপর তাহাদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার এই বান্দাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিলে, না তাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল ?'

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٩﴾

১৯। তখন তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, আমাদের কোন অধিকার ছিল না যে আমরা তোমার পরিবর্তে অন্যদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করিয়াছিলে, পারিণামে তাহারা (তোমার) স্মরণকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।'

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

২০। কিন্তু (মোশরেকগণকে বলা হইবে, দেখ!) যাহা কিছু তোমরা বলিতেছ ইহাকে তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; সুতরাং (আজ) তোমরা এই শাস্তিকে অপসারিত করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার সাহায্যও লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা যালেম তাহাদিগকে আমরা মহা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢١﴾

২১। এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করিত। এবং আমরা তোমাদের মধ্য হইতে কতককে কতকের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি (ইহা দেখিবার জন্য যে) তোমরা সবুর কর কিনা। বস্তুতঃ তোমার প্রভু সর্বদ্রষ্টা।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ أَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢٢﴾

২২। এবং যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'আমাদের উপর ফিরিশ্‌তা নাযেল করা হয় না কেন ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন ?' তাহারা নিজেদের মনে অহংকার পোষণ করিয়াছে এবং বিদ্রোহিতায় সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٣﴾

২৩। যেদিন তাহারা ফিরিশ্‌তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন শুভ সংবাদ থাকিবে না; এবং তাহারা (বিচলিত হইয়া) বলিবে, '(আমাদের ও তাহাদের মধ্যে) শক্ত আড়াল চাই!'

وَقَدِمْنَا إِلٰى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٤﴾

২৪। এবং আমরা তাহাদের সর্ব প্রকার কৃত-কর্মের প্রতি মনোযোগ দিব যাহা তাহারা করিত, অতঃপর উহাদিগকে আমরা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিব।

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৫। সেদিন জান্নাতবাসীগণ (তাহাদের) ঠিকানার দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট হইবে এবং বিশ্রামাগারের দিক দিয়াও সর্বাধিক সুন্দর-মনোরম হইবে।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে; এবং বহুল সংখ্যায় ফিরিশ্‌তা নাযেল করা হইবে--

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৭। সেই দিন সর্বাধিপত্য সত্য সত্যই রহমান আল্লাহ্‌র হইবে। এবং কাফেরদের জন্য সেই দিনটি হইবে অতি কঠোর।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৮। সেদিন যালেম নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিয়া বলিবে, 'হায়, যদি আমি রসূলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করিতাম!

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯। হায়, আমার দুর্ভাগ্য! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম!

لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيْ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় সে আমাকে উপদেশ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে, উহা আমার নিকট আসিবার পর।' নিশ্চয় শয়তান প্রয়োজনের সময় মানুষকে একা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

৩১। এবং এই রসূল বলিবে, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।'

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

৩২। এইরূপে আমরা সকল নবীর জন্য অপরাধীগণের মধ্য হইতে দুশমন নিয়োজিত করিয়াছি; বস্তুতঃ তোমার প্রভু হেদায়াত দানকারী ও সাহায্য দানকারী হিসাবে যথেষ্ট।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং কাফেরগণ বলিল, 'কুরআনকে তাহার উপর কেন একত্রে নাযেল করা হইল না?' এইভাবে (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূরায়) এইজন্য (নাযেল করিয়াছি) যেন আমরা এতদ্বারা তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এবং আমরা ইহাকে উত্তম আকারে সুবিন্যস্ত করিয়াছি।

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং তোমার নিকট তাহারা যত আপত্তি উত্থাপন করে অবশ্যই আমরা তোমার নিকট (উহার) সত্য সঠিক উত্তর এবং সর্বাধিক সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করিয়া দিই।

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৫। তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপরে দোযখের দিকে একত্রিত করা হইবে— তাহারা হইবে মোকাম-মর্যাদায় অতি নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ হইতে হইবে সর্বাধিক ভ্রান্ত।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং মূসাকে আমরা কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত তাহার ভাই হারূনকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়ে সেই জাতির নিকট যাও যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' অতঃপর আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলাম।

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং নূহের জাতিকেও, যখন তাহারা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল তখন আমরা তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং মানবজাতির জন্য তাহাদিগকে আমরা এক নিদর্শন করিলাম। এবং আমরা যালেমদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি আদ ও সামূদকে এবং কূপের অধিবাসীগণকে এবং তাহাদের মধ্যবর্তী আরও বহু জাতিকে,

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۡ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٤٠﴾

৪০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য আমরা দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করিয়া দিয়াছি, কিন্তু (যখন তাহারা শুনিল না তখন) আমরা সকলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۭ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤١﴾

৪১। এবং তাহারা (মক্কাবাসীগণ) সেই জনপদের নিকট দিয়া নিশ্চয় যাতায়াত করিয়াছে, যাহার উপর কষ্টদায়ক নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ করা হইয়াছিল। তবু কি তাহারা ইহা দেখে না? বস্তুতঃ তাহারা পুনরুত্থানের আশাই রাখে না।

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤٢﴾

৪২। এবং তাহারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বলিয়া গণ্য করে (এবং বলে): 'এই কি সেই ব্যক্তি! যাহাকে আল্লাহ্ রসূলরূপে আবির্ভূত করিয়াছেন?

اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۭ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ

৪৩। সে তো আমাদিগকে আমাদের মা'বূদ হইতে বিপথগামী করিয়া দেওয়ার উপক্রম করিয়াছিল যদি না আমরা ইহাদের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিতাম।' এবং যখন

তাহারা শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে (সঠিক) পথের দিক দিয়া সর্বাধিক বিভ্রান্ত কাহারা।

سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

৪৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে নিজের মা'বূদরূপে গ্রহণ করে ? তুমি কি তাহার উপর অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছ ?

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿٤٣﴾

৪৫। তুমি কি মনে কর যে, তাহাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে এবং অনুধাবন করে ? তাহারা একেবারে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়— বরং (সঠিক) পথের দিক দিয়া তাহারা সর্বাধিক বিভ্রান্ত।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٤﴾

৪ [১০] ২

৪৬। তুমি কি তোমার প্রভুর প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে, কিভাবে তিনি ছায়াকে লম্বা করিয়া দেন ? তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে একই স্থানে স্থির করিয়া দিতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে ইহার উপর একটি নির্দেশক করিয়াছি।

أَلَمْ تَرَ إِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿٤٥﴾

৪৭। অতঃপর উহাকে আমরা আমাদের দিকে ক্রমানুয়ে গুটাইয়া আনি।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيْرًا ﴿٤٦﴾

৪৮। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ এবং নিদ্রাকে আরামস্বরূপ করিয়াছেন এবং দিবসকে উত্থান ও উন্নতির উপায়স্বরূপ করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾

৪৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি বায়ুকে নিজ রহমত বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমরা মেঘ হইতে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার পানি বর্ষণ করি,

وَهُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾

৫০। যেন আমরা উহার দ্বারা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করি এবং আমাদের সৃষ্ট বহু সংখ্যক জীবজন্তু ও মানুষকে পানি পান করাই।

لِنُحْيِيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَّأَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾

৫১। এবং আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তাহাদের মধ্যে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিল কেবল অস্বীকার ছাড়া।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَأَبٰى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

৫২। এবং যদি আমরা ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিতাম;

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

৫৩। অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করিও না, এবং তুমি ইহার (কুরআনের) সাহায্যে তাহাদের সহিত বৃহত্তর জিহাদ কর।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾

৫৪। তিনিই সেই সত্তা যিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করিয়াছেন যাহাদের মধ্য হইতে একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, তিক্ত এবং তিনি উভয়ের মধ্যে এক আড়াল এবং শক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তাহার জন্য বংশগত (পৌত্রিক) সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক (মাতৃক) সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; এবং তোমার প্রভু প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহার ইবাদত করে যাহা তাহাদের কোন উপকারও করিতে পারে না এবং কোন অপকারও করিতে পারে না। বস্তুতঃ কাফের সদা তাহার প্রভুর (পরিকল্পনা সমূহের) বিরুদ্ধাচারীই হইয়া থাকে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমরা তোমাকে শুধু শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾

৫৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না কেবল ইহা ছাড়া যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং তুমি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা কর যিনি কখনও মরেন না, এবং তাঁহার প্রশংসার সহিত তসবীহ্ পাঠ কর। বস্তুতঃ তিনি নিজ বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট;

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾

৬০। যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সব ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি সুদৃঢ়রূপে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; ইনি অযাচিত-অসীম দাতা। অতএব তুমি তাঁহার সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে অধিক অবহিত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾ ع

৬১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা রহমান (আল্লাহ্)-কে সেজদা কর; তখন তাহারা বলে, 'রহমান' আবার কে? আমরা কি তাহাকে সেজদা করিব যাহার সম্বন্ধে তুমি

৫ [১৬] ৩ আমাদিগকে হুকুম দিতেছ ?' বস্তুতঃ এইকথা তাহাদের ঘৃণাকে আরও বাড়াইয়া দেয় ।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦٢﴾

৬২ । তিনি পরম কল্যাণের অধিকারী সত্তা যিনি আকাশে (তারকারাজির জন্য) কক্ষসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপ্ত সূর্য এবং উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন ।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٣﴾

৬৩ । এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি রজনী ও দিবাকে একে অপরের পশ্চাদ্ধাবনকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ব্যক্তির উপকারের জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে অথবা সকৃতজ্ঞ বান্দা হইতে চাহে ।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٤﴾

৬৪ । এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তাহারা, যাহারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হইয়া চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা (কোন বিবাদ না করিয়া) বলে, 'সালাম' !

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٥﴾

৬৫ । এবং যাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রভুর সমীপে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়;

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬ । এবং যাহারা বলে,'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর হইতে দোযখের আযাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় উহার আযাব সর্বনাশা;

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭ । নিশ্চয় উহা অতি মন্দ—— অস্থায়ী ঠিকানা হিসাবেও এবং দীর্ঘস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও ।'

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٨﴾

৬৮ । এবং যাহারা, যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে;

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٩﴾

৬৯ । এবং যাহারা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদকে ডাকে না এবং ন্যায়-সংগত কারণ ব্যতীত এমন কোন প্রাণকে হত্যা করে না যাহাকে আল্লাহ্ (হত্যা করা) হারাম করিয়াছেন এবং তাহারা ব্যভিচার করে না; বস্তুতঃ যে কেহ এইরূপ কাজ করিবে সে (তাহার) পাপের শাস্তির সম্মুখীন হইবে;

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٧٠﴾

৭০ । কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আযাবকে দ্বিগুণ করা হইবে এবং তথায় সে লাঞ্ছিত অবস্থায় বাস করিতে থাকিবে—

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

৭১। সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তওবা করে এবং ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, ইহারা এমন লোক যে, আল্লাহ্ তাহাদের মন্দ কর্মগুলিকে সুন্দর কর্মে বদলাইয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭২। যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকর্ম করে বস্তুতঃ সে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে;

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং যাহারা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তাহারা বৃথা বিষয়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তখন সসম্মানে অতিক্রম করে;

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যাহারা, তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তাহাদিগকে যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তখন উহার প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।'

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾

৭৬। ইহারাই এমন লোক, যাহাদিগকে তাহাদের সৎকর্মের উপর ধৈর্যসহকারে কায়েম থাকার কারণে প্রতিদানস্বরূপ (সুরম্য) বালাখানা দেওয়া হইবে এবং তথায় তাহাদিগকে শুভাশীষ এবং শান্তির বাণী দ্বারা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে,

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾

৭৭। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। উহা অতি উত্তম হইবে—অস্থায়ী বিশ্রামাগার হিসাবে এবং স্থায়ী বাসস্থান হিসাবেও।

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

৭৮। তুমি (অবিশ্বাসীদিগকে) বল, 'আমার প্রভু তোমাদের কোন পরওয়া করেন না যদি তোমাদের দোয়া না থাকে। যেহেতু তোমরা (আল্লাহ্‌র বাণীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, অতএব উহার শাস্তি অচিরেই তোমাদের সহিত সংযুক্ত হইবে।'

৬ [১৭] ৪

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ

২৬-সূরা আশ্ শো'আরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২২৮ আয়াত এবং ১১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

طٰسٓمّٓ ②

২ । তা সীন মীম্ ।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৩ । এইগুলি সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত ।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ④

৪ । সম্ভবতঃ তুমি নিজের প্রাণকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে এই জন্য যে, তাহারা মো'মেন হইতেছে না ।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ⑤

৫ । আমরা চাহিলে তাহাদের উপর আকাশ হইতে এমন এক নিদর্শন নাযেল করিয়া দিব যাহার সম্মুখে তাহাদের ঘাড়সমূহ নত হইয়া যাইবে ।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑥

৬ । এবং রহমানের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট কখনও কোন নূতন উপদেশ-বাণী আসে না যাহা হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া না লয় ।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦

৭ । সুতরাং যেহেতু তাহারা (আল্লাহ্‌র উপদেশ-বাণীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এইজন্য তাহাদের নিকট অচিরেই উহার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑧

৮ । তাহারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, আমরা উহাতে কত রকমের উৎকৃষ্ট জোড়া উৎপন্ন করিয়াছি ?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑨

৯ । নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈমান আনে না ।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑩

১০ । এবং নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

[১০] ১/৫

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑪

১১ । এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু মূসাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি যালেম জাতির নিকট যাও —

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। ফেরাউনের জাতির নিকট। তাহারা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿١٣﴾

১৩। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি ভয় করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে;

وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪। এবং আমার বক্ষঃ সংকুচিত হইতেছে, তাছাড়া আমার জিহ্বায় (জড়তা থাকার কারণে) কথা পরিস্ফুট হয় না, অতএব হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ প্রেরণ কর;

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿١٥﴾

১৫। ইহা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে তাহাদের এক অভিযোগও আছে, অতএব আমার ভয় হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।'

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। তিনি বলিলেন, 'কখনও না; অতএব তোমরা উভয় আমাদের আয়াতসমূহ লইয়া চলিয়া যাও, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি,আমরা (তোমাদের দোয়া) শুনিব।'

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। 'অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও এবং তাহাকে বল, 'নিশ্চয় আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত রসূল;

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٨﴾

১৮। (তোমাকে এই কথা বলার জন্য) যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও।'

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯। সে বলিল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মধ্যে লালনপালন করি নাই ? এবং অবশ্য তুমি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছ;

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তুমি এক কার্য করিয়াছ, এমন এক কার্য করিয়াছ যাহা নিঃসন্দেহে তুমিই করিয়াছ তথাপি তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হইতেছ।'

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢١﴾

২১। সে বলিল, 'আমি ইহা তখন করিয়াছিলাম যখন আমি অজ্ঞদের অন্তর্গত ছিলাম;

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২। অতএব যখন আমি তোমাদের পক্ষ হইতে ভয় অনুভব করিলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পলাইয়া গেলাম; অতঃপর আমার প্রভু আমাকে সঠিক বিচার-বুদ্ধি দান করিলেন এবং আমাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং (বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করার) এই অনুগ্রহ, যাহার উল্লেখ তুমি আমার নিকট করিতেছ এমন নাকি যে, (ইহার বিনিময়ে) তুমি সারা বনী ইসরাঈল জাতিকে দাস বানাইয়া রাখ ?'

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। ফেরাউন বলিল, 'সমগ্র জগতের প্রতিপালক আবার কে ?'

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। সে বলিল, 'তিনি আকাশমণ্ডল ও এই পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রভু, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও।'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। সে তাহার আশ-পাশের লোকদিগকে বলিল,'তোমরা কি শুনিতেছ না ?'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। সে বলিল, 'তিনি তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রভু।'

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٨﴾

২৮। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের রসূল, যাহাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে, সে অবশ্যই পাগল।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। সে বলিল, 'তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর প্রভু, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও।'

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। সে বলিল, 'যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কাহাকেও মা'বূদরূপে গ্রহণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ করিব।'

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣١﴾

৩১। সে বলিল, 'যদি আমি তোমার নিকট কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন উপস্থাপন করি, তবুও কি !'

قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। সে বলিল, 'যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে উহা উপস্থাপন কর।'

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾

৩৩। তখন সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা এক সুস্পষ্ট অজগর হইয়া গেল।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এইরূপে সে তাহার হাত (স্বীয় বগল হইতে) টান দিয়া বাহির করিল, তখন দেখ! সহসা উহা দর্শকগণের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে শুভ্র পরিদৃষ্ট হইল।

[২৪] ২ ৬

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। সে তাহার আশ-পাশের পরিষদবর্গকে বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর;

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। সে তাহার যাদুবলে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা পরামর্শ দাও, কি করিতে হইবে ?'

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। তাহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভাইকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাও,

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। যেন তাহারা তোমার নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।'

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٩﴾

৩৯। অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্রিত করা হইল,

وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও কি সমবেত হইবে,

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। যেন যাদুকরেরা বিজয়ী হইলে আমরা তাহাদের অনুসরণ করিতে পারি ?'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। অতঃপর যখন যাদুকরগণ উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরাউনকে বলিল, 'যদি আমরা বিজয়ী হই তাহা হইলে আমাদের জন্য কি কোন বিশেষ পুরস্কার থাকিবে ?'

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তখন তোমরা নিশ্চয় আমার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্গত হইবে।'

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করার আছে তাহা নিক্ষেপ কর।'

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। তখন তাহারা তাহাদের রজ্জুসমূহ এবং লাঠিগুলিকে নিক্ষেপ করিল এবং বলিল, ফেরাউনের সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হইব।'

فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। তখন মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা তাহাদের বানানো সকল ভেল্কীবাজীকে গ্রাস করিতে লাগিল।

فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তখন যাদুকরগণকে সেজদায় প্রণত করা হইল;

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। তাহারা বলিল, 'আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম,

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। মূসা এবং হারূনের প্রতিপালকের উপর।'

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَاُقَطِّعَنَّ

৫০। সে (ফেরাউন ক্রুদ্ধস্বরে) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিলে ? নিশ্চয় এই ব্যক্তি তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে এই যাদুবিদ্যা

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَأُوصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং তোমরা অচিরেই (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে। নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত ও পদগুলি (অবাধ্যতার জন্য) উল্টা দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদের সকলকে শূলে বিদ্ধ করিব।'

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহারা বলিল, 'ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইব;

إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

৫২। নিশ্চয় আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রভু আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, যেহেতু আমরা হইলাম ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

[১৮] ৭

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলাম, 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে সফর কর, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।'

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। ইহাতে ফেরাউন শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাইল;

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। (এই বলিয়া যে) 'নিশ্চয় ইহারা একটি ক্ষুদ্র দল,

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তথাপি ইহারা আমাদিগকে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিয়াছে;

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। অথচ আমরা এক সতর্ক ও হুশিয়ার জনগোষ্ঠি।'

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾

৫৮। ফলে আমরা তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলাম উদ্যানরাজি ও ঝরণাসমূহ হইতে,

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং ধনভাণ্ডার এবং সম্মানজনক আবাসস্থল হইতে।

كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾

৬০। এইরূপই ঘটিয়াছিল; এবং আমরা বনী ঈসরাঈলকে ঐ সকল বস্তুর উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম।

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

৬১। অতএব তাহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾

৬২। অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল, তখন মূসার সংগীগণ বলিল, 'আমরা নিশ্চয় ধরা পড়িয়া গিয়াছি।'

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

৬৩। সে বলিল, 'কখনও নহে, নিশ্চয় আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন; তিনি অবশ্যই আমাকে নিরাপদ পথ দেখাইবেন।'

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

৬৪। তখন আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলামঃ 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে উহা বিভক্ত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকটি খণ্ড বড় বড় চিপির ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْءَاخَرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমরা অপর দলকে নিকটে আনিলাম।

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং আমরা মূসা ও তাহার সংগীগণকে উদ্ধার করিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতঃপর অপর দলটিকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

৪ [১৭] ৫

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

৬৯। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং তুমি তাহাদের নিকট ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত আবৃত্তি করিয়া শুনাও।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?'

قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ﴿٧١﴾

৭২। তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিমাসমূহের ইবাদত করি, এবং আমরা সদা নিষ্ঠার সাথে উহাদের উপাসনায় মশগুল থাকি।'

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। সে বলিল, 'যখন তোমরা (তাহাদিগকে) ডাক তখন তাহারা কি তোমাদের ডাক শুনে?

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾

৭৪। অথবা তাহারা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করিতে পারে?'

قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫। তাহারা বলিল, 'এমন তো নহে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।'

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহাদের তোমরা উপাসনা করিয়া আসিতেছ—

أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾

৭৭। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণ,

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। বস্তুতঃ সমগ্র জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তাহারা সকলেই আমার শত্রু,

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٩﴾

৭৯। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন;

وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٨٠﴾

৮০। এবং তিনিই আমাকে খাবার খাওয়ান এবং আমাকে পানীয় পান করান;

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨١﴾

৮১। এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন;

وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করিবেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পুনর্জীবিত করিবেন;

وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং তিনিই এমন মহান সত্তা যে, আমি আশা করি, তিনি আমার অপরাধসমূহ বিচার দিবসে ক্ষমা করিবেন;

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে হিকমত দান কর এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর;

وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য প্রকৃত (স্থায়ী) যশ দান কর,

وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং তুমি আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত কর;

وَاغْفِرْ لِاَبِىْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর, কারণ সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং যেদিন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করিও না;

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না—

اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٩٠﴾

৯০। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত অন্তর লইয়া আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইবে।'

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১। এবং মুত্তাকীগণের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হইবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। এবং বিপথগামীদের জন্য দোযখকে সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে,'কোথায় তাহারা যাহাদের তোমরা উপাসনা করিতে—

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ? তাহারা কি তোমাদের কোন

সাহায্য করিতে পারে, অথবা তোমাদের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে ?'

৯৫ । তখন তাহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে উহাতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে,

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾

৯৬ । এবং ইবলীসের সকল দলবলকেও ।

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৭ । তাহারা উহাতে পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে বলিবে,

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৮ । 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা নিশ্চয় স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পড়িয়াছিলাম,

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾

৯৯ । যখন আমরা তোমাদিগকে সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করিয়াছিলাম,

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

১০০ । বস্তুতঃ অপরাধীগণই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল,

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

১০১ । এই জন্য (আজ) আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই,

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾

১০২ । এবং আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নাই;

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০৩ । অতএব যদি আমাদের (দুনিয়ায়) ফিরিয়া যাইবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম !'

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৪ । নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনিতেছে না ।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৫ । এবং তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৬ । নূহের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৭ । যখন তাহাদের ভাই নূহ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৮ । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৯ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১১০। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান তো একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾

১১১। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾

১১২। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনিব, অথচ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই তোমার অনুসরণ করিতেছে ?'

قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। সে বলিল, 'তাহারা কি করিত সেই সম্বন্ধে আমি কিরূপে জানিব ?

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪। তাহাদের হিসাব-নিকাশ করার দায়িত্ব আমার প্রভুর উপর ন্যস্ত আছে, যদি তোমরা বুঝিতে;

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং আমি মো'মেনদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারি না,

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾

১১৬। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭। তাহারা বলিল,'হে নূহ ! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾

১১৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। সুতরাং তুমি আমার ও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ্য মীমাংসা কর এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মো'মেনগণকে রক্ষা কর।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾

১২০। অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে এক বোঝাই-করা নৌকায় রক্ষা করিয়াছিলাম।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। তৎপর আমরা পশ্চাতে অবশিষ্টদিগকে নিমজ্জিত করিলাম।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾

১২৩। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

৬ [১৮] ১০

كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪ । আদ (জাতিও) রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল,

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫ । যখন তাহাদের ভাই হূদ তাহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾

১২৬ । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾

১২৭ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮ । এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না । আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯ । তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করিতেছ ? ইহা বৃথা (কাজ) করিতেছ,

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০ । এবং তোমরা কারুকার্য খচিত বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছে যেন তোমরা চিরকাল অবস্থান করিতে পার ?

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১ । এবং যখন তোমরা কাহাকেও ধৃত কর তখন নিষ্ঠুরদের ন্যায় ধৃত কর ।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾

১৩২ । অতএব, তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩ । পুনরায় বলা হইতেছে, তোমরা সেই আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে এমন সব বস্তু দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা অবগত আছ;

اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪ । তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন গবাদি পশু সমূহ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা,

وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾

১৩৫ । এবং বাগান ও ঝরণাসমূহের দ্বারা;

اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾

১৩৬ । নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করিতেছি ।'

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭ । তাহারা বলিল,'তুমি আমাদিগকে উপদেশ দাও বা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান;

اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮ । ইহা পূর্ববর্তীগণের আচরণ বৈ কিছু নহে;

১৩৯। আসলে আমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না।'

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤١﴾

৭ [১৮] ১১

১৪২। এইভাবে সামূদও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। যখন তাহাদের ভাই সালেহ্ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে;

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এখানে যাহা কিছু (সুখ-সম্ভার) আছে, তোমাদিগকে কি উহাতে নিরাপদ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—

اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহের মধ্যে;

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। এবং শস্যক্ষেতসমূহ এবং এমন খর্জুর বৃক্ষসমূহের মধ্যে যাহার গুচ্ছগুলি (ফলভারে) ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে ?

وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٩﴾

১৫০। এবং তোমরা পরম নিপুণতার সহিত পাহাড়ে পাহাড়ে পাথর কাটিয়া সগর্বে গৃহ নির্মাণ করিতেছ ;

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। অতএব তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥١﴾

১৫২। এবং তোমরা সীমালংঘনকারীগণের আদেশ মানিও না,

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥٢﴾

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩। যাহারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা করিয়া বেড়ায় এবং সংশোধন করে না।'

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। তাহারা বলিল, 'তুমি অবশ্যই যাদুগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত;

مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ। অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কোন নির্দশন উপস্থিত কর।'

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। সে বলিল,'এই যে উষ্ট্রীটি, ইহারও পানি পানের জন্য পালা আছে এবং পানি পানের তোমাদেরও পালা আছে নির্দিষ্ট দিনে;

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। সুতরাং তোমরা ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নচেৎ এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি আসিয়া তোমাদিগকে ধৃত করিবে।'

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। কিন্তু তাহারা উহার হাঁটুর রগ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহারা অনুতপ্ত হইল।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। তখন আযাব আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾

১৬০। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

ع ৮ ১৯ ১২

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১। লূতের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। যখন তাহাদের ভাই লূত তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰي رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে;

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের নিকট আগমন কর ?

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। এবং তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যাহাদিগকে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।'

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। তাহারা বলিল, 'হে লূত! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি নির্বাসিতগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কার্যকলাপকে ঘৃণা করি।'

رَبِّ نَجِّنِيْ وَأَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৭০। 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পরিজনকে সেই সকল কার্যকলাপ হইতে রক্ষা কর যাহা তাহারা করিতেছে।'

فَنَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম;

إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾

১৭২। কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পশ্চাতে অবস্থান কারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩। অতঃপর, আমরা অপরাপর সকলকে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; সুতরাং যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের উপর অতি নিকৃষ্ট বৃষ্টি হইয়াছিল।

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

[১৬] ১৩

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। অরণ্যের অধিবাসীগণও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। যখন শো'আয়ব তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না?

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾

১৮০। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٨١﴾

১৮১। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে,

أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾

১৮২। (হে লোক সকল!) তোমরা মাপ পূর্ণ মাত্রায় দিও, এবং ক্ষতিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾

১৮৩। এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিও,

وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾

১৮৪। লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়াইও না,

وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫। যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার তাক্ওয়া অবলম্বন কর।'

قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় তুমি যাদুগ্রস্তদের অন্তর্গত;

وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ কিছু নহ, এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি,

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮। অতএব, তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও।'

قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯। সে বলিল, 'আমার প্রভু তোমাদের কার্যকলাপ ভালভাবে জানেন।'

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٩٠﴾

১৯০। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি তাহাদিগকে ধৃত করিল। নিশ্চয় উহা এক গুরুতর দিবসের শাস্তি ছিল।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩١﴾

১৯১। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٩٢﴾ ع ১২

১০ [১৬] ১৪

১৯২। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী ও পরম দয়াময়।

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) সকল জগতের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে।

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٤﴾

১৯৪। বিশ্বস্ত 'রূহুল আমীন' (জিবরাঈল) ইহাকে লইয়া নাযেল হইয়াছে,——

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫। তোমার হৃদয়ের উপর, যেন তুমি সতর্ককারী হইতে পার,

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

১৯৬। সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়।

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৭। এবং নিশ্চয় ইহার উল্লেখ পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহেও ছিল।

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮। তাহাদের জন্য কি ইহা নিদর্শন নহে যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণও ইহা জানে ?

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯। যদি আমরা ইহা কোন অনারবের উপর অবতীর্ণ করিতাম,

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

২০০। এবং সে ইহা তাহাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইত; তাহা হইলে তাহারা কখনও ইহার উপর ঈমান আনিত না।

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾

২০১। এইভাবেই আমরা অপরাধীগণের অন্তরসমূহে ইহার (প্রতি অস্বীকার) সঞ্চারিত করিয়াছি।

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

২০২। তাহারা ইহার উপর ঈমান আনিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে,

فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩। সুতরাং ইহা তাহাদের উপর এমন আকস্মিক ভাবে আসিবে যে তাহারা টেরও পাইবে না।

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৪। তখন তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি কিছু অবকাশ দেওয়া হইবে ?'

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৫। তবুও কি তাহারা আমাদের শাস্তি সম্বন্ধে তাড়াহুড়া করিতেছে ?

أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾

২০৬। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ নাই যে, যদি আমরা তাহাদিগকে বহু বৎসর যাবৎ সুখ-শান্তি উপভোগ করাইতাম,

ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾

২০৭। অতঃপর তাহাদের উপর ইহা আসিয়া পড়িত যাহার ওয়াদা তাহাদের সঙ্গে করা হইতেছে,

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾

২০৮। তখন যাহা কিছু তাহাদিগকে উপভোগ করানো হইতেছিল উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিত না ?

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

২০৯। বস্তুতঃ আমরা কখনও এমন কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যাহার জন্য (পূর্বে) সতর্ককারী (পাঠানো) হয় নাই,

ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

২১০। নসীহত করার জন্য; বস্তুতঃ আমরা যালেম নহি।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١١﴾

২১১। এবং শয়তানগণ ইহাকে লইয়া নাযেল হয় নাই;

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١٢﴾

২১২। এবং ইহা তাহাদের অবস্থাসম্মতও ছিল না, এবং তাহাদের (ইহার) কোন ক্ষমতাও ছিল না।

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٣﴾

২১৩। নিশ্চয় তাহাদিগকে ইহা শ্রবণ করা হইতে অপসৃত করা হইয়াছে।

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

২১৪। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদকে ডাকিও না, নতুবা তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٥﴾

২১৫। এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিজের নিকটতম আত্মীয়স্বজনদিগকে সতর্ক কর,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٦﴾

২১৬। এবং মো'মেনদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাহাদের প্রতি মমতার বাহু প্রসারিত রাখ।

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৭। অতঃপর যদি তাহারা তোমার অবাধ্যতা করে তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা যে সকল কার্যকলাপ করিতেছ উহা হইতে আমি দায়িত্বমুক্ত।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٨﴾

২১৮। এবং তুমি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের উপর নির্ভর কর,

الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٩﴾

২১৯। যিনি তোমাকে তখনও দেখেন যখন তুমি (একা নামাযে) দণ্ডায়মান হও,

وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿٢٢٠﴾

২২০। এবং তখনও দেখেন যখন তুমি সেজদাকারীদের মধ্যে ঘোরাফেরা কর।

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢١﴾

২২১। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢٢﴾

২২২। আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব যে, কাহার উপর শয়তানরা নাযেল হয়?

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٣﴾

২২৩। তাহারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়।

يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٤﴾

২২৪। তাহারা কান পাতিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٥﴾

২২৫। আর যে আছে কবিগণ— বিপথগামীগণই তাহাদের অনুসরণ করে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

২২৬। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তাহারা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়,

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

২২৭। এবং তাহারা যাহা বলে তাহা পালন করে না ?

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٨﴾

২২৮। কেবল তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে এবং মযলুম হইবার পর তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিয়া লইবে যে, কোন্ প্রত্যাবর্তনের স্থানে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে।

১১ [৩৬] ১৫

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

২৭-সূরা আন্ নাম্‌ল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৪ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ②

২। তা সীন । এইগুলি হইতেছে কুরআন এবং সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত,

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③

৩। যাহা মো'মেনদের জন্য পূর্ণ হেদায়াত এবং শুভসংবাদ,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④

৪। যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ⑤

৫। নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমরা তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের জন্য সুন্দর করিয়া দেখাই, সুতরাং তাহারা অন্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় ।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑥

৬। এই সকল লোকের জন্য নিকৃষ্ট শাস্তি আছে এবং তাহারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ⑦

৭। এবং নিশ্চয় তোমাকে কুরআন প্রদান করা হইতেছে পরম প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞানীর নিকট হইতে ।

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ۭ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ⑧

৮। (স্মরণ কর) যখন মূসা নিজ পরিবারবর্গকে বলিল, 'নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখিয়াছি । আমি উহা হইতে তোমাদের নিকট শীঘ্রই কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনিব, অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অংগার আনিব যেন তোমরা আগুন পোহাইতে পার ।'

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑨

৯। অতঃপর যখন সে সেই আগুনের নিকট আসিল, তখন তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, 'বরকতমণ্ডিত করা হইয়াছে তাহাকে যে আগুনের মধ্যে আছে এবং তাহাদিগকেও যাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আছে, এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ অতি পবিত্র;

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٠

১০। হে মূসা! প্রকৃত কথা এই যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়;

وَاَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى
مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۖ اِنِّىْ لَا يَخَافُ
لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١١

১১। এবং তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে নড়িতে দেখিল যেন উহা একটি ছোট সাপ, তখন সে পিছনের দিকে ছুটিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না; (তখন আমরা বলিলাম) 'হে মূসা! ভয় করিও না; নিশ্চয় আমি এমন সত্তা যে, আমার দরবারে রসূলগণ ভয় করে না;

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٢

১২। কেবল সে ব্যতিরেকে যে যুলুম করিয়া বসে, অতঃপর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে (তাহার প্রতি) আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়;

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ
سُوْٓءٍ ۖ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۗ اِنَّهُمْ
كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝١٣

১৩। এবং তুমি স্বীয় হস্তকে নিজ বগলে প্রবিষ্ট কর, উহা শুভ্র হইয়া নির্দোষরূপে বাহির হইবে, ইহা ফেরাউন ও তাহার জাতির জন্য নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; নিশ্চয় তাহারা এক সীমালংঘনকারী জাতি।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١٤

১৪। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শন আসিল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۚ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝١٥

১৫। এবং তাহারা যুলুম ও অহংকারপূর্বক ঐগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিল, অথচ তাহাদের হৃদয় উহাদের (সত্যতার) উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনিয়াছিল; অতএব দেখ, বিশৃংখলা সৃষ্টি-
১ [১৫] ১৬ কারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٦

১৬। এবং নিশ্চয় আমরা দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; এবং তাহারা উভয়েই বলিল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদিগকে তাঁহার বহু মো'মেন বান্দা হইতে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন।'

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ
الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝١٧

১৭। এবং সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইল। এবং সে বলিল, 'হে লোকসকল! আমাদিগকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদিগকে প্রত্যেক প্রকারের (আবশ্যকীয়) বস্তু দেওয়া হইয়াছে। নিশ্চয় ইহা তাঁহার প্রকাশ্য অনুগ্রহ।'

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝١٨

১৮। এবং (একদা) সোলায়মানের সম্মুখে জিন্ন ও ইন্‌সান এবং পক্ষীকুল হইতে তাহার সেনাদল একত্রিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হইল,

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ
وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এমন কি যখন তাহারা নাম্‌লের উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক নামলীয় বলিল, 'হে নামলীয়রা ! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সোলায়মান ও তাহার সেনাদল তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে।'

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْۤ
اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ
فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। তখন সোলায়মান তাহার কথায় মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমার নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারি, যাহা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়াছ এবং যেন এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর এবং তুমি নিজ রহমত দ্বারা আমাকে তোমারই নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর।'

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِىَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ
اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং সে পক্ষীকুলের পরিদর্শন করিল এবং বলিল, 'ব্যাপার কি, আমি যে হুদ্‌হুদ্‌কে দেখিতেছি না, সে কি (জানিয়া বুঝিয়া) অনুপস্থিত আছে ?

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ
لَيَاْتِيَنِّىْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় আমি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিব অথবা যবহ্ করিব, আর না হয় সে আমাকে (অনুপস্থিতির) উপযুক্ত কারণ দর্শাইবে।'

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২৩। অতঃপর সে স্বল্পক্ষণই অবস্থান করিল, (ইতিমধ্যে হুদ্‌হুদ্ উপস্থিত হইল) এবং সে বলিল, 'আমি এমন এক বিষয় অবগত হইয়াছি যাহা আপনি অবগত হন নাই এবং সে বলিল, 'আমি আপনার নিকট সাবা হইতে এক নিশ্চিত সংবাদ আনিয়াছি,

اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ
شَىْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। আমি এক রমণীকে তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি, এবং তাহাকে সব কিছুই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার একটি বিরাট সিংহাসন আছে;

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। আমি তাহাকে ও তাহার জাতিকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করিতে দেখিয়াছি এবং শয়তান তাহাদের কার্যাবলীকে তাহাদের নিকট সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে এবং তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, ফলে তাহারা হেদায়াত পাইতেছে না—

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। (এবং তাহারা বদ্ধ পরিকর) যে, তাহারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করিবে না, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন; বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর সব কিছুই তিনি জানেন;

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾

২৭। আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। সে বলিল, 'আমরা অবশ্যই দেখিব, তুমি বলিতেছ অথবা তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। তুমি আমার এই পত্রটি লইয়া যাও এবং ইহা তাহাদের সম্মুখে পেশ কর, অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড় এবং দেখ তাহারা কি উত্তর দেয়।'

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾

৩০। সে (রাণী) বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমার সম্মুখে একটি সম্মানিত পত্র পেশ করা হইয়াছে;

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩১। ইহা সোলায়মানের নিকট হইতে, এবং ইহা আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়,

اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। (ইহাতে বলা হইয়াছে) যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিও না, এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার নিকট আস।'

ع ২ [১৭] ১৭

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾

৩৩। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমরা আমার বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার সম্মুখে (পরামর্শ দেওয়ার জন্য) হাযির হও, আমি কখনও কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করি না।'

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তাহারা বলিল, 'আমরা অতি শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু আদেশ দান করা আপনার কাজ; সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনি কি আদেশ দিবেন।'

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সে বলিল, 'বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহারা উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং উহার অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিদিগকে লাঞ্ছিত করে। এবং তাহারা এইরূপই করিয়া থাকে;

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইব, অতঃপর দেখিব যে আমার দূতগণ কি (উত্তর) লইয়া আসে।'

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰىنِ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতঃপর, যখন দূতগণ সোলায়মানের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করিতে চাহ? তাহা হইলে (স্মরণ রাখ যে) আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন উহা তোমাদিগকে তিনি যাহা দিয়াছেন

তাহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম তথাপি মনে হয় যে তোমরা তোমাদের উপঢৌকনে গর্বিত;

৩৮। তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও (এবং বল) যে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এমন এক বড় সৈন্য বাহিনী লইয়া আসিব যে তাহারা উহার মোকাবিলা করিতে সমর্থ হইবে না এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে তথা হইতে অপদস্থ করিয়া বাহির করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে হেয় হইতে হইবে।'

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৯। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমাদের মধ্য হইতে কে আছে যে তাহারা অনুগত হইয়া আমার নিকট হাযির হওয়ার পূর্বে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে?

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ
يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾

৪০। জিন্নদের মধ্য হইতে এক শক্তিশালী সরদার বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট লইয়া আসিব এবং নিশ্চয় আমি এই কাজ করিতে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ
تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾

৪১। (ইহাতে) সেই ব্যক্তি যাহার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল বলিল, 'আমি আপনার নিকট ইহা আপনার চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই লইয়া আসিব।' অতঃপর যখন সে (সোলায়মান) উহাকে নিজের সম্মুখে সংস্থাপিত দেখিল, তখন সে বলিল 'ইহা আমার প্রভুর এক অনুগ্রহ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, না অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি; এবং যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে নিজের কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অসীম সম্পদশালী; পরম দাতা।'

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ
قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ
قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ
اَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ
فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪২। সে বলিল, 'তোমরা (এই সিংহাসনকে অধিক সুন্দর কর এবং) তাহার (রাণীর) সিংহাসনকে তাহার জন্য সাধারণ— তুচ্ছ করিয়া দেখাও, আমরা দেখিব যে, সে হেদায়াত পায় অথবা ঐসকল লোকের অন্তর্গত হয় যাহারা হেদায়াত পায় না।'

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ
مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

৪৩। অতঃপর যখন সে আসিল তখন বলা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই?' সে বলিল, 'মনে হয় ইহা যেন উহাই। আসলে আমাদিগকে ইহার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং আমরা (পূর্বেই) আত্মসমর্পিত হইয়া গিয়াছিলাম।'

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ
وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যাহার ইবাদত করিত উহা হইতে সে তাহাকে বিরত রাখিল, নিশ্চয় সে কাফের জাতির অন্তর্গত ছিল।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۭ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۭ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি এই মহলে প্রবেশ কর।' যখন সে উহা দেখিল তখন উহাকে সে এক ঢেউ-খেলানো গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে নিজের পায়ের নলাদ্বয় হইতে কাপড় উঠাইয়া লইল। সে (সোলায়মান) বলিল, 'ইহা একটি স্বচ্ছ কাঁচ-খচিত মহল।' তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রাণের প্রতি যুলুম করিয়াছি, আমি সোলায়মানের সহিত সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।'

৩ [১৩] ১৮

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং নিশ্চয় আমরা সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম (এই বাণীসহ) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।' তখন দেখ! সহসা তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! কেন তোমরা কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণের জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয়?'

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۭ قَالَ طٰۗىِٕرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের দরুন কুলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি।' সে বলিল, 'তোমাদের কুলক্ষণের কারণ আল্লাহ্‌র নিকট আছে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে।'

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর সেই শহরে এমন নয়জন লোক ছিল যাহারা দেশে ফাসাদ করিয়া বেড়াইত এবং সংশোধন-মূলক কাজ করিত না।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তাহারা বলিল, 'তোমরা সকলে পরস্পর আল্লাহ্‌র কসম খাও যে, নিশ্চয় আমরা তাহার উপর এবং তাহার পরিজনের উপর রাত্রিকালে আক্রমণ করিব, অতঃপর আমরা তাহার অভিভাবককে বলিব যে, আমরা তাহার পরিজনের ধ্বংসের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি নাই এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।'

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং তাহারা এক বিরাট চক্রান্ত করিল এবং আমরাও এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। অতএব তুমি চিন্তা করিয়া দেখ যে, তাহাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হইয়াছিল ! নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের গোটা জাতিকেই ধ্বংস করিয়াছিলাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। সুতরাং (দেখ!) এই তো হইল তাহাদের গৃহসমূহ, বিরান অবস্থায় পড়িয়া আছে, এই জন্য যে তাহারা যুলুম করিয়াছিল। নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানী জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং লূতকেও (আমরা পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ, অথচ তোমরা অবলোকন করিতেছ ?

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। কী ! তোমরাই এমন যে, নারীদিগকে ছাড়িয়া কামচরিতার্থে তোমরা পুরুষদের নিকট উপগত হইতেছ ? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এমন এক জাতি যে, মূর্খের কাজ করিতেছ।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। তখন তাহার জাতির ইহা বলা ব্যতিরেকে আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'তোমরা লূতের পরিবারকে তোমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা এমন লোক, যাহারা পবিত্রতার বড়াই করে।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। অবশেষে আমরা তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিবারের সকলকে রক্ষা করিলাম, এবং তাহাকে (লূতের স্ত্রীকে) পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে অবধারিত করিয়া দিলাম।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; বস্তুতঃ যাহাদিগকে সতর্ক করা হয়, তাহাদের উপর অতি মন্দ বৃষ্টিপাতই হইয়া থাকে।

৫ ১৪] ১৯

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। তুমি বল, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, এবং সদা শান্তি বর্ষিত হয় তাঁহার ঐ সকল বান্দার উপর যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করেন। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্ না উহারা, যাহাদিগকে তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে ?

২০তম পারা

৬১। অথবা কে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কে তোমাদের জন্য মেঘমালা হইতে বারি বর্ষণ করেন ? অতঃপর আমরাই উহার দ্বারা সুদৃশ্য বাগানসমূহ উদগত করি; তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে যে, তোমরাই ঐ সকল বাগানের বৃক্ষসমূহ উদগত কর। আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদও আছে ? কিন্তু তাহারা এমন এক জাতি যাহারা (আল্লাহ্‌র সহিত) সমকক্ষ শরীক স্থির করিতেছে।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। অথবা কে পৃথিবীকে অবস্থান স্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার মধ্য দিয়া নদ-নদীসমূহ প্রবাহিত করিয়াছেন এবং উহার উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং দুই সমুদ্রের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে? প্রকৃত কথা এই যে,তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অথবা কে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁহার নিকট দোয়া করে এবং(তাহার)কষ্ট দূর করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করিয়া দেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। অথবা কে তোমাদিগকে স্থলের ও জলের অন্ধকার রাশির মধ্যে উদ্ধারের পথ দেখান ? এবং কে স্বীয় রহমত বর্ষণের পূর্বে শুভ সংবাদস্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ উহা হইতে বহু উর্ধ্বে।

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। অথবা কে প্রথম সৃষ্টির উদ্ভব করেন,অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করেন ? এবং কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে রিয্‌ক দেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহই অদৃশ্য বিষয় অবগত নহে; এবং তাহারা জানে না যে কখন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।'

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। বরং প্রকৃত বিষয় এই যে,পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে; বরং তাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে, বরং তাহারা ইহার সম্বন্ধে অন্ধ।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৫ [৮] ১

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'যখন আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হইয়া যাইব তখন কি (পুনরায়) আমাদিগকে (জীবিত করিয়া ভূমি হইতে) অবশ্যই বাহির করিয়া আনা হইবে ?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। নিশ্চয় আমাদিগকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে ইতিপূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহা শুধু পূর্ববর্তীদের কেচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তুমি বল, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ যে, অপরাধীগণের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল ?'

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে তুমি উহার জন্য কুণ্ঠিত হইও না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (আযাবের) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। তুমি বল, 'তোমরা যে (শাস্তি) সম্বন্ধে তাড়াহুড়া করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কতকাংশ তোমাদের পিছনে পিছনে চলিয়া আসিতেছে।'

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অতীব অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ঐ সব বিষয়ও জানেন যাহা তাহাদের বক্ষঃস্থল গোপন করিতেছে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু গোপন বস্তু আছে সবই সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। নিশ্চয় এই কুরআন বনী ইসরাঈলের সম্মুখে অধিকাংশ এমন বিষয় বর্ণনা করে যাহাতে তাহারা মতভেদ করিতেছে।

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং নিশ্চয়ই ইহা মোমেনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٩﴾

৭৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিজ হুকুম দ্বারা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন; বস্তুতঃ তিনিই মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾

৮০। সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর কায়েম আছ।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। নিশ্চয় তুমি এই আহ্বান মৃতগণকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরগণকেও শুনাইতে পারিবে না, (বিশেষ করিয়া) যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

وَمَآ أَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে বাহির করিয়া হেদায়াত দিতে পারিবে না। তুমি কেবল সেই সকল লোককে শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে; বস্তুতঃ তাহারাই আত্মসমর্পণকারী।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং যখন তাহাদের বিরুদ্ধে (পূর্ববর্ণিত) কথা পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আমরা তাহাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রকার কীট বাহির করিব, যাহা তাহাদিগকে জখম করিবে এই কারণে যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর বিশ্বাস করিত না।

৬ [১৬] ২

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে, যখন আমরা এমন প্রত্যেক জাতি হইতে, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত, এক একটি দল সমবেত করিব, এবং তাহাদিগকে (জওয়াবদিহির জন্য) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হইবে।

حَتّٰى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এমন কি যখন তাহারা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে, তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে অথচ তোমরা উহাকে পূর্ণভাবে জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই ? অথবা তোমরা কি কি কার্যকলাপ করিতে ?'

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং তাহাদের যুলুমের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত সেই কথা পূর্ণ হইবে; ফলে তাহারা কথাই বলিতে পারিবে না।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, আমরা রাত্রিকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহার মধ্যে তাহারা বিশ্রাম করে এবং দিবসকে করিয়াছি জ্যোতির্ময় করিয়া ? নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শন আছে।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং সেই দিনকেও (স্মরণ কর), যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন আল্লাহ্ যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন তাহারা ব্যতিরেকে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে অবস্থানরত সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেকেই তাঁহার সম্মুখে অনুগত হইয়া উপস্থিত হইবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং তুমি পর্বতমালাকে দেখিতেছ, যেগুলিকে তুমি অচল মনে করিতেছ অথচ উহারা মেঘমালার গতিতে অতিক্রম করিতেছে; ইহা সেই আল্লাহ্‌র শিল্পনৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরম নৈপুণ্যের সহিত মযবূত করিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্য সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০। যে ব্যক্তি সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহার প্রতিদান উহা অপেক্ষা উত্তম হইবে, এবং তাহারা সেইদিন সকল সন্ত্রাস হইতে নিরাপদে থাকিবে।

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং যাহারা মন্দ কর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে, (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদিগকে কি তোমাদেরই কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় নাই?'

اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۫ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২। আমাকে কেবল এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি এই শহরের (মক্কার) প্রভুর ইবাদত করি, যিনি ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁহারই জন্য; এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। এবং ইহাও যে, আমি যেন কুরআন পাঠ করিয়া শুনাই। অনন্তর যে হেদায়াত পাইবে, সে তাহার নিজের প্রাণের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাইবে, এবং যে পথভ্রষ্ট হইবে, তুমি (তাহাকে) বল, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।'

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং ইহাও বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি অচিরেই তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাইবেন, তখন তোমরা ইহা চিনিতে ও বুঝিতে পারিবে।' এবং তোমার প্রভু তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অমনোযোগী নহেন।

৭ [১১] ৩

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ (٢٨)

২৮-সূরা আল্ কাসাস্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

طٰسٓمّٓ ②

২। তা সীন মীম্ ।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৩। এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ④

৪। মো'মেন জাতির উপকারার্থে আমরা তোমার নিকট মূসা এবং ফেরাউনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি ।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ⑤

৫। নিশ্চয় ফেরাউন দেশে বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহার অধিবাসীগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একদলকে সে দুর্বল করিতে চাহিয়াছিল (এইরূপে) যে, তাহাদের পুত্রগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তাহাদের নারীগণকে জীবিত রাখিত । নিশ্চয় সে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্গত ছিল ।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ⑥

৬। এবং আমরা সংকল্প করিয়াছিলাম যে, যাহাদিগকে দেশে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহাদের উপর আমরা অনুগ্রহ করিব এবং তাহাদিগকে (জাতির) নেতা মনোনীত করিব এবং তাহাদিগকে (আমাদের নেয়ামতসমূহের) উত্তরাধিকারী করিব,

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ⑦

৭। এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিব এবং ফেরাউন ও হামান এবং উভয়ের সৈনা বাহিনীকে উহা দেখাইব যাহার সম্বন্ধে তাহারা তাহাদের নিকট হইতে আশঙ্কা করিতেছিল ।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ⑧

৮। এবং আমরা মূসার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে, 'তুমি তাহাকে দুধ পান করাইতে থাক এবং যখন তাহার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হইবে তখন তুমি তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিও এবং তুমি ভয় করিও না এবং চিন্তিত ও দুঃখিত হইও না; নিশ্চয় আমরা তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া আনিব এবং তাহাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করিব ।'

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ
اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۝٨

৯। অতঃপর ফেরাউনের লোক তাহাকে কুড়াইয়া লইল, পরিণামে সে যেন তাহাদের জন্য একদিন শত্রু সাব্যস্ত হয় এবং দুঃখের কারণ হয়। নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান এবং উভয়ের সৈন্যদল অন্যায়কারী ছিল।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا
تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

১০। এবং ফেরাউনের স্ত্রী বলিল, 'এ তো আমার ও তোমার জন্য নয়ন-তৃপ্তিদায়ক! ইহাকে হত্যা করিও না। হয়তো সে একদিন আমাদের উপকারে আসিতে পারে, অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি।' আসলে (আমাদের উদ্দেশ্য) তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ
بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠

১১। এবং মূসার মাতার হৃদয় (দুশ্চিন্তা) মুক্ত হইয়া গেল। যদি আমরা তাহার অন্তরকে সুদৃঢ় না করিয়া দিতাম যাহাতে সে মো'মেনদের অন্তর্গত হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিষয়টিকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিল।

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١١

১২। সে (মূসার মাতা) তাহার (মূসার) ভগ্নীকে বলিয়াছিল, 'তুমি তাহার পিছনে পিছনে যাও।' সে দূর হইতে আড়চোখে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু তাহারা ইহা বুঝিতে পারে নাই।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ
عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ۝١٢

১৩। এবং আমরা ইতিপূর্বে সকল স্তনদাত্রীকে তাহার জন্য নিষিদ্ধ করিয়া রাখিলাম; অতঃপর মূসার ভগ্নী বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন এক পরিবারের সংবাদ দিব, যাহারা ইহাকে তোমাদের জন্য লালন-পালন করিবে এবং তাহারা তাহার জন্য সত্যিকার হিতাকাঙ্খী হইবে?'

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ
اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٣

১৪। এইভাবে আমরা তাহাকে তাহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন তাহার নয়ন তৃপ্তি লাভ করে এবং সে দুঃখ না করে এবং যেন সে জানিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।

১ [১৪] ৪

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٤

১৫। এবং যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছিল এবং (উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর উপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আমরা তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এবং এইরূপেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا
فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۖ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ

১৬। এবং (একদিন) সে নগরীতে এমন সময়ে প্রবেশ করিল, যখন উহার অধিবাসীগণ অসতর্ক ছিল, তখন তথায় সে দুই ব্যক্তিকে পরস্পর লড়াই করিতে দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি

وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۖ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦﴾

তাহার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপর ব্যক্তি তাহার শত্রুপক্ষের। সতুরাং তাহার সম্প্রদায়ের যে লোকটি ছিল সে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে তাহার শত্রুপক্ষের ছিল। তখন মূসা তাহাকে ঘুষি মারিল এবং সেই ঘুষিতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া গেল। সে (মূসা) বলিল, 'ইহা একটি শয়তানী কাজ; নিশ্চয় সে মো'মোনের শত্রু এবং স্পষ্ট বিভ্রান্তকারী।'

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧﴾

১৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি নিশ্চয় নিজের প্রাণের প্রতি যুলুম করিয়াছি; তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' সুতরাং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, অতএব আমি ভবিষ্যতে কখনও অন্যায়কারীগণের সাহায্য করিব না।'

فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِىْ اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ۗ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٩﴾

১৯। অতঃপর সে ভীত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে প্রভাত বেলায় নগরীতে বাহির হইল, তখন সে দেখে যে, যেব্যক্তি গতকল্য তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল সে পুনরায় তাহাকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, 'নিশ্চয় তুমি একজন স্পষ্ট বিপথগামী ব্যক্তি।'

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। অতঃপর যখন মূসা মনস্থ করিল যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবে যে তাহাদের উভয়ের শত্রু; তখন সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি গতকল্য যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেইভাবে কি আমাকেও হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো দেশে কেবল অত্যাচারী হইতে চাহিতেছ, এবং মোটেই শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্গত হইতে চাহ না।'

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এমন সময় নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল এবং বলিল, 'হে মূসা! (রাজ্যের) নেতৃবৃন্দ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছে। সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, বিশ্বাস করিও, আমি তোমার হিতাকাঙ্খীদের অন্তর্গত।'

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২। তখন সে ভীত অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি হইতে রক্ষা কর।'

ع [৮]

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যখন সে মিদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হইল, 'তখন বলিল, আমি আশা করি, আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখাইবেন।'

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۖ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যখন সে মিদিয়ান শহরের পানির (কূপের) নিকট আসিল তখন একদল লোককে সেখানে দেখিতে পাইল যে, তাহারা (তাহাদের পশুপালকে) পানি পান করাইতেছে। এবং তাহাদের নিকট কিছু দূরে দুইজন রমণীকে দেখিতে পাইল, যাহারা তাহাদের পশু-পালকে (ভীড় হইতে) সরাইতে ছিল। সে বলিল, 'তোমাদের কি ব্যাপার?' তাহারা বলিল, 'রাখালগণ যতক্ষণ পর্যন্ত চলিয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পানি পান করাইতে পারি না; এবং আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৫। অনন্তর সে তাহাদের সাহায্যার্থে (তাহাদের পশুগুলিকে) পানি পান করাইল। অতঃপর এক ছায়ার নীচে চলিয়া গেল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি যে কোন কল্যাণ আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই উহার ভিখারী।'

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۖ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। তখন রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাহার নিকট আসিল। সে বলিল, 'আমার পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন, তুমি যে আমাদের জন্য (পশুপালকে) পানি পান করাইয়াছ তিনি যেন তোমাকে উহার বিনিময় দান করেন।' অতঃপর যখন সে তাহার নিকট পৌঁছিল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার সম্মুখে বর্ণনা করিল, তখন সে বলিল, 'তুমি কোন ভয় করিও না, যালেম জাতির কবল হইতে তুমি রক্ষা পাইয়াছ।'

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

২৭। রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি তাহাকে কাজের জন্য রাখিয়া লও, কারণ তুমি যাহাকে কাজের জন্য রাখিবে সে-ই উত্তম হইবে যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۖ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। তখন সে বলিল, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত এই শর্তে বিবাহ দিতে চাই যে, তুমি আট বৎসর যাবৎ আমার কাজ করিবে। আর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, তাহা হইলে উহা তোমার তরফ হইতে (অনুগ্রহ) হইবে। তবে আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিতে চাই না; আল্লাহ্ চাহিলে তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাইবে।'

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۖ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٩﴾

২৯। সে বলিল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই (চুক্তি) হইল। এই দুই মিয়াদের মধ্যে যে কোনটি আমি পূর্ণ করি তাহাতে আমার প্রতি অন্যায় হইবে না; আমরা যাহা কিছু বলিতেছি আল্লাহ্ উহার উপর সাক্ষী।'

ع [৭] ৬

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। অতঃপর যখন মূসা নির্দিষ্ট মিয়াদ পূর্ণ করিল এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে লইয়া যাত্রা করিল, তখন সে তূর পর্বতের দিকে এক আগুন দেখিল। সে তাহার পরিবারকে বলিল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি এক আগুন দেখিয়াছি; হয়তো আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন জরুরী সংবাদ আনিব অথবা আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার আনিব যেন তোমরা আগুন পোহাইতে পার।'

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। অতঃপর যখন সে উহার নিকট পৌঁছিল, তখন বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডে অবস্থিত ডানদিকের (বরকতপূর্ণ) উপত্যকার প্রান্ত দেশ হইতে, এক বৃক্ষের নিকট হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলা হইলঃ 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ সমগ্র জগতের প্রতিপালক;

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং (আরও বলা হইল) যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে একটি সাপের ন্যায় নড়াচড়া করিতে দেখিল, তখন সে পিঠ ফিরাইয়া পশ্চাদগমন করিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না। (তাহাকে বলা হইল) 'হে মূসা! তুমি সম্মুখে অগ্রসর হও, ভয় করিও না, তুমি নিশ্চয় নিরাপদ লোকদের অন্তর্গত,

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۖ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগলে প্রবেশ করাও উহা শুভ্র, নির্দোষ হইয়া বাহির হইবে এবং ভয় উপশম করার জন্য স্বীয় বাহুকে নিজের দিকে (টানিয়া) মিলাও। এই দুইটি দলীল তোমার প্রভুর নিকট হইতে ফেরাউন ও তাহার সভাসদগণের প্রতি প্রেরিত হইল, নিশ্চয় তাহারা এক দুষ্কৃতকারী অবাধ্য জাতি।'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি তাহাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলাম; অতএব আমার আশংকা হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে;

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْۤ ۖ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা অধিক বাকপটু; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে আমার সহিত পাঠাও যেন সে আমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। আমি অবশ্যই ভয়

করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমরা তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়ের জন্য বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিব; ফলে তাহারা তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তোমরা উভয়ে এবং যাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে তাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ দ্বারা অবশ্যই বিজয়ী হইবে।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতএব, যখন মূসা আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা পরিষ্কার যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহা মিথ্যারূপে বানানো হইয়াছে; এবং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট এই সব কথা কখনও শুনি নাই।'

وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তখন মূসা বলিল, 'আমার প্রভু তাহাকে সর্বাধিক উত্তম জানেন যে তাঁহার নিকট হইতে হেদায়াত লইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেও (জানেন) যাহার শেষ গৃহের পরিণাম সুন্দর ও শুভ হইবে। মোট কথা, যালেমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَأَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ أَطَّلِعُ إِلٰٓى إِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। ফেরাউন বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে বলিয়া আমি জানি না, অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য কাদামাটির উপর আগুন জ্বালাও (ইট প্রস্তুতকর) এবং আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, যেন আমি উহাতে (চড়িয়া) মূসার মাব্দকে উঁকি মারিয়া দেখিতে পারি; কারণ আমি মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্গত।'

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। বস্তুতঃ সে এবং তাহার সেনাদল দেশে অন্যায়ভাবে অহংকার করিল এবং ধারণা করিল যে, তাহাদিগকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে না।

فَأَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সেনাদলকে ধৃত করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; অতএব দেখ, যালেমদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল!

وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং আমরা তাহাদিগকে অগ্রনায়ক করিয়াছিলাম যাহারা (লোকদিগকে) আগুনের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না।

৪৩। এবং এই দুনিয়াতেও আমরা তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগাইয়া দিয়াছি এবং কিয়ামতের দিনেও তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৪। এবং আমরা পূর্ববর্তী জাতিগণকে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা লোকদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি, হেদায়াত এবং রহমতের কারণ ছিল যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৫। এবং তুমি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা মূসাকে (নবুওয়াতের) দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলাম এবং তুমি তখন সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৬। কিন্তু আমরা বহু জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদের উপর (তাহাদের) জীবন দীর্ঘ হইয়া গেল। এবং তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যেও কোন কালে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তুমি তাহাদের নিকট আমাদের নিদর্শনসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতে; কিন্তু আমরাই রসূল প্রেরণকারী।

وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৭। এবং তুমি তখনও তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না যখন আমরা (মূসাকে) ডাকিয়াছিলাম (এবং তাহার উপর তোমার আগমন সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ করিয়াছিলাম); বস্তুতঃ এই সব কিছু তোমার প্রভুর তরফ হইতে রহমতস্বরূপ, যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক করিয়া দাও যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৮। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিলে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! কেন তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল পাঠাও নাই, যাহাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের অনুসরণ করিতে পারিতাম এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম?' (তাহা হইলে হয়তো আমরা তোমাকে রসূলরূপে কখনও পাঠাইতাম না)।

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৯। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের তরফ হইতে সত্য আসিল, তখন তাহারা বলিল, 'মূসাকে যেরূপ (শিক্ষা) দেওয়া হইয়াছিল সেরূপ (শিক্ষা) এই ব্যক্তি কে (মুহাম্মদ) কেন দেওয়া হইল না?' ইতিপূর্বে কি তাহারা উহাকে অস্বীকার করে নাই যাহা মূসাকে প্রদান করা হইয়াছিল? তাহারা বলিয়াছিল,

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ۭ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۡ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ

كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

'এই দুইজন বড় যাদুকর, তাহারা একে অপরকে সাহায্য করে।' তাহারা আরও বলিয়াছিল, 'আমরা তাহাদের উভয়কে অস্বীকার করি।'

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এমন এক কিতাব আন যাহা এতদুভয় (তাওরাত ও কুরআন) হইতে অধিকতর হেদায়াত সম্বলিত হইবে, যাহাতে আমি উহার অনুসরণ করিতে পারি।'

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে উত্তর না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, তাহারা কেবল নিজেদের বাসনার অনুসরণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিপথগামী কে যে আল্লাহ্‌র হেদায়াতকে উপেক্ষা করিয়া নিজ বাসনার অনুসরণ করে? বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে কখনও হেদায়াত দেন না।

ع ৫ [৮]

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং আমরা তাহাদের জন্য ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। যাহাদিগকে আমরা ইহার (কুরআনের) পূর্বে কিতাব দিয়াছিলাম তাহারা ইহার উপর ঈমান আনে।

وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যখন তাহাদের নিকট ইহা পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম। ইহা আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সুনিশ্চিত সত্য। আমরা ইহার পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম।'

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এই সকল লোককে তাহাদের পুরস্কার দুই বার প্রদান করা হইবে—এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং পুণ্যের দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং তাহারা যখন কোন বাজে কথা শুনে তখন তাহারা উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং বলে, 'আমাদের কৃত-কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের জন্য; তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমরা মূর্খদের সহিত সংস্রব রাখা পসন্দ করি না।'

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ

৫৭। তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই হেদায়াত দিতে পার না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তিনি তাহাকে হেদায়াত দেন

يَشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٧﴾

এবং তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে সর্বাধিক বেশী জানেন ।

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ۭ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮ । এবং তাহারা বলে, 'যদি আমরা তোমার সহিত এই হেদায়াতের অনুগমন করি তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইবে।' (তাহাদিগকে বল) 'আমরা কি তাহাদিগকে পবিত্র নিরাপদ জায়গায় স্থান দিই নাই যেখানে আমাদের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার ফল-মূল রিয্‌কস্বরূপ আনয়ন করা হয় ? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না ।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۢ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۭ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯ । এবং কত জনপদকেই না আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদের (প্রাচুর্যের) জন্য অহংকার করিয়াছিল ! এইগুলি হইল তাহাদের বাসস্থান যেখানে তাহাদের পরে অতি অল্প ব্যতীত বসতি স্থাপন করা হয় নাই । এবং আমরাই তাহাদের উত্তরাধিকারী হইয়াছি ।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০ । এবং তোমার প্রভু জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐগুলির কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রসূল প্রেরণ করেন যে তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়; এবং আমরা জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার অধিবাসীগণ যালেম হইয়া যায় ।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾ ع

৬১ । এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে উহা কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী এবং ইহার সৌন্দর্য; এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে উহা উত্তম এবং চিরস্থায়ী । তবুও কি তোমরা বুঝিবে না ?

৬ [১০] ৯

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২ । তবে কি সেই ব্যক্তি যাহার সহিত আমরা অতি উত্তম (পুরস্কারের) অঙ্গীকার করিয়াছি এবং যাহা সে নিশ্চয় (পূর্ণ অবস্থায়) পাইবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে যাহাকে আমরা শুধু পার্থিব জীবনের সুন্দর সামগ্রী দিয়াছি, অতঃপর কিয়ামতের দিন সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদিগকে (আল্লাহ্‌র সমীপে জবাবদিহির জন্য) উপস্থিত করা হইবে ?

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩ । এবং (স্মরণ কর) যে দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আমার শরীকগণ কোথায় যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) মনে করিতে ?'

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। তখন যাহাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইবে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! ইহারাই সেই সব লোক, যাহাদিগকে আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম। আমরা তাহাদিগকে ঠিক সেইভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা স্বয়ং বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আজ আমরা তোমার সমক্ষে বিপথগামিতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছি। তাহারা আমাদের ইবাদত করিত না।'

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। এবং বলা হইবে, (এখন) 'তোমরা তোমাদের শরীক দিগকে আহ্বান কর।' তখন তাহারা উহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না। এবং তাহারা নির্ধারিত আযাব প্রত্যক্ষ করিবে। হায়! যদি তাহারা হেদায়াত পাইত।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং সেই দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমরা রসূলগণকে কি উত্তর দিয়াছিলে?'

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। অতএব সেদিন সকল দলীল-প্রমাণ তাহাদের উপর ঘোলাটে হইয়া যাইবে; ফলে তাহারা একে অপরকে প্রশ্ন করিতে পারিবে না।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। অনন্তর যে তওবা করিবে এবং ঈমান আনিবে এবং সৎ কর্ম করিবে, সে অবশ্যই সফলকাম ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তোমার প্রতিপালক যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে চাহেন মনোনীত করেন, এই ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার নাই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং যাহাকে তাহারা শরীক করে উহা হইতে তিনি উর্ধ্বে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং তোমার প্রতিপালক তাহাও জানেন যাহা তাহাদের বক্ষঃস্থল গোপন করে এবং তাহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। এবং তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সকল প্রশংসা তাঁহারই, ইহকালেও এবং পরকালেও। এবং আধিপত্য তাঁহারই; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٢﴾

৭২। তুমি বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি—আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কি কোন মা'বূদ আছে যে তোমাদের নিকট আলো আনিয়া দিবে ? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না ?'

৪ [১৫] ৭

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩। তুমি বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি—আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কি কোন মা'বূদ আছে যে তোমাদের নিকট রাত্রি আনিয়া দিবে যাহাতে তোমরা স্বস্তি লাভ করিতে পার ? তবুও কি তোমরা দেখিতেছ না ?'

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪। বস্তুতঃ ইহা তাঁহারই রহমত হইতে যে,তিনি তোমাদের জন্য রাত্র ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার ফযলের অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন,'আমার শরীকগণ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা (আমার সঙ্গে শরীক) মনে করিতে ?'

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন করিয়া সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব, অনন্তর বলিব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, সকল সত্য (কেবল) আল্লাহ্‌র জন্য এবং যাহা কিছু তাহারা রটনা করিত, উহা সমস্তই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

৭ [১৫] ১০

إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭। নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার জাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদেরই উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করিল। এবং আমরা তাহাকে এত ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলাম যে, উহার চাবিগুলি (বহন করিতে) এক শক্তিশালী লোকের দলকেও ক্লান্ত করিয়া দিত। (স্মরণ কর) যখন তাহার জাতি তাহাকে বলিয়াছিল, 'গর্বিত হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ গর্বকারীদিগকে ভালবাসেন না;

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ

৭৮। এবং আল্লাহ্ তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন তুমি উহার দ্বারা পরকালের বাসগৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমার পার্থিব জীবনের অংশকেও ভুলিও না এবং যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তদ্রূপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার কোন কাজ করিও

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। সে বলিল, 'এই সব (সম্পদ ও মর্যাদা) তো আমি এমন জ্ঞান-বলে পাইয়াছি যাহা শুধু আমার নিকটেই আছে।' সে কি ইহা জানিত না যে, আল্লাহ্ তাহার পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন যাহারা শক্তিতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী ছিল? বস্তুতঃ অপরাধীগণকে (শাস্তির সময়) তাহাদের পাপ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ إِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾

৮০। অতঃপর সে তাহার জাতির সম্মুখে নিজ সাজ-সজ্জা সহকারে বাহির হইল। ইহাতে যাহারা পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ কামনা করিত তাহারা বলিল, 'হায় আফসোস, কারূনকে যাহা দান করা হইয়াছে তদ্রূপ যদি আমাদিগকেও দান করা হইত! সে নিশ্চয় পরম সৌভাগ্যশালী।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং যাহারা জ্ঞানী ছিল তাহারা বলিল 'তোমাদের সর্বনাশ! আল্লাহ্র পুরস্কার ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এইরূপ পুরস্কার শুধু ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণই পাইয়া থাকে।'

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۚ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২। অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার বাস-গৃহকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিলাম; তখন তাহার এমন কোন দল ছিল না, যাহারা আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাহার সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে কোন ক্রমেই আত্মরক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিল না।

وَأَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْأَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ أَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيْكَأَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং যাহারা গতকাল পর্যন্ত তাহার স্থানে হওয়ার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'সর্বনাশ! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাহার জন্য চাহেন রিয্ক প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি আমাদিগকেও ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিতেন, সর্বনাশ! নিশ্চয় কাফেরগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। ইহা পরকালের বাসগৃহ, ইহা আমরা তাহাদের জন্যই অবধারিত করি যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিতে চাহে না। এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্যই।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। যে কেহ ভাল কাজ করিবে, তাহাকে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং যে মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল তাহার কৃত-কর্ম অনুযায়ীই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٦﴾

৮৬। নিশ্চয় যিনি তোমার উপর কুরআনকে ফরয করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন। তুমি বল, 'আমার প্রভু সেই ব্যক্তিকে খুব ভালভাবে জানেন যে হেদায়াতসহ আগমন করিয়াছে, এবং তাহাকেও, যে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে।'

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং তুমি কখনও আশা করিতে না যে, তোমার প্রতি এক পরিপূর্ণ কিতাব নাযেল করা হইবে, কিন্তু ইহা কেবল তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে রহমত স্বরূপ, অতএব তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হইও না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ ۫ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۫ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমার উপর নাযেল হওয়ার পর উহা হইতে তাহারা যেন তোমাকে নিবৃত্ত করিতে না পারে, এবং তুমি তোমার প্রভুর দিকে (মানব জাতিকে) আহ্বান কর, এবং তুমি কখনও মোশরেকদের মধ্যে শামেল হইও না।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদকে ডাকিও না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তাহার সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল; সকল হুকুম (দেওয়ার অধিকার) তাঁহারই এবং তোমাদের সকলকে তাঁহারই দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

[৬] ৯ ১২

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ

(آياتها ٦٩) (ركوعاتها ٧)

২৯-সূরা আল্ আন্কাবূত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭০ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓ ②

২ । আলিফ লাম মীম্ ।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ③

৩ । লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ④

৪ । এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম । সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই তাহাদিগকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মিথ্যাবাদী ।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ⑤

৫ । যাহারা মন্দ কর্ম করে, তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ? তাহারা যাহা ফয়সালা করে উহা কত মন্দ !

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑥

৬ । আল্লাহ্র সহিত যে ব্যক্তি সাক্ষাতের আশা রাখে (তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে), আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসিবে । এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ⑦

৭ । এবং যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে বস্তুতঃ সে নিজেরই প্রাণের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে; আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑧

৮ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের পাপসমূহকে তাহাদের নিকট হইতে দূর করিয়া দিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করিব ।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ

৯ । এবং আমরা ইনসানকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, এবং (বলিয়াছি) যদি তাহারা তোমার সহিত কলহ করে যেন তুমি আমার সহিত এমন কিছু

مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑧

শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই তাহা হইলে তুমি তাহাদের আদেশ মান্য করিও না। তোমাদের সকলকে আমারই দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ⑨

১০। বস্তুতঃ যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিব।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۭ وَلَئِنْ جَاۗءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۭ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ⑩

১১। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি;' অতঃপর যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন তাহারা মানুষের শাস্তিকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত মনে করে। এবং যদি তোমার প্রভুর নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে তখন তাহারা জোর দিয়া বলে, 'নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।' বিশ্ববাসীর বক্ষঃস্থলে যাহা কিছু আছে, আল্লাহ্ কি উহা সমধিক অবগত নহেন?

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ⑪

১২। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকেও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মো'মেন এবং তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মোনাফেক।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ⑫

১৩। এবং কাফেরগণ মো'মেনগণকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করিব।' অথচ তাহারা তাহাদের পাপের বোঝা হইতে কিছুই বহন করিতে পারিবে না। তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۡ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ⑬

১৪। বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের বোঝাও বহন করিবে এবং তাহাদের বোঝার সহিত অন্য (লোকের) বোঝাও বহন করিবে। এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রটনা করিত সেই সম্বন্ধে কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

[১৪] ১
১৫

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ۭ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ⑭

১৫। এবং আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। অতঃপর প্লাবন তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, কারণ তাহারা যালেম ছিল।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ⑮

১৬। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং (তাহার) নৌকায় আরোহী সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং ইহাকে সকল বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিদর্শন করিলাম।

وَإِبْرٰهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۖ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। এবং আমরা ইব্রাহীমকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার তাক্ওয়া অবলম্বন কর। যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম;

إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা কেবল প্রতিমাসমূহের ইবাদত করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদের ইবাদত করিতেছ তাহারা তোমাদিগকে আদৌ রিয্‌ক দিতে পারে না; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট রিয্‌ক কামনা কর এবং তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।'

وَإِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٩﴾

১৯। এবং তোমরা যদি (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর তাহা হইলে (ইহা কোন নূতন কথা নহে) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিও (তাহাদের রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। বস্তুতঃ (পয়গাম) সুস্পষ্ট ভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়াই হইল রসূলের একমাত্র কর্তব্য।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٠﴾

২০। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়া থাকেন, অতঃপর ইহার পুনরাবর্তন করেন। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজসাধ্য।

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢١﴾

২১। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ যে, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে দ্বিতীয় উত্থানে উত্থিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান;

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। তিনি যাহাকে চাহেন আযাব দেন এবং যাহার উপর চাহেন দয়া করেন; তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তোমরা না পৃথিবীতে এবং না আকাশে (আল্লাহ্‌কে তাঁহার পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী।'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖ أُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে এবং তাঁহার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তাহারাই আমার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। এবং তাহাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। অতঃপর তাহার জাতির ইহা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে তাহারা বলিল, 'তাহাকে হত্যা কর অথবা তাহাকে অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং সে বলিল, 'তোমরা কেবল পার্থিব জীবনে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি স্থাপন করিবার জন্য আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া প্রতিমাসমূহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিয়াছ। অনন্তর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং তোমরা একে অপরকে অভিসম্পাত করিবে। এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম এবং কেহই তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না।'

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৭। অতএব লূত তাহার প্রতি ঈমান আনিল; এবং (ইব্‌রাহীম) বলিল,'আমি আমার প্রভুর দিকে হিজরত করিব; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আমরা তাহাকে ইসহাক এবং ইয়াকুবকে দান করিলাম এবং তাহার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব প্রবর্তিত করিলাম এবং তাহাকে পৃথিবীতেও তাহার কর্মের বিনিময় দান করিলাম এবং পরকালেও নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۖ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং লূতকেও (আমরা রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীর মধ্যে অন্য কেহই করে নাই;

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। তোমরা কি (কাম চরিতার্থে) পুরুষদের নিকট উপগত হও এবং রাহাজানি করিয়া থাক এবং নিজেদের সভায় প্রকাশ্যভাবে ঘৃণ্য কাজ কর? তখন তাহার জাতির কেবল এই কথা বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আনয়ন কর।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এই ফাসাদকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর।'

ع [৮] ১৫

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا

৩২। এবং যখন আমাদের দূতগণ ইব্‌রাহীমের নিকট সুসংবাদ আনিল, তখন তাহারা বলিল, 'আমরা এই জনপদের

مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব, কারণ ইহার অধিবাসীগণ অবশ্যই যালেম।'

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۗ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

৩৩। সে বলিল,'এই জনপদে তো লূতও আছে।' তাহারা বলিল, 'উহাতে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা ভালরূপ জানি, আমরা অবশ্যই তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব, কেবল তাহার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

৩৪। এবং যখন আমাদের দূতগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের কারণে সে বিষন্ন হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের (হিফাযতের) ব্যাপারে সে নিজেকে অক্ষম অনুভব করিল। ইহাতে তাহারা বলিল,'তুমি ভয় করিও না এবং দুঃখও করিও না; নিশ্চয় আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব,কেবল তোমার স্ত্রী ব্যতীত, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত,

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

৩৫। নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে আযাব অবতীর্ণ করিব, এই জন্য যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়া আসিতেছে।'

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৩৬। এবং নিশ্চয় আমরা ইহার দ্বারা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন পশ্চাতে ছাড়িয়াছি।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

৩৭। এবং আমরা মিদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভাই শো'আয়বকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম), তখন সে তাহাদিগকে বলিল,'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, এবং পরকালের প্রতি মনোযোগী হও, এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না।'

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

৩৮। ইহাতে তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল। ফলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল তখন তাহারা তাহাদের গৃহে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝

৩৯। এইরূপে আদ ও সামূদকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল) এবং তাহাদের বাসগৃহসমূহের অবস্থা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ শয়তান তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল, অথচ তাহারা বিচক্ষণ লোক ছিল।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং কারূন ও ফেরাউন এবং হামানকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল)। এবং মূসা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, তখন তাহারা দেশে অহংকার করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা (আমাদের শাস্তিকে) অতিক্রম করিয়া বাঁচিতে পারে নাই।

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। সুতরাং আমরা তাহাদের প্রত্যেককেই তাহার পাপের কারণে ধৃত করিয়াছিলাম; অতএব তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহার উপর আমরা মরু-ঝটিকা প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে গর্জনকারী আযাব ধৃত করিয়াছিল, এইরূপে তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা ভূগর্ভে পুঁতিয়া দিয়াছিলাম, এবং কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই, পরন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। যাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উপমা মাকড়সার অনুরূপ যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈয়ার করে বটে,কিন্তু সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সর্বাধিক দুর্বল; হায়! যদি তাহারা ইহা জানিত।

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾

৪৩। আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন এমন প্রত্যেক বস্তুকে; যাহাকে তাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে ডাকে; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এই উপমা হইতেছে উপমা যাহা আমরা মানবজাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি; কিন্তু জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্য কেহ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চয়ই ইহাতে মো'মেনদের জন্য নিদর্শন আছে।

৪ [৯৫] ১৬

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾

২১তম পারা

৪৬। এই কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর, এবং নামায কায়েম কর; নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকার্য হইতে বিরত রাখে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য)। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ তাহা জানেন।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তোমরা আহ্‌লে কিতাবের সঙ্গে শুধু উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করিবে, তাহাদের মধ্য হইতে ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা যুলুম করিয়াছে (তাহাদের সঙ্গে আদৌ বিতর্ক করিবে না)। এবং (তুমি (তাহাদিগকে) বল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং তোমাদের প্রতিও নাযেল করা হইয়াছে বস্তুতঃ আমাদের মা'বূদ এবং তোমাদের মা'বূদ এক-ই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি এই কামেল (পূর্ণ) কিতাব নাযেল করিয়াছি, অতএব যাহাদিগকে আমরা কিতাব (তাওরাত ও উহার প্রকৃত জ্ঞান) দিয়াছিলাম, তাহারা ইহার (কুরআনের) উপর ঈমান আনে; এবং এই সকল লোকের (মক্কাবাসীদের) মধ্য হইতেও কতক ইহার উপর ঈমান আনে। বস্তুতঃ কেবল কাফেরগণই হঠকারিতার সহিত আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ ۖ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তুমি ইহার পূর্বে কোন কিতাব আবৃত্তি কর নাই, এবং তোমার ডান হাতে ইহা লিখও নাই, যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে মিথ্যাবাদীগণ অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করিত।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। আসলে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদের বক্ষঃস্থলে এইগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল যালেমরাই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং তাহারা বলে, 'তাহার প্রতি তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন নিদর্শনসমূহ নাযেল করা হয় নাই?' তুমি বল, 'নিদর্শনসমূহ আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে রহিয়াছে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নহে যে, আমরা তোমার উপর এক কামেল কিতাব নাযেল করিয়াছি যাহা তাহাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়; নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বিশেষ রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে।

৫ [৭] ১

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তুমি বল, 'আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই জানেন এবং যাহারা অসত্যের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۭ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاۗءَهُمُ

৫৪। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে; যদি একটি সময় নির্ধারিত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের

الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٤﴾

নিকট আযাব আসিয়া পৌঁছিত । এবং নিশ্চয় তাহাদের উপর আযাব অকস্মাৎ আসিবে, এমন অবস্থায় যে তাহারা টেরও পাইবে না ।

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫ । তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে ।

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬ । যেদিন সেই আযাব তাহাদিগকে তাহাদের ঊর্ধ্বদেশ এবং তাহাদের পাদদেশ হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এবং তিনি বলিবেন, 'তোমরা যে কর্ম করিয়া আসিতেছিলে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর ।'

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٧﴾

৫৭ । হে আমার বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী সুপ্রশস্ত; সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮ । প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে, অতঃপর তোমাদিগকে আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে জান্নাতে বালাখানায় বসবাসের জন্য স্থান দান করিব, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে । তাহারা তথায় সর্বদা অবস্থান করিবে । সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম !

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০ । যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে ।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

৬১ । এবং এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের রিয্ক বহন করিয়া বেড়ায় না ! আল্লাহ্ই তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে রিয্ক দেন । এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের) সেবায় কে নিয়োজিত করিয়াছেন ? তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্ ।' তথাপি তাহাদিগকে (সত্য হইতে সরাইয়া) কোন দিকে বিভ্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩ । আল্লাহ্ই নিজ বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিয্ককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকুচিত করিয়া দেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ হইতে কে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা জমিকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ?' তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌।' তুমি বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এই পার্থিব জীবন আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নহে। আর যে পারলৌকিক আবাস উহাই হইতেছে প্রকৃত জীবন; হায় যদি তাহারা জানিত !

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং যখন তাহারা নৌকায় আরোহণ করে তখন তাহারা ধর্মকে একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌কে ডাকিতে থাকে। কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে লইয়া আসেন তখন দেখ! সহসা তাহারা শরীক করিতে আরম্ভ করে,

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। যেন তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি এবং যেন তাহারা পার্থিব ভোগ-বিলাস করিয়া লয়। কিন্তু অচিরেই তাহারা (ইহার প্রতিফল) জানিতে পারিবে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, আমরা (মক্কার) পবিত্র গৃহকে নিরাপদ স্থান করিয়াছি, অথচ লোকদিগকে তাহাদের চতুষ্পার্শ্ব হইতে অতর্কিতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ? তাহারা কি অসত্যের প্রতি ঈমান আনিতেছে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে ?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে, অথবা যখন সত্য তাহার নিকট আগমন করে তখন উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে ? এইরূপ কাফেরদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল হওয়া উচিত নহে ?

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎকর্মশীল গণের সঙ্গে আছেন।

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ (٣٠)

৩০-সূরা আর্ রূম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓمّٓ ②

২। আলিফ লাম মিম্।

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ③

৩। রূমীগণ পরাজিত হইয়াছে—

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ④

৪। নিকটবর্তী দেশে, এবং তাহারা তাহাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হইবে,

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۭ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑤

৫। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে— সর্বাধিপত্য পূর্বে ও পরে আল্লাহ্‌রই—এবং সেইদিন মো'মেনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইবে,

بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑥

৬। আল্লাহ্‌র সাহায্যে তিনি যাহাকে চাহেন সাহায্য করেন; এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑦

৭। ইহা আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ্ নিজের ওয়াদাকে ভঙ্গ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ⑧

৮। তাহারা কেবল, পার্থিব জীবনের বাহ্যিক শান ও শওকতকে বুঝে; কিন্তু পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ গাফেল।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۣ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاۗىِٕ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ⑨

৯। তাহারা কি নিজেদের অন্তরে কখনও চিন্তা করে নাই যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট মিয়াদ ব্যতীত সৃষ্টি করেন নাই? কিন্তু লোকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا

১০। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল? তাহারা শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল,

الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

তাহারা অনেক ভূমি কর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহারা ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ বসতি স্থাপন করিয়াছে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহারা ইহাতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল । এবং তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল । আল্লাহ্ তো এইরূপ নহেন যে, তিনি তাহাদের উপর কোন যুলুম করিয়াছিলেন, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত ।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

১১ । অতঃপর যাহারা মন্দ কাজ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত এবং ঐগুলিকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

১২ । আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর ইহার পুনরাবৃত্তি করেন; অতঃপর তাহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

১৩ । এবং যেদিন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, সেইদিন অপরাধীগণ নিরাশ হইয়া যাইবে ।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

১৪ । এবং তাহাদের (উদ্ভাবিত) শরীকগণ হইতে কেহই তাহাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে না এবং (তখন) তাহারা তাহাদের নিজেদের (তথাকথিত) শরীকগণকে অস্বীকার করিবে ।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝

১৫ । এবং যেদিন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে—সেই দিন তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যাইবে ।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝

১৬ । বাকি রহিল তাহাদের কথা যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে মনোরম উদ্যানে সম্মান ও আনন্দ দান করা হইবে ।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝

১৭ । কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে আযাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে ।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝

১৮ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা) কর তখনও যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে প্রবেশ কর এবং তখনও যখন তোমরা প্রভাত কালে প্রবেশ কর—

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

১৯ । বস্তুতঃ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য—(এইরূপে তাঁহার তসবীহ্ কর) অপরাহ্নে এবং যখন সূর্য ঢলিয়া পড়ার সময়ে প্রবেশ কর তখনও ।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

২০। তিনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন; এবং যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। এবং এইভাবেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর দেখ! তোমরা মানুষরূপে (সমস্ত পৃথিবীতে) ছড়াইয়া পড়িতেছ।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষায় ও বর্ণে প্রভেদ সৃষ্টি করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যেও বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা শ্রবণ করে।

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও যে, তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মধ্যে ভয় ও আশা সঞ্চারের জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন, এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অনন্তর ইহা দ্বারা যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তাঁহার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠ হইতে বাহির হওয়ার জন্য আহ্বান করিবেন তখন দেখ! সহসা তোমরা যমীন হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার। তাহারা সকলেই তাঁহার অনুগত।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৮। বস্তুতঃ তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর তিনিই ইহার পুনরাবর্তন করেন, এবং ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ বিষয় এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান-মর্যাদা তাঁহারই, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۭ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে এক উপমা বর্ণনা করিতেছেন। তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কি ঐ ধন-সম্পদে, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি, তোমাদের সমতুল্য শরীক হয়, এমনভাবে যে, তোমরা সকলেই (মালিক ও দাস) উহাতে সমান হইয়া যাও, এবং তোমরা তাহাদিগকে (দাসদিগকে) এমনভাবে ভয় কর যেভাবে তোমরা পরস্পরকে ভয় করিয়া থাক? এইরূপে আমরা বুদ্ধিমান জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। বরং প্রকৃত কথা এই যে, যালেম লোকেরা অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেদেরই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন, কে আছে যে তাহাকে হেদায়াত করিবে? বস্তুতঃ কেহই তাহাদের সাহায্যকারী হইবে না।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যাহার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম— কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা অবগত নহে—

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। সুতরাং তোমরা সকলে তাঁহার নিকট ঝুঁকিয়া অগ্রসর হও, এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং নামায কায়েম কর এবং মোশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না—

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। ঐ সকল (মোশরেক) লোকের, যাহারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে; প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা লইয়া আনন্দিত।

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং মানুষকে যখন কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন তাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতি ঝুঁকিয়া তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে; অতঃপর যখন তাহাদিগকে তিনি নিজ রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান তখন দেখ! সহসা তাহাদের এক দল নিজেদের প্রভুর সঙ্গে শরীক করিতে আরম্ভ করে,

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫। যেন তাহারা উহা অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি। সুতরাং তোমরা (কিছুক্ষণের জন্য) ভোগ-বিলাস করিয়া লও; তোমরা অচিরেই নিজেদের পরিণাম জানিতে পারিবে।

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। আমরা কি তাহাদের জন্য কোন প্রমাণ নাযেল করিয়াছি যাহা উহার সমর্থনে কথা বলে যাহাকে তাহারা তাঁহার সঙ্গে শরীক করিতেছে ?

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং যখন আমরা মানুষকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় এবং যদি তাহাদের নিজেদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন দেখ! সহসা তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তাহারা কি দেখে নাই যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সঙ্কুচিত করিয়া দেন ? নিশ্চয় ইহাতে সেই জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে যাহারা ঈমান আনে।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯। অতএব তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তাহার প্রাপ্য দাও এইরূপে মিসকীনদিগকে এবং পথিকদিগকেও। ইহা তাহাদের জন্য উত্তম যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের কামনা করে; বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে।

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং তোমরা যাহা সুদের উপর দিয়া থাক যাহাতে উহা লোকের ধন-সম্পদের সহিত বৃদ্ধি পায়, বস্তুতঃ উহা আল্লাহ্‌র সমীপে বৃদ্ধি পায় না; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দাও—জানিয়া রাখিও যে, এই সকল লোকই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বহু গুণে বর্ধিত করিতেছে।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

৪১। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর রিয্‌ক দিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে

এই সকল কার্যের কিছু মাত্রও করিতে পারে ? তিনি পবিত্র এবং তাহারা যাহাকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছে উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

৪২। মানুষের হস্তসমূহ যাহা অর্জন করিয়াছে উহার ফলে স্থলে ও জলে ফাসাদ ছাইয়া গিয়াছে; পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে, তাহারা যে কর্ম করিয়াছে উহার কতকাংশের শাস্তি, ভোগ করাইবেন যেন তাহারা (তাহাদের অবাধ্যতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের কি পরিণাম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মোশরেক ছিল।'

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। অতএব তুমি তোমার মনোযোগ চিরস্থায়ী ধর্মের প্রতি নিবিষ্ট কর, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সেই দিন আগমনের পূর্বে যাহাকে রদ করা যাইবে না। যেদিন তাহারা (মো'মেন ও কাফেরগণ) একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে তাহার অস্বীকারের কুফল তাহার উপরই আসিয়া বর্তিবে, এবং যাহারা সৎ কর্ম করিয়াছে তাহারা নিজেদেরই জন্য সুখ-শয্যা প্রস্তুত করিতেছে,

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। যেন আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কার দান করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎ কর্ম করিয়াছে। তিনি কাফেরদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তিনি বায়ুরাশিকে শুভসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন, এবং যেন তিনি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত উপভোগ করান, এবং যেন নৌযানগুলি তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয় এবং যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পার এবং (তাঁহার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূলকে তাহাদের জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল। অতঃপর যাহারা অপরাধ করিয়াছিল আমরা তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ মো'মেনগণকে সাহায্য করা আমাদের উপর ফরয।

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। তিনিই আল্লাহ্ যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, অনন্তর উহা মেঘ বহন করে। অতঃপর তিনি যেরূপে চাহেন উহাকে আকাশে বিস্তৃত করেন এবং তিনি উহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দেন এবং তুমি দেখিতে পাও যে উহার মধ্য হইতে বৃষ্টি নির্গত হইতেছে। অতঃপর যখন তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা পৌছাইয়া দেন, তখন দেখ! তাহারা কেমন উৎফুল্ল হইতে থাকে;

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। যদিও ইতিপূর্বে— তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল।

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

৫১। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, কিরূপে তিনি যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনিই (আল্লাহ্) যিনি মৃতগণকে জীবিত করেন; এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যদি আমরা বায়ু প্রবাহিত করি এবং তাহারা উহাকে (শস্যক্ষেত্রকে) হরিদ্বর্ণ দেখে তখন তাহারা উহার(দশা প্রত্যক্ষ করার) পর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। বস্তুতঃ তুমি (তোমার) এই আহ্বান মৃতদিগকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরদিগকেও শুনাইতে পারিবে না যখন তাহারা পিঠ দেখাইয়া ফিরিয়া যায়;

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۗ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে ফিরাইয়া সোজা পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। তুমি কেবল তাহাদিগকেই শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

ع ১৩] ৮

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٤﴾

৫৫। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন এবং দুর্বলতার পর তোমাদিগকে শক্তি দান করেন, এবং সেই শক্তির পর পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন, তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۗ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং যেদিন নির্দিষ্ট মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন অপরাধীরা কসম খাইবে যে, তাহারা অল্প কাল ব্যতীত অবস্থান করে নাই; এইভাবেই তাহাদিগকে (সত্য পথ হইতে)ফিরাইয়া দেওয়া হইত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। (এখন শুন !) ইহাই সেই পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা জানিতে না'।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। সুতরাং সেইদিন যালেমদের কোন ওজর-আপত্তি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগও দান করা হইবে না।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং আমরা মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার উপমা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি, এবং যদি তুমি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী বৈ কিছুই নহ।'

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। এইরূপে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেন যাহারা জ্ঞান রাখে না।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; এবং যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না তাহারা যেন তোমাকে ধোকা দিয়া আদৌ স্থানচ্যুত না করে।

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ

(আয়াতঃ ৩১) (রুকূআতঃ ৪)

৩১-সূরা লুক্‌মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৫ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

الٓمّٓ ②

২। আলিফ লাম মীম্।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ③

৩। এইগুলি হিক্‌মতপূর্ণ কামিল কিতাবের আয়াত,

هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ④

৪। সৎকর্মশীলগণের জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ⑤

৫। যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑥

৬। এই সকল লোকই তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহারাই সফলকাম হইবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑦

৭। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ (জনগণকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিভ্রান্ত করার জন্য (আল্লাহ্‌র কথার পরিবর্তে) ক্রীড়া-কৌতুকের কথাবার্তা ক্রয় করে, এবং উহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বানাইয়া লয়। এই সকল লোকের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি (অবধারিত) আছে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑧

৮। এবং যখন তাহার (উল্লিখিত ব্যক্তির) সম্মুখে আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, যেন সে উহা শুনিতেই পায় নাই, যেন তাহার কর্ণদ্বয়ে বধিরতা রহিয়াছে। অতএব তুমি তাহাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনাইয়া দাও।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ⑨

৯। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য আছে নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহ,

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑩

১০। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾

১১। তিনি আকাশসমূহকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ; এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছেন যেন ইহা তোমাদিগকে লইয়া টলিয়া না পড়ে; এবং ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু বিস্তৃত করিয়াছেন। এবং আমরা মেঘ হইতে পানি বর্ষণ করি, এবং ইহাতে সকল প্রকারের উত্তম জোড়া সৃষ্টি করি।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۗ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

১২। ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, অতএব এখন তোমরা আমাকে দেখাও তিনি ব্যতিরেকে অন্যেরা কি সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুই নহে, বরং যালেমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٣﴾

১৩। এবং আমরা লুকমানকে হিকমত দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, বস্তুতঃ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম প্রশংসিত।

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৪। এবং (স্মরণ কর) যখন লুকমান তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, নিশ্চয় শির্‌ক অতি ভয়ানক যুলুম।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১৫। এবং আমরা মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদাচরণের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলাম — তাহার জননী তাহাকে দুর্বল অবস্থার পর দুর্বল অবস্থায় বহন করে, এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে — সুতরাং আমার এবং তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; আমারই দিকে (শেষ) প্রত্যাবর্তন;

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। এবং যদি তাহারা উভয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে যেন তুমি আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তাহা হইলে তুমি তাহাদের আনুগত্য করিও না; কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তাহাদের উত্তম সঙ্গী হইও; এবং সেই ব্যক্তির পথের অনুসরণ করিও যে আমার দিকে ঝুঁকে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব;

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

১৭। হে আমার প্রিয় পুত্র! স্মরণ রাখিও, যদি কোন কর্ম এক সরিষা দানা পরিমাণও হয় এবং ইহা কোন শক্ত প্রস্তরখণ্ডে অথবা আকাশমণ্ডলে অথবা ভূগর্ভে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ্ উহাকে হাযির করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা;

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

১৮। হে আমার প্রিয় পুত্র! নামায কায়েম করিও, (লোকদিগকে) সৎকর্মের উপদেশ দিও এবং অসৎকর্ম হইতে বিরত রাখিও এবং তুমি কোন ক্লেশে পতিত হইলে উহাতে ধৈর্য ধারণ করিও। নিশ্চয় ইহা অতি দৃঢ় সংকল্পের কাজ;

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞাভরে নিজের গাল ফুলাইও না, এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সহিত চলিও না, কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না;

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

২০। এবং তুমি নিজ চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিও এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রাখিও; নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের কণ্ঠস্বর হইল সর্বাধিক কর্কশ।'

[৮] ১১

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾

২১। তোমরা কি দেখ না যে যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলকেই আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়াছেন? এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা জ্ঞান, হেদায়াত এবং সমুজ্জ্বল কিতাব ব্যতিরেকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কলহ করিয়া থাকে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾

২২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা সেই পথের অনুসরণ করিব যাহার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছি। কী! শয়তান যদি তাহাদিগকে দোযখের আযাবের দিকে ডাকে তবুও?

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মপরায়ণ হয় সে বস্তুতঃ এক সুদৃঢ় হাতলকে ধরে। এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত কাজের পরিণাম ফিরিয়া যায়।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তাহার অস্বীকার যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন, অতএব আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব। নিশ্চয় বক্ষঃস্থলে নিহিত সব কিছু আল্লাহ্ জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٥﴾

২৫। আমরা তাহাদিগকে ক্ষণিকের জন্য সুখ-সম্ভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?' তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٧﴾

২৭। আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অতীব প্রশংসিত।

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে যদি সব কলম হয়, এবং এই যে সমুদ্র আছে, তৎসঙ্গে যদি আরও সাত সমুদ্র কালি হইয়া যুক্ত হয়, তথাপি আল্লাহ্র বাণীসমূহ শেষ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯। তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) ন্যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠﴾

৩০। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন; ইহাদের প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট মিয়াদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ?

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣١﴾

৩১। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্র সত্তাই সত্য এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাকে ডাকে তাহা নিশ্চয় মিথ্যা; বস্তুতঃ আল্লাহ্ই অতীব উচ্চ, অতীব মহান।

ع ৩ ১১ ১২

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি কি দেখ না যে, নৌযানগুলি আল্লাহ্‌র নেয়ামত বহন করিয়া সমুদ্রে চলাচল করিতেছে যেন তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু দেখান ? নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যখন কোন তরঙ্গ তাহাদিগকে ছায়ার ন্যায় আবৃত করিয়া ফেলে তখন তাহারা (একাগ্রচিত্তে) আল্লাহ্‌কে ডাকিতে থাকে ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া; অতঃপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে লইয়া আসেন তখন তাহাদের কেহ কেহ মধ্যপথ অবলম্বনকারী হয়। এবং শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ লোকই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۫ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾

৩৪। হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তাহার পুত্রের কোন উপকারে আসিবে না এবং পুত্রও তাহার পিতার কোন উপকারে আসিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কোন ক্রমেই প্রতারিত না করে এবং প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে আদৌ প্রতারিত না করে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং জরায়ুতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই জানেন। এবং কেহ জানে না যে আগামীকল্য সে কি উপার্জন করিবে, এবং কেহ জানে না যে কোন স্থানে সে মরিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাতা।

৪ [৪] ১৩

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

(৩২) আয়াতসমূহ — রুকূ'আত

৩২-সূরা আস্ সাজ্দা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩১ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓمّٓ ②

২। আলিফ লাম মীম্।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ③

৩। সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ④

৪। তাহারা কি বলিতেছে যে, 'সে নিজেই ইহা রচনা করিয়া লইয়াছে ?' না, বরং ইহা অবশ্যই তোমার প্রভুর নিকট হইতে সমাগত সত্য, যেন তুমি ইহার দ্বারা ঐ জাতিকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন রসূল আসে নাই, যেন তাহারা হেদায়াত পায়।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ⑤

৫। আল্লাহ্ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সুপারিশকারীও নাই। তথাপি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ?

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ⑥

৬। তিনি আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে হুকুম প্রবর্তন করেন ; অতঃপর ইহা তাঁহার দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে, যাহার পরিমাণ হইবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑦

৭। তিনিই অদৃশ্যের এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় —

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ⑧

৮। যিনি প্রত্যেক বস্তুকে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর রূপ-গুণ দিয়াছেন। এবং তিনি কাদা হইতে মানুষের সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ⑨

৯। অতঃপর তিনি তাহার বংশ সৃষ্টি করিয়াছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে;

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٩

১০। অতঃপর তিনি তাহাকে পূর্ণ শক্তি দিয়া সুগঠিত করিলেন এবং উহাতে নিজের রূহ হইতে ফুৎকার করিলেন। এবং তিনি তোমাদিগকে কান, চোখ এবং হৃদয় দান করিলেন, কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۭ بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٠

১১। এবং তাহারা বলে, 'কী! যখন আমরা মাটিতে বিলীন হইয়া যাইব তখনও কি অবশ্যই আমরা এক নূতন সৃষ্টির আকারে (উত্থিত) হইব?' না, বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিতেছে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১২। তুমি বল, 'মৃত্যুর ফিরিশতা, যাহাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তোমাদের জান কবয করিবে; অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

ع ১ [১২] ১৪

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝١٢

১৩। এবং যদি তুমি সেই অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিতে, যখন অপরাধীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে স্ব স্ব মাথা অবনত করিবে (এবং বলিবে), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম এবং শ্রবণ করিলাম; অতএব তুমি এখন আমাদিগকে ফেরৎ পাঠাও, আমরা সৎকর্ম করিব; নিশ্চয় আমরা (তোমার কথার উপর) দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম।'

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝١٣

১৪। বস্তুতঃ যদি আমরা (বাধ্যতামূলকভাবে হেদায়াত দেওয়ার) ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপযোগী হেদায়াত দিতে পারিতাম; কিন্তু আমার এই বাক্য পূর্ণ হইয়াছে যে, 'নিশ্চয় আমি জিন্ন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।'

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٤

১৫। অতএব তোমরা যেহেতু তোমাদের আজিকার দিনের সাক্ষাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিলে, এই জন্য (শাস্তির) স্বাদ ভোগ কর। আমরাও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইলাম। অতএব (এখন) তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাক।

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا ۢ وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝١٥ سجدة

১৬। আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর কেবল তাহারাই ঈমান আনে, যাহাদিগকে ঐগুলি সম্বন্ধে যখনই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহারা সেজদায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ্ করিতে থাকে, এবং তাহারা অহংকার করে না।

সেজদা-৯

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

১৭। তাহাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হইতে পৃথক হইয়া যায়, এবং তাহারা তাহাদের প্রভুকে ডাকে ভয়ে এবং আশায়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

১৮। বস্তুতঃ কেহই জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিদানস্বরূপ কি কি নয়ন-তৃপ্তিকর বস্তু গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

১৯। যে ব্যক্তি মো'মেন সে কি দুষ্কর্মকারীর সমতুল্য হইতে পারে ? তাহারা কখনও সমান হইতে পারে না।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য হইবে চিরস্থায়ী আবাস গৃহের বাগানসমূহ, যাহা তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী আপ্যায়নস্বরূপ হইবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

২১। কিন্তু যাহারা দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য বাসস্থল হইবে জাহান্নাম, যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিবে তখনই তাহাদিগকে উহার মধ্যে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, 'এখন তোমরা জাহান্নামের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই আসন্ন বড় আযাবের পূর্বে (পৃথিবীতে) ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব যেন তাহারা (আমাদের দিকে) ফিরিয়া আসে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ ع

২৩। এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে যাহাকে তাহার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি সে উহা হইতে বিমুখ হইয়া যায় ? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতএব তুমিও উহা (এক কামিল কিতাব) প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমরা সেই কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে এমন বহু ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত করিত, কেননা তাহারা ধৈর্য সহকারে

কাজ করিত এবং আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত ।

২৬ । নিশ্চয় তিনিই তোমার প্রতিপালক যিনি কিয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত ।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٦﴾

২৭ । ইহা কি তাহাদিগকে হেদায়াত করে নাই যে, আমরা তাহাদের পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদের বাসগৃহসমূহে তাহারা (এখন) চলাফেরা করিতেছে ? নিশ্চয় ইহাতে অনেক নিদর্শন আছে, তথাপি তাহারা কি শুনিতেছে না ?

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٧﴾

২৮ । তাহারা কি দেখে না যে, আমরা শুষ্ক ভূমির দিকে বারিধারাকে হাঁকাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর উহা দ্বারা আমরা শস্য উৎপাদন করি যাহা হইতে (কিয়দংশ) তাহাদের পশুগুলি ভক্ষণ করে এবং (কিয়দংশ) তাহারা নিজেরা আহার করে ? তথাপি তাহারা কি দেখিতেছে না ?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۚ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾

২৯ । এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল দেখি, সেই বিজয় কখন আসিবে ?'

وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

৩০ । তুমি বল, 'যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান সেই বিজয়ের দিনে তাহাদের কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না ।'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٣٠﴾

৩১ । অতএব তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং অপেক্ষা কর; নিশ্চয় তাহাদিগকেও (কিছুকাল) অপেক্ষা করিতে হইবে ।

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٣١﴾ ع

৩ ৮ ১৬

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

৩৩-সূরা আল্ আহ্যাব

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৪ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ②

২। হে নবী ! তুমি আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং কাফেরদের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করিও না । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ③

৩। তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যে ওহী নাযেল করা হয়, তুমি (কেবল) উহার অনুসরণ কর । তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবহিত আছেন ।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ④

৪। এবং তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর; কার্য-সম্পাদনকারী হিসাবে বস্তুতঃ আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ⑤

৫। আল্লাহ্ কোন পুরুষের বক্ষঃভাণ্ডারে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই এবং তিনি তোমাদের স্ত্রীগণকে, যাহাদিগকে তোমরা জননী বলিয়া ফেল, তোমাদের (গর্ভধারিণী) জননী বানান নাই এবং তিনি তোমাদের পোষ্য-পুত্রকে তোমাদের (ঔরসজাত) পুত্র বানান নাই । এই সব তোমাদের মুখের কথা মাত্র, এবং আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনিই সঠিক-পথ প্রদর্শন করেন ।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑥

৬। তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগণের (পুত্র) বলিয়া ডাকিও; ইহা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কথা, কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগণকে না জান, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং তোমাদের বন্ধু । এবং তোমরা (পূর্বে) যাহা ভুল করিয়াছ তাহার জন্য তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না, কিন্তু যে কথার উপর তোমাদের অন্তর দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে (উহা অবশ্য শাস্তির উপযুক্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

৭। এই নবী মো'মেনগণের জন্য তাহাদের প্রাণাপেক্ষা নিকটতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা । এবং আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে (অনাত্মীয়) মো'মেনগণ ও

فِي كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۭ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

মুহাজেরগণ অপেক্ষা রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একে অপরের জন্য অধিকতর ঘনিষ্ঠ; কিন্তু তোমরা তোমাদের বন্ধুগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ইহা এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হইল।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা নবীদের নিকট হইতে তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও, এবং নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার নিকট হইতেও; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের সকলের নিকট হইতেই এক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম;

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

৯। যেন তিনি সত্যবাদীগণকে তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ع ১ [৯] ১৭

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۗءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝

১০। হে মো'মেনগণ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর (শত্রুর) সৈন্য বাহিনী চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, তখন আমরা তাহাদের উপর ঝটিকা এবং এমন সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়াছিলাম যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই; তোমরা যাহা কিছু কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

اِذْ جَاۗءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝

১১। যখন তাহারা তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ হইতেও এবং তোমাদের নিম্নদেশ হইতেও তোমাদের উপর চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, এবং (তোমাদের) চক্ষুগুলি আতংকে বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রাণসমূহ (গ্রাসে) কণ্ঠাগত হইয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে,

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝

১২। তখন মো'মেনগণকে এক ভয়ংকর পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ۝

১৩। এবং (স্মরণকর) যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল আমাদের সঙ্গে প্রতারণা ব্যতীত কোন ওয়াদা করেন নাই;'

وَاِذْ قَالَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ

১৪। এবং যখন তাহাদের মধ্যে এক দল ইহাও বলিতেছিল, 'হে ইয়াস্‌রিব্‌বাসীগণ! তোমাদের জন্য এখন আর কোন ঠাঁই নাই, অতএব তোমরা (ইসলাম হইতে) ফিরিয়া

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

যাও, এবং তাহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করিতেছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের ঘরগুলি অরক্ষিত,' অথচ তাহাদের ঘরগুলি অরক্ষিত ছিল না। তাহারা কেবল পলায়ন করিতে চাহিয়াছিল।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

১৫। এবং যদি ইহার (মদীনার) বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের উপর সৈন্যদলকে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) ফিৎনা করার জন্য বলা হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা উহাতে লিপ্ত হইবে; কিন্তু (ইহার পরে) অতি অল্প সময় ব্যতীত তাহারা তথায় কখনও অবস্থান করিতে পারিবে না।

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

১৬। অথচ ইহার পূর্বে তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংগীকার করিয়াছিল যে, তাহারা কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অংগীকার সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চয় জিজ্ঞাসিত হইবে।

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

১৭। তুমি বল, 'যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তাহা হইলে (তোমাদের) পলায়ন তোমাদের কখনও কোন উপকারে আসিবে না, এবং সে অবস্থায় তোমাদিগকে সামান্য কিছু ব্যতিরেকে উপভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।'

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

১৮। তুমি বল, 'এমন কে আছে যে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করিতে চাহেন, অথবা যদি তিনি তোমাদের উপর রহম করিতে চাহেন (তাহা হইলে কে আছে, যে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে)?' বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কোন বন্ধু পাইবে না এবং কোন সাহায্যকারীও পাইবে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

১৯। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে জানেন, যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে (অন্যদিগকে জিহাদ হইতে) বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদিগকে বলে, 'আইস আমাদের সঙ্গে,' অথচ তাহারা অল্প ব্যতীত নিজেরাও যুদ্ধ করিতে আসে না।

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم

২০। তোমাদের (মঙ্গলের) ব্যাপারে তাহারা ভীষণ কৃপণ। সুতরাং যখন কোন ভয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকাইতেছে, যেন তাহাদের চক্ষুগোলকগুলি ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় ঘুরপাক খাইতেছে যে মৃত্যুর কবলে মূর্চ্ছাগত হয়।

بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

অতঃপর যখন ভয়ের সময় পার হইয়া যায়, অমনি তাহারা তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা (তোমাদের) কল্যাণের ব্যাপারে ভীষণ কৃপণ। এই সকল লোক ঈমানই আনে নাই, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন। এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

২১। তাহারা (এখনও) মনে করে যে, সৈন্যদলগুলি চলিয়া যায় নাই; এবং যদি সৈন্যদলগুলি পুনরায় ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহারা আকাঙ্খা করিবে যে, যদি তাহারা মরুবাসীদের মধ্যে যাযাবর হইত, এবং তাহারা (দূরে থাকিয়া) তোমাদের সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত (যে তোমরা বাঁচিয়া আছ না কি)। এবং যদি তাহারা তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের পক্ষ হইতে অল্পই যুদ্ধ করিত।

ع ২ [১২] ১৮

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে, তাহার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যখন মো'মেনগণ সৈন্যদলগুলিকে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো উহাই যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল সত্যই বলিয়াছিলেন।' এবং এই ঘটনা তাহাদিগকে কেবল ঈমানে ও আত্মসমর্পণে আরও বাড়াইয়া দিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

২৪। অবশ্য মো'মেনগণের মধ্যে কতক পুরুষ এমন আছে যাহারা সেই অংগীকারকে পূর্ণ করিয়াছে যাহা তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে করিয়াছিল। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা (শাহাদত বরণ করিয়া) নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহারা নিজেদের সংকল্পে তিল পরিমাণও পরিবর্তন করে নাই,

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

২৫। যেন আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যতার প্রতিদান প্রদান করেন এবং তিনি চাহিলে মোনাফেকদিগকে আযাব দেন অথবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের সকল ক্রোধসহ (মদীনা হইতে) ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারিল না। বস্তুতঃ যুদ্ধে মো'মেনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

২৭। এবং আহ্‌লে কিতাব হইতে যাহারা তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে নামাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন, (এমন কি) তাহাদের একদলকে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে এবং অপর দলকে তোমরা বন্দী করিয়াছিলে।

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূসম্পত্তির, তাহাদের ঘর-বাড়ির এবং তাহাদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই ভূমিরও যাহার উপর তোমরা (এখনও) পদার্পণ কর নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯। হে নবী! তুমি তোমার পত্নীদিগকে বল, 'যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও উহার শোভা-সৌন্দর্য কামনা কর, তাহা হইলে আইস, আমি তোমাদিগকে সুখ-সম্ভোগের সামগ্রী দিব, এবং তোমাদিগকে অতি সুন্দরভাবে বিদায় করিব।

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

৩০। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এবং পারলৌকিক গৃহ কামনা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হইতে সৎকর্মশীলগণের জন্য মহান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।'

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩১। হে নবীর পত্নীগণ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ প্রকাশ্য অসদাচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। এবং আল্লাহ্‌র জন্য ইহা সহজ।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমরা পুরস্কার দিব দুইবার, এবং আমরা তাহার জন্য অতি সম্মানজনক রিয্‌ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٣﴾

৩৩। হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নহ, যদি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চল; অতএব তোমরা নম্র মিহি সুরে কথা বলিও না, নতুবা যাহার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হইতে পারে, এবং সদা ন্যায়-সংগত কথা বলিও।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিও এবং পূর্বতন অজ্ঞযুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিও না, এবং নামায কায়েম করিও, যাকাত দিও এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিয়া চলিও। হে আহ্‌লে বায়্‌ত (নবী-পরিবার)! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদিগ হইতে সর্বপ্রকার কলুষ দূরীভূত করিতে এবং তোমাদিগকে পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে চাহেন।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও হিকমত হইতে যাহা কিছু তোমাদের গৃহসমূহে আবৃত্তি করা হয় উহা তোমরা স্মরণ রাখিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে অবহিত।

৪ [৭] ১

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٦﴾

৩৬। নিশ্চয় (আল্লাহ্‌র সমীপে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী এবং মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারী এবং অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী এবং সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী এবং ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী এবং বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ—আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٧﴾

৩৭। যখন আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দেন তখন কোন মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীর পক্ষে তাহাদের নিজেদের বিষয়ে অধিকার খাটানো সমীচীন নহে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ

৩৮। এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে, যাহাকে আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করিয়াছিলে, বলিতেছিলেঃ 'তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের

مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

নিকট রাখ (তাহাকে তালাক দিও না) এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর,' এবং তুমি নিজ অন্তরে যাহা গোপন করিতেছিলে আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিতে চলিয়াছিলেন এবং তুমি মানুষকে ভয় করিতেছিলে । অথচ আল্লাহ্ অধিকতর হক্‌দার যে, তুমি তাঁহাকে ভয় কর । অতঃপর যখন যায়েদ তাহার (স্ত্রী) সম্বন্ধে (তালাক দেওয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করিল, তখন আমরা তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ করাইয়া দিলাম, যেন মো'মেনদের জন্য তাহাদের পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণের ব্যাপারে যখন তাহারা তাহাদের সম্বন্ধে (তালাক দেওয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লয় তখন (তাহাদের সহিত বিবাহ করিতে) কোন সংকোচ না হয়, এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল ।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ﴿٣٨﴾

৩৯ । নবীর উপর সেই বিষয়ে কোন দোষারোপ হইতে পারে না যাহা আল্লাহ্ তাহার উপর ফরয করিয়াছেন । তিনি এই নিয়মসমূহ পূর্ববর্তীগণের মধ্যেও প্রবর্তিত করিয়াছিলেন —এবং আল্লাহ্‌র আদেশ এক সুনির্ধারিত বিষয়—

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٣٩﴾

৪০ । যাহারা আল্লাহ্‌র পয়গামসমূহ (লোকদিগকে) পৌঁছাইয়া দিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না । বস্তুতঃ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤٠﴾

৪১ । মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

৫ [৬] ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾

৪২ । হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর ।

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٢﴾

৪৩ । এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার তসবীহ্ (পবিত্রতা ঘোষণা) কর ।

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾

৪৪ । তিনিই তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও (তোমাদের জন্য রহমত কামনা করে,), যাহাতে তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া আসেন । বস্তুতঃ তিনি মো'মেনদের উপর পরম দয়াময় ।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا

৪৫ । যেদিন তাহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে সেদিন তাহাদের সম্ভাষণ ও দোয়া হইবে 'সালাম' । এবং তিনি

كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾

তাহাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদানের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৬ । হে নবী ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে,

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾

৪৭ । এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾

৪৮ । সুতরাং তুমি মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রহিয়াছে মহা অনুগ্রহ ।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

৪৯ । এবং তুমি কাফেরদের ও মোনাফেকদের কথা মানিও না এবং তাহাদের মর্মপীড়াদায়ক কথাকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর ! বস্তুতঃ কার্য নির্বাহকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

৫০ । হে মো'মেনগণ! যখন তোমরা মো'মেন নারীগণকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও তখন তাহাদের উপর তোমাদের জন্য কোন ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা কর । অতএব তোমরা তাহাদিগকে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী দান কর এবং সুন্দরভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

৫১ । হে নবী ! আমরা তোমার জন্য হালাল করিয়াছি তোমার সেই সকল পত্নীকে যাহাদিগকে তুমি তাহাদের 'দেন-মহর' পরিশোধ করিয়াছ এবং সেই সকল স্ত্রীলোককেও তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ যুদ্ধের পরে তোমার অধিকারে আনিয়া দিয়াছেন, এবং তোমার চাচাদের কন্যাগণকে, তোমার ফুফুদের কন্যাগণকে, তোমার মামাদের কন্যাগণকে, তোমার খালাদের কন্যাগণকে যাহারা তোমার সঙ্গে হিজরত করিয়াছে এবং সেই মহিলাকেও যে নিজেকে পেশ করিয়াছে নবীর জন্য, যদি নবী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, এই আদেশ কেবল তোমার জন্য, অপর মো'মেনদের জন্য নহে— তাহাদের উপর তাহাদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা যাহা ফরয করিয়াছি উহা আমরা জানি, যেন তোমার জন্য কোন অসুবিধা না হয়— বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥٢﴾

৫২। তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা পৃথক করিয়া দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা নিজের নিকট রাখ; এবং যাহাদিগকে তুমি (ইতিপূর্বে) পৃথক করিয়া দিয়াছ তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও যদি তুমি আনিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। ইহা হইল নিকটতম পন্থা যদ্দারা তাহাদের নয়নসমূহ সুশীতল হইবে এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না, এবং তুমি তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছ তাহাতে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের সকল কথা জানেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٣﴾

৫৩। ইহার পর আর কোন স্ত্রীলোক তোমার জন্য বৈধ হইবে না এবং ইহাও বৈধ হইবে না যে, তুমি বর্তমান স্ত্রীগণকে পরিবর্তন করিয়া অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ কর, তাহাদের রূপ ও গুণ তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন, তবে, শুধু সেই সকল মহিলা ব্যতীত যাহাদের মালিক হইয়াছে তোমার দক্ষিণ হস্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর পর্যবেক্ষক।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

৫৪। হে মো'মেনগণ! তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দান করা হয়, তখনও তোমরা (সেখানে) আহার্য রান্না হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিও না, কিন্তু যখন তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করা হয় তখন তোমরা প্রবেশ করিও, অতঃপর যখন তোমরা ভোজন শেষ কর তখন স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইও এবং (সেখানে) তোমরা কথা-বার্তায় মশগুল হইও না; কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে তোমাদিগকে (উঠিয়া যাওয়ার জন্য বলিতে) লজ্জা বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। এবং যখন তোমরা তাহাদের (নবীর পত্নীগণের) নিকট কোন জিনিষ চাহ, তখন পর্দার অন্তরাল হইতে তাহাদের নিকট চাহিও। ইহা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাহাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম নিয়ম। এবং তোমাদের জন্য আদৌ সমীচীন নহে যে, তোমরা আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দাও এবং ইহাও তোমাদের জন্য আদৌ বৈধ নহে যে, তোমরা তাহার পরে তাহার পত্নীগণকে বিবাহ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা অতি গর্হিত কাজ।

اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٥﴾

৫৫। যদি তোমরা কোন বিষয়কে প্রকাশ কর অথবা উহাকে গোপন কর—— সকল অবস্থায় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় ভালভাবে জানেন।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾

৫৬। তাহাদের (নবীর পত্নীগণের) উপর তাহাদের পিতা, তাহাদের পুত্র, তাহাদের ভ্রাতা, তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাদের ভাগিনা, তাহাদের (স্বজাতি) মহিলা এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে (পূর্বোল্লিখিত পর্দা না করিলে) কোন পাপ হইবে না। (হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষক।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে)। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾

৫৮। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে কষ্ট দেয়— আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন ইহকালেও এবং পরকালেও; এবং তিনি তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

৫৯। যাহারা মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে কোন দোষ না করিলেও কষ্ট দেয়, তাহারা অবশ্যই ভয়াবহ মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা নিজেদের উপর উঠাইয়া লইয়াছে।

৭ [৬] ৪

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

৬০। হে নবী! তুমি তোমার পত্নী, তোমার কন্যা এবং মো'মেনগণের পত্নীগণকে বল, যেন তাহারা তাহাদের চাদর নিজেদের উপর (মাথা হইতে টানিয়া মুখমণ্ডল পর্যন্ত) ঝুলাইয়া লয়, এতদ্বারা তাহাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হইবে এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾

৬১। মোনাফেকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এবং যাহারা মদীনায় মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া বেড়ায়, তাহারা যদি বিরত না হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া দিব, উহার পর তাহারা এই শহরে তোমার সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে অতি অল্পকালই থাকিবে——

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾

৬২। অভিশপ্ত অবস্থায়। তাহাদিগকে যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং কঠোরভাবে হত্যা করা হইবে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٣﴾

৬৩। আল্লাহ্‌র এই বিধান (গ্রহণ কর), যাহা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল যাহারা পূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٤﴾

৬৪। লোকেরা তোমাকে নির্ধারিত মুহূর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট আছে।' এবং কিসে তোমাকে জানাইবে যে, সে মুহূর্ত অতি নিকটেই হইতে পারে?

إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٥﴾

৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফেরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٦﴾

৬৬। যেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে, সেখানে তাহারা কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٧﴾

৬৭। সেদিন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আগুনে উলটানো-পাল্টানো হইবে, তাহারা বলিবে, 'হায় দুঃখ আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিতাম এবং এই রসূলের আনুগত্য করিতাম।'

وَقَالُوْا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণদের অনুগত হইয়া চলিয়াছি, ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে,

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٩﴾

৬৯। হে আমাদের প্রভু! তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাহাদিগকে মহা অভিশাপে অভিশপ্ত কর।'

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٧٠﴾

৭০। হে মো'মেনগণ! তোমরা ঐ সকল লোকের মত হইও না যাহারা মূসাকে কষ্ট দিয়াছিল; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাহাকে উহা হইতে নির্দোষ প্রমাণিত করিলেন যাহা তাহারা রটনা করিয়াছিল। বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌র দরবারে বড়ই সম্মানিত ছিল।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧١﴾

৭১। হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল;

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٢﴾

৭২। (ফলে) আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধিত করিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিয়া চলিবে সে নিশ্চয় মহা সাফল্য অর্জন করিবে।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ
الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

৭৩। নিশ্চয় আমরা (শরীয়াতের) আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পর্বতমালার সমক্ষে উপস্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে ভয় পাইল, কিন্তু ইনসান উহা বহন করিল। নিশ্চয় সে (নিজের প্রতি) যুলুমকারী (এবং পরিণাম সম্বন্ধে) বেপরোয়া।

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ
وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৪। (এই ব্যবস্থা এই জন্য) যেন আল্লাহ্ মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে আযাব দেন এবং মো'মেন পুরুষগণের ও মো'মেন নারীগণের উপর সদয় দৃষ্টিপাত করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

[৫] ৬

سُوْرَةُ سَبَاءٍ مَكِّيَّةٌ

৩৪-সূরা সাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ②

২। সকল প্রশংসা আল্লাহর, আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার। এবং পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁহারই, এবং তিনি পরম সর্বজ্ঞাতা।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ③

৩। যাহা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে নির্গত হয়, এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নাযেল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে আরোহণ করে সবই তিনি জানেন; তিনি পরম দয়াময়, অতীব ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ④

৪। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমাদের উপর (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত আসিবে না।' তুমি বল, 'না, বরং আমার প্রতিপালকের কসম! যিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্যক জ্ঞাত, উহা তোমাদের উপর নিশ্চয় আসিবে। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অবস্থিত কোন পরমাণু পরিমাণ বস্তুও অথবা উহা হইতে ক্ষুদ্রতর অথবা উহা হইতে বৃহত্তর বস্তুও আল্লাহ্ হইতে গোপন নহে, বরং সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিখা আছে,

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ⑤

৫। যেন তিনি তাহাদিগকে প্রতিদান দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক নির্ধারিত আছে।'

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑥

৬। কিন্তু যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই সেই সকল লোক যাহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেওয়া হইবে।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

৭। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমার প্রতি

رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

যাহা নাযেল করা হইতেছে ইহা সত্য এবং ইহা মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসাময় সত্তার পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

৮ । এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, (হে লোক সকল !) 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে এই সংবাদ দিয়া বেড়ায় যে, যখন তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে, তখন নিশ্চয় তোমরা আবার নতুন সৃষ্টির আকারে উত্থিত হইবে ?

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝

৯ । সে কি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনা করিতেছে অথবা সে উন্মাদ ? না, বরং যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারা আযাব এবং ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছে ।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاۗءِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝ ع

১০ । তাহারা কি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সকল জিনিষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, যাহা তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের পশ্চাতে (তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া) আছে ? আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভূগর্ভে পুঁতিয়া দিতে পারি অথবা আকাশের কিছু খণ্ড তাহাদের উপর ফেলিয়া দিতে পারি । নিশ্চয় ইহাতে (আল্লাহ্‌র প্রতি) প্রত্যেক বিনয়ী বান্দার জন্য নিদর্শন আছে ।

[১০] ৭

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۭ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝

১১ । এবং নিশ্চয় আমরা দাউদকে আমাদের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) 'হে পর্বত সকল ! তোমরা তাহার সঙ্গে (আল্লাহ্‌র) পুনঃপুনঃ গুণ কীর্তন কর, এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও ।' এবং আমরা তাহার জন্য লোহাকে নরম করিয়া দিয়াছিলাম ।

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

১২ । (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'তুমি পূর্ণ লম্বাকৃতির বর্ম প্রস্তুত কর এবং (উহার) আংটা বুননে পরিমিত মাপ রাখ। এবং (হে দাউদের সঙ্গীগণ !) তোমরা সৎকর্ম কর; তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় আমি সম্যক দ্রষ্টা ।'

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۭ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۭ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

১৩ । এবং সুলায়মানের জন্য এমন বায়ু (প্রবাহিত করিয়াছিলাম) যাহার সকালের গতি এক মাসের (সফরের) সমান এবং সন্ধ্যার গতিও এক মাসের (সফরের) সমান হইত । এবং আমরা তাহার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত করিয়াছিলাম । এবং একদল জিন্নকেও তাহার অধীন করিয়াছিলাম, যাহারা তাহার প্রতিপালকের আদেশে তাহার

অনুগত হইয়া কাজ করিত। এবং (বলিয়াছিলাম যে,) তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের আদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, আমরা তাহাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আযাব ভোগ করাইব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

১৪। সে (সুলায়মান) যাহা চাহিত তাহারা তাহার জন্য উহাই নির্মাণ করিত যথা : ইবাদতখানাসমূহ, চালাইকরা প্রতিমূর্তিসমূহ, পুকুর সদৃশ গামলাসমূহ এবং সর্বদা (চুল্লিতে) রাখা বড় বড় ডেগসমূহ। (আমরা বলিয়াছিলাম) হে দাউদের বংশধর! 'তোমরা শোকর গুযারীর সহিত কাজ করিয়া যাও,' কিন্তু আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প লোকই শোকরগুযার।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾

১৫। অতঃপর যখন আমরা তাহার মৃত্যু ঘটাইলাম তখন তাহাদিগকে তাহার মৃত্যুর খবর দিল কেবল মাটির একটি পোকা, যাহা তাহার (রাজ-) দণ্ডটি খাইতেছিল। অতঃপর যখন উহা পড়িয়া গেল তখন জিন্নগণ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখিত, তাহা হইলে তাহারা লাঞ্ছনাজনক আযাবে পড়িয়া থাকিত না।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

১৬। সাবার জন্য তাহাদের নিজ আবাস ভূমিতে এক নিদর্শন বিদ্যমান ছিল— (তাহাদের) দুইটি বাগান ছিল, একটি ছিল ডান দিকে,অপরটি ছিল বাম দিকে (আমরা বলিয়াছিলাম) 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিযক হইতে খাও এবং তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (তোমাদের শহর) একটি সুন্দর শহর এবং (তোমাদের) প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল।'

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

১৭। কিন্তু তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল ধ্বংসকারী প্লাবন পাঠাইলাম। এবং তাহাদিগকে তাহাদের সেই উত্তম দুইটি বাগানের পরিবর্তে বিস্বাদ ফল, ঝাউ এবং অল্প কিছু কুল বৃক্ষ বিশিষ্ট দুইটি বাগান দান করিলাম।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৮। আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন এই প্রতিফল দিয়াছিলাম,এবং আমরা কেবল অকৃতজ্ঞ লোকদিগকেই এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا

১৯। এবং আমরা তাহাদের মধ্যে এবং সেই সকল জনপদের মধ্যে যেগুলিতে আমরা বরকত নাযিল করিয়াছিলাম,অন্য বহু জনপদ আবাদ করিয়াছিলাম যেগুলি দৃশ্যমান (পরস্পর

لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

মুখোমুখী এবং সন্নিকটবর্তী) ছিল এবং আমরা ঐগুলির মধ্যে সফরকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'তোমরা উহাতে দিবা-রাত্রি নিরাপদে সফর কর ।'

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

২০ । কিন্তু তাহারা (আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা করার পরিবর্তে) বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের সফরগুলির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও ।' এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিল; সুতরাং আমরা তাহাদের নাম মুছিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলাম । নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

২১ । এবং ইবলীস তাহাদের সম্বন্ধে তাহার ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করিল, সুতরাং মো'মেনগণের এক দল ব্যতিরেকে তাহারা তাহার অনুসরণ করিল,

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

২২ । অথচ তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য ও ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু ইহা এই জন্য যেন আমরা পরকালের উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে ঐ সকল লোক হইতে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দিই যাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে । বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর উপর হিফাযতকারী ।

[২২] ২/৮

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২৩ । তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে (মা'বূদ বলিয়া) মনে কর, তাহাদিগকে তোমরা (সাহায্যার্থে) আহ্বান কর । তাহারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে কোথায়ও অণু পরিমাণ বস্তুরও মালিক নহে, এবং এতদুভয়ের (সত্বাধিকারের) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ নাই এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ তাঁহার সাহায্যকারী নাই ।'

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৪ । এবং তাঁহার দরবারে ঐ ব্যক্তির শাফায়াত (সুপারিশ) ব্যতীত, যাহাকে আল্লাহ্ (কাহারও জন্য শাফায়াত করার) অনুমতি দান করিবেন, কাহারও শাফায়াত ফলপ্রসূ হইবে না; এমন কি (যাহারা শাফায়াতের অনুমতি পাইবে) যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দূরীভূত হইবে, তখন অন্য লোক তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতিপালক এখন তোমাদিগকে কি বলিয়াছেন ?' তাহারা বলিবে, 'তিনি সত্যই বলিয়াছেন,' বস্তুতঃ তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান ।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫। তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয্ক দেয় ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্।' এবং হয় আমরা অথবা তোমরা নিশ্চয় হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে নিপতিত।'

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। তুমি বল, 'আমরা যে অপরাধ করিয়াছি সেই সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না, এবং তোমরা যে কার্যকলাপ করিতেছ সেই সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসিত হইব না।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۭ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৭। তুমি বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্রিত করিবেন; অতঃপর তিনি সত্য ও ন্যায়ের সহিত আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করিবেন; বস্তুতঃ তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞানী।'

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاۗءَ ۭ كَلَّا ۭ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৮। তুমি বল, 'তোমরা আমার সামনে তাহাদিগকে আন যাহাদিগকে শরীক করিয়া তোমরা তাঁহার সঙ্গে মিলাইতেছ;' ইহা কখনও হইতে পারে না, বরং আল্লাহ্ই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۗفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং আমরা তোমাকে বিনাব্যতিক্রমে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং তাহারা বলিতেছে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল, 'এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। তুমি বল, 'তোমাদের জন্য একদিনের মিয়াদ নির্ধারিত আছে, যাহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাতেও থাকিতে পারিবে না এবং এক মুহূর্ত সম্মুখেও যাইতে পারিবে না।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۭ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমরা এই কুরআনের উপর কখনও ঈমান আনিব না, এবং উহার উপরও (ঈমান আনিব) না যাহা ইহার সম্মুখে আছে।' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে পাইতে যখন যালেমদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা একে অপরের সহিত বিতর্ক করিবে; যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'যদি তোমরা না থাকিতে তাহা হইলে আমরা অবশ্যই মো'মেন হইতাম।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। (তখন) যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে বলিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত, 'আমরা কি তোমাদের নিকট হেদায়াত আসিবার পর তোমাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম ? না, বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল, তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'না, বরং (তোমাদের) রাত-দিনের ষড়যন্ত্রই ছিল (যাহা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল), যখন তোমরা আমাদিগকে আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং তাঁহার সহিত অন্যকে সমমর্যাদাসম্পন্ন শরীক স্থির করি।' এবং যখন তাহারা আযাব দেখিবে তখন তাহারা নিজেদের অনুতাপ গোপন করিবে; এবং যাহারা অস্বীকার করিয়া থাকিবে আমরা তাহাদের গলায় বেড়ী পরাইব, তাহারা যে কার্যকলাপ করিত উহা ছাড়া তাহাদিগকে অন্য কোন প্রতিফল দেওয়া হইবে না।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং আমরা এমন কোন জনপদে কোন রসূল পাঠাই নাই যাহার বিত্তশালী লোকেরা এই কথা বলে নাই যে, (হে রসূলগণ!) 'তোমাদিগকে যে পয়গাম দিয়া পাঠানো হইয়াছে, নিশ্চয় আমরা উহা অস্বীকার করিতেছি।'

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং তাহারা ইহাও বলিত যে, 'আমরা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে অধিক; এবং আমাদিগকে কখনও আযাব দেওয়া হইবে না।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾ ع

৩৭। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাহা জানে না।'

৪ [৬] ১০

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۙ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নহে যে, উহা তোমাদিগকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করিয়া দিবে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এইরূপ লোকদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তাহারা বালাখানার মধ্যে শান্তির সহিত বসবাস করিবে।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে আযাবের সম্মুখে হাযির করা হইবে।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

৪০। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। এবং তোমরা যাহা কিছু খরচ করিবে তিনি অবশ্যই উহার প্রতিদান দিবেন; বস্তুতঃ তিনি রিয্‌কদানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন; অতঃপর তিনি ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিবেন, 'ইহারা কি তোমাদের ইবাদত করিত ?'

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪২। তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, তাহাদের মোকাবেলায় একমাত্র তুমিই আমাদের অভিভাবক। বরং তাহারা আসলে জিন্নদের ইবাদত করিত; তাহাদের অধিকাংশই উহাদের উপর ঈমান রাখিত।'

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। (কাফেরদিগকে বলা হইবে) 'সুতরাং আজ তোমাদের কেহ একে অপরের না উপকার করিতে পারিবে এবং না অপকার।' এবং আমরা যালেমগণকে বলিবঃ 'তোমরা সেই আগুনের আযাব ভোগ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাহাদিগকে আবৃত্তি করিয়া শুনানো হয় তখন তাহারা বলে, এই ব্যক্তি একজন মানুষ বৈ কিছুই নহে, যে তোমাদিগকে ঐ সকল অস্তিত্ব হইতে প্রতিরোধ করিতে চাহে যাহাদের ইবাদত তোমাদের পিতৃপুরুষগণ করিত।' এবং তাহারা ইহাও বলে, 'ইহা (কুরআন) মনগড়া মিথ্যা রচনা ছাড়া কিছুই নহে।' এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা সত্য সম্বন্ধে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছুই নহে।'

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং আমরা তাহাদিগকে (পূর্বে) এমন কোন কিতাব দিই নাই যাহা তাহারা আবৃত্তি করিয়া আসিতেছে; এবং তোমার পূর্বে তাহাদের নিকট কোন সর্তককারীও পাঠাই নাই।

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অথচ আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম ইহারা তাহার এক

দশমাংশেও পৌঁছিতে পারে নাই, তথাপি ইহারা আমার প্রেরিত রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং (তাহারা এখন দেখিতে পাইবে যে) আমাকে কুফরী করার প্রতিফল কিরূপ হয়।

৫ [৯] ১১

৪৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে শুধু একটি কথার উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা দুই দুইজন করিয়া এবং এক একজন করিয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা কর (তখন নিশ্চয় তোমরা বুঝিতে পারিবে) যে, তোমাদের এই সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মত্ততা নাই, সে তোমাদের জন্য আসন্ন কঠোর আযাব সম্বন্ধে একজন সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

৪৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট (সত্য প্রচারের বিনিময়ে) যাহা কিছু পারিশ্রমিক চাহিয়া থাকি উহা তোমাদেরই জন্য। আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আছে; বস্তুতঃ তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।'

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

৪৯। তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই সত্যকে (মিথ্যার উপর) নিক্ষেপ করেন (মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য)। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।'

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

৫০। তুমি বল, 'পূর্ণ সত্য আসিয়াছে, বস্তুতঃ মিথ্যা (কোন কিছু) উদ্ভাবনও করিতে পারে না এবং পুনরাবৃত্তিও করিতে পারে না।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

৫১। তুমি বল, 'যদি আমি বিভ্রান্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে আমার বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই উপর বর্তিবে; এবং যদি আমি হেদায়াতের উপর থাকি তাহা হইলে ইহা শুধু সেই ওহীর কারণে যাহা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি করিতেছেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটবর্তী।

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

৫২। এবং যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পলায়নের কোন পথ থাকিবে না এবং তাহারা এক নিকটবর্তী স্থান হইতে ধৃত হইবে।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

وَقَالُوٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝٥٣

৫৩। এবং তাহারা বলিবে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে ইহাকে হাসিল করা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে ?

وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝٥٤

৫৪। অথচ তাহারা ইহাকে ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল এবং দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আনুমানিক আপত্তি করিত।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۝٥٤

৫৫। এবং তাহাদের মধ্যে এবং তাহারা যাহার কামনা করিত উহার মধ্যে সেইভাবে বাধা সৃষ্টি করা হইবে যেভাবে ইতিপূর্বে তাহাদের সমতুল্য দলগুলির জন্য করা হইয়াছিল; নিশ্চয় তাহারা এক উৎকণ্ঠাজনক সন্দেহে নিপতিত ছিল।

سُوْرَةُ الْفَاطِرِ مَكِّيَّةٌ

(৩৫)

৩৫-সূরা আল্ ফাতের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা এবং ফিরিশ্‌তাগণকে বার্তাবহরূপে নিযুক্তকারী, যাহারা দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানা বিশিষ্ট । সৃজনে তিনি যত চাহেন বৃদ্ধি করেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান ।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩। আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে কোন রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিলে উহার প্রতিরোধকারী কেহ নাই; এবং তিনি (উহাকে) প্রতিরোধ করিলে তাঁহার পরে উহার উন্মুক্তকারী কেহ নাই; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ④

৪। হে মানব মণ্ডলী ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে নেয়ামত নাযেল হইয়াছে উহাকে তোমরা স্মরণ কর । আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে যে তোমাদিগকে আকাশ ও যমীন হইতে রিয্‌ক দেয় ? তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই । তথাপি তোমাদিগকে কোথায় বিভ্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑤

৫। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল; বস্তুতঃ সকল বিষয় (ফয়সালার জন্য) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۣ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ⑥

৬। হে মানব মণ্ডলী ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে ধোকা না দেয় এবং কোন প্রতারক যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রতারণা না করে ।

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۭ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑦

৭। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাহাকে শত্রু বলিয়াই জানিও । সে নিজের দল-বলকে শুধু এই জন্যই ডাকে যেন তাহারা দোযখবাসী হয় ।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৮। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার অবধারিত আছে।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

৯। অতএব যে ব্যক্তির জন্য তাহার কুকর্মকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং সে উহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিয়াছে সে কি (কখনও হেদায়াত পাইতে পারে)? নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বিভ্রান্ত হইতে দেন, এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন; সুতরাং তাহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন বিনষ্ট হইয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক জানেন যাহা তাহারা করিতেছে।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

১০। এবং আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, যাহা মেঘমালাকে বহন করে; অতঃপর আমরা উহাকে কোন মৃতদেশের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর আমরা উহার দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া তুলি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান ঘটিবে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۗ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۗ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝

১১। যে কেহ সম্মান চাহে সে যেন স্মরণ রাখে যে, সব সম্মান আল্লাহ্র জন্য। পবিত্র বাক্যসমূহ তাঁহারই দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত ও সম্মানিত করে; এবং যাহারা কুকর্মসমূহের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে— তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে, এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

১২। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর শুক্র-বীর্য হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়াছেন। এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এইরূপে কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘও করা হয় না এবং তাহার আয়ু কমও করা হয় না কিন্তু সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র জন্য অত্যন্ত সহজ।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۗ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۗ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ

১৩। এবং এমন দুই সমুদ্র কখনও সমান হইতে পারে না, একটির পানি সুমিষ্ট-সুস্বাদু এবং সুপেয় এবং অপরটির পানি লবণাক্ত এবং ঝাঁঝাল। এবং (ইহা সত্ত্বেও) তোমরা প্রত্যেক সমুদ্র হইতে তাজা মাংস আহার কর এবং অলংকার বাহির কর যাহা তোমরা পরিধান কর। তুমি উহাতে তরঙ্গসমূহ বিদীর্ণ করিয়া নৌযানগুলিকে যাইতে দেখ, যেন তোমরা তাঁহার

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾

অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং যেন (তোমরা তাঁহার প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٤﴾

১৪। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান। এবং তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে (সব সৃষ্টির) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন; (উহাদের মধ্যে) প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মিয়াদ অনুযায়ী ধাবমান আছে। এই আল্লাহ্ই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহারই জন্য আধিপত্য; এবং তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক তাহারা খর্জুর আঁটির মধ্যকার ঝিল্লিরও মালিক নহে।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٥﴾

১৫। যদি তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহা হইলে তাহারা কখনও তোমাদের ডাক শুনিবে না, আর শুনিলেও তাহারা তোমাদের উপকারের জন্য উহা কবুল করিতে পারিবে না। এবং কিয়ামতের দিন তাহারা তোমাদের (তাহাদিগকে আল্লাহ্র সঙ্গে) শরীক করাকে অস্বীকার করিবে। বস্তুতঃ তোমাকে সর্বজ্ঞাতা সত্তার ন্যায় সঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারিবে না।

ع ৮

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٦﴾

১৬। হে মানব মণ্ডলী! তোমরাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তিনি, যিনি প্রভূত সম্পদশালী, পরম প্রশংসিত।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٧﴾

১৭। তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٨﴾

১৮। এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নহে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾

১৯। এবং কোন ভার বহনকারী অন্য কাহারও ভার বহন করিতে পারিবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত তাহার ভার বহনের জন্য অন্য কাহাকেও ডাকিলে তাহার ভার হইতে সামান্য পরিমাণ ভারও বহন করা হইবে না, যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক না কেন। তুমি কেবল ঐ সকল লোককেই সতর্ক করিতে পার যাহারা অদৃশ্যেও নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। এবং যে ব্যক্তি পবিত্র হয় সে নিজেরই আত্মার কল্যাণের জন্য পবিত্র হয়, এবং আল্লাহ্রই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন হইবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

২০। বস্তুতঃ সমান হইতে পারে না অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান,

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢١﴾

২১। এবং না অন্ধকার ও না আলো

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢٢﴾

২২। এবং না ছায়া এবং না রৌদ্র

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং সমান হইতে পারে না জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন শ্রবণ করান; কিন্তু যাহারা কবরে আছে তুমি তাহাদিগকে শুনাইতে পারিবে না।

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৪। তুমি কেবল একজন সতর্ককারী।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٥﴾

২৫। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; এবং এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট সতর্ককারী আগমন করে নাই।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) নিশ্চয় তাহাদের পূর্ববর্তীরাও (রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এবং ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং জ্যোতির্ময় কিতাবসহ আগমন করিয়াছিল।

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٧﴾ ع

২৭। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল; অতএব (এখন তাহারা দেখিয়া লউক) আমাকে অস্বীকার করার ফল কিরূপ হইয়া থাকে!

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٨﴾

২৮। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা বিচিত্র বর্ণের ফল উৎপাদন করি, এবং পর্বতসমূহের মধ্যে কতক পাহাড় আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কোনটি শুভ্র, কোনটি লোহিত, আবার কোনটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং অনুরূপভাবে মানুষ, জীবজন্তু এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও এমন আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্কে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল জ্ঞানীগণই ভয় করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং নামায কায়েম করে, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহারা এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যাহা কখনও বিফল হইবে না,

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

৩১। যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের (আমলের) পূর্ণ প্রতিদান দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে আরও অধিক দান করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

৩২। এবং আমরা তোমার নিকট এই কিতাব হইতে যাহা ওহী করিয়াছি উহা নিশ্চিত সত্য এবং উহার পূর্বেকার কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং তাহাদের অবস্থা দেখিতেছেন।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতঃপর আমরা (সদা) ঐ সকল লোককে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছি যাহাদিগকে আমরা আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি। অতএব তাহাদের মধ্য হইতে কেহ নিজ আত্মার প্রতি যুলুমকারী, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মধ্যপন্থী এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ আল্লাহ্‌র আদেশে পুণ্য কর্মে (অন্যদের মোকাবেলায়) অগ্রগামী। ইহাই হইতেছে (আল্লাহ্‌র) মহা অনুগ্রহ।

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪। (তাহাদের বিনিময়) চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ হইবে, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকণ এবং মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোষাক হইবে রেশমের।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী;

الَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদিগকে এমন স্থায়ী আবাসগৃহে স্থান দান করিয়াছেন যেখানে আমাদিগকে কোন দুঃখও স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও আমাদিগকে স্পর্শ করে না।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আগুন। তাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করা হইবে না যাহার ফলে তাহারা মরিয়া শেষ হইতে পারে, এবং তাহাদের জন্য উহার আযাবও লাঘব করা হইবে না। এইভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া থাকি।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তাহারা উহাতে চিৎকার করিবে এবং বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে (এই জাহান্নাম হইতে) বাহির কর, আমরা সৎকর্ম করিব উহার পরিবর্তে যাহা আমরা প্রথম জীবনে করিতাম।' (আল্লাহ্ বলিবেন) 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন আয়ু দিই নাই, যাহাতে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ? অথচ তোমাদের নিকট সতর্ককারীও আসিয়াছিল। অতএব (এখন) তোমরা ইহা ভোগ কর, কারণ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হয় না।'

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

৩৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন; নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত কথা খুব ভালভাবে জানেন।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৪০। তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব যে কুফরী করিবে তাহার কুফরীর শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। বস্তুতঃ কাফেরদিগকে তাহাদের কুফরী তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে কেবল অসন্তোষেই বাড়াইতেছে, এবং কাফেরগণের কুফরী শুধু তাহাদের ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করিতেছে।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি বল, 'তোমরা কি তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণকে দেখিয়াছ যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক ? তোমরা আমাকে দেখাও যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ সৃষ্টি করিয়াছে অথবা আকাশসমূহে তাহাদের কোন অংশ আছে ? অথবা আমরা কি তাহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি যে, তাহারা উহাতে বর্ণিত স্পষ্ট প্রমাণসমূহের উপর কায়েম আছে ?' বরং যালেমগণ একে অপরের সংগে শুধু প্রবঞ্চণামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উভয়ে স্থানচ্যুত না হইয়া পড়ে। এবং যদি উহারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহাদিগকে রুখিয়া রাখিতে পারিবে না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শক্ত কসম খাইয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন সতর্ককারী (নবী) আগমন করে তাহা হইলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে প্রত্যেকটি অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যখন তাহাদের নিকট সতর্ককারী আগমন করিল, তখন তাহার আগমন কেবল তাহাদের ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দিল,

৪৪। কারণ তাহারা পৃথিবীতে অনেক বড় হইতে চাহিয়াছিল এবং হীন ষড়যন্ত্র করিতে চাহিয়াছিল বস্তুতঃ হীন ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্রকারীদিগকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। অতএব তাহারা কি শুধু পূর্ববর্তীদের রীতির (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করিতেছে না ? অতএব তুমি আল্লাহ্‌র নিয়মে আদৌ কোন পরিবর্তন পাইবে না; এবং আল্লাহ্‌র নিয়মকে কখনও টলিতে দেখিবে না।

৪৫। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই (যদি করিত), তাহা হইলে তাহারা দেখিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম ঘটিয়াছিল ? অথচ তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কোন বস্তু তাহাকে বিফল করিতে পারে; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

৪৬। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য (তৎক্ষণাৎ) ধরিতেন তাহা হইলে তিনি ধরাপৃষ্ঠে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতএব যখন তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ ফুরাইয়া আসে, তখন সাব্যস্ত হইয়া যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে ভালভাবে দেখিতেছিলেন।

৫ [৮] ১৭

اِسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيْقُ
الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ
الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا
كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي
الْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى
ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ
بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ (٣٦)

৩৬-সূরা ইয়াসীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৪ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰسٓ ②

২। ইয়াসীন,

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ③

৩। হিকমত পূর্ণ কুরআনের শপথ,

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ④

৪। নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত,

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ⑤

৫। সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত ।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ⑥

৬। (এই কুরআন) মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে অবতারিত,

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑦

৭। যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক কর, যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে সতর্ক করা হয় নাই যাহার ফলে তাহারা গাফেল ।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑧

৮। তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধে (আমাদের) বাক্য অবশ্যই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহারা ঈমান আনিতেছে না ।

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ⑨

৯। নিশ্চয় আমরা তাহাদের গলায় বেড়ি পরাইয়া দিয়াছি যাহা তাহাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা (কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য) মাথা উঁচু করিয়া আছে ।

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ⑩

১০। এবং আমরা তাহাদের সম্মুখেও এক প্রতিবন্ধক এবং পশ্চাতেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগকে ঢাকিয়া দিয়াছি; সুতরাং তাহারা দেখিতে পারে না ।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑪

১১। এবং তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর তাহাদের জন্য উভয় সমান, তাহারা ঈমান আনিবে না ।

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ

১২। তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করিতে পার যে উপদেশের অনুসরণ করে, এবং অদৃশ্যেও রহমান আল্লাহ্‌কে

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

ভয় করিয়া চলে । অতএব তুমি তাহাকে ক্ষমা এবং সম্মানজনক পুরস্কারের শুভ সংবাদ দাও ।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

১৩ । নিশ্চয় আমরাই মৃতকে জীবিত করি এবং তাহারা যাহা কিছু (ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য) অগ্রে প্রেরণ করে এবং যাহা কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যায় সকলই আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুকেই আমরা সুস্পষ্ট কিতাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছি ।

১ [১৩] ১৮

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

১৪ । এবং তুমি তাহাদের নিকট এক জনপদের অধিবাসীদের উপমা বর্ণনা কর, যখন তাহাদের নিকট রসূলগণ আসিয়াছিল ।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫ । যখন আমরা তাহাদের নিকট (প্রথমে) দুইজন (রসূল কে) পাঠাইয়াছিলাম তখন তাহারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তৃতীয় একজন (রসূল) দ্বারা (তাহাদিগকে) শক্তিশালী করিলাম; এবং তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি ।'

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

১৬ । তাহারা উত্তরে বলিল, 'তোমরা আমাদের মত মানুষ বই কিছুই নহ, এবং রহমান আল্লাহ্ কিছুই নাযেল করেন নাই, তোমরা শুধু শুধু মিথ্যা বলিতেছ ।'

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭ । তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি;

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৮ । বস্তুতঃ আমাদের উপর দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া ।'

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯ । তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে (আগমন) অশুভ মনে করি, তোমরা যদি তোমাদের কার্যকলাপ হইতে বিরত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব, এবং নিশ্চয় আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করিবে ।'

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

২০ । তাহারা বলিল, 'তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদেরই সঙ্গে আছে । (তোমরা) কি ইহা এইজন্য (বলিতেছ) যে, তোমাদিগকে সৎ উপদেশ দেওয়া হইতেছে ? বরং (সত্য কথা এই যে) তোমরা সীমালংঘনকারী জাতি ।'

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এবং শহরের দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিল, সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর।

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং তাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত;

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং আমার কি হইয়াছে যে আমি তাঁহার ইবাদত করিব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ?

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٤﴾

২৪। আমি কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিব ? যদি রহমান আল্লাহ্ আমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছাইতে চাহেন তাহা হইলে তাহাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারে আসিবে না, এবং তাহারা আমাকে বাঁচাইতেও পারিবে না;

اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৫। এইরূপ করিলে আমি অবশ্যই প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পড়িব,

اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٦﴾

২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শুন।'

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলিল, 'হায় ! আমার জাতি যদি (আমার পরিণাম) জানিতে পারিত—

بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। যে কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।'

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং আমরা তাহার পর তাহার জাতির বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন সৈন্যদল নাযেল করি নাই এবং না আমরা কখনও এইরূপ নাযেল করি।

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। উহা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাব ছিল, তখন দেখ ! সহসা তোমাদের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গেল।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। পরিতাপ ! বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। তাহারা কি দেখে নাই তাহাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহারা কখনও তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে না ?

وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তাহাদের সকলকেই একত্রিত করিয়া নিশ্চয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।

[১০] ৯

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং মৃত যমীনও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, আমরা উহাকে সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করি, অতঃপর তাহারা উহা হইতে আহার করে।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমরা উহাতে খর্জুর এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহও উৎপাদন করিয়াছি এবং উহাদের মধ্যে আমরা ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি,

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। যেন তাহারা উহার ফল আহার করে, অথচ তাহাদের হস্ত উহা উৎপাদন করে নাই, তবুও কি তাহারা শোকরগুযারী করিবে না ?

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। পবিত্র তিনি, যিনি সকল বস্তুকে, যাহা যমীন উৎপাদন করে এবং স্বয়ং তাহাদিগকে এবং উহাদিগকেও যাহা তাহারা জানে না; জোড়া জোড়া, করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَآيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং রাত্রিও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, যাহার মধ্য হইতে আমরা দিনকে পৃথক করিয়া লই, ফলে তাহারা অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং সূর্য উহার গন্তব্য স্থানের দিকে দ্রুত বেগে ধাবমান রহিয়াছে, ইহা মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং চন্দ্রের জন্য আমরা বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারিত করিয়াছি, এমন কি (মঞ্জিলগুলি অতিক্রম করিতে করিতে) উহা খর্জুর বৃক্ষের পুরাতন শুষ্ক শাখার ন্যায় প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। সূর্যের ক্ষমতা নাই যে উহা চন্দ্রকে ধরে এবং রাত্রিরও ক্ষমতা নাই যে উহা দিবসকে অতিক্রম করে। এবং উহাদের প্রত্যেকেই আকাশে নিজ নিজ কক্ষপথে অবাধে সন্তরণ করিয়া চলিয়াছে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাহাদের জন্য ইহাও এক নিদর্শন যে, আমরা তাহাদের বংশধরগণকে বোঝাই করা নৌযানে বহন করিয়া থাকি।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং আমরা নিশ্চয় উহার সদৃশ আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আরোহণ করিবে।

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি, তখন তাহাদের জন্য কেহ ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকিবে না এবং তাহাদিগকে উদ্ধারও করা হইবে না,

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। কেবল আমাদের পক্ষ হইতে রহমত ব্যতীত, এবং উহা কেবল এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্ভোগস্বরূপ।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু তোমাদের সম্মুখে আছে উহা হইতে এবং যাহা কিছু তোমাদের পশ্চাতে আছে উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর যেন তোমাদের উপর রহম করা হয় (তখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়)।'

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হইতে কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে খরচ কর,' তখন কাফেরগণ মো'মেনগণকে বলে, 'আমরা কি এমন ব্যক্তিকে খাওয়াইব যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজে খাওয়াইতে পারেন ? তোমরা একেবারে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ।'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তাহারা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাবের অপেক্ষা করিতেছে যাহা তাহাদিগকে আসিয়া ধরিবে এমন অবস্থায় যে তাহারা বিতর্কই করিতে থাকিবে।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। সেই সময় তাহারা একে অপরকে ওসীয়াতও করিতে পারিবে না এবং নিজেদের পরিবারবর্গের নিকটও ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন অকস্মাৎ তাহারা কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটিয়া আসিবে।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। তাহারা (একে অপরকে) বলিবে, 'হায় আমাদের সর্বনাশ! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? ইহা তো উহাই যাহার প্রতিশ্রুতি রহমান আল্লাহ্ দিয়াছিলেন এবং রসূলগণও সত্য বলিয়াছিলেন।'

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। ইহা হইবে কেবল একটি প্রচণ্ড আর্তনাদ, তখন সহসা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে হাযির করা হইবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং সেদিন কোন আত্মার প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হইবে না, এবং তোমাদিগকে কেবল তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সেদিন নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ (নিজেদের অবস্থা দেখিয়া) আনন্দে উৎফুল্ল হইবে;

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তাহারাও এবং তাহাদের স্ত্রীগণও (রহমতের) ছায়াতলে পালংকের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তথায় তাহাদের জন্য নানা ফল-মূল থাকিবে আর থাকিবে তাহাদের কাংখিত সকল বস্তু।

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾

৫৯। 'শান্তি'— ইহাই হইবে তাহাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের নিকট হইতে সাদর-সম্ভাষণ।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং (আল্লাহ্ ইহাও বলিবেন) 'হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা (মো'মেনগণ হইতে) পৃথক হইয়া যাও।'

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

৬১। হে আদমের সন্তানগণ! 'আমি কি তোমাদিগকে এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু—

وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তোমরা শুধু আমার ইবাদত করিবে, ইহাই হইল সরল-সুদৃঢ় পথ।

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং সে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে অনেক দলকে বিপথগামী করিয়াছে, তথাপি তোমরা কি বুঝিতে পার নাই?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইয়াছিল।'

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। সেদিন আমরা তাহাদের মুখের উপর মোহর মারিয়া দিব, এবং তাহাদের হাত আমাদের সঙ্গে কথা বলিবে, এবং তাহাদের পাগুলি তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং আমরা চাহিলে তাহাদের চক্ষুগুলি বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারি, তখন তাহারা পথ অনুসন্ধানে দ্রুত বেগে দৌড়াইবে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় তাহারা কিভাবে দেখিতে পারিবে ?

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং আমরা চাহিলে তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থান স্থলেই এমন নাজেহাল করিয়া দিতে পারি, যাহার ফলে তাহারা সম্মুখেও যাইতে পারিবে না এবং পশ্চাতেও ফিরিতে পারিবে না।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং আমরা যাহাকে দীর্ঘায়ু দান করি— তাহাকে শারীরিক গঠনে ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল করিতে থাকি। তবুও কি তাহারা বুঝে না ?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং আমরা তাহাকে না কোন কবিতা রচনা করার শিক্ষা দিয়াছি, না ইহা তাহার পক্ষে সংগত; ইহা তো কেবল এক উপদেশ-বাণী এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাব),

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১। যেন ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দেয় যে জীবিত এবং যেন কাফেরদের সম্বন্ধে (আল্লাহ্‌র) ফয়সালা পূর্ণ হয়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। তাহারা কি দেখে না যে, আমাদের হস্ত যাহা সৃষ্টি করিয়াছে উহাদের মধ্যে আমরা তাহাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি যাহার তাহারা এখন মালিক হইয়াছে ?

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং আমরা চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছি, উহাদের মধ্যে কতকগুলি তাহাদের যানবাহনস্বরূপ এবং কতকগুলিকে তাহারা ভক্ষণ করে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং তাহাদের জন্য উহাতে নানাবিধ উপকার এবং পানীয় আছে। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না ?

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৭৫। এবং তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে এই বলিয়া যে, হয় তো কোন সময় (তাহাদের দ্বারা) তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝

৭৬। তাহারা তাহাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে (তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে) তাহাদের বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য বহনকারী) সৈন্যদলরূপে হাযির করা হইবে।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

৭৭। অতএব তাহাদের কথাবার্তা যেন তোমাকে মনোকষ্ট না দেয়। নিশ্চয় আমরা জানি উহাও যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭৮। মানুষ কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, নিশ্চয় আমরা তাহাকে (এক নগণ্য) শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি? অতঃপর সে অকস্মাৎ বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝

৭৯। এবং সে আমাদের সম্বন্ধে সাদৃশ্য বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত ভুলিয়া যায়। এবং বলিতে থাকে, 'অস্থিপুঞ্জকে জীবন সঞ্চার করিতে পারে যখন ঐগুলি পচিয়া গলিয়া যায়?'

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝

৮০। তুমি বল, 'ঐগুলিতে তিনি জীবন সঞ্চার করিবেন যিনি ঐগুলিকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী;

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۝

৮১। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর সহসা তোমরা উহা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর।

اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝

৮২। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন?' হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি মহা সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞানী।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৮৩। তাঁহার কার্যধারা তো এইরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়।

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৪। অতএব পবিত্র তিনি, যাঁহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের আধিপত্য। এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

৫ [১৬] ৪

سُوْرَةُ الصّٰفّٰتِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৮৩) (রুকূ ৫)

৩৭-সূরা আস্ সাফ্ফাত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৮৩ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ②

২। কসম তাহাদের যাহারা (শত্রুর মুকাবেলায়) দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান,

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ③

৩। এবং যাহারা (দুষ্কৃতকারীগণের) কঠোরভাবে তিরস্কারকারী,

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ④

৪। এবং যাহারা উপদেশ-বাণীর (কুরআনের) আবৃত্তিকারী,

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ⑤

৫। নিশ্চয় তোমাদের মা'বূদ এক-ই,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ⑥

৬। তিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত সব কিছুর প্রতিপালক এবং কিরণোদয়স্থলসমূহেরও প্রতিপালক ।

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ⑦

৭। নিশ্চয় আমরা নিকটবর্তী আকাশকে গ্রহ-নক্ষত্র রাজির সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়াছি ।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ⑧

৮। এবং (আমরা) উহাকে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে সুরক্ষিত করিয়াছি ।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑨

৯। তাহারা (ফিরিশ্‌তাগণের) উর্ধ্বোন্নত মজলিসের কথা শুনিতে পায় না, এবং তাহাদের প্রতি প্রত্যেক দিক হইতে (প্রস্তর) নিক্ষেপ করা হয়,

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ⑩

১০। বিতাড়িত করার জন্য, এবং তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব আছে—

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑪

১১। কিন্তু (তাহাদের মধ্যে) যে কেহ গোপনে কিছু ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার পিছনে এক জ্বলন্ত উল্কা ধাবমান হয় ।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

১২। অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদিগকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন অথবা (তাহাদের ছাড়া বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি) যাহা আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, বেশী কঠিন ? নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আঁঠালো কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছি ।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾

১৩। বরং প্রকৃত কথা এই যে তুমি (তাহাদের কথায়) বিস্ময় বোধ করিতেছ এবং তাহারা (তোমার কথায়) হাসি-বিদ্রূপ করিতেছে ।

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দান করা হয় তখন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না ।

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং যখন তাহারা কোন নিদর্শন দেখে তখন তাহারা (উহা লইয়া) হাসি-বিদ্রূপ করে ।

وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

১৬। এবং তাহারা বলে, 'ইহা তো প্রকাশ্য যাদু বই কিছুই নহে,

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾

১৭। কী ! যখন আমরা মরিয়া মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব, তখনও কি সত্যিই আমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে ?

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণকেও ?'

قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯। তুমি বল, 'হাঁ, এবং তোমরা তখন লাঞ্ছিত হইবে ।'

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١٩﴾

২০। উহা হইবে একটি বিকট গর্জন মাত্র, তখন অকস্মাৎ তাহারা (জীবিত হইয়া) দেখিতে থাকিবে ।

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা বলিবে, 'হায়, আমাদের সর্বনাশ ! ইহা তো সেই বিচার দিবস।'

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

২২। (আল্লাহ্ বলিবেন) 'ইহাই সেই ফয়সালার দিন, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে ।'

ع ১ [২২] ৫

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। (ফিরিশ্তাগণকে আদেশ করা হইবে) 'তোমরা তাহাদিগকে সমবেত কর যাহারা যুলুম করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গীগণকে এবং তাহাদিগকেও যাহাদের তাহারা ইবাদত করিত——

مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

২৪। আল্লাহ্কে ছাড়িয়া; সুতরাং তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে লইয়া যাও;

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং (তথায়) তাহাদিগকে দাঁড় করাও, কেননা তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে।'

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। (তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে) 'তোমাদের কি হইয়াছে যে, (এখন) তোমরা একে অপরকে সাহায্য করিতেছ না ?'

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। বরং তাহারা সেই দিন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিবে।

قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾

২৯। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা সর্বদা আমাদের নিকট ডান দিক হইতে আসিতে।'

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। তাহারা (অন্য দল) বলিবে, 'না, বরং তোমরা নিজেরাই মো'মেন ছিলে না।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি ছিলে;

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। অতএব (আজ) আমাদের সকলের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ হইয়াছে; নিশ্চয় (এখন) আমাদিগকে (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে;

فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অবশ্য আমরা তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলাম, কেননা আমরা নিজেরাই বিপথগামী ছিলাম।'

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। বস্তুতঃ সেই দিন তাহারা সকলেই শাস্তির মধ্যে অংশীদার হইবে।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আমরা অপরাধীদের সঙ্গে এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি।

اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। কারণ যখন তাহাদিগকে বলা হইত, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই,' তখন তাহারা অহংকার করিত,

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তাহারা বলিত, 'আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের মা'বুদদিগকে পরিত্যাগ করিব ?'

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। বরং সে সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং পূর্ববর্তী সকল রসূলগণকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

৩৯। (হে অস্বীকারকারীগণ!) নিশ্চয় তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে;

إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে—

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। শুধু আল্লাহ্‌র বিশেষ মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া;

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾

৪২। তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্‌ক—

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। ফল-ফলাদি; এবং তাহারা পরম সম্মানিত বলিয়া গণ্য হইবে,

فَوَاكِهُ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। নেয়ামত পূর্ণ বাগানসমূহে,

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহারা পালঙ্কে পরস্পর মুখামুখী হইয়া বসিবে,

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। ঝরণার পানি দ্বারা পরিপূর্ণ পান-পাত্র তাহাদের সম্মুখে পরিবেশিত হইবে,

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٦﴾

৪৭। যাহা স্বচ্ছ-শুভ্র হইবে; পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হইবে;

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। উহাতে কোন মাদকতা থাকিবে না এবং উহার ব্যবহারে তাহারা মাতালও হইবে না।

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহাদের নিকট সংযত দৃষ্টি-সম্পন্না আয়তলোচনা (সতী-সাধ্বী) মহিলাগণ থাকিবে,

وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٩﴾

৫০। যেন তাহারা আবৃত ডিম্ব।

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٥٠﴾

৫১। অতঃপর তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥١﴾

৫২। তাহাদের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি বলিবে, 'আমার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল,

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। সে বলিত, 'তুমিও কি (পুনরুত্থান) বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত?

يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। কী! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকায় ও অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব, তখনও কি অবশ্যই আমাদিগকে (আমাদের আমলের) প্রতিফল দেওয়া হইবে?'

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٤﴾

قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫। সে বলিবে, 'তোমরা কি উঁকি মারিয়া দেখিবে (যে সেই ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে)?'

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৬। অতঃপর সে উঁকি মারিবে এবং সে তাহাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখিতে পাইবে।

قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿٥٧﴾

৫৭। সে (তাহাকে) বলিবে, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আমার সর্বনাশ করার উপক্রম করিয়াছিলে,

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হইত তাহা হইলে নিশ্চয় আমিও (জাহান্নামের সম্মুখে) হাজিরকৃতগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯। (হে জাহান্নামী! বল) তবে কি ইহা ঠিক নহে যে, আমরা আর মৃত্যুমুখে পতিত হইব না ——

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٦٠﴾

৬০। কেবল আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, এবং আমাদিগকে আর কোন আযাব দেওয়া হইবে না?

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦١﴾

৬১। নিশ্চয় ইহা এক মহান সফলতা।'

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। এইরূপ সফলতা অর্জনের জন্যই সাধনাকারীগণের সাধনা করা উচিত।

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٣﴾

৬৩। আপ্যায়ন হিসাবে কি ইহা উত্তম, না যাক্কুম (ফনীমনসা) বৃক্ষ?

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে যালেমদের জন্য এক পরীক্ষার কারণ করিয়াছি।

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٥﴾

৬৫। নিশ্চয় ইহা এমন এক বৃক্ষ যাহা জাহান্নামের মূল দেশ হইতে উদ্গত হয়।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٦﴾

৬৬। উহার মুকুল যেন বহু ফনাধর সাপের মাথা।

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭। সুতরাং তাহারা সেই বৃক্ষ হইতে আহার করিবে এবং উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের উদর পূর্ণ করিবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٨﴾

৬৮। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহার উপর ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকিবে।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٩﴾

৬৯। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে জাহান্নামের দিকে।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٧٠﴾

৭০। তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পিতৃপুরুষগণকে বিপথগামী পাইয়াছিল।

فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧١﴾

৭১। তথাপি তাহারাও তাহাদের পদাংক অনুসরণে প্রধাবিত হইতেছে।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং ইহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠাইয়াছিলাম।

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতএব দেখ, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল,

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٥﴾ ع

[৫৩] ২ ৬ ৭৫। একমাত্র আল্লাহ্‌র শুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত।

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং নূহও আমাদিগকে ডাকিয়াছিল, অতএব দেখ, আমরা কত উত্তম উত্তরদাতা!

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে মহা দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং আমরা শুধু তাহার বংশধরগণকেই বাকি রাখিয়াছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

৮০। সকল জগদ্বাসীর মধ্যে নূহের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং নিশ্চয় আমরা এইভাবেই সৎকর্মশীল লোকদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি!

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٢﴾

৮২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং আমরা অন্য লোকদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং নিশ্চয় তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইব্‌রাহীমও ছিল;

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٥﴾

৮৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার প্রতিপালকের সমীপে বিশুদ্ধচিত্তে উপস্থিত হইয়াছিল;

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬। যখন সে তাহার পিতাকে ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কাহার ইবাদত কর ?'

أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া মিথ্যারূপে অন্য মা'বূদসমূহকে গ্রহন করিতে চাহিতেছ ?

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। যাহা হউক, সকল জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা ?

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾

৮৯। অতঃপর সে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিল,

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং সে বলিল, 'আমি অসুস্থতা বোধ করিতেছি।'

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

৯২। অনন্তর সে সংগোপনে তাহাদের মা'বূদগুলির দিকে অগ্রসর হইল এবং বলিল, 'তোমরা কিছু খাইতেছ না কেন ?

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা যে কথাও বলিতেছ না ?'

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

৯৪। তখন সে (তাহাদের প্রতি) সংগোপনে অগ্রসর হইয়া ডান হাত দ্বারা তাহাদের উপর সজোরে আঘাত হানিল।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾

৯৫। ফলে তাহারা (লোকেরা) তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾

৯৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহার ইবাদত কর যাহা তোমরা নিজেদের হাতে খোদাই কর,

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭। অথচ আল্লাহ্ তোমাদিগকেও এবং তোমরা যাহা কিছু বানাইতেছ উহাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ?'

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

৯৮। তাহারা বলিল, 'তাহার জন্য তোমরা একটি ইমারত (অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) নির্মাণ কর এবং তাহাকে সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯। অনন্তর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংকল্প করিল; কিন্তু আমরা তাহাদিগকে চরমভাবে অপদস্থ করিলাম।

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾

১০০। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যাইব, তিনি নিশ্চয় আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করিবেন।'

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

১০১। (সে বলিল,) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎ কর্মশীল পুত্র দাও।'

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

১০২। তখন আমরা তাহাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। অতঃপর যখন সেই পুত্র তাহার সহিত দৌড়াইবার বয়সে উপনীত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে যবহ্ করিতেছি; সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার কি অভিমত?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাই কর; ইন্‌শাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাইবে।'

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

১০৪। অতঃপর যখন তাহারা উভয়ই (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করিল এবং সে তাহাকে যবহ্ করার জন্য কপালের উপর উপুড় করিয়া শোয়াইল;

وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তখন আমরা তাহাকে ডাক দিলাম যে, 'হে ইব্‌রাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়াছ।' নিশ্চয় আমরা এইরূপেই সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾

১০৭। নিশ্চয় ইহা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তাহার ফিদ্‌য়া (মুক্তি-পণ) দিয়াছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾

১১০। ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক!

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾

১১১। এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

১১২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। এবং আমরা তাহাকে ইস্হাকের সুসংবাদ দিয়াছিলাম, যে একজন নবী ছিল এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ۭ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং আমরা তাহার উপর এবং ইস্হাকের উপর বরকত নাযেল করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের উভয়ের বংশধরগণ হইতে কতক লোক সৎকর্মশীল ছিল এবং কতক ছিল নিজেদের প্রাণের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰي مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। এবং নিশ্চয় আমরা মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করিয়াছিলাম।

وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১৬। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে এবং তাহাদের জাতিকে মহা দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম;

وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে সাহায্য করিয়াছিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইয়াছিল।

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে (প্রত্যেক বিষয়) সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এক কিতাব দিয়াছিলাম।

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٩﴾

১১৯। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

سَلٰمٌ عَلٰي مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। মূসা এবং হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩। নিশ্চয় তাহারা উভয়ে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪। এবং নিশ্চয় ইলিয়াসও আমাদের রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না?

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬। তোমরা কি বা'ল মূর্তিকে ডাকিতেছ এবং পরিহার করিতেছ সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তাকে—

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক ?'

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং অবশ্যই তাহাদিগকে (আযাবের জন্য) হাযির করা হইবে ;

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। কেবল আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। ইলিয়াস এবং তাহার লোকদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক !

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। এবং লূতও নিশ্চয় রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। (স্মরণকর) যখন আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। অতঃপর আমরা অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রভাতেই তাহাদের (এলাকার) উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া থাক;

وَبِالَّيْلِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। এবং রাত্রি বেলায়ও; তথাপি তোমরা কি বুঝিবে না ? [৪ ২৫ ৮]

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। এবং নিশ্চয় ইউনুস রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾

১৪১। (স্মরণ কর) যখন সে বোঝাই নৌকার দিকে পলায়ন করিয়াছিল;

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪২। (যখন তুফানে নৌকা নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল) তখন সে (অন্যান্য আরোহীগণের সঙ্গে) ভাগ্য-নির্দেশক তীর নিক্ষেপ করিল; ফলে সে (পরাজিত হইয়া সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। তখন এক বৃহৎ মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, এবং সে (নিজেকেই) ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইত,

لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। তাহা হইলে সে অবশ্যই উহার উদরে সেই দিবস পর্যন্ত পড়িয়া থাকিত যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। অতঃপর আমরা তাহাকে এক উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষিপ্ত করিলাম; এমতাবস্থায় যে সে তখন পীড়িত ছিল;

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এবং আমরা তাহার নিকট একটি লাউ গাছ উৎপন্ন করিলাম।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। এবং আমরা তাহাকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকট (রসূলরূপে) পাঠাইয়াছিলাম,

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। সুতরাং তাহারা (সকলেই) ঈমান আনিল, এবং আমরা তাহাদিগকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করিলাম।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০। অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্য কি কণ্যাগণ আর তাহাদের জন্য পুত্রগণ?

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। আমরা কি ফিরিশ্‌তাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা কি উহার সাক্ষী ছিল?

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২। শুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের মনগড়া মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বলিতেছে,

وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন,' বস্তুতঃ তাহারা চরম মিথ্যাবাদী।

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। তিনি কি পুত্রগণের পরিবর্তে কণ্যাগণকে বাছিয়া লইয়াছেন?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। তোমাদের কি হইয়াছে ? তোমরা কিরূপ বিচার কর ?

أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৭। তোমাদের নিকট কি কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে ?

فَأْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮। সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের কিতাব পেশ কর।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। এবং তাহারা তাঁহার এবং জিন্নদের মধ্যে আত্মীয়তা আরোপ করে; অথচ জিন্নগণ ভালরূপে জানে যে, নিশ্চয় তাহাদিগকেও (তাঁহার সম্মুখে বিচারের জন্য) হাযির করা হইবে।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৬০। তাহারা যাহা বর্ণনা করিতেছে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র !

إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১। কেবল আল্লাহ্র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত (তাহারা এইরূপ কথা বর্ণনা করে না)।

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২। সুতরাং (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের মা'বূদগণ—

مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩। তোমাদের কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে (কাহাকেও) বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না,

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾

১৬৪। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে জাহান্নামে দগ্ধ হইবে।

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾

১৬৫। (তাহারা বলে) 'আমাদের মধ্যে কেহ নাই কিন্তু তাহার জন্য অবশ্যই এক নির্ধারিত স্থান আছে;

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই (আল্লাহ্র সমীপে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছি।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।'

وَإِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীগণ ইতিপূর্বে) এইরূপ বলিয়া আসিতেছিল,

لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯। 'যদি আমাদের নিকটেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় উপদেশপূর্ণ কোন কিতাব থাকিত,

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। তাহা হইলে আমরাও আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দা হইয়া যাইতাম।'

فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৭১। (এবং যখন ইহা তাহাদের নিকট আসিল) তখন তাহারা ইহাকে অস্বীকার করিল, সুতরাং তাহারা অচিরেই (নিজেদের পরিণাম) জানিতে পারিবে।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। এবং নিশ্চয় আমাদের রসূলরূপে প্রেরিত বান্দাগণ সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে——

اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। যে, নিশ্চয় তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে,

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। এবং আমাদের যে বাহিনী (মো'মেনদের দল), নিশ্চয় তাহারাই বিজয়ী হইবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখিতে পাইবে।

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। তাহারা কি আমাদের আযাবকে শীঘ্র কামনা করিতেছে?

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮। কিন্তু যখন উহা তাহাদের প্রাঙ্গণে নাযেল হইবে, তখন যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের প্রভাত অতি মন্দ হইবে।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٩﴾

১৭৯। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও,

وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮০। এবং তুমি (তাহাদের প্রতি) লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখিতে পাইবে।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨١﴾

১৮১। তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল সম্মান ও শক্তির অধিকারী, উহা হইতে পবিত্র-মহান, যাহা তাহারা বর্ণনা করিতেছে।

وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨٢﴾

১৮২। এবং শান্তি রসূলগণের উপর!

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৩। বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ

(৩৮)

৩৮-সূরা সাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۝

২। সাদ নসীহতপূর্ণ কুরআনের শপথ (যে ইহা আমাদের তরফ হইতে নাযেলকৃত কালাম)।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝

৩। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করে তাহারা অহংকার এবং শত্রুতায় নিমগ্ন রহিয়াছে ।

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝

৪। কতই না জনগোষ্ঠীকে আমরা তাহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি ! তখন তাহারা (সাহায্যের জন্য) আর্তনাদ করিয়াছিল, অথচ তখন বাঁচিবার সময় ছিল না ।

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

৫। এবং তাহারা বিস্মিত হয় যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, এবং কাফেরগণ বলে, 'এ তো একজন যাদুকর, বড়ই মিথ্যাবাদী ।'

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ۝

৬। কী ! সে বহু মা'বূদকে এক মা'বূদ বানাইয়া লইয়াছে ? নিশ্চয় ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার !

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ۝

৭। এবং তাহাদের মধ্যে প্রধানগণ এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, এবং তোমাদের মা'বূদগণের উপর তোমরা অবিচল থাক । নিশ্চয় ইহা এমন এক বিষয় যদ্দ্বারা কোন একটা মতলব আঁটা হইয়াছে;

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝

৮। আমরা এরূপ কথা পূর্ববর্তী কোন ধর্মমতে কখনও শুনি নাই । ইহা মনগড়া মিথ্যা বই কিছুই নহে;

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝

৯। আমাদের (সারা জাতির) মধ্য হইতে কি কেবল তাহারই উপর এই উপদেশ-বাণী নাযেল করা হইয়াছে ? না, বরং তাহারা আমার উপদেশ-বাণী সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে । না, বরং তাহারা এখন পর্যন্ত আমার আযাবের স্বাদই গ্রহণ করে নাই ।

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿٩﴾

১০। তোমার মহা পরাক্রমশালী ও পরম দানশীল প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ কি তাহাদের নিকটে আছে ?

أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا۟ فِى ٱلْأَسْبَٰبِ ﴿١٠﴾

১১। অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর আধিপত্য কি তাহাদের কব্যায় আছে ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাহারা যেন তাহাদের রশিসমূহের সাহায্যে উপরে আরোহণ করে ।

جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿١١﴾

১২। (তাহারা) বিভিন্ন দল সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী, যাহারা সেখানে পরাভূত হইবে ।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾

১৩। তাহাদের পূর্বেই নূহের জাতি এবং আদ এবং শূলসমূহের অধিকারী ফেরআউনও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল;

وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾

১৪। (অনুরূপভাবে) সামূদ ও লূতের জাতি এবং জঙ্গলের অধিবাসীগণ— ইহারাও সংঘবদ্ধ দল ছিল ।

إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

১৫। (তাহাদের) প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; পরিণামে আমার শাস্তি (তাহাদের বিরুদ্ধে) কার্যকরী হইল ।

وَمَا يَنظُرُ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿١٥﴾

১৬। এবং এই সকল লোক কেবল একটি বিকট শব্দকারী আযাবের অপেক্ষা করিতেছে, যাহাতে কোন বিলম্ব হইবে না ।

وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿١٦﴾

১৭। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! হিসাবের দিবসের পূর্বেই আমাদিগকে আমাদের (আযাবের) অংশ সত্বর দিয়া দাও ।'

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾

১৮। তাহারা যাহা কিছু বলে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং আমাদের বান্দা দাউদকে স্মরণ কর যে বড় শক্তির অধিকারী ছিল, নিশ্চয় সে (আল্লাহ্‌র দিকে) বার বার ঝুঁকিত ।

إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় আমরা পাহাড়গুলিকে (তাহার) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম— তাহারা সন্ধ্যায় এবং সকালে তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত ।

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾

২০। এবং (নিয়োজিত করিয়াছিলাম) পক্ষীকুলকেও একত্রিত করিয়া; যাহারা সকলেই তাহার পরম অনুগত হইয়া থাকিত।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

২১। এবং আমরা তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে হিকমত এবং অকাট্য বাগ্মিতা (ও বিচার-শক্তি) দান করিয়াছিলাম।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমার নিকট কি কলহকারীদের খবর পৌঁছিয়াছে যখন তাহারা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া (তাহার) ব্যক্তিগত ইবাদত-খানায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল ?

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২৩। যখন তাহারা দাউদের নিকট পৌঁছিল তখন সে তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ; আমাদের কেহ কেহ অপরের প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণ করিতেছে; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং অবিচার করিও না এবং তুমি আমাদিগকে সঠিক-সোজা পথে পরিচালিত কর।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৪। "এই লোকটি আমার ভাই, তাহার নিকট নিরানব্বইটি দুম্বা আছে এবং আমার নিকট মাত্র একটি দুম্বা আছে। তথাপি সে বলে, 'ইহা আমাকে সঁপিয়া দাও', এবং কথা-বার্তায় সে আমাকে পরাভূত করে।"

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ ۩

২৫। সে (দাউদ) বলিল, 'নিশ্চয় সে তোমার দুম্বা নিজ দুম্বাগুলির সহিত সংযোগ করিবার দাবী জানাইয়া তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। এবং অধিকাংশ অংশীদার এইরূপই যে, তাহারা একে অন্যের উপর যুলুম করিয়া থাকে, কেবল ঐ সকল লোক ছাড়া যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও তো নগণ্য।' এবং দাউদ মনে করিল যে, আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি, সুতরাং সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং (আল্লাহ্‌র দিকে) ঝুঁকিয়া পড়িল।

সেজদা-১০

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

২৬। তখন আমরা তাহার এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করিলাম; নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم

২৭। (অতঃপর আমরা তাহাকে বলিলাম,) 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি; অতএব

بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, নতুবা ইহা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব আছে, কারণ তাহারা বিচার-দিবসকে ভুলিয়া বসিয়া আছে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, বৃথা সৃষ্টি করি নাই। ইহা ঐ সকল লোকের ধারণা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের দুর্ভোগ অবধারিত আছে।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٩﴾

২৯। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করিব? অথবা মুত্তাকীগণকে কি আমরা দুষ্কৃতকারীদের সমতুল্য করিব?

كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٣٠﴾

৩০। ইহা (কুরআন) এমন এক কিতাব, যাহা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করিয়াছি, যাহা অতীব কল্যাণময়, যেন তাহারা তাঁহার আয়াতসমূহকে অনুধাবন করে, এবং ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা লাভ করে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهٗ أَوَّابٌ ﴿٣١﴾

৩১। এবং আমরা দাউদকে দান করিয়াছিলাম সুলায়মান; সে (আমাদের) বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে (আমাদের দিকে) পুনঃপুনঃ ঝুঁকিত।

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣٢﴾

৩২। (স্মরণ কর) যখন সন্ধ্যাকালে তাহার সম্মুখে উৎকৃষ্টতম দ্রুতগামী অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইয়াছিল,

فَقَالَ إِنِّيْٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٣﴾

৩৩। তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি (দুনিয়ার) উৎকৃষ্ট বস্তুর ভালবাসাকে এই কারণে পসন্দ করি যে ইহারা আমার প্রতিপালককে (আমায়) স্মরণ করাইয়া দেয়।' এমন কি যখন উহারা পর্দার পিছনে গুপ্ত হইয়া গেল,

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۚ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٤﴾

৩৪। (তখন সুলায়মান বলিল) 'উহাদিগকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন।' (যখন উহারা আসিল) তখন সে উহাদের পায়ের নলা ও ঘাড়ের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ

৩৫। এবং নিশ্চয় আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহার সিংহাসনে একটা (অপদার্থ) দেহকে স্থাপন

جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾

করার ফয়সালা করিয়াছিলাম। অতঃপর (ইহা বুঝিতে পারিয়া) সে (তাহার প্রতিপালকের দরবারে) ঝুঁকিয়া পড়িল।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

৩৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! (আমার ত্রুটি) আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজ্য দান কর যাহা আমার পরে অন্য কাহারও জন্য (উহার উত্তরাধিকারী হওয়া) সমীচীন না হয়, নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা।'

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

৩৭। সুতরাং আমরা বায়ুকে তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম, সে যেদিকে যাইতে চাহিত সেই দিকেই তাহার আদেশে বায়ু মৃদুভাবে চলিতে থাকিত,

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। এইরূপে (আমরা তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম) শয়তানদিগকে, সকল প্রকার স্থপতিগণকে এবং ডুবুরীগণকে,

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং অন্য কতককেও যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত।

هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

৪০। এইগুলি আমাদের দান, সুতরাং তুমি (ইচ্ছা করিলে) বেহিসাব দান কর অথবা বিরত থাক।

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।

৩ [১৪] ১২

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

৪২। এবং আমাদের বান্দা আইউবকে স্মরণ কর, যখন সে তাহার প্রতিপালককে এই বলিয়া ডাকিয়াছিলঃ 'নিশ্চয় শয়তান (এক কাফের শত্রু) আমাকে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট দিয়াছে।'

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। (তখন আমরা তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলাম)ঃ 'তুমি তোমার (বাহনকে) পা দিয়া আঘাত কর (তাড়াতাড়ি হিজরত কর)। এই তো সামনে রহিয়াছে গোসলের সুশীতল পানি এবং পানীয়।

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার পরিজন দিয়াছিলাম এবং আমাদের নিকট হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের মত অন্য লোকও দিয়াছিলাম এবং ধীসম্পন্ন লোকদের জন্য স্মরণীয় সদুপদেশ দিয়াছিলাম।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং (তাহাকে আমরা নির্দেশ দিয়াছিলামঃ) 'তুমি বৃক্ষের এক মুষ্টি শুষ্ক শাখা নিজ হাতে ধর এবং উহা দ্বারা (তোমার বাহনকে) আঘাত কর এবং মিথ্যার দিকে ঝুঁকিও

না। নিশ্চয় আমরা তাহাকে ধৈর্যশীল পাইয়াছিলাম। সে বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে সদা আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিত।

৪৬। এবং স্মরণ কর আমাদের বান্দা ইব্‌রাহীম ও ইসহাক এবং ইয়াকূবের কথা, তাহারা শক্তিশালী এবং সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী লোক ছিল।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٦﴾

৪৭। আমরা তাহাদিগকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মনোনীত করিয়াছিলাম— (লোকদিগকে) পারলৌকিক বাসস্থান সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দিতে।

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় তাহারা আমাদের সন্নিধানে মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং স্মরণ কর, ইসমাঈল, ইয়াসা'আ এবং যুল-কিফলের বৃত্তান্ত, তাহারা সকলেই অতি উত্তম লোক ছিল।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহা এক স্মরণীয় বিবরণ। এবং নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য পরম উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল নির্ধারিত আছে—

هٰذَا ذِكْرٌ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٥٠﴾

৫১। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, তাহাদের জন্য সকল দ্বার সতত উন্মুক্ত থাকিবে,

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥١﴾

৫২। তথায় তাহারা তাকিয়াতে হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, তথায় তাহারা প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল এবং পানীয় বস্তুর জন্য ফরমায়েশ করিবে;

مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্কা নারীগণ।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٣﴾

৫৪। এই হইল সেই সব জিনিষ যাহা তোমাদিগকে হিসাবের দিনে দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় ইহা আমাদের দেওয়া রিয্‌ক, যাহা কখনও নিঃশেষ হইবে না।

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। এই তো হইল (মো'মেনদের জন্য পুরস্কার)। কিন্তু বিদ্রোহপোষণকারী উদ্ধত লোকদের জন্য নির্ধারিত আছে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল—

هٰذَا ۚ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٦﴾

৫৭। জাহান্নাম, যাহাতে তাহারা জ্বলিবে। ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٧﴾

هٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾

৫৮। ইহা হইল (কাফেরদের জন্য প্রতিশ্রুত বস্তু), সুতরাং তাহাদিগকে উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে— অত্যধিক গরম পানি এবং অত্যধিক দুর্গন্ধযুক্ত ঠাণ্ডা পানি দেওয়া হইবে।

وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং তদনুরূপ আরও থাকিবে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

৬০। (অবিশ্বাসীদের নেতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইবেঃ) 'ইহারাও এক দল, যাহারা তোমাদের সহিত জাহান্নামে দাখিল হইবে। তাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তাহারা অবশ্যই আগুনে জ্বলিবে।

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۟ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾

৬১। তাহারা (অনুসারীরা) বলিবে, 'বরং তোমরা এমন লোক, যাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তোমরাই তো (আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া) ইহাকে (জাহান্নামকে) আমাদের জন্য আগে পাঠাইয়াছ। বস্তুতঃ ইহা অতি মন্দ অবস্থান স্থল।

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

৬২। তাহারা যখন বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তি আমাদের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তুমি তাহাকে আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ আযাব বর্ধিত করিয়া দাও।'

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং তাহারা (জাহান্নামীরা) বলিবে, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে দেখিতেছি না যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম?'

اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

৬৪। আমরা কি (অযথাই আমাদের খেয়াল অনুযায়ী) তাহাদিগকে উপহাসের পাত্র মনে করিতাম, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছে?'

اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

৪ [২৪] ১৩

৬৫। নিশ্চয় ইহা সত্য— জাহান্নামীদের এই তর্ক-বিতর্ক।

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বল, 'আমি মাত্র একজন সতর্ককারী, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী;

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৭। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾

৬৮। তুমি বল, 'ইহা এক মহা সংবাদ

أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯। যাহা হইতে তোমরা বিমুখ হইতেছ;

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭০। ঊর্ধ্বলোক মজলিসের কোন ইল্ম-জ্ঞান আমার জানা ছিল না, যখন তাহারা (তাহাদের বিষয় লইয়া) পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল,

إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧١﴾

৭১। আমার প্রতি তো কেবল এই ওহী করা হয় যে, আমি শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧٢﴾

৭২। (স্মরণকর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কাদা হইতে এক মানব সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি;

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩। অতএব যখন আমি তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিব এবং তাহার মধ্যে আমার রূহ হইতে ফুৎকার করিব তখন তোমরা আনুগত্য করিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইও।'

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪। তখন ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই তাহার আনুগত্য করিল,

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫। ইবলীস ব্যতীত। সে অহংকার করিল, এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٦﴾

৭৬। তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে আমার দুই হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে তোমাকে কিসে বিরত রাখিয়াছে? তুমি কি অহংকার করিয়াছ, না তুমি আমার আদেশ পালন হইতে নিজেকে বহু ঊর্ধ্বে মনে করিয়াছ?'

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٧﴾

৭৭। সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।'

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত;

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত পড়িতে থাকিবে।'

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٨٠﴾

৮০। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহা হইলে তুমি আমাকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে'।

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨١﴾

৮১। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশ-প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত,

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨٢﴾

৮২। সেই সুবিদিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩। সে বলিল, 'সুতরাং তোমার ইয্যতের কসম, নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকেই বিভ্রান্ত করিব,

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٥﴾

৮৫। তিনি বলিলেন, 'অতএব সত্য ইহাই, এবং আমি সত্যই বলি—

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬। আমি নিশ্চয় তোমা দ্বারা এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।'

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭। তুমি বল, 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাহি না, এবং আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নহি,

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮। ইহা (কুরআন) সকল জগদ্বাসীর জন্য সদুপদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং তোমরা স্বল্পকাল পরে ইহার (সত্যতার) সংবাদ অবশ্যই জানিতে পারিবে।'

৫ [২৪] ১৪

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

৩৯-সূরা আয্ যুমার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ৮ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২। মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ③

৩। নিশ্চয় আমরা সত্যসহ এই কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি, অতএব তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত কর—আনুগত্যকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ④

৪। শুন! বিশুদ্ধ আনুগত্য কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, (এবং বলে যে) 'আমরা তাহাদের কেবল এই জন্য ইবাদত করি যেন তাহারা আমাদিগকে মর্যাদায় আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করিয়া দেয়' নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑤

৫। যদি আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় সৃষ্টি হইতে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া লইতেন। তিনি পবিত্র ও মহান! তিনি আল্লাহ্ এক, প্রবল প্রতাপশালী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ⑥

৬। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন এবং রাত্রিকে দিবস দ্বারা আবৃত করেন; তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকেই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (স্ব স্ব পথে) ধাবমান রহিয়াছে। শুন! তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۭ يَخْلُقُكُمْ

৭। তিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্য হইতে আট

فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ⑥

জোড়া নাযেল করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এক সৃজনের পর অন্য সৃজনে (পরিবর্তন করিয়া) ত্রিবিধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক — আধিপত্য তাঁহারই। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছ ?

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑦

৮। যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন। এবং তিনি তাঁহার বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা কর তাঁহা হইলে তিনি ইহা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। এবং কোন বোঝাবহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহা করিতে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত সব বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ⑧

৯। এবং যখনই মানুষকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁহার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ডাকিতে থাকে। এবং যখন তিনি নিজ সন্নিধান হইতে তাহাকে কোন নেয়ামত দান করেন তখন সে পূর্বে যাহার জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছিল উহা ভুলিয়া যায়, এবং সে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে যেন সে (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে। তুমি বল, '(হে মানব !) তুমি তোমার অস্বীকৃতি দ্বারা কিছু কাল ফায়দা ভোগ করিয়া লও, নিশ্চয় তুমি অগ্নিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ⑨

১০। তবে যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদা করিয়া এবং দণ্ডায়মান হইয়া পরম আনুগত্য প্রকাশ করে, এবং পরকালকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে, সে কি (তাহার ন্যায় হইতে পারে যে অবাধ্যতা করে)? তুমি বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান হইতে পারে ?' বস্তুতঃ ধীসম্পন্ন লোকগণই কেবল শিক্ষা লাভ করে।

১ [১০] ১৫

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ

১১। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণ সাধন করে তাহাদের জন্য

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

কল্যাণই অবধারিত আছে। এবং আল্লাহ্‌র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। ধৈর্যশীলগণকে অবশ্যই বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া হইবে।

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾

১২। তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি—তাঁহারই জন্য আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করিয়া;

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আত্ম সমর্পণকারীগণের মধ্যে প্রথম হই।'

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

১৪। তুমি বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি এক মহা দিবসের আযাবকে ভয় করি।'

قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِي ﴿١٤﴾

১৫। তুমি বল, 'আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি— তাঁহারই জন্য আমার আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করিয়া।

فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾

১৬। 'তোমরা তাঁহাকে ছাড়া যাহার ইচ্ছা ইবাদত কর।' তুমি বল, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারা, যাহারা কিয়ামত দিবসে নিজদিগকেও এবং নিজেদের পরিজনবর্গকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।' শুন! ইহাই হইতেছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴿١٦﴾

১৭। তাহাদের উর্ধ্বে অগ্নির আবরণসমূহ থাকিবে এবং তাহাদের নিম্নেও (তদনুরূপ) আবরণসমূহ থাকিবে। ইহাই সেই বিষয়, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন, 'হে আমার বান্দাগণ! আমার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।'

وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

১৮। এবং যাহারা পুণ্যের পথে বাধা-সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের ইবাদত হইতে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া থাকে— তাহাদের জন্য মহা সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও,

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٨﴾

১৯। যাহারা মনোযোগসহকারে কথা শুনে এবং উহার উত্তম অংশের অনুসরণ করে তাহারাই ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ ۚ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ﴿١٩﴾

২০। তবে যাহার উপর আযাবের আদেশ জারী হইয়া গিয়াছে সে কি (রক্ষা পাইতে পারে)? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পার যে আগুনে আছে?

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢١﴾

২১। কিন্তু যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য অবধারিত আছে বহু তল বিশিষ্ট বালাখানা, যাহার উপর আরও বালাখানা নির্মিত থাকিবে, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٢٢﴾

২২। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, ফলে উহাকে ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণের আকারে প্রবাহিত করেন; অতঃপর তিনি তদ্বারা ফসল উৎপন্ন করেন যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন? অতঃপর উহা যখন পাকিয়া শুকাইয়া যায় তখন তুমি উহাকে হলুদবর্ণ দেখিতে পাও, যাহার পর তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ খড়কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য স্মরণীয় উপদেশ রহিয়াছে।

২
[১২]
১৬

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾

২৩। তবে যাহার বক্ষঃকে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে (সমাগত) জ্যোতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে কি (ঐ ব্যক্তির সমান হইতে পারে যে এইরূপ নহে)? সুতরাং তাহাদের জন্য দুর্ভোগ যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে কঠোর! উহারাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٤﴾

২৪। আল্লাহ্ কিতাবরূপে সর্বোত্তম বাণী নাযেল করিয়াছেন, যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। ইহার (পাঠের) কারণে তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তৎপর তাহাদের দেহ ও তাহাদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণে নরম হইয়া পড়ে। ইহা আল্লাহ্‌র হেদায়াত, ইহার দ্বারা তিনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন। এবং যাহাকে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা নাই।

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। তবে যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট আযাব হইতে বাঁচিবার জন্য নিজ মুখমণ্ডলকে ঢাল বানাইবে সে কি (জান্নাতবাসীর সমান হইতে পারিবে)? এবং যালেমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিতে উহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল যাহার ফলে তাহাদের উপর এমন দিক হইতে আযাব আসিয়াছিল যাহা তাহারা অনুমানও করিতে পারে নাই।

فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহজীবনেও লাঞ্ছনা ভোগ করাইয়াছেন, এবং পরকালের আযাব হইবে গুরুতর, হায়! যদি তাহারা বুঝিত।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানবমণ্ডলীর জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। কুরআনকে আরবী ভাষায় বক্রতামুক্ত করিয়া (আমরা নাযেল করিয়াছি), যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পারে।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেনঃ এক ব্যক্তির যাহার কয়েকজন এমন মালিক রহিয়াছে যাহারা পরস্পর মত বিরোধ রাখে এবং অপর এক ব্যক্তির যাহার মালিক পুরাপুরি এক-জনই। এই দুই জনের অবস্থা কি সমান হইতে পারে? সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। নিশ্চয় তুমিও মরণশীল এবং তাহারাও নিশ্চয় মরণশীল।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। অতঃপর নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে পরস্পর কলহ-বিবাদ করিবে।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্যকে, যখন উহা তাহার নিকট আসে, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? জাহান্নামে কি কাফেরদের জন্য আবাসস্থল নাই?

وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র নিকট হইতে) সত্য আনে এবং যে ব্যক্তি উহার তস্দীক (সত্যায়ন) করে— তাহারাই মুত্তাকী।

لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে সব কিছু তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে মওজুদ থাকিবে; ইহাই সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার,

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। যেন আল্লাহ্ তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টকে তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহাদের কৃত-কর্মের মধ্যে সর্বোত্তম কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করেন।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۚ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন ? তথাপি তাহারা তোমাকে তাঁহার পরিবর্তে লোকদের ভয় দেখায়। এবং যাহাকে আল্লাহ্ বিপথগামী সাব্যস্ত করেন— তাহার জন্য অন্য কেহ পথ-প্রদর্শক নাই।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন— তাহার জন্য কেহই পথভ্রষ্টকারী হইতে পারে না। আল্লাহ্ কি মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নহেন ?

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?' তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'আল্লাহ।' তুমি বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগকে ডাক, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার অনিষ্টকে দূর করিতে পারিবে ? অথবা আল্লাহ্ আমাকে রহমত দান করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার রহমতকে রোধ করিতে পারিবে ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁহারই উপর নির্ভরশীলগণ নির্ভর করিয়া থাকে।'

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। তুমি বল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও (আমার সাধ্য অনুযায়ী কাজ) করিব, অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে,

مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤١﴾

৪১। কাহার উপর সেই আযাব আসে, যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করে এবং কাহার উপর স্থায়ী আযাব আপতিত হয় ?

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤٢﴾

৪২। নিশ্চয় আমরা মানবমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ নাযেল করিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, বস্তুতঃ সে নিজেরই কল্যাণ সাধনে এইরূপ করে, এবং যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, বস্তুতঃ সে নিজেরই আত্মার ক্ষতি সাধনের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। এবং তুমি তাহাদের উপর অভিভাবক নহ।

৪ [১০] ১

اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرٰى إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। আল্লাহ্ মানুষের রূহকে তাহাদের মৃত্যুর সময় কবয করিয়া থাকেন, এবং যাহাদের (এখনও) মৃত্যু হয় নাই (তাহাদের রূহকেও) তাহাদের নিদ্রাকালে (কবয করিয়া থাকেন)। অতঃপর যাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেন তাহাদের রূহকে ধরিয়া রাখেন, এবং অন্যগুলিকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ফিরাইয়া দেন। নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাহারা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শাফায়াতকারী দিগকে (সুপারিশকারী) ধরিয়াছে ? তুমি বল, 'যদি তাহাদের কোন ক্ষমতা না থাকে, এবং তাহাদের কোন বুদ্ধিও না থাকে, তবুও কি (তাহারা এইরূপ করিবে) ?

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তুমি বল, 'সকল প্রকার শাফায়াত (সুপারিশ) আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে রহিয়াছে; আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই। অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।'

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তাঁহাকে একক বলিয়া, তখন যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না তাহাদের অন্তরসমূহ ঘৃণায় সংকুচিত হয়, এবং যখন তিনি ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হয় অমনি তাহারা হর্ষোৎফুল্ল হয়।

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'হে আল্লাহ্ ! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা; তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের ফয়সালা করিবে যে সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে।'

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে যদি যালেমগণ উহার সব কিছুর মালিক হইত, বরং উহার সঙ্গে তদনুরূপ আরও থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় উহা কিয়ামত দিবসে কঠোর আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুক্তি-পণস্বরূপ পেশ করিত; এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহাদের উপর এমন সবকিছু প্রকাশিত হইবে যাহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে, এবং যে বিষয়ে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যখন মানুষকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাদিগকে ডাকে। কিন্তু যখন আমরা তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কোন নেয়ামত দিই, তখন সে বলে, 'ইহা তো আমাকে আমার জ্ঞানের কারণে দেওয়া হইয়াছে।' না, বরং ইহা এক পরীক্ষা; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইরূপ বলিত; কিন্তু তাহাদের অর্জিত সম্পদ তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾

৫২। সুতরাং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের উপর আপতিত হইল; এই সকল লোকের মধ্য হইতেও যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের উপর তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল অবশ্যই আপতিত হইবে; এবং তাহারা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করিতে পারিবে না।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ককে প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন ? নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

৫ [১১] ২

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

৫৪। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়;

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঝোঁক এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের উপর সেই আযাব আসিবার পূর্বে যাহা আসিবার পর তোমাদের কোন সাহায্য করা হইবে না;

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং তোমরা সর্বোত্তম শিক্ষার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, তোমাদের উপর অকস্মাৎ আযাব আসিবার পূর্বেই এমতাবস্থায় যে তোমরা বুঝিতে পারিবে না,'

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭। পাছে যেন কোন ব্যক্তি এইরূপ না বলে যে, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমি যে অবহেলা করিয়াছি উহার জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমি উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম,'

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮। অথবা পাছে কোন ব্যক্তি যেন না বলে যে, 'যদি আল্লাহ্ আমাকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমি মুত্তাকীগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম;

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯। অথবা যখন আযাবকে দেখিবে তখন যেন সে এইরূপ না বলে যে, 'যদি আমার জন্য (দুনিয়াতে) ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ

৬০। (তখন তাহাকে বলা হইবে) 'নহে, বরং তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ আসিয়াছিল — তখন তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা

وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে এবং অহংকার করিয়াছিলে এবং কাফেরদের মধ্যে শামিল হইয়াছিলে ।'

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১ । এবং যাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, কিয়ামত দিবসে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ । অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল নাই ?

وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۡ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২ । এবং আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে তাহাদের সফলতাসহ উদ্ধার করিবেন, কোন অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۡ وَّهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٣﴾

৬৩ । আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর অভিভাবক ।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪ । আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁহারই হাতে আছে, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত ।

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫ । তুমি বল, হে জাহিলগণ ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিতে আদেশ দিতেছ ?

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَىِٕنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬ । অথচ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট ওহী করা হইয়াছিল যে, যদি তুমি শিরক কর তাহা হইলে তোমার কর্ম বৃথা যাইবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭ । বরং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ বান্দাগণের মধ্যে শামিল হও ।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۡ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮ । এবং তাহারা আল্লাহ্‌র (গুণাবলীর) যথাযথ মূল্যায়ন করিতে পারে নাই । এবং কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইবে এবং আকাশসমূহ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে গুটানো থাকিবে । তিনি পবিত্র ও মহান, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহার সহিত যাহাকে শরীক করে, উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে ।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاۗءَ اللّٰهُ ۭ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯ । এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা মূর্ছিত হইয়া পড়িবে, কেবল তাহারা ব্যতীত যাহাদিগকে আল্লাহ্ (বাদ রাখিতে) চাহিবেন । অতঃপর ইহাতে দ্বিতীয় বার ফুৎকার দেওয়া হইবে,

তখন দেখ! সহসা তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া (নিজেদের বিচারের জন্য) অপেক্ষমান হইবে।

৭০। এবং পৃথিবী তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং কিতাব সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং নবীগণকে এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে সুবিচার করা হইবে এবং তাহাদের উপর অবিচার করা হইবে না।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاْيٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

৭১। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে করিয়াছে উহার পূর্ণ পরিমাণে প্রতিদান দেওয়া হইবে। এবং তাহারা যাহা কিছু করে তিনি উহা সর্বাধিক জানেন।

৭
[৭]
৪

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৭২। এবং কাফেরদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এমন কি যখন তাহারা ইহার নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসেন নাই যাঁহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিতেন?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু কাফেরদের উপর আযাবের বাক্য (যাহা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল) পূর্ণ হইল।'

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

৭৩। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তথায় তোমরা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে। অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল অতীব মন্দ।'

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৭৪। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এমনকি যখন তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইবে, এবং উহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা সুখী হও, অতএব তোমরা ইহাতে চিরকাল অবস্থান করিবার জন্য প্রবেশ কর।'

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝

৭৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সহিত কৃত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে এই জগতের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ

আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিব।' বস্তুতঃ সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান কতই না উত্তম !

أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

৭৬। এবং তুমি ফিরিশ্তাগণকে আরশের চতুর্দিকে সারিবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে সুবিচার করা হইবে এবং বলা হইবে যে, 'সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।'

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

৪০-সূরা আল্ মো'মেন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৬ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

حٰمٓ ②

২। হা মীম্।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ③

৩। এই কামিল কিতাব নাযেল হইয়াছে মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তরফ হইতে,

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ④

৪। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, পরম দানশীল। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন ঘটিবে।

مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ⑤

৫। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে না। সুতরাং (স্বাধীনভাবে) নগরে নগরে তাহাদের পরিভ্রমণ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑥

৬। তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাহাদের পরে অনেক অনেক দল (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং প্রত্যেক জাতিই তাহাদের রসূলগণকে গ্রেপ্তার করিবার সংকল্প করিয়াছিল এবং মিথ্যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা বাক-বিতণ্ডা করিয়াছিল যেন তাহারা উহার দ্বারা সত্যকে স্থানচ্যুত করিয়া নিষ্ফল করিতে পারে। ফলে আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলাম, সুতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (ভয়াবহ) হইয়াছিল!

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ⑦

৭। এবং এইভাবে তোমার প্রতিপালকের বাক্য কাফেরদের সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে যে, তাহারা আগুনের অধিবাসী।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا

৮। যাহারা 'আরশকে' বহন করে এবং যাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহার উপর ঈমান রাখে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (এই বলিয়া যে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি প্রত্যেক

فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

বস্তুকে নিজ করুণা ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছ। সুতরাং যাহারা তওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, এবং দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর;

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৯। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল কর, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দান করিয়াছ, এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, তাহাদের সহধর্মিণীগণ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও (জান্নাতে দাখিল কর)। নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়;

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১০। এবং তুমি তাহাদিগকে সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর, বস্তুতঃ তুমি যাহাকে সেই দিন অনিষ্টসমূহ হইতে রক্ষা করিবে তাহার প্রতি তুমি নিশ্চয় দয়া করিবে; এবং ইহাই প্রকৃত পক্ষে মহা সফলতা।'

১০] ৬

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝

১১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে (সেদিন) ডাকিয়া বলা হইবেঃ 'তোমাদের আত্মার প্রতি তোমাদের ঘৃণা অপেক্ষা (তোমাদের প্রতি) আল্লাহ্‌র ঘৃণা বৃহত্তর; (স্মরণ কর) যখন তোমাদিগকে ঈমানের দিকে আহ্বান করা হইত তখন তোমরা অস্বীকার করিতে।'

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝

১২। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে দুইবার মৃত্যু দিয়াছ, দুইবার আমাদিগকে জীবিত করিয়াছ; অতএব আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি। সুতরাং নিষ্কৃতি লাভের কি কোন পথ আছে?'

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝

১৩। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের এইরূপ অবস্থা এই কারণে যে, যখন আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত, তাঁহাকে একক বলিয়া তখন তোমরা অস্বীকার করিতে, কিন্তু যখন তাঁহার সহিত কোন শরীক স্থির করা হইত তখন তোমরা ঈমান আনিতে। অতএব (এখন প্রকাশ হইয়া গেল যে) সকল আদেশ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, যিনি অতি উচ্চ এবং অতি মহান।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝

১৪। তিনিই তোমাদিগকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে রিয্‌ক নাযেল করেন; কিন্তু উপদেশ কেবল ঐ ব্যক্তিই গ্রহণ করে যে (আল্লাহ্‌র দিকে) ঝুঁকে।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ⑭

১৫। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক—আনুগত্যকে একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া, যদিও কাফেররা ইহাকে অপসন্দ করুক না কেন।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮

১৬। তিনি মর্যাদায় অতি উচ্চ, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন নিজ আদেশে-বাণী অবতীর্ণ করেন যেন সে (লোকদিগকে) পরস্পর সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে।

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯

১৭। সেদিন তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের কোন কিছু গোপন থাকিবে না। আজ সর্বাধিপত্য কাহার জন্য? এক, প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র জন্য।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ⑰

১৮। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিফল দেওয়া হইবে। আজ (কাহারও উপর) কোন অবিচার করা হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأٰزِفَةِ إِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ⑱

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই আসন্ন (কিয়ামত) দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন হৃদয়গুলি অন্তর্নিহিত দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কণ্ঠাগত হইবে। তখন যালেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) হইবে না যাহার শাফায়াত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ⑲

২০। চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং বক্ষঃস্থল যাহা গোপন করিয়া রাখে তাহা তিনি জানেন।

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ⑳

২১। এবং আল্লাহ্‌ই ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করেন এবং যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকে, তাহারা কোন বিষয়েই বিচার করিতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২ [১১] ৭

أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۖ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ㉑

২২। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? তাহারা শক্তি এবং পৃথিবীতে স্মৃতিসৌধ স্থাপনের দিক দিয়া ইহাদের চাইতে অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ্ (প্রদত্ত শাস্তি) হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মত কেহই ছিল না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾

২৩। ইহা এই কারণে হইয়াছিল যে, তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিত, কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিত। সুতরাং আল্লাহ্ও তাহাদিগকে পাকড়াও করিতেন। নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী, শাস্তি দানে কঠোর।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٥﴾

২৫। ফেরাউন, হামান ও কারূনের নিকট; কিন্তু তাহারা বলিয়াছিল, '(এই ব্যক্তি) যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যখন সে আমাদের নিকট হইতে সত্যসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল তখন তাহারা বলিল, 'যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থই হইয়া থাকে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, যেন আমি মূসাকে হত্যা করি, এবং সে তাহার প্রতিপালককে (সাহায্যার্থে) ডাকুক, নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করিয়া দিবে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে।'

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং মূসা বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি হইতে আশ্রয় চাহিতেছি যে হিসাবের দিনের উপর ঈমান রাখে না।'

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۚ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং ফেরাউনের বংশ হইতে এক ঈমানদার ব্যক্তি, যে নিজ ঈমানকে গোপন করিতেছিল, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্' অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আনিয়াছে? এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যার প্রতিফল তাহারই উপর বর্তিবে; আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে সে তোমাদিগকে যে (সমস্ত আযাব সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করিতেছে, উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী, ঘোর মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ কখনও সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۗ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

৩০। 'হে আমার জাতি ! আজ আধিপত্য তোমাদের (দখলে আছে), ফলে দেশে তোমরা প্রভাবশালী। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাবের মোকাবেলায়, যখন উহা আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে, তখন আমাদিগকে কে সাহায্য করিবে ?' ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে সেই পথই দেখাইতেছি যাহা আমি স্বয়ং ভাল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে সঠিক-সৎপথেই পরিচালিত করিতেছি।'

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে (পূর্ববর্তী) বড় বড় সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) দিনের ন্যায় (তোমাদের ধ্বংসের) আশংকা করিতেছি ——

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩২। নূহ, আদ ও সামূদের জাতির এবং তাহাদের পরবর্তীদের অবস্থার অনুরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের উপর অবিচার করিতে চাহেন না;

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের ভয় করিতেছি যখন লোক একে অপরকে (সাহায্যার্থে) ডাকাডাকি করিবে,

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। সেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে, এবং কেহই আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমাদের রক্ষাকারী হইবে না, এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা হইতে পারে না।'

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۗ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু যাহা কিছু লইয়া সে তোমাদের নিকট আসিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহেই পড়িয়া রহিলে, এমন কি যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন তোমরা (নিরাশ হইয়া) বলিতে লাগিলে, 'আল্লাহ্ তাহার পরে আর কোন রসূল আবির্ভূত করিবেন না;' এইভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমালংঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন ——

اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে। ইহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয় এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও যাহারা ঈমান আনিয়াছে। এইরূপে আল্লাহ্ সকল অহংকারী স্বৈরাচারীর হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং ফেরাউন বলিল,'হে হামান ! আমার জন্য একটি উচ্চ মহল তৈরী কর যেন আমি ঐসকল প্রবেশ পথে গিয়া পৌঁছি —

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। আকাশসমূহের প্রবেশ পথে, যেন আমি মূসার মা'বূদকে দেখিতে পাই; বস্তুতঃ আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই জানি।' এবং এইরূপে ফেরাউনের দৃষ্টিতে তাহার নিকৃষ্ট কর্মকে মনোহর করিয়া দেখানো হইয়াছিল এবং তাহাকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছিল; এবং ফেরাউনের তদবীর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই অবধারিত ছিল।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ দেখাইব;

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۖ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٠﴾

৪০। হে আমার জাতি ! এই পার্থিব জীবন (ক্ষণস্থায়ী) ভোগবিলাসের সম্ভার মাত্র, এবং পরলোকই প্রকৃত পক্ষে চিরস্থায়ী আবাস;

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾

৪১। যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে, সে পুরুষ হউক বা নারী, সুতরাং এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে বেহিসাব রিয্ক দেওয়া হইবে;

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং হে আমার জাতি ! কেমন আশ্চর্য কথা ! আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি, আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকিতেছ;

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۖ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৩। তোমরা আমাকে এই জন্য ডাকিতেছ যেন আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং উহাকে তাঁহার শরীক করি যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; এবং আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল (আল্লাহ্‌র) দিকে।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٤﴾

৪৪। ইহাতে অবশ্যই কোন সন্দেহ নাই যে, যাহার দিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ সে ইহজগতেও কোন আহ্বানের অধিকারী নহে এবং পরজগতেও নহে, এবং আমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এবং সীমালংঘনকারীরাই আগুনের অধিবাসী হইবে;

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٥﴾

৪৫। সুতরাং আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিতেছি তাহা তোমরা শীঘ্রই স্মরণ করিবে। এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে উত্তমভাবে দেখিতেছেন।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا ۚ وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৬। ইহাতে আল্লাহ্ সেই (মো'মেন) ব্যক্তিকে তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন; এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট আযাব পরিবেষ্টন করিয়া লইল—

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٧﴾

৪৭। সেই আগুন, যাহার সম্মুখে তাহাদিগকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়। এবং যখন নির্ধারিত মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন (ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে যে,) 'ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠোর আযাবে দাখিল কর।'

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং যখন তাহারা আগুনের মধ্যে বাদানুবাদ করিতে থাকিবে, তখন দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে, যাহারা অহংকার করিত, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসরণ করিতাম, অতএব এখন কি তোমরা আমাদের নিকট হইতে এই অগ্নি-যন্ত্রণার কিয়দংশ অপসারিত করিতে পার?'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٩﴾

৪৯। যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো ইহার মধ্যে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণের মধ্যে যথাযথ বিচার করিয়াছেন।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং যাহারা আগুনের মধ্যে থাকিবে তাহারা জাহান্নামের প্রহরীগণকে বলিবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক যেন তিনি আযাবের দিনকে আমাদের জন্য লাঘব করিয়া দেন।'

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥١﴾

৫১। তাহারা বলিবে, 'তোমাদের রসূলগণ কি সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহসহ তোমাদের নিকট আসে নাই?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ।' তাহারা (প্রহরীগণ) বলিবে, 'তোমরা (যত চাহ) ডাকিতে থাক।' বস্তুতঃ কাফেরদের ডাক বৃথাই যায়।

৫ [১৬] ১০

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥٢﴾

৫২। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলগণকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই সাহায্য করিব, পার্থিব জীবনেও এবং ঐ দিবসেও যখন সাক্ষীগণ দাঁড়াইবে,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫৩। যেদিন যালেমদিগকে তাহাদের ওযর-আপত্তি কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য নিকৃষ্ট আবাসস্থল অবধারিত।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে আমরা (তওরাত) কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম—

هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৫৫। যাহা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৬। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। এবং তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর—— তোমার (প্রতি যাহারা) ত্রুটি-বিচ্যুতির (অপবাদ দিয়াছে তাহাদের) জন্য; এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে, তাহাদের বক্ষঃস্থলে উচ্চাকাঙ্খা ব্যতীত আর কিছুই নাই যাহা তাহারা কখনও লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজন কার্য মানুষের সৃজন কার্য হইতে বৃহত্তর, কিন্তু অধিকাংশ লোক (তাহা) অবগত নহে।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নহে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা এবং দুষ্কৃতকারীরা সমান নহে। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। (শাস্তির) নির্ধারিত মুহূর্ত নিশ্চয় আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিতেছেন,'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কিন্তু যাহারা আমার ইবাদত সম্বন্ধে অহংকার করে, তাহারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।'

ع ৭ ১

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পার। এবং দিবসকে দেখার জন্য (আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এই তো আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমাদিগকে কি করিয়া বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। যাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করে, তাহাদিগকে এইরূপে বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তিনিই আল্লাহ্, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন তোমাদের জন্য অবস্থানস্থলস্বরূপ এবং আকাশকে (সংরক্ষণার্থে) ছাদ স্বরূপ; এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করিয়াছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র রিয্ক দান করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; অতএব পরম বরকতের অধিকারী আল্লাহ্, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। তিনি চিরঞ্জীব এবং জীবন-দাতা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমরা আনুগত্যকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাক, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিয়াছে এবং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।'

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ

৬৮। তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর বীর্য হইতে, অতঃপর আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে শিশুরূপে বহির্গত করেন, অতঃপর (তিনি বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তোমাদিগকে লইয়া যান) যেন তোমরা যৌবনে পৌঁছ, অতঃপর যেন তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও; এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও রূহ্ ইহার (বার্ধক্যে

تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

উপনীত হওয়ার) পূর্বেই কবয করিয়া লওয়া হয়, এবং (তিনি এইজন্য এইরূপ করেন) যেন তোমরা (তোমাদের জন্য) নির্ধারিত সময়ে পৌঁছ এবং যেন তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পার।

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

৬৯। তিনিই (আল্লাহ্) যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহার সম্পর্কে বলেন 'হও!' তখন উহা হইয়া যায়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। তুমি কি ঐ সকল লোককে দেখ নাই যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে হঠকারিতা করিয়া বিতর্ক করে, কিভাবে তাহাদিগকে (সৎপথ হইতে) ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে!

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। যাহারা এই কিতাবকে এবং উহাকে (পয়গামকে) যাহা দিয়া আমরা আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং ইহারা শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) জানিতে পারিবে,

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۚ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। যখন তাহাদের গ্রীবাদেশে বেড়ী থাকিবে এবং শৃংখল সমূহও; (এই অবস্থায়) তাহাদিগকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে—

فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে জ্বালানো হইবে।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, 'উহারা কোথায় যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। আল্লাহ্ ব্যতীত?' তাহারা বলিবে, 'উহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে; না, বরং আমরা ইতিপূর্বে কোন বস্তুকেই (আল্লাহ্‌র সহিত শরীক বলিয়া) ডাকিতাম না; এইভাবে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে বিভ্রান্ত হইতে দেন।

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। ইহা এইজন্য যে, তোমরা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে তোমরা বড়াই করিতে।

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর উহাতে বসবাস করিবার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

৭৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যদি উহার কতকাংশ আমরা তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায় পূর্ণ করিয়া) দেখাই, অথবা (ইহার পূর্বেই) তোমাকে মৃত্যু দিই, বস্তুতঃ তাহাদিগকে আমাদের নিকটই ফিরাইয়া আনা হইবে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠাইয়াছিলাম, যাহাদের মধ্য হইতে কাহারও কাহারও বিষয় তোমার নিকট আমরা বর্ণনা করিয়াছি, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কতকের উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করি নাই; এবং কোন রসূলের পক্ষে সম্ভব নহে যে সে আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন আনে। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসে তখন ন্যায্যভাবে মীমাংসা করা হয় এবং মিথ্যাবাদীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٩﴾

৮ [১০] ১৩

৮০। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা ইহাদের কতকের উপর আরোহণ কর এবং ইহাদের কতককে আহার কর—

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং ইহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার আছে, এবং এইজন্যও যেন তোমরা ইহাদের উপর আরোহণ করিয়া তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পার। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়,

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ দেখান; অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোন্‌টিকে অস্বীকার করিবে?

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। তাহারা কি, পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যাহাতে তাহারা দেখিতে পারিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল? তাহারা সংখ্যায় ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল, এবং শক্তিতে এবং পৃথিবীতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণেও অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিত উহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং যখনই তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে তখনই তাহারা তাহাদের নিকট যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল উহার গর্বে উল্লসিত হইয়াছে এবং তাহারা যাহার (আযাবের) প্রতি উপহাস করিয়াছে তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তখনই তাহারা বলিয়াছে,'আমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিলাম এবং আমরা যাহাদিগকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছিলাম, তাহাদিগকে অস্বীকার করিলাম।'

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۚ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। কিন্তু যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহাদের ঈমান তাহাদের কোন উপকারে আসিল না। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। এবং এইভাবে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

৪১-সূরা হা মীম্ আস্ সাজ্দা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

حٰمٓ ②

২। হা মীম্ ।

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③

৩। অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে (এই কুরআন) নাযেল হইয়াছে—

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ④

৪। এমন কিতাব, যাহার আয়াতসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হইবে, যাহা আরবী (প্রাঞ্জল) ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা জ্ঞানের অধিকারী,

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ⑤

৫। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তথাপি তাহাদের অধিকাংশই বিমুখ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা শ্রবণ করে না ।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑥

৬। এবং তাহারা বলে, 'তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহা সম্বন্ধে আমাদের অন্তর পর্দায় (ঢাকা) আছে এবং আমাদের কর্ণে বধিরতা আছে, এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে এক অন্তরাল আছে । সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরাও আমাদের কাজ করি ।'

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ⑦

৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ; সুতরাং তোমরা তাঁহার দিকে যাওয়ার পথে ধৈর্যের সহিত অবিচল থাক, এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।' এবং মোশরেকদের জন্য দুর্ভোগ—

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑧

৮। যাহারা যাকাত দেয় না, বস্তুতঃ তাহারই পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑨

৯। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য নিশ্চয় অফুরন্ত প্রতিদান (অবধারিত) আছে ।

১ [৯] ১৫

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑨

১০। তুমি বল, 'তোমরা কি বাস্তবিক তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ, যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার সমকক্ষ স্থির করিতেছ ? ইনিই তো সকল জগতের প্রতিপালক।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ⑩

১১। এবং তিনি পৃথিবীতে উহার উপরিভাগে পর্বতশ্রেণী সংস্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে বহু বরকত রাখিয়াছেন এবং উহাতে চারদিনে পরিমিত পরিমাণে উহার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন— যাহা সকল অন্বেষণকারীদের জন্য সমান।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ⑪

১২। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন, তখন উহা ছিল (এক প্রকার) ধূম্র, অনন্তর তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় (আনুগত্যের জন্য) আইস।' তাহারা উভয়ে বলিল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।'

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ⑫

১৩। অতঃপর তিনি উহাদিগকে সাত আকাশে সম্পূর্ণ করিলেন দুই দিনে; এবং প্রত্যেক আকাশকে উহার কার্য সম্বন্ধে ওহী করিলেন। এবং আমরা নিম্নতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করিলাম, এবং হিফাযতের কারণ করিলাম। ইহা হইল পরম পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ⑬

১৪। অতঃপর যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে আদ এবং সামূদ জাতির ধ্বংসাত্মক আযাবের মত ধ্বংসাত্মক আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি।'

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ⑭

১৫। যখন তাহাদের নিকট রসূলগণ তাহাদের সম্মুখেও এবং তাহাদের পশ্চাতেও আগমন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না—তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি (আমাদের উপর) ফিরিশ্‌তাগণকে নাযেল করিতেন। সুতরাং তোমরা যে শিক্ষাসহ প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করিতেছি।'

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

১৬। এবং আদ জাতির বিবরণ এই যে, তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিত এবং বলিত, 'শক্তিতে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কে ?' তাহারা কি চিন্তা করিয়া

الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۭ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾

দেখে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ্, যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শক্তিতে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ? এবং তাহারা হঠকারিতা করিয়া আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিত ।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭ । ফলে আমরা তাহাদের উপর অশুভ দিনসমূহে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠাইয়াছিলাম যাহাতে আমরা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাজনক আযাব ভোগ করাই । এবং পরকালের আযাব অবশ্যই ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাঞ্ছনাজনক হইবে এবং তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না ।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮ । আর সামূদ জাতির বিবরণ এই যে, আমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম । কিন্তু তাহারা হেদায়াতের পরিবর্তে অন্ধত্বকে পসন্দ করিয়াছিল; তখন তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে এক লাঞ্ছনাজনক আযাবের প্রকট বজ্রধ্বনি আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল ।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯ । আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত, আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ।

২ [১০] ১৬

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاۗءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾

২০ । এবং যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদিগকে আগুনের অভিমুখে সবেবত করা হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হইবে;

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَاۗءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১ । এমন কি যখন তাহারা উহার নিকটে পৌছিবে, তখন তাহারা যে সকল কার্যকলাপ করিত উহার জন্য তাহাদের কর্ণ, তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের চর্ম তাহাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۭ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾

২২ । এবং তাহারা নিজেদের চর্মকে বলিবে, 'তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে ?' উহারা বলিবে, 'সেই আল্লাহ্ আমাদিগকে বাক্শক্তি দিয়াছেন যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাক্শক্তি দিয়াছেন । এবং তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ

২৩ । এবং তোমরা (তোমাদের পাপসমূহকে) এই কারণে গোপন করিতে না যে, (পরকালে) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, বরং তোমরা

اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

ধারণা করিতে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নহেন যাহা তোমরা করিতেছ ।

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৪ । এবং তোমাদের এই কুধারণাই, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করিয়া আসিয়াছ, তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছ ।'

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৫ । এখন তাহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও আগুনই হইবে তাহাদের আবাসস্থল, এবং তাহারা (আল্লাহ্র সমীপে) নৈকট্য কামনা করিলেও তাহারা নৈকট্য-প্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

২৬ । এবং আমরা তাহাদের জন্য এমন সহচরবৃন্দ নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহাদের সম্মুখবর্তী এবং তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী সকল কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোহর করিয়া দেখাইয়াছে, ফলে তাহাদের উপরও সেই প্রত্যাদেশ জারী হইয়া গেল যাহা জিন্ন এবং ইনসানের অপরাপর জাতিসমূহের উপর জারী হইয়াছিল, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে । নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٣١﴾

২৭ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শুনিও না, এবং ইহার মধ্যে (পাঠ কালে) শোর গোল সৃষ্টি কর, যাহাতে তোমরা জয় লাভ করিতে পার ।'

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

২৮ । সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আমরা ইহার-জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব এবং তাহাদিগকে তাহাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের প্রতিফল দিব ।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

২৯ । আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতিফল ইহাই— আগুন । তথায় তাহাদের জন্য দীর্ঘকাল বসবাসের আবাস (অবধারিত) রহিয়াছে, ইহা হইবে প্রতিফল স্বরূপ, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে হঠকারিতার সহিত অস্বীকার করিত,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩০ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! জিন্ন ও ইনসান হইতে আমাদিগকে ঐ সকল লোক দেখাইয়া দাও যাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, যাহাতে আমরা তাহাদের উভয়কে আমাদের পদতলে মর্দন করি, যাহাতে তাহারা নিকৃষ্টতম লোকদের অন্তর্গত হইয়া যায় ।'

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾

৩১। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তাহারা দৃঢ়তার সহিত অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফিরিশ্তাগণ নাযিল হয় (এই বলিয়া), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হইও না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে,

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣٢﴾

৩২। আমরা তোমাদের বন্ধু— ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও। তথায় তোমাদের মন যাহা কিছু কামনা করিবে তাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং যাহা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করিবে তাহাও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে—

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٣﴾

৩৩। অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ের পক্ষ হইতে ইহা আপ্যায়ন স্বরূপ হইবে।'

৪ [৭] ১৮

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত ?'

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। বস্তুতঃ ভাল এবং মন্দ সমান নহে; অতএব তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রহিয়াছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হইয়া যাইবে।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾

৩৬। কিন্তু ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা ধৈর্য ধারণ করে, এবং ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র তাঁহার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। তোমরা সূর্যকে সেজদা করিও না, এবং চন্দ্রকেও না, বরং তোমরা কেবল সেই আল্লাহ্‌কে সেজদা কর, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٩﴾ ۩

৩৯। যদি তাহারা অহংকার করে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যাহারা তোমার প্রতিপালকের সন্নিধানে আছে, তাহারা রাত্রিতে ও দিবসে তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহারা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয় না।

সেজদা-১১

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত যে, তুমি পৃথিবীকে শুষ্ক-তৃণহীন দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ ও স্ফীত হইয়া উঠে; নিশ্চয় যিনি উহাকে (যমীনকে) সঞ্জীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদাতা; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۗ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾

৪১। যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে বক্রতা দেখাইবার জন্য উহাদিগকে বিকৃত করে তাহারা কখনও আমাদের দৃষ্টি হইতে গোপন নহে যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তি কি উত্তম অথবা যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে শান্তির সহিত (আমাদের নিকটে) আসিবে, সে উত্তম ? তোমরা যাহা চাহ কর; যাহা কিছু তোমরা করিতেছ, নিশ্চয় তিনি উহার দ্রষ্টা।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় যাহারা এই যিক্‌রকে (কুরআনকে) অস্বীকার করিয়াছে যখন ইহা তাহাদের নিকট আসিল (তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে)। অথচ ইহা নিশ্চয়ই এক মহা সম্মানিত কিতাব,

لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۗ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾

৪৩। কোন প্রকার মিথ্যা ইহার নিকট ইহার সম্মুখ হইতেও আসিতে পারে না এবং ইহার পশ্চাৎ হইতেও না। পরম প্রজ্ঞাময়, মহা-প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইহা নাযেল হইয়াছে।

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। তোমাকে (শত্রুপক্ষ হইতে) কেবল উহাই বলা হইতেছে যাহা তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হইয়াছিল। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমার অধিকারী এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মালিক।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۗ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۗ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং আমরা যদি ইহাকে অনারবী ভাষায় (নাযেল) করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীরা) বলিত, 'কেন ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় নাই ? কি ! ভাষা অনারবী এবং (নবী) আরবীয় ?' তুমি বল, 'ইহা একটি হেদায়াত এবং আরোগ্য তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে।' এবং যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদের কর্ণে বধিরতা আছে, এবং ইহা তাহাদের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারাই এমন লোক (যেন) তাহাদিগকে অনেক দূরবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করা হইতেছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং আমরা মূসাকেও এক কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহার মধ্যেও মতভেদ করা হইয়াছিল; বস্তুতঃ যদি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বাক্য পূর্ব হইতে বলা না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের মধ্যে (অনেক পূর্বেই) ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত; এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত রহিয়াছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٧﴾

৪৭। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, বস্তুতঃ উহা তাহারই নিজের কল্যাণের জন্য হইবে; এবং যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে, উহার শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। এবং তোমার প্রতিপালক বান্দাগণের প্রতি আদৌ যুলুমকারী নহেন।

২৫তম পারা

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِيْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۖ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٨﴾

৪৮। কেবল তাঁহারই প্রতি কিয়ামতের জ্ঞান সমর্পিত হয়। তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল উহার কলির আবরণ হইতে বাহির হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, এই বলিয়া যে, 'কোথায় আমার শরীকেরা?' তাহারা বলিবে, 'আমরা তোমাকে স্পষ্টভাবে নিবেদন করিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে কেহই (এই কথার) সাক্ষী নাই'।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٩﴾

৪৯। তাহারা পূর্বে যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে এবং তাহারা বিশ্বাস করিবে যে, এখন তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۖ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿٥٠﴾

৫০। মানুষ নিজ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে কখনও ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যদি কোন অকল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে তখনই সে নিরাশ হইয়া পড়ে।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۖ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥١﴾

৫১। এবং তাহাকে কোন দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর যদি আমরা আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন অবশ্যই সে বলিতে থাকে, 'ইহা তো আমারই প্রাপ্য এবং আমি বিশ্বাস করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমার জন্য তাঁহার নিকট উত্তম নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত থাকিবে।' সুতরাং আমরা অবশ্যই কাফেরদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব এবং অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

৫২ । এবং যখন আমরা মানুষকে কোন নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং নিজ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া ফেলে, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শে করে তখন সে লম্বা-চওড়া দোয়া করিতে থাকে ।

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

৫৩ । তুমি বল, 'তোমরা চিন্তা করিয়া আমাকে বল, যদি ইহা আল্লাহ্‌র সন্নিধান হইতে সমাগত হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হইতে পারে ?'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫৪ । নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাইব এমন কি তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, ইহা সুনিশ্চিত সত্য । ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক ?

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

৫৫ । শুন ! তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহে নিপতিত; আবার শুন ! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ।

أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌۢ ﴿٥٤﴾

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ

৪২-সূরা আশ্ শূরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৪ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ②

২। হা মীম্ ।

عٓسٓقٓ ③

৩। আইন সীন কাফ ।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

৪। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এইভাবে তোমার প্রতি ওহী নাযেল করিতেছেন যেভাবে তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি (ওহী নাযেল) করিয়াছিলেন ।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ⑤

৫। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, সব কিছু তাঁহারই; এবং তিনি অতীব উচ্চ-মর্যাদাশালী, অতীব মহান ।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑥

৬। আকাশসমূহ উহাদের উপর হইতে বিদীর্ণ হইয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে, এমতাবস্থায় যে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে । এবং পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে । শুন ! নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۡ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑦

৭। এবং যাহারা তাঁহাকে ব্যতিরেকে অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছে; আল্লাহ্ তাহাদের উপর (তাহাদের কার্যকলাপের) সংরক্ষণকারী, এবং তুমি তাহাদের উপর অভিভাবক নহ ।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ⑧

৮। এবং এইভাবে আমরা তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন ওহী করিয়াছি যেন তুমি জনপদ-জননী (মক্কা) এবং ইহার চতুর্দিকের লোকদিগকে সতর্ক কর এবং সমবেত হওয়ার সেই দিন সম্বন্ধেও সতর্ক করিয়া দাও, যাহার (আগমন) সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; সেদিন এক দল (যাইবে) জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে ।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

৯। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদের সকলকে এক উম্মতভুক্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন তাহাকে নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। বস্তুতঃ যালেমরা এমন যে তাহাদের কোন অভিভাবকও নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ ۖ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১০। তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছে ? অতএব (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

১১। এবং তোমরা যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর, উহার শেষ ফয়সালা আল্লাহ্র নিকট। (তুমি বল) 'এই হইতেছেন আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্তন করি।'

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

১২। তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হইতে (তাহাদের জন্য) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি ইহার মধ্যে তোমাদিগকে বিস্তৃত করিয়াছেন। কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

১৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবীসমূহ তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য চাহেন রিয্ক সম্প্রসারিত করেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

১৪। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন সেই দীন যাহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, এবং যাহা আমরা (এখন) তোমার প্রতি ওহী করিলাম, এবং আমরা ইব্রাহীম এবং মূসা এবং ঈসাকে ইহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলাম যে, 'তোমরা এই দীনকে (পৃথিবীতে) সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং ইহাতে কখনও মতভেদ করিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইও না। মোশরেকদের উপর উহা অনেক কঠিন, যাহার প্রতি তুমি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের জন্য মনোনীত করেন, এবং যে তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহাকে নিজের দিকে হেদায়াত দেন।'

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ⑭

১৫। এবং তাহাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞান সমাগত হওয়ার পরেই তাহারা পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিল। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত (অবকাশ দানের) এক বাক্য পূর্ব হইতে ঘোষিত না থাকিত, তাহা হইলে (বহু পূর্বেই) তাহাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং তাহাদের পরে যাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছিল তাহারা নিশ্চয় ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত আছে।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۭ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۭ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ⑮

১৬। অতএব তুমি (এই দীনের প্রতি লোকদিগকে) আহ্বান কর। এবং যেভাবে তোমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে তুমি (এই দীনের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক; এবং তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং বল 'আল্লাহ্ কিতাব হইতে যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন উহার উপর আমি ঈমান আনিয়াছি, এবং তোমাদের মধ্যে সুবিচার করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি; আল্লাহ্ আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, এবং তাঁহারই নিকট (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।'

وَالَّذِيْنَ يُحَاۗجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ⑯

১৭। এবং যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাঁহার আহ্বান গৃহীত হওয়ার পর হঠকারিতা করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে গণ্ড হইয়া যাইবে। এবং তাহাদের উপর (তাঁহার) ক্রোধ (বর্ষিত হইবে) এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর আযাব।

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ⑰

১৮। আল্লাহ্ তিনি, যিনি সত্য সহকারে কামিল কিতাব এবং তুলাদণ্ড নাযেল করিয়াছেন; এবং কিসে তোমাকে অবগত করিবে যে, নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্ভবতঃ সন্নিকটবর্তী।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۭ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ⑱

১৯। যাহারা সেই নির্ধারিত সময়ের প্রতি ঈমান আনে না, তাহারাই উহাকে সত্বর কামনা করে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা উহার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত, এবং তাহারা জানে যে, উহা অবশ্য সত্য। শুন! যাহারা নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করে, তাহারা ঘোর ভ্রান্তিতে নিপতিত।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾

২০। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি পরম সদয়, তিনি যাহাকে চাহেন (প্রচুর) রিয্ক দেন। এবং তিনি পরম শক্তিশালী, মহা পরাক্রমশালী।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

২১। যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহার জন্য তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দিই, এবং যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহাকে ইহা হইতে কিছু (অংশ) দিয়া দিই, কিন্তু পরকালে তাহার জন্য কোন অংশ থাকিবে না।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২। তাহাদের জন্য কি এরূপ কিছু শরীক আছে যাহারা তাহাদের জন্য এমন ধর্মীয় বিধান নির্ণয় করিয়াছে যাহার কোন আদেশ আল্লাহ্ দেন নাই? বস্তুতঃ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বাক্য নির্ধারিত হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضَاتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

২৩। তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহার জন্য তুমি যালেমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখিবে অথচ উহা তাহাদের উপর অবশ্যই আপতিত হইবে। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা জান্নাতসমূহের সবুজ তৃণবহুল স্থানে থাকিবে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে তাহাদের জন্য উহা মওজুদ থাকিবে। ইহা হইবে (তাঁহার) মহা অনুগ্রহ।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

২৪। ইহাই সেই বিষয় যাহার সুসংবাদ আল্লাহ্ নিজের বান্দাগণকে দিতেছেন, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট হইতে ইহার (খিদমতের) বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না, একমাত্র সৌহার্দ ও প্রেম-প্রীতি ছাড়া যাহা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিদ্যমান। এবং যে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর কার্য করে আমরা তাহার জন্য সেই কার্যে সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতীব গুণগ্রাহী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾

২৫। তাহারা কি বলে যে, 'সে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রচনা করিয়াছে?' আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার অন্তরের উপর মোহর মারিয়া দিতে পারেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং সত্যকে নিজ বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি বক্ষঃস্থলে নিহিত কথা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তিনিই তো নিজ বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। এবং তোমরা যাহা কিছু কর, তাহা তিনি অবগত আছেন।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের দোয়া কবুল করেন যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ দ্বারা (তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার অপেক্ষা) তাহাদিগকে অধিক দিয়া থাকেন; এবং কাফেরদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং যদি আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণের জন্য রিয্ককে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহ করিত, কিন্তু তিনি যাহা কিছু চাহেন পরিমাণ অনুযায়ী নাযেল করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত পর্যবেক্ষক।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং তিনিই তো তাহাদের নিরাশ হইয়া যাওয়ার পর বারি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমতকে বিস্তৃত করিয়া দেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, সকল প্রশংসার অধিকারী।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন উহা তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং তিনি যখন চাহিবেন তাহাদের সকলকে একত্রিত করিতে সক্ষম।

৩ [১০] ৪

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয় উহা তোমাদের কৃত-কর্মেরই কারণে। এবং তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে) কখনও ব্যর্থ করিতে পারিবে না; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং সমুদ্রে পর্বতসদৃশ দ্রুতগামী জাহাজগুলিও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত।

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুর চলাচলকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন, ফলে সেইগুলি সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে; নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন আছে,

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। অথবা সেইগুলিকে (আরোহীসহ) তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু তিনি বহু অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

৩৬। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে তিনি তাহাদিগকে জানেন, তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۝

৩৭। এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র, এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাহা কিছু আছে উহা উৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক স্থায়ী—— তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

৩৮। এবং যাহারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীল কার্যকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করিয়া দেয়,

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝

৩৯। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে, এবং তাহাদের কাজ তাহাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ করে।

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۠ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۠ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৪০। এবং তাহাদের উপর যখন কোন যুলুম হয় তখন তাহারা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝

৪১। এবং (স্মরণ রাখিও যে) মন্দের প্রতিফল উহার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র জিম্মায়। আল্লাহ্ যালেমদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৪২। এবং অবশ্য যাহারা, তাহাদের উপর যুলুম হওয়ার পর, প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝

৪৩। অভিযোগ তো কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়। এই সকল লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব (অবধারিত) আছে।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৪৪। এবং অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে—নিশ্চয় এই আচরণ দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্গত।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

৪৫। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য ইহার পর আদৌ কোন রক্ষাকারী অভিভাবক হইতে পারে না। এবং তুমি যালেমদিগকে, যখন তাহারা আযাব প্রত্যক্ষ করিবে, বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি ?'

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং তুমি তাহাদিগকে অপমানের দরুন অবনত অবস্থায় আযাবের সম্মুখে আনিতে দেখিবে, এবং দেখিবে যে, তাহারা আড় চোখে তাকাইতেছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।' তোমরা মনযোগ দিয়া শোন ? যালেমগণ নিশ্চয় এক চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে অবস্থান করিবে।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٧﴾

৪৭। তাহাদের এমন কোন বন্ধু থাকিবে না যে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য (হেদায়াত পাওয়ার) কোন পথ থাকে না।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٨﴾

৪৮। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আসিবার পূর্বে যাহাকে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় প্রতিহত করা যাইবে না। সেই দিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থলও থাকিবে না এবং তোমাদের অস্বীকার করারও কোন উপায় থাকিবে না।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٩﴾

৪৯। কিন্তু যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর হিফাযতকারী করিয়া পাঠাই নাই। কেবল (সংবাদ) পৌঁছাইয়া দেওয়াই তোমার কর্তব্য এবং প্রকৃত বিষয় এই যে, আমরা যখন মানুষকে নিজ সন্নিধান হইতে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু যদি তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন দেখ! মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٥٠﴾

৫০। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে চাহেন কন্যা দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন পুত্র দান করেন;

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥١﴾

৫১। অথবা তিনি তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা মিলাইয়া দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন বন্ধ্যা করিয়া দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ

৫২। এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে যে, আল্লাহ্ তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন—— কিন্তু কেবল ওহীযোগে অথবা পর্দার অন্তরাল হইতে অথবা এমন দূত প্রেরণ করিয়া যে

مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥٣﴾

তাঁহার আদেশানুযায়ী উহা ওহী করে যাহা তিনি চাহেন। নিশ্চয় তিনি অতীব উচ্চ মর্যাদাবান, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ
تَدْرِي مَا الْكِتَٰبُ وَلَا الْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ
نُورًا نَّهْدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ
لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশ-বাণী ওহী করিয়াছি। তুমি জানিতে না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমরা ইহাকে (বাণীকে) আলোকস্বরূপ করিয়াছি, যদ্দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহি হেদায়াত দিই। এবং নিশ্চয় তুমি (লোকদিগকে) সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতেছ,

صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ
أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

৫৪। সেই আল্লাহ্‌র পথে যিনি আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব কিছুর মালিক। মনে রাখিও, সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

৪৩-সূরা আয্ যুখ্রুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯০ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

حٰمٓ ②

২। হা মীম্।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৩। এই সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ,

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ④

৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআনরূপে (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাবরূপে) প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝিতে পার।

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ⑤

৫। এবং নিশ্চয় ইহা আমাদের নিকট উম্মুল কিতাবে (মূল-গ্রন্থে) আছে, যাহা অতীব মহিমান্বিত, পরম হিকমতপূর্ণ।

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ⑥

৬। আমরা কি (তোমাদিগকে হেদায়াত হইতে বঞ্চিত রাখিয়া) উপেক্ষাপূর্বক তোমাদের নিকট হইতে এই যিক্র বর্ণনা করা প্রত্যাহার করিয়া লইব, এই জন্য যে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি ?

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ⑦

৭। এবং আমরা পূর্ববর্তীদের মধ্যে কত নবী পাঠাইয়াছিলাম !

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑧

৮। কিন্তু তাহাদের নিকট এমন কোন নবী আসে নাই, যাহার সহিত তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করে নাই।

فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑨

৯। এবং শৌর্যে-বীর্যে ইহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী জাতিকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, এবং (এইভাবে) পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হইয়াছে।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ⑩

১০। এবং তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশ-সমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলিকে মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন,

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١١﴾

১১। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যাস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহাতে বহু পথ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলিতে পার,

وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। এবং যিনি মেঘ হইতে পরিমাণমত বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা মৃত যমীনকে জীবিত করিয়া তুলি—এইরূপে তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে,

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩। এবং যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য যিনি নৌকাসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের উপর তোমরা আরোহণ করিয়া থাক,

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। যেন তোমরা উহাদের পৃষ্ঠদেশে স্থিরভাবে উপবেশন করিতে পার, অতঃপর তোমরা যখন উহাদের উপর স্থিরভাবে উপবেশন কর, তখন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং বল, 'তিনি পবিত্র, যিনি ইহাদিগকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, অথচ আমরা ইহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম ছিলাম না,

وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। এবং নিশ্চয়ই আমরাও আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া যাইব।'

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٦﴾

১৬। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁহারই বান্দাদের মধ্য হইতে একাংশকে (শরীকরূপে) নির্ধারিত করিয়াছে। নিশ্চয় মানুষ স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন পুত্র দ্বারা ?

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও উহার সুসংবাদ দেওয়া হয় যাহাকে সে রহমান আল্লাহ্‌র জন্য উপমা বর্ণনা করিয়া থাকে, তখন তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, এবং চাপা ক্রোধে সে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে।

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٩﴾

১৯। তবে কি (তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে) যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বাক-বিতণ্ডার মধ্যে স্পষ্টভাবে (নিজের) মনোভাবও প্রকাশ করিতে পারে না ?

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۗ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۗ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তাহারা ফিরিশ্‌তাগণকে, যাহারা রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা, নারীরূপে অভিহিত করিয়াছে। তাহারা কি উহাদের সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিল ? তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষ্য নিশ্চয়

লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে ।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢١﴾

২১ । এবং তাহারা বলে, 'যদি রহমান আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমরা উহাদের ইবাদত করিতাম না ।' এই সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই । তাহারা কেবল অনুমান করিয়া অবান্তর কথা বলিতেছে ।

أَمْ آتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢٢﴾

২২ । আমরা কি ইহার পূর্বে তাহাদিগকে এরূপ কোন কিতাব দিয়াছিলাম, যাহাকে তাহারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছে ?

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰى آثٰرِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

২৩ । না, বরং তাহারা বলিতেছে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই ধর্ম-পদ্ধতির উপরেই বদ্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণে পরিচালিত আছি ।'

وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلٰى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰى آثٰرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

২৪ । এবং এইভাবে (হে নবী !) আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠাই নাই যাহার বিত্তশালী লোকগণ এই কথা বলে নাই যে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এক ধর্ম-পদ্ধতির উপর বদ্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া যাইতেছি ।'

قٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫ । সে (তাহাদের রসূল) বলিল, 'যে ধর্ম-পদ্ধতির উপর তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছ, যদি আমি উহার চাইতেও উৎকৃষ্টতর শিক্ষা তোমাদের জন্য লইয়া আসি তবুও কি (তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে) ?' তাহারা বলিল, 'যে শিক্ষাসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ, আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিতেছি ।'

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٦﴾

২৬ । অতএব আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম । সুতরাং দেখ (নবীর প্রতি) মিথ্যাআরোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল !

২ [১০] ৮

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾

২৭ । এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাহার পিতা এবং তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি উহা হইতে মুক্ত যাহার ইবাদত করিতেছ তোমরা,

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٨﴾

২৮ । কেবল তিনি ব্যতিরেকে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন ।'

وَ جَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং তিনি তাহার বংশের মধ্যে এই শিক্ষাকে এক স্থায়ী বিধানরূপে প্রবর্তিত করিলেন যেন তাহারা (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٠﴾

৩০। না, বরং আমি ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ক্রমাগত পার্থিব ধন-সম্ভার দান করিয়া আসিয়াছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সত্য (কুরআন) এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিল।

وَ لَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّ اِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং যখন তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু, এবং আমরা ইহা অস্বীকার করিতেছি।'

وَ قَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং তাহারা ইহাও বলিল যে, 'এই কুরআন দুইটি নগরীর মধ্য হইতে কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযেল করা হইল না কেন?'

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতকে বন্টন করিতেছে? আমরাই তাহাদের মধ্যে এই পার্থিব জীবনে তাহাদের জীবিকা বন্টন করি; এবং তাহাদের কতককে কতকের উপর পদ-মর্যাদায় উন্নীত ও সম্মানিত করি যাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে কতক তাহাদের কতককে অধীনস্থ করিতে পারে। এবং তাহারা যে সম্পদ জমা করে উহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের রহমত উত্তম।

وَ لَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, সমগ্র মানবমণ্ডলী একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আমরা রহমান আল্লাহ্‌র অস্বীকারকারীগণের জন্য তাহাদের গৃহগুলির ছাদসমূহ এবং সিঁড়িসমূহ, যাহার উপর দিয়া তাহারা আরোহণ করে, রৌপ্যনির্মিত করিয়া দিতাম;

وَ لِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং তাহাদের গৃহগুলির দ্বারসমূহ এবং পালঙ্ক সমূহকেও, যাহার উপর তাহারা হেলান দিয়া উপবেশন করে (রৌপ্য নির্মিত করিয়া দিতাম),

وَ زُخْرُفًا وَ اِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। পরন্তু স্বর্ণনির্মিত করিয়া দিতাম। কিন্তু এই সব কেবল পার্থিব জীবনের সম্পদ। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট মুত্তাকীগণের জন্য রহিয়াছে পরজগৎ (এর সুখ-শান্তি)।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং যে ব্যক্তি রহমান আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যায়, আমরা শয়তানকে তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া দিই, অতঃপর সে তাহার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হইয়া যায়।

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (শয়তানরা) তাহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত রাখে, তথাপি তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎপথে চলিতেছে;

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٩﴾

৩৯। এমন কি, যখন সে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হায়! (হে শয়তান!) আমার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকিত! সে কত মন্দ সঙ্গী!

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং (তাহাদিগকে বলা হইবে যে,) 'আযাবে তোমাদের সকলের শরীক হওয়া আজ তোমাদের আদৌ উপকার করিবে না, যেহেতু তোমরা যুলুম করিয়াছ।'

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤١﴾

৪১। এমতাবস্থায় তুমি কি বধিরগণকে শুনাইতে পারিবে, অথবা অন্ধগণকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে, এবং তাহাকেও (পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে) যে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে?

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। অনন্তর যদি আমরা তোমাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লই তবুও আমরা তাহাদের নিকট হইতে নিশ্চয় প্রতিশোধ গ্রহণ করিব;

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। অথবা আমরা তোমাকে সেই বিষয় অবশ্যই দেখাইয়া দিব যাহার প্রতিশ্রুতি আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর ক্ষমতাবান।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। সুতরাং যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে তুমি উহা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর, নিশ্চয় তুমি সরল-সুদৃঢ় পথে আছ।

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) তোমার জন্য এবং তোমার জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়; এবং নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের আমল সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং তোমার পূর্বে আমরা আমাদের যে সব রসূল পাঠাইয়াছি, তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা কি রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য এমন মা'বূদ স্থির করিয়াছিলাম, যাহাদের ইবাদত করা হইত?'

৪ [১০] ১০

৪৭। এবং আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; অতএব সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত একজন রসূল।'

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। অতঃপর যখন সে আমাদের নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল, তো দেখ! তখন তাহারা এইগুলির প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার পূর্ববর্তী নিদর্শন হইতে বড় ছিল না, এবং আমরা তাহাদিগকে আযাবে ধৃত করিয়াছিলাম যেন তাহারা (আমাদের দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এতদসত্ত্বেও তাহারা (প্রত্যেক বারই) বলিল, 'হে যাদুকর! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রার্থনা কর, যাহার অঙ্গীকার তিনি তোমার সঙ্গে করিয়াছেন (যদি আযাব টলিয়া যায় তাহা হইলে), নিশ্চয়ই আমরা হেদায়াত গ্রহণ করিব।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতঃপর যখনই আমরা তাহাদের উপর হইতে আযাবকে অপসারিত করিতাম, তো দেখ! তখনই তাহারা অঙ্গীকার ভংগ করিত।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং ফেরাউন তাহার জাতির মধ্যে ঘোষণা করিল; 'হে আমার জাতি! মিশর দেশ কি আমার অধিকারভুক্ত নহে এবং এই সব নহর কি আমার অধীনে প্রবাহিত হইতেছে না? তথাপি তোমরা কি দেখিতেছ না?

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। না, বরঞ্চ আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অতি হীন, এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলিতে পারে না।

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٣﴾

৫৪। অতএব কেন তাহার উপর স্বর্ণের কঙ্কণ নাযেল করা হয় নাই, অথবা কেন তাহার সহিত ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধ হইয়া আসে নাই?'

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এইভাবে সে তাহার জাতিকে হালকা (বুদ্ধিহারা) করিয়া ফেলিল; ফলে তাহারা তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্যকারী জাতি ছিল।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬। সুতরাং যখন তাহারা আমাদিগকে রাগান্বিত করিল, তখন আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম, এবং তাহাদের সকলকে জলমগ্ন করিলাম।

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিলাম এবং পরবর্তীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত করিয়া দিলাম।

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫ [১১] ১১

৫৮। এবং যখনই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, তো দেখ! তখনই তোমার জাতি ইহাতে হৈ চৈ আরম্ভ করে।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের মা'বূদ শ্রেষ্ঠ, না সে?' এবং তাহারা কেবল বাক-বিতণ্ডা স্বরূপই তোমাকে এই কথা বলে। বরং তাহারা বড়ই ঝগড়াটে জাতি।

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। সে (আমাদের) কেবল এক বান্দা ছিল, যাহাকে আমরা পুরস্কার দান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে বনী ইস্রাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং আমরা চাহিলে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে কতককে ফিরিশ্তা করিয়া দিতাম, যাহারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হইত।

وَلَوْ نَشَاۗءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰۗىِٕكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং সে নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি নিদর্শন; সুতরাং উহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করিও না, এবং আমার অনুসরণ কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং শয়তান যেন তোমাদিগকে (সঠিক পথ হইতে) নিবৃত্ত করিয়া না রাখে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٣﴾

৬৪। এবং ঈসা যখন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহসহ আগমন করিল, তখন সে বলিল, 'আমি তোমাদের নিকট হিকমতের বিষয় লইয়া আসিয়াছি, এবং (এই জন্য আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদিগকে এমন কতক বিষয় খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করি যাহার সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَلَمَّا جَاۗءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٤﴾

৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٥﴾

৬৬। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ করিতে লাগিল; সুতরাং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক কষ্টদায়ক দিনের আযাবের দুর্ভোগ!

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٦﴾

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। তাহারা কেবল নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা অকস্মাৎ তাহাদের উপর আপতিত হয়, যখন তাহারা ইহা অনুভবও করিতে না পারে।

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। সেদিন একমাত্র মুত্তাকীগণ ব্যতীত অন্য বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হইবে;

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। (আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিবেন) 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। (তোমরা এমন) যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছে,

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। (তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সম্মানিত ও আনন্দিত হইয়া জান্নাতে প্রবেশ কর।'

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। তাহাদের সমক্ষে স্বর্ণ নির্মিত রেকাবীসমূহ ও পানপাত্র সমূহ বারবার পরিবেশিত হইবে এবং তথায় তাহাদের মন যাহা চাহিবে এবং যাহাতে নয়নসমূহ তৃপ্তি লাভ করিবে তাহাই তাহাদের জন্য মওজুদ থাকিবে। এবং (বলা হইবে) তোমরা ইহার মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। 'এবং ইহাই সেই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে—— সেই কর্মের বিনিময়ে যাহা তোমরা করিতে।

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। তোমাদের জন্য ইহার মধ্যে প্রচুর ফল-মূল রহিয়াছে যাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।'

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। নিশ্চয় অপরাধীগণ দোযখের আযাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়া থাকিবে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না, এবং উহার মধ্যে তাহারা নিরাশ হইয়া যাইবে।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। বস্তুতঃ আমরা তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করি নাই, বরং তাহারা নিজেরাই যালেম ছিল।

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং তাহারা চিৎকার করিয়া ডাকিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদিগকে শেষ

করিয়া দেন ।' সে বলিবে, 'তোমরা দীর্ঘকাল (এখানেই) অবস্থান করিবে ।'

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯ । (আল্লাহ্ বলিবেন)'আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে ঘৃণা করিত ।'

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০ । তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প করিয়া লইয়াছে ? তাহা হইলে আমরাও (তাহাদিগকে ধ্বংস করার) দৃঢ় সংকল্প করিয়া লইয়াছি ।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১ । তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদের গুপ্ত বিষয়াবলী এবং তাহাদের গুপ্ত পরামর্শগুলি শুনিতে পাই না ? এইরূপ নহে, বরং আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্তাগণ) তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া লিখিতেছে ।

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২ । তুমি বল, 'যদি রহমান আল্লাহ্র কোন পুত্র থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইবাদতকারীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম হইতাম ।'

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩ । আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি, আরশের অধিপতি, ঐসব বিষয় হইতে পবিত্র ও মহান, যাহা তাহারা (তাঁহার প্রতি) আরোপ করিতেছে ।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪ । অতএব তুমি তাহাদিগকে বৃথা বাক-বিতণ্ডা এবং ক্রীড়া-কৌতুক করিতে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ।

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٥﴾

৮৫ । এবং তিনিই আকাশেও মা'বূদ এবং পৃথিবীতেও মাব্'দ, বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী ।

وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬ । এবং তিনি পরম বরকতের অধিকারী যাঁহার জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবকিছুর আধিপত্য; এবং নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান একমাত্র তাঁহারই নিকট; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭ । এবং তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাকিয়া থাকে, তাহারা শাফায়াত (সুপারিশ) করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না; কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে, এবং তাহারা ইহা ভালরূপে জানে ।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর 'কে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?' তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ'। তাহা হইলে তাহারা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছে ?

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯। তাহার (এই রসূলের) এই উক্তির কসম, যখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! ইহারা এমন এক জাতি, যাহারা ঈমান আনিতেছে না।'

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾

৯০। (আমরা উত্তরে বলিলাম) সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; অতএব অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে।

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

(৪৪)

৪৪- সূরা আদ্ দুখান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬০ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ②

২। হা মীম্ ।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৩। সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ④

৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে এক বরকতপূর্ণ রাত্রিতে নাযেল করিয়াছি । নিশ্চয় আমরা (সদা) সতর্ক করিয়া আসিতেছি ।

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ⑤

৫। এই রাত্রিতে প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয়,

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ⑥

৬। আমাদেরই আদেশক্রমে । নিশ্চয় আমরা সদা রসূল পাঠাইয়া থাকি,

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑦

৭। তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে রহমতস্বরূপ। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী,

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ⑧

৮। যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাক ।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ⑨

৯। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক ।

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ⑩

১০। তথাপি তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছে ।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ⑪

১১। অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূম্র লইয়া আসিবে,

يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑫

১২। উহা মানব মণ্ডলীকে আবৃত করিয়া ফেলিবে । ইহা এক মহা যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে ।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

১৩। (তাহারা চিৎকার করিয়া বলিবে) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উপর হইতে এই আযাবকে দূর কর; নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিতেছি ।'

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

১৪। তখন উপদেশ গ্রহণ তাহাদের কি উপকার করিবে ? অথচ (পূর্বে) তাহাদের নিকট একজন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিয়াছে,

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

১৫। তখন তাহারা তাহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, 'এই ব্যক্তি কাহারও দ্বারা শিক্ষা প্রদত্ত একজন উন্মাদ !'

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

১৬। আমরা অবশ্যই অল্প কালের জন্য আযাবকে অপসারিত করিয়া দিব, (কিন্তু) তোমরা যে পুনরায় (সেই অপকর্মেই) ফিরিয়া যাইবে ।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

১৭। যেদিন আমরা (তোমাদিগকে) কঠিনভাবে ধৃত করিব সেদিন নিশ্চয় আমরা প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

১৮। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকট একজন সম্মানিত রসূল আগমন করিয়াছিল,

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

১৯। (সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে আমার নিকট সোপর্দ কর । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾

২০। এবং যেন তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অহংকার না কর । নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ লইয়া আসিয়াছি,

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

২১। এবং নিশ্চয় আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত না কর,

وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾

২২। যদি তোমরা আমার উপর ঈমান না আন তাহা হইলে তোমরা আমাকে একাকী ছাড়িয়া দাও ।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিল (এবং বলিল) যে,'নিশ্চয় ইহারা এক অপরাধী জাতি ।'

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতএব (আল্লাহ্ বলিলেন) 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে চলিয়া যাও, নিশ্চয় তোমরা পশ্চাদ্ধাবিত হইবে ।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তুমি (বালিয়াড়ির উপর দিয়া) সমুদ্রকে শান্ত অবস্থায় পিছনে ছাড়িয়া যাও। তাহারা এমন এক সৈন্যদল, যাহাদিগকে নিশ্চয় নিমজ্জিত করা হইবে।'

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾

২৬। তাহারা কত বাগান ও ঝরণা ছাড়িয়া গেল,

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং শস্যক্ষেত ও সুন্দর-মনোরম আবাসস্থল,

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং নেয়ামত, যাহাতে তাহারা পরম সুখ ও আনন্দে ছিল!

كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। এইভাবেই (হইয়াছিল) এবং আমরা অন্য এক জাতিকে ঐ সকলের উত্তরাধিকারী করিয়া দিলাম।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। তখন তাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে নাই, এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

[১ ৩০ ১৪]

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে এক লাঞ্ছনাজনক আযাব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

৩২। ফেরাউন (-এর কবল) হইতে। নিশ্চয় সে সীমালংঘন কারীদের মধ্যে অত্যধিক উদ্ধত ব্যক্তি ছিল।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে জ্ঞানের ভিত্তিতে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলাম,

وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আমরা তাহাদিগকে কতিপয় নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয়ই ইহারা বলে,

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬। 'আমাদের জন্য কেবল প্রথম মৃত্যুই রহিয়াছে, এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না,

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতএব তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।'

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাহারা কি অধিকতর উত্তম, না তুব্বা জাতি এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল? আমরা তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম কেননা তাহারা অপরাধ-পরায়ণ ছিল।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন বস্তুই ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ সৃষ্টি করি নাই।

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। আমরা উভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। নিশ্চয় ফয়সালার দিনটি হইতেছে তাহাদের সকলের (বিচারের) জন্য নির্ধারিত সময়।

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। সেইদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের কোন প্রকার সাহায্যও করা হইবে না,

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

৪৩। কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করিবেন; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾

৪৪। নিশ্চয় যাক্কুম (ফলীমনসা জাতীয়) বৃক্ষ—

طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾

৪৫। পাপীদের খাদ্য হইবে,

كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৬। বিগলিত তাম্রের ন্যায়; ইহা (তাহাদের) উদরে ফুটিতে থাকিবে,

كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾

৪৭। উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটিতে থাকে।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾

৪৮। (আমরা ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিব) 'তাহাকে ধর এবং জাহান্নামের মধ্যস্থল পর্যন্ত তাহাকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাও,

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾

৪৯। অতঃপর তাহার মস্তকের উপর উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও।'

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾

৫০। (আমরা তাহাকে বলিব) 'স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি (নিজেকে ভাবিয়াছিলে) একজন মহা শক্তিশালী, সম্মানিত মানুষ,

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। নিশ্চয় ইহা সেই বিষয়, যাহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে।'

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾

৫২। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ থাকিবে এক শান্তিপূর্ণস্থানে,

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহের মাঝে,

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা পরিধান করিবে চিক্কণ ও মোটা রেশমী বস্ত্র, তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া থাকিবে;

كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। এইরূপই হইবে। এবং আয়তলোচনা পরমাসুন্দরী মহিলাগণকে আমরা তাহাদের সঙ্গিনী করিয়া দিব।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۙ

৫৬। নিরাপদ অবস্থায় তাহারা সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূলের ফরমায়েশ দিবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَ وَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۙ

৫৭। তথায় তাহারা কেবল প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে না; এবং তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

৫৮। (এই সব) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ স্বরূপ হইবে। এবং ইহাই হইবে পরম সফলতা।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

৫৯। অবশ্যই আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ۝

৬০। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় তাহারাও অপেক্ষমান রহিয়াছে।

৩ [১৭] ১৬

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ

৪৫-সূরা আল্ জাসিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৮ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ②

২ । হা মীম্ ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③

৩ । মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ④

৪ । নিশ্চয় আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে মো'মেনগণের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে ।

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ⑤

৫ । এইরূপে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে এবং পৃথিবীতে তিনি যে সকল জীব-জন্তু বিস্তার করেন উহাদের মধ্যেও ঐ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে, যাহারা দৃঢ়-বিশ্বাস করে ।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑥

৬ । এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ হইতে আল্লাহ্ যে রিয্‌ক নাযেল করেন যদ্দারা তিনি যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, ইহার মধ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের প্রবাহে বুদ্ধিসম্পন্ন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ⑦

৭ । এইগুলি আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যাহা আমরা যথার্থভাবে তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি । অতএব তাহারা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার নিদর্শনাবলীর (অস্বীকার করার) পরে কোন্ কথার উপর ঈমান আনিবে ?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ⑧

৮ । প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য দুর্ভোগ —

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑨

৯ । যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, যাহা তাহার সম্মুখে আবৃত্তি করা হয়, শ্রবণ করে, অতঃপর সে অহংকার ভরে হঠকারিতা করে যেন সে উহা শ্রবণই করে নাই । সুতরাং তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও ।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ

১০ । এবং যখন সে আমাদের আয়াতসমূহের মধ্য হইতে কিছু জানিতে পায় তখন সে উহাকে হাসি-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٠﴾

লয়। এই প্রকারের লোকদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব নির্ধারিত আছে।

مِّنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

১১। তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে জাহান্নাম; এবং তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না, এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে তাহারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও (কোন উপকারে আসিবে না)। এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব (নির্ধারিত) আছে।

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২। ইহা হইতেছে (সত্যিকার) হেদায়াত। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জঘন্যতম আযাবের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

[১২] ১৭

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩। আল্লাহ্ তিনি,যিনি সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তাহার আদেশে উহাতে নৌযানগুলি চলাচল করিতে পারে এবং যেন (উহার দ্বারা) তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সব কিছুই তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। তুমি তাহাদিগকে বল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন সেই সকল লোককে ক্ষমা করে যাহারা (তাহাদিগকে কষ্ট দেয় এবং) আল্লাহ্‌র দিনগুলির কোন তোয়াক্কা করে না যেন তিনি এই জাতিকে উহার প্রতিফল দান করেন যাহা তাহারা অর্জন করিয়া আসিতেছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, উহার কল্যাণ তাহারই নিজের জন্য হইবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করে উহার ক্ষতি তাহারই নিজের উপর বর্তিবে। অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে উপজীবিকা দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে (সমসাময়িক) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ⑰

১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের নিকট (প্রকৃত) জ্ঞান (কুরআন) আসিবার পরই তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিদ্রোহবশতঃ মতভেদ করিল। তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ করিয়া আসিতেছিল নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক উহার সম্বন্ধে কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑱

১৯। অতঃপর আমরা তোমাকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক মহান শরীয়াতের (বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করিয়াছি; সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর এবং ঐ সকল লোকের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, যাহাদের কোন জ্ঞান নাই।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ⑲

২০। নিশ্চয় তাহারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমার কোন উপকারে আসিবে না। এবং নিশ্চয় যালেমগণ একে অপরের বন্ধু, কিন্তু আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের বন্ধু।

هٰذَا بَصَاۗىِٕرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ⑳

২১। ইহা (কুরআন) মানবজাতির জন্য জ্যোতির্ময় দলীল-প্রমাণ এবং দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَاۗءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ㉑

২২। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদিগকে উহাদের সমতুল্য করিয়া দিব যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে যাহার ফলে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের মরণ সমান হইয়া যাইবে? তাহারা কত মন্দ বিচার করিতেছে!

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ㉒

২৩। এবং আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সনাতন নিয়মানুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় যাহা সে অর্জন করে, বস্তুতঃ তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰي عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰي سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰي بَصَرِهٖ غِشٰوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ㉓

২৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের হীন প্রবৃত্তিকে মা'বুদ বানাইয়া লইয়াছে, অথচ আল্লাহ্ তাহাকে (তাঁহার) জ্ঞানানুযায়ী পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণের ও হৃদয়ের উপর মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র (এইরূপ ফয়সালার) পর কে তাহাকে হেদায়াত দিবে? তোমরা কি তথাপি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا

২৫। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের এই পার্থিব জীবন ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, (এমনইভাবে) আমরা মরি এবং

وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

বাঁচি, এবং একমাত্র কালই (এর প্রভাবই) আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল আনুমানিক কথা বলিতেছে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তাহাদের শুধু এই কথা ছাড়া আর কোন যুক্তি প্রমাণ থাকে না যে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকেও উপস্থিত কর।'

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ ع

২৭। তুমি বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, অতঃপর তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদিগকে সমবেত করিতে থাকিবেন, যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।' [৩ ৫ ১৯]

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্র জন্য, এবং যেদিন সেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাবাদীগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۚ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং তুমি প্রত্যেকটি জাতিকে নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকটি জাতিকে তাহার নিজ নিজ কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'আজ তোমাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। এই আমাদের কিতাব, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সত্য কথা বলিতেছে, তোমরা যাহা কিছু করিতে আমরা নিশ্চয় উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতাম।'

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾

৩১। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক তাঁহার রহমতের ছায়াতলে প্রবিষ্ট করিবেন। ইহাই সুস্পষ্ট সফলতা।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তবে কি তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করিতে; বস্তুতঃ তোমরা অপরাধী জাতি ছিলে।'

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا

৩৩। এবং যখন বলা হইত, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতও (সত্য), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই', তখন তোমরা বলিতে,'আমরা জানি না কিয়ামত কি, আমরা মনে করি ইহা

وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

একটি ধারণা ব্যতীত কিছুই নহে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি না।'

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে উহার অনিষ্টতা তাহাদের উপর প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং যাহা লইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'আজ আমরা তোমাদিগকে এইরূপেই ভুলিয়া যাইব যেরূপে তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং আগুন তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে এবং কেহ তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না;

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। ইহা এইজন্য হইবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন-সমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ তাহাদিগকে আযাব হইতে বাহির করা হইবে না এবং (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভ করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা ও ওজর কবূল করা হইবে না।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতএব সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশসমূহের প্রতিপালক এবং পৃথিবীর প্রতিপালক, এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র তাঁহারই এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

৪৬-সূরা আল্ আহ্কাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩৬ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ②

২। হা মীম্ ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③

৩। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ④

৪। আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথাযথ উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট মিয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করি নাই; এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই উহা হইতে বিমুখ হয় যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে ।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ ائْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑤

৫। তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে কি কিছু জান যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে ডাক ? আমাকে দেখাও তাহারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা আকাশসমূহের (সৃষ্টির) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ আছে কি ? যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে ইহার পূর্ববর্তী কোন কিতাব আমার সম্মুখে পেশ কর অথবা জ্ঞানগর্ভ পরম্পরাগত কোন নিদর্শন পেশ কর ।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ⑥

৬। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে হইতে পারে যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন অস্তিত্বকে ডাকে যাহা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহার ডাকে সাড়া দিতে পারিবে না, এবং তাহারা তাহাদের দোয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল ?

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ⑦

৭। এবং যখন মানব জাতিকে (তাহাদের মৃত্যুর পর) পুনরুত্থিত করিয়া একত্রিত করা হইবে তখন তাহারা (অলীক মা'বূদরা) তাহাদের (অলীক মা'বূদের ইবাদতকারীদের) শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে ।

২৬তম পারা

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٨﴾

৮। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা সত্যকে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

৯। তাহারা কি এইরূপ বলে যে, 'সে নিজেই ইহা মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে ?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা স্বয়ং মিথ্যা রচনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় আমাকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু তোমরা বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেছ উহা তিনি সর্বাধিক জানেন। তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। বস্তুতঃ তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٠﴾

১০। তুমি বল, 'আমি কোন অভিনব রসূল নহি, আমি জানি না আমার সংগে কি ব্যবহার করা হইবে এবং তোমাদের সংগেই বা কি ব্যবহার করা হইবে। আমি কেবল উহারই অনুসরণ করিয়া চলি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়, এবং আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

১১। তুমি বল, 'তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ, যদি ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নাযেল হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর অথচ বনী ইসরাঈল হইতে একজন সাক্ষী তাহার নিজের অনুরূপ একজনের (আবির্ভাবের) সাক্ষ্য দান করিয়াছে এবং সে স্বয়ং ঈমান আনিয়াছে, কিন্তু তোমরা অহংকার কর (তাহা হইলে ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে)?' আল্লাহ্ যালেম জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١٢﴾

১২। এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা উহাদিগকে বলে যাহারা ঈমান আনে, 'যদি ইহা (কুরআন) কল্যাণময় হইত তাহা হইলে তাহারা আমাদের আগে ইহার উপর ঈমান আনিতে পারিত না।' অতএব যখন তাহারা ইহা দ্বারা হেদায়াত গ্রহণ করিল না, তখন নিশ্চয় তাহারা এই কথাই বলিবে, 'ইহা বহু পুরাতন মিথ্যা।'

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

১৩। এবং ইহার পূর্বে মূসার কিতাব ছিল পথ-প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ; এবং এই কিতাব যাহা (পূর্বে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায় বর্ণিত, যেন ইহা যালেমদিগকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলগণকে সুসংবাদ দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٤﴾

১৪। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক;' অতঃপর তাহারা ইহার উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে, অবশ্য তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৫। ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী, তাহারা উহাতে চিরকাল বাস করিবে— সেই কর্মের বিনিময় স্বরূপ যাহা তাহারা করিত।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾

১৬। এবং আমরা মানুষকে তাহার মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, কারণ তাহার মাতা তাহাকে-কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত প্রসব করিয়াছে, এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও দুধ ছাড়াইতে ত্রিশ মাস লাগিয়াছে; অতঃপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে তওফীক দান কর, যাহাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি যাহা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করিয়াছ এবং (তওফীক দাও) যেন আমি এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও; এবং আমার জন্য আমার বংশধরগণের মধ্যেও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٧﴾

১৭। ইহারাই এমন লোক যাহাদের উৎকৃষ্ট কর্মসমূহকে আমরা গ্রহণ করিব এবং তাহাদের মন্দ কর্মসমূহকে উপেক্ষা করিব, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে; ইহা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যাহা তাহাদের সহিত করা হইতেছে।

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং ঐ ব্যক্তি কেমন (হতভাগা), যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের প্রতি ! তোমরা কি এই বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ যে আমাকে (কবর হইতে পুনঃ) বহির্গত করা হইবে অথচ আমার পূর্বে বংশের পর বংশ অতীত হইয়া গিয়াছে ?' এবং তাহারা উভয়ে আল্লাহ্‌র সমীপে ফরিয়াদ করে, (এবং বলে হে বৎস !) 'ধিক তোমাকে ! তুমি ঈমান আন,' নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য।' তখন সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীগণের উপকথা ব্যতীত কিছুই নহে।'

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ

১৯। ইহারাই এমন লোক, যাহাদের উপর (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহারা জিন্ন ও ইনসানের সেই সকল জাতির

অন্তর্গত, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত।

كَانُوا خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

২০। এবং তাহারা যে কাজ করিয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পদমর্যাদা আছে, ইহা এই জন্য যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন, এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

২১। এবং যেদিন তাহাদিগকে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আগুনের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'তোমরা তোমাদের পার্থিব-জীবনে নিজেদের সমস্ত উত্তম বস্তু খরচ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ এবং তদ্দ্বারা পূর্ণরূপে সুখ ভোগ করিয়াছ; সুতরাং আজ তোমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে লাঞ্ছনাজনক আযাব; এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিতে এবং এই কারণে যে, তোমরা দুষ্কর্ম করিতে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২২। এবং 'আদ' জাতির ভাইকে (হূদকে) স্মরণ কর, যখন সে তাহার জাতিকে আহ্কাফে (বালির টিলাসমূহে) সতর্ক করিয়াছিল এবং তাহার পূর্বেও এবং তাহার পরেও অনেক সতর্ককারী গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের আযাবের আশংকা করিতেছি।

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

২৩। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য আসিয়াছ যেন তুমি আমাদিগকে আমাদের মা'বূদসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পার? অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের নিকট সেই সব বিষয় লইয়া আস যাহার ভয় তুমি আমাদিগকে দেখাইতেছ।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৪। সে বলিল, 'প্রকৃত জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র নিকট আছে এবং আমি তোমাদের নিকট কেবল সেই শিক্ষাই পৌঁছাইয়া দিতেছি যাহা লইয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি, কিন্তু আমি যে তোমাদিগকে এক অজ্ঞ জাতিরূপে দেখিতেছি।'

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۡ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৫। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে (আযাবকে) এক মেঘের আকারে তাহাদের উপত্যকাসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা এক মেঘ, যাহা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে (আমরা বলিলাম) 'না, বরং ইহা সেই আযাব যাহা তোমরা তাড়াতাড়ি চাহিয়াছ— এক বায়ু, যাহার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিহিত আছে;

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। যাহা ইহার প্রতিপালকের আদেশক্রমে প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করিয়া যাইতে থাকিবে।' ফলে তাহাদের প্রভাত হইল এমন অবস্থায় যে, তাহাদের গৃহগুলি ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপেই আমরা অপরাধী জাতিকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদিগকে উহাতে প্রতিষ্ঠিত করি নাই; এবং আমরা তাহাদিগকে কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় কোন কিছুই তাহাদের উপকারে আসিল না; কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করিত; এবং যে আযাব লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

৩ [৬] ৩

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْـَٔايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, অথচ আমরা নিদর্শনসমূহকে পুনঃ পুনঃ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তাহারা (হঠকারিতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। অতএব তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে (তাঁহার) নৈকট্যলাভের জন্য যাহাদিগকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল উহারা কেন তাহাদের সাহায্য করিল না? বরং তাহারা তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা ছিল তাহাদের মিথ্যা এবং যাহা তাহারা মিথ্যা রচনা করিত (উহার পরিণতি)।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমার নিকট জিন্নদের এক দলকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম, যাহারা কুরআন শুনিতে চাহিয়াছিল; অতঃপর যখন তাহারা ইহার (কুরআন আবৃত্তির মজলিসের) সমক্ষে উপস্থিত হইল তখন তাহারা একে অপরকে বলিল, 'চুপ কর;' অতঃপর যখন ইহা (কুরআন আবৃত্তি) শেষ হইল তখন তাহারা নিজেদের জাতির নিকট (তাহাদের জন্য) সতর্ককারী হইয়া ফিরিয়া গেল।

قَالُوا يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ

৩১। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের জাতি! আমরা এমন এক কিতাব শুনিয়াছি যাহা মূসার পরে নাযেল করা হইয়াছে, যাহা ইহার সম্মুখস্থ কিতাবের সত্যায়ন করিতেছে, (মানুষকে)

সত্য এবং সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে;

طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣١﴾

৩২। হে আমাদের জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন, ফলে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবেন।

يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যে আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না সে পৃথিবীতে (তাঁহাকে) আদৌ পরাভূত করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক হইবে না। ইহারাই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত আছে।'

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। তাহারা কি অনুধাবন করে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের সৃজনে তিনি ক্লান্ত হন নাই, তিনি মৃতকে জীবিত করিতেও সক্ষম ? নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْىِۦَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং যেদিন কাফেরদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে (এবং বলা হবে) 'ইহা কি সত্য নহে ?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ ! আমাদের প্রতিপালকের কসম (ইহা সত্য)।' তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যেহেতু অস্বীকার করিতে এই জন্য আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬। সুতরাং তুমিও ধৈর্যধারণ কর যেভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসূলগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছে এবং তুমি তাহাদের জন্য শীঘ্র (আযাব কামনা) করিও না। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা এই পৃথিবীতে দিবসের এক মুহূর্ত ব্যতিরেকে অবস্থান করে নাই। (এই সতর্কবাণী) পৌঁছানো হইল, অতএব দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতি ব্যতিরেকে কাহাকেও ধ্বংস করা হয় না।

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٣٦﴾

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ

৪৭- সূরা মুহাম্মাদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৯ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ②

২। যাহারা অস্বীকার করে এবং লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে— তিনি তাহাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ③

৩। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং যাহা মুহাম্মাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপরও ঈমান আনে— বস্তুতঃ ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে পূর্ণ-সত্য— তিনি তাহাদের অনিষ্টতা সমূহকে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ④

৪। ইহা এই জন্য যে, যাহারা অস্বীকার করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে সমাগত পূর্ণ সত্যের অনুসরণ করে । এইভাবেই আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য তাহাদের উপমাসমূহের (মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়) বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ⑤

৫। অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হও তখন (তাহাদের) গ্রীবাদেশে সজোরে আঘাত কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ব্যাপকভাবে তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া (তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া) লও, তখন বন্ধনকে শক্ত কর; অতঃপর (তাহাদিগকে মুক্ত কর) অনুগ্রহ করিয়া অথবা মুক্তি-পণ লইয়া, (যুদ্ধ করিয়া যাও) যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধ উহার অস্ত্র রাখিয়া দেয় । ইহাই হইল (প্রত্যাদেশ)। এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজেই তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহেন । এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম তিনি কখনও বিনষ্ট করিবেন না ।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ⑥

৬। তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে হেদায়াতের (সফলতার) পথে লইয়া যাইবেন, এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ⑦

৭। এবং তাহাদিগকে সেই জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার পরিচয় তিনি পূর্বেই তাহাদিগকে দিয়াছেন।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⑧

৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর তাহা হইলে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের পাগুলিকে সুদৃঢ় করিয়া দিবেন।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑨

৯। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ভাগ্যে ধ্বংস অবধারিত এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ⑩

১০। ইহা এইজন্য যে, তাহারা উহা ঘৃণা করিয়াছে যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন; ফলে তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ⑪

১১। অতএব তাহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং তাহারা দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? আল্লাহ্ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন (এবং বর্তমান সময়ের) কাফেরদের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ⑫

১২। ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ্ তাহাদের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনিয়াছে, পক্ষান্তরে কাফেরদের কোন অভিভাবক নাই।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ⑬

১৩। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; এবং যাহারা অস্বীকার করে, এবং তাহারা (পার্থিব) সুখ ভোগ করে এবং এইরূপেই আহার করিয়া বেড়ায় যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু আহার করিয়া বেড়ায়, এবং (পরিশেষে) আগুন হইবে তাহাদের আবাসস্থল।

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ⑭

১৪। এবং এমন কত জনপদ ছিল, যাহারা তোমার সেই জনপদ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল, যাহা তোমাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তখন কেহই তাহাদের সাহায্যকারী ছিল না।

১৫। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে, যাহাকে তাহার কার্যের অনিষ্টতাকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে ?

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾

১৬। মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার বিবরণঃ উহাতে নির্মল-বিশুদ্ধ পানির নহরসমূহ থাকিবে; এবং দুধের নহরসমূহ থাকিবে যাহার স্বাদ কখনও বিকৃত হইবে না; এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ থাকিবে; এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর নহরসমূহ থাকিবে। এবং তথায় তাহাদের জন্য থাকিবে প্রত্যেক প্রকারের ফল-ফলাদি এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা। (এইরূপ জান্নাতবাসীগণ কি) তাহাদের ন্যায় হইতে পারে যাহারা দীর্ঘকাল আগুনে বাস করিবে এবং যাহাদিগকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের নাড়ী-ভুড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে ?

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৭। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার কথা কান পাতিয়া শুনিতে থাকে, অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে তাহারা বলে, 'এক্ষণি সে এই সব কি বলিল ?' ইহারা এমন লোক, যাহাদের হৃদয়ের উপর আল্লাহ্ মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৮। এবং যাহারা হেদায়াত পায় তিনি তাহাদিগকে হেদায়াতের মধ্যে আরও বর্ধিত করিয়া দেন, এবং তাহাদিগকে তাহাদের (অবস্থা অনুপাতে) তাক্ওয়া দান করেন।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

১৯। অতএব তাহারা শুধু নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা তাহাদের নিকট অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ উহার লক্ষণসমূহ আসিয়াই পড়িয়াছে। কিন্তু যখন উহা কার্যতঃ তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িবে তখন তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করা তাহাদের কি উপকার করিবে ?

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۖ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

২০। অতএব তুমি জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই; এবং তুমি তোমার (মানবীয়) ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ও হেফাযত প্রার্থনা কর, এইরূপে মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীদের জন্যও। এবং আল্লাহ্ তোমাদের এদিক

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ

ওদিক গমনাগমনস্থল ও অবস্থানস্থলকে ভালভাবে জানেন ।

مَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

২১ । এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলে, 'কোন সূরা কেন নাযেল করা হইল না ?' অতঃপর যখন এমন দ্ব্যর্থহীন-সুদৃঢ় সূরা নাযেল করা হয় যাহার মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেমন ভাবে মৃত্যুর ঘোরে অচৈতন্য ব্যক্তি তাকায়। সুতরাং তাহাদের জন্য ধ্বংস !

وَيَقُولُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾

২২ । (তাহাদের আচরণ হওয়া উচিত ছিল) আনুগত্য করা এবং সংগত কথা বলা । অতঃপর যখন (যুদ্ধের) বিষয় চূড়ান্ত হয় তখন যদি তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সত্যপরায়ণতা দেখাইত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অতি উত্তম হইত ।

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۚ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

২৩ । অতএব, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা কি পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া এবং নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বেড়াইবে না ?

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

২৪ । ইহারাই সেই সব লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বধির এবং তাহাদের চক্ষুগুলিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন ।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

২৫ । তবে কি তাহারা কুরআনের উপর মনোনিবেশ করে না, অথবা তাহাদের অন্তরগুলির উপর তালা লাগানো আছে ?

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

২৬ । যাহারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, তাহাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তাহাদিগকে বিপথে প্রলুব্ধ করে এবং তাহাদিগকে মিথ্যা আশ্বাস দেয় ।

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৭ । ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহাকে যাহারা ঘৃণা করে তাহাদিগকে ইহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করিব; এবং আল্লাহ্ তাহাদের সকল গোপন রহস্য জানেন ।'

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৮ । সুতরাং যখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে তখন তাহাদের কেমন শোচনীয় অবস্থা হইবে !

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٩﴾

২৯। ইহা এইজন্য হইবে যে, যাহা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে তাহারা উহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে (সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা-সাধনাকে) তাহারা ঘৃণা করে। সুতরাং তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ع ৩ [৯]

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٣٠﴾

৩০। যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহাদের (অন্তর্নিহিত) হিংসা-বিদ্বেষকে কখনও প্রকাশ করিবেন না ?

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾

৪

৩১। এবং আমরা ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তোমার দৃষ্টিতে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া দিতাম, তখন তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণগুলির দ্বারা নিশ্চয় চিনিয়া লইতে। এবং তুমি (এখনও) নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের কথার স্বর ভংগীর দ্বারা চিনিতে পারিবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্মকে জানেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِينَ مِنكُمْ وَالصّٰبِرِينَ ۙ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পরীক্ষা করিতে থাকিব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তোমাদের মধ্য হইতে জিহাদকারীগণ ও ধৈর্যশীলগণকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিব,। এবং তোমাদের (সঠিক) অবস্থা অবহিত করিয়া দিব

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّٰهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لَن يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ۚ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, এবং তাহাদের নিকট হেদায়াত প্রকাশ হইবার পরও তাহারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র আদৌ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; পরন্তু তিনি তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٤﴾

৩৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা নিজেদের কৃত-কর্মসমূহকে নষ্ট করিও না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তৎপর কাফের হওয়া অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করিবেন না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۚ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

৩৬। সুতরাং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা অলস হইও না এবং সন্ধির জন্য আহ্বান করিও না; অবশেষে তোমরা বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে (ফলদানে) কখনও কম করিবেন না।

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٧﴾

৩৭। এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দান করিবেন এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের ধন-সম্পদ চাহিবেন না।

إِنْ يَّسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٨﴾

৩৮। যদি তিনি তোমাদের নিকট সম্পদ চাহেন এবং তোমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তোমরা কার্পণ্য করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষকে তোমাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

هَاأَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ ۚ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٩﴾

৩৯। শুন! তোমরাই হইতেছ সেই লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে; তবে তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যে কার্পণ্য করে। কিন্তু যে কার্পণ্য করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রাণের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অসীম সম্পদশালী, এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত। এবং যদি তোমরা বিমুখ হইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে লইয়া আসিবেন, তখন তাহারা তোমাদের ন্যায় (গাফেল) হইবে না।

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

৪৮-সূরা আল্ ফাত্হ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ②

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি,

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ③

৩। যেন আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেন তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা পূর্বে (তোমার প্রতি আরোপিত) হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইতে পারে, এবং তোমার উপর নিজ নেয়ামতকে পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ④

৪। এবং আল্লাহ্ তোমাকে অতি শক্তিশালী সাহায্য দান করেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑤

৫। তিনিই তো মো'মেনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করিয়াছেন, যেন তাহারা তাহাদের পূর্বেকার ঈমানের সহিত আরও ঈমানে বৃদ্ধি লাভ করে, বস্তুতঃ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সকল সৈন্যদল আল্লাহ্রই; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়—

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ⑥

৬। যেন তিনি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারীদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা উহাতে সর্বদা বসবাস করিতে থাকিবে, এবং যেন তিনি তাহাদের সকল অনিষ্টতা দূরীভূত করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্র নিকট ইহা হইবে মহা সফলতা।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ⑦

৭। এবং যেন তিনি মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে, যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অনেক মন্দ ধারণা পোষণ করে, আযাব দেন। তাহাদের উপরই অমঙ্গল-চক্র আসিবে; এবং আল্লাহ্ তাহাদের উপর ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং প্রত্যাবর্তনস্থল হিসাবে উহা অতীব নিকৃষ্ট।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٨

৮। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদলসমূহ আল্লাহ্‌রই, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝٩

৯। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি,

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۚ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝١٠

১০। যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং তাহাকে সাহায্য কর এবং তাহাকে সম্মান কর; এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۗ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١١

১১। নিশ্চয় যাহারা তোমার বয়'আত করে বস্তুতঃ পক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌র বয়'আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হাতের উপর আছে। অতএব যে ব্যক্তি (বয়'আতের) অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে নিজেরই বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে; এবং যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যাহা সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে করিয়াছে তাহাকে অচিরেই তিনি মহাপুরস্কার দান করিবেন।

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝١٢

১২। মরুবাসীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তোমাকে বলিবে, 'আমাদিগকে আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিজনবর্গ মশগুল রাখিয়াছিল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তাহারা নিজেদের জিহ্বায় যাহা বলে তাহা তাহাদের অন্তরে নাই। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি করিতে চাহেন অথবা তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে কে আছে যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করিবার ক্ষমতা রাখে? না, বরং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।'

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ۝١٣

১৩। 'না, বরং তোমারা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, এই রসূল এবং মো'মেনগণ নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না; এবং এই ধারণাকে তোমাদের অন্তরে অতি মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছিল, এবং তোমরা অতি মন্দ ধারণা করিয়াছিলে; বস্তুতঃ তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ছিলে।'

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۝١٤

১৪। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে না— অবশ্যই আমরা এইরূপ কাফেরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾

১৫। বস্তুতঃ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۚ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

১৬। যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে অগ্রসর হইবে, উহা নেওয়ার জন্য, তখন যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আমাদিগকেও তোমাদের অনুসরণ করিতে দাও।' তাহারা আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে পরিবর্তন করিতে চাহিবে। তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমাদের পিছনে আসিতে পারিবে না। তোমাদের সম্বন্ধে এইরূপই আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলিয়াছেন।' তখন তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'না, বরং তোমরা আমাদের সহিত হিংসা করিতেছ।' বস্তুতঃ তাহারা খুব সামান্য ব্যতীত কিছুই বুঝে না।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾

১৭। মরুবাসীদের মধ্যে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে বল, 'অচিরেই তোমাদিগকে এক দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং যদি তোমরা তখন আনুগত্য কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দিবেন; কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেরূপে পূর্বে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।'

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

১৮। অন্ধের উপর কোন দোষ নাই, খঞ্জের উপর কোন দোষ নাই, পীড়িতের উপর কোন দোষ নাই (যদি তাহারা জিহাদে যোগদান না করিতে পারে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে, তিনি তাহাকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তাহাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন।

২ [৭] ১০

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়'আত করিতেছিল, এবং তিনি তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী বিজয় দান করিলেন—

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾

২০। এবং বহু পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ (দান করিলেন) যাহা তাহারা সংগ্রহ করিতেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢١﴾

২১। আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন যাহা তোমরা হস্তগত করিবে; এবং ইহা তিনি তোমাদিগকে ত্বরিত দান করিয়াছেন, এবং লোকদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে প্রতিহত করিয়াছিলেন, যেন ইহা মো'মেনদের জন্য নিদর্শন হয়, এবং যেন তিনি তোমাদিগকে এতদ্দ্বারা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٢﴾

২২। এবং আরও একটি (বিজয়) আছে, যাহা তোমরা এখনও করায়ত্ত করিতে পার নাই; আল্লাহ্ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٣﴾

২৩। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পিঠ ফিরাইয়া লইত, তখন তাহারা না পাইত কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৪। (স্মরণকর) আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধানকে যাহা ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং তুমি আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধানের মধ্যে আদৌ কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তোমাদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী করার পর তাহাদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের উপর হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاۤءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

২৬। তাহারাই তো ছিল যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে বাধা দিয়াছিল; এবং কুরবানীর পশুগুলিকেও, যেগুলি (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, কুরবানীস্থলে পৌঁছিতে বাধা দিয়াছিল। এবং যদি কতিপয় এমন মো'মেন পুরুষ এবং মো'মেন নারী (মক্কায়) না থাকিত, যাহাদিগকে তোমরা জানিতে না (এবং এই আশংকা না হইত) যে তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিবে, ফলে তোমাদের উপর তাহাদের পক্ষ হইতে অজ্ঞাতসারে একটা দোষ বর্তিয়া যাইবে (তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে নিবৃত্ত রাখিলেন); ইহা এই জন্য যেন আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। যদি তাহারা (মো'মেনগণ) এদিক ওদিক সরিয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা

অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিতাম।

২৭। (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তাহারা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, নিজেদের অন্তরে জাহিলিয়াতের যুগের আত্মশ্লাঘার ন্যায় আত্মশ্লাঘা পোষণ করিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর এবং মো'মেনগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাক্ওয়ার নীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বস্তুতঃ তাহারাই ইহার অধিকতর অধিকারী ও উপযুক্ত ছিল এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

৩ [২] ১১

২৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের জন্য স্বপ্নটি বাস্তবে সত্য করিয়া দেখাইলেন : যদি আল্লাহ্ চাহেন, তোমরা অবশ্যই নিরাপদে আল্ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে; তোমাদের কেহ কেহ মাথা মুড়ানো অবস্থায় এবং কেহ কেহ কেশ ছাঁটানো অবস্থায় হইবে, তোমরা কোন ভয় করিবে না। সুতরাং আল্লাহ্ উহা জানিতেন যাহা তোমরা জানিতে না এবং ইহা ছাড়া তিনি আরও একটি আসন্ন বিজয় নির্ধারিত করিয়াছেন।

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

২৯। তিনিই তো তাঁহার রসূলকে হেদায়াত ও সত্য-ধর্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

৩০। মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। তুমি তাহাদিগকে রুকূ ও সেজদারত দেখিতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে। সেজদার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায় তাহাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রহিয়াছে। তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে, এবং ইঞ্জীলেও আছে তাহাদের বিবরণ, এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়, যাহা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মো'মেনদের উন্নতি) দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদের সংগে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের অংগীকার করিয়াছেন।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

৪ [৩] ১২

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ مَدَنِيَّةٌ

৪৯-সূরা আল্ হুজুরাত

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ②

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সম্মুখে অগ্রবর্তী হইও না, এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ③

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু করিও না, এবং তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চঃস্বরে কথা বলার ন্যায় তাহার সম্মুখে উচ্চঃস্বরে কথা বলিও না, কারণ ইহাতে তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা অনুভবও করিতে পারিবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ④

৪। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে আল্লাহ্‌র রসূলের সম্মুখে চাপা দিয়া রাখে— তাহারাই এমন লোক যাহাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তাক্‌ওয়ার জন্য বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার অবধারিত রহিয়াছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ⑤

৫। যাহারা কামরাসমূহের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চঃস্বরে ডাকাডাকি করে— তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি খাটায় না।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑥

৬। এবং তুমি বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্য ধারণ করিত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য খুব উত্তম হইত—এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ⑦

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি কোন দুষ্কৃতকারী তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লইয়া আসে তাহা হইলে তোমরা ভালরূপে তদন্ত কর, যেন এইরূপ না হয় যে, অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতিকে কষ্ট দাও এবং পরে তোমরা যে (ভুল) কাজ কর উহার জন্য অনুতপ্ত হও।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ⑦

৮। এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রসূল রহিয়াছে; যদি অনেক বিষয়ে সে তোমাদের কথা মানিয়া চলে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়িবে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তোমাদের অন্তরে ইহাকে মনোরম করিয়া দিয়াছেন; এবং কুফরী, দুষ্কৃতি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহারাই সৎ পথে কায়েম আছে।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑧

৯। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অনুগ্রহ ও নেয়ামত স্বরূপ। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ⑨

১০। এবং যদি মোমেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ⑩ ع ١٢

১১। নিশ্চয় মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।

ع ১ [১১] ১৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑪

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে; এবং নারীগণও যেন অন্য নারীগণকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না; এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দূষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা; এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই যালেম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۖ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ

১৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না, এবং একে অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাইতে

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

চাহিবে ? অবশ্যই তোমরা ইহাকে ঘৃণা করিবে; এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

১৪। হে মানবমণ্ডলী ! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

১৫। মরুবাসীগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' তুমি বল, 'তোমরা (এখনও প্রকৃত) ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, কারণ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই;' কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ হইতে কিছুই কম করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

১৬। বস্তুতঃ মো'মেন কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর তাহারা সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তাহারাই সত্যবাদী।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৭। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবে, অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।'

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৮। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহারা তোমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে বলিয়া মনে করে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিও না। বরং আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদিগকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।'

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াবলী জানেন; এবং তোমরা যে কর্ম কর তাহা আল্লাহ্ ভালভাবে দেখিতেছেন।

ع]
3

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ

৫০-সূরা কাফ্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ②

২। কাফ। এই পরম মর্যাদাশালী-মহান কুরআনের কসম (যাহা একটি বড় প্রমাণ স্বরূপ যে পুনরুত্থান অবশ্যই সংঘটিত হইবে)।

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ③

৩। কিন্তু তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আগমন করিয়াছে। অতএব কাফেররা বলিতেছে, 'ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার!

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ④

৪। কী আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মাটিতে পরিণত হইব (তখন আমরা পুনর্জীবিত হইব)? এইরূপ প্রত্যাবর্তন (সম্ভাবনা হইতে) অনেক দূরের বিষয়।'

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ⑤

৫। আমরা নিশ্চয় জানি যাহা যমীন তাহাদের মধ্য হইতে হ্রাস করে (এবং উহাও যাহা তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি করে), এবং আমাদের নিকট এমন এক কিতাব আছে, যাহা (সবকিছু) সংরক্ষণ করিয়া যাইতেছে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑥

৬। বরং যখন পূর্ণ-সত্য তাহাদের নিকট আসিল, তখন তাহারা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিল; এইজন্য তাহারা বিষম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবস্থায় পড়িয়া আছে।

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ⑦

৭। তাহারা কি নিজেদের উর্ধ্বস্থিত আকাশকে দেখে না যে, আমরা উহাকে কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে কিরূপে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছি,এবং যাহার মধ্যে কোন ছিদ্র নাই?

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ⑧

৮। এবং (তাহারা কি দেখে না) পৃথিবীকে— আমরা ইহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি, এবং ইহাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছি এবং উহার মধ্যে সর্ব প্রকারের সুন্দর সুন্দর জোড়া উৎপন্ন করিয়াছি,

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ⑨

৯। ইহাতে (আল্লাহ্‌র সমীপে) অবনত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ রহিয়াছে।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩

১০। এবং আমরা মেঘ হইতে বরকত পূর্ণ বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহা দ্বারা বাগানসমূহ এবং কর্তনযোগ্য শস্য উৎপন্ন করি,

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠

১১। এবং উচ্চ খর্জুর বৃক্ষসমূহ, যাহাদের গুচ্ছসমূহ স্তরে স্তরে (সুসজ্জিত) রহিয়াছে —

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١

১২। বান্দাদের জন্য রিয্‌কস্বরূপ; এবং আমরা উহা দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান হইবে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝١٢

১৩। (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল — তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং কূপের অধিবাসীগণ এবং সামূদ জাতি,

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝١٣

১৪। এবং আদ (এর জাতি) এবং ফেরাউন এবং লূতের ভ্রাতৃবৃন্দ,

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۭ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝١٤

১৫। এবং অরণ্যের অধিবাসীগণ এবং তুব্বার জাতি। তাহারা প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; পরিণামে আমার প্রতিশ্রুত আযাব পূর্ণ হইল।

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۭ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝١٥

১৬। তবে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি? না, বরং নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহে নিপতিত।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۝١٦

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার আত্মা তাহাকে যাহা কিছু প্ররোচনা দেয় উহাও আমরা অবগত আছি, এবং আমরা (তাহার) জীবন-শিরা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর নিকটে আছি।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۝١٧

১৮। যখন (তাহার) ডানদিকে এবং বামদিকে উপবিষ্ট দুইজন লিপিকার লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছে;

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝١٨

১৯। সে যে কথাই বলুক না কেন, তাহার নিকট অবশ্যই (সংরক্ষণের নিমিত্তে) একজন অতন্দ্র প্রহরী (ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত) রহিয়াছে,

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ۝١٩

২০। এবং মৃত্যুর মূর্চ্ছা সত্য সত্যই আসিবে, 'ইহা সেই অবস্থা যাহা হইতে তুমি পাশ কাটাইয়া যাইতে।'

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۝٢٠

২১। এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। ইহাই সেই প্রতিশ্রুত দিবস।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّ شَهِيْدٌ ﴿٢١﴾

২২। এবং প্রত্যেকটি আত্মা (এমন অবস্থায়) উপস্থিত হইবে যে, পিছন হইতে হাঁকিবার জন্য তাহার সঙ্গে একজন চালক (ফিরিশ্‌তা) এবং একজন সাক্ষী (ফিরিশ্‌তা) থাকিবে।

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾

২৩। (তখন আমরা বলিব) 'এই (দিন) সম্বন্ধে তুমি গাফেল ছিলে, সুতরাং (এখন) আমরা তোমার উপর হইতে তোমার পর্দা সরাইয়া দিলাম, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়াছে।'

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তাহার সঙ্গী বলিবে, 'যাহা কিছু আমার নিকট প্রস্তুত আছে তাহা এই।'

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾

২৫। (অতঃপর আমরা তাহাদের উভয় চালক ও সাক্ষীকে বলিব) 'তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে, সত্যের শত্রুকে,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٥﴾

২৬। ভাল কাজের প্রতিরোধকারীকে, সীমাতিক্রমকারীকে, সন্দেহ পোষণকারীকে—

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾

২৭। যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যান্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং তোমরা তাহাকে অতি কঠোর আযাবে নিক্ষেপ কর।'

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾

২৮। তাহার সঙ্গী বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তো তাহাকে অবাধ্য করি নাই, বরং সে (নিজেই) ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল।'

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾

২৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করিবে না, আমি তোমাদিগকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম,

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾

৩০। আমার দরবারে কোন কথা পরিবর্তন করা যায় না, এবং আমি বান্দাগণের প্রতি ন্যূনতম যুলুমও করিব না।'

[১৪] ১৬

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

৩১। সেদিন আমরা জাহান্নামকে বলিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ?' এবং সে উত্তরে বলিবে, 'আরও কিছু আছে কি?'

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং জান্নাতকে মুত্তাকীগণের জন্য এত নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে যে, কোন দূরত্ব থাকিবে না।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। (এবং বলা হইবে) 'ইহাই, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যেক পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তনকারী এবং

(ধর্ম-কর্মের) অধিক হিফাযতকারী ব্যক্তির সঙ্গে করা হইয়াছে,

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾

৩৪। যে রহমান আল্লাহ্‌কে সংগোপনেও ভয় করিয়া চলিয়াছে, এবং (আল্লাহ্‌র নিকট) বিনয়ের সহিত প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾

৩৫। তোমরা শান্তির সহিত এই জান্নাতে প্রবেশ কর। ইহা সেই চিরস্থায়ী বসবাসের দিন।'

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। সেখানে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই তাহারা পাইবে, ইহা ছাড়া আমাদের নিকট দেওয়ার আরও অনেক কিছু আছে।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা পাকড়াও করার শক্তিতে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল ছিল! (যখন আযাব আসিল) তখন তাহারা (রক্ষা পাওয়ার জন্য) সারা দেশ চষিয়া বেড়াইল। কিন্তু (তাহাদের জন্য) কোথাও কি বাঁচিবার স্থান ছিল?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। নিশ্চয় ইহাতে তাহার জন্য উপদেশ রহিয়াছে যাহার (বোধসম্পন্ন) অন্তর আছে অথবা যে কান পাতিয়া শ্রবণ করে এবং সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। নিশ্চয় আমরা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহাদিগকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি অথচ আমাদিগকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾

৪০। অতএব তাহারা যাহা কিছু বলিতেছে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে মহত্ব এবং পবিত্রতা ঘোষণা কর;

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং রাত্রেও তাঁহার তসবীহ্ কর এবং সেজদাসমূহের শেষেও (এইরূপ করিয়া থাক)।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾

৪২। শুন! সেদিন একজন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

৪৩। যেদিন সকল লোক অবশ্যম্ভাবী আযাবের বিকট শব্দ শুনিবে; ইহাই হইবে (কবরসমূহ হইতে) বাহির হইবার দিন।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٤﴾

৪৪। নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই, এবং আমাদেরই দিকে সকলের (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তন হইবে,

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٥﴾

৪৫। যেদিন পৃথিবী তাহাদের (দুষ্কার্যের) দরুন বিদীর্ণ হইবে এমতাবস্থায় যে, তাহারা (উহা হইতে বাহির হওয়ার জন্য) তাড়াতাড়ি করিবে; এইরূপে (মৃতদিগকে) সমবেত করা আমাদের জন্য সহজ।

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٦﴾

৪৬। তাহারা যাহা বলে আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি; তুমি তাহাদের উপর (কোন ক্রমেই) শক্তি প্রয়োগকারী নহ, অতএব তুমি কুরআন দ্বারা তাহাকে উপদেশ দাও যে আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে।

ع [১৬] ১৭

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬১) (রুকূ ৩)

৫১- সূরা আয্ যারিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ②

২। কসম তাহাদের যাহারা অত্যধিক ছড়ায়,

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ③

৩। অতঃপর কসম বোঝা বহনকারীদের,

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ④

৪। অতঃপর কসম মৃদু গতিতে ধাবমানগণের,

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ⑤

৫। অতঃপর কসম (আমাদের) হুকুম (অনুযায়ী রহমত বারি) বন্টনকারীগণের,

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑥

৬। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা নিশ্চয় সত্য,

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ⑦

৭। এবং বিচার (দিবস) অবশ্যই সংঘটিত হইবে ।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑧

৮। কসম বহু (কক্ষ) পথ-বিশিষ্ট আকাশের,

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑨

৯। নিশ্চয় তোমরা পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত ।

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ⑩

১০। (কেবল) সেই ব্যক্তিকে উহা (সত্য) হইতে ফিরানো হয়, যাহাকে (সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) ফিরানো হইয়াছে ।

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ⑪

১১। ধ্বংস হইল তাহারা যাহারা অধিক আনুমানিক কথা বলে,

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ⑫

১২। যাহারা গভীর অজ্ঞতায় (সত্য সম্বন্ধে) উদাসীন হইয়া রহিয়াছে

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ⑬

১৩। তাহারা প্রশ্ন করে, 'বিচার দিবস কখন হইবে ?'

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ⑭

১৪। (তুমি বল,) 'ইহা সেই দিন হইবে যখন তাহাদিগকে আগুনের আযাবে নিপতিত করা হইবে ।'

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ⑮

১৫। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে,) 'তোমরা তোমাদের অগ্নি-যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর, ইহা সেই (অগ্নি-যন্ত্রণা) যাহার ত্বরিত আগমন তোমরা কামনা করিতে ।'

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾

১৬। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ বাগান ও ঝরণাসমূহের মধ্যে থাকিবে,

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

১৭। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিবেন তাহারা উহা গ্রহণ করিতে থাকিবে, কারণ তাহারা ইহার পূর্বে সৎকর্মশীল ছিল;

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

১৮। তাহারা রাত্রে অল্পই ঘুমাইত;

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তাহারা প্রভাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিত;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

২০। বস্তুত তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হক্ রহিয়াছে তাহাদের যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদেরও যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী আছে,

وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তথাপি কি তোমরা দেখিতেছ না ?

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আকাশে তোমাদের রিয্ক আছে এবং উহাও আছে যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) সেইভাবেই সত্য যেভাবে তোমরা কথা বলিতেছ।

১ [২৪] ১৮

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। তোমার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানগণের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, 'সালাম' (শান্তি বর্ষিত হউক)! সে বলিল, 'সালাম !' (ইব্রাহীম মনে মনে বলিল,) 'লোকগুলি অপরিচিত মনে হইতেছে।'

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং সে নিরবে নিজ পরিবারের নিকটে চলিয়া গেল এবং একটি মোটা তাজা গো-বৎস লইয়া আসিল,

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং উহা তাহাদের সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, 'আপনারা কি খাইবেন না ?'

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং সে তাহাদের নিকট হইতে ভীতি অনুভব করিল, তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না;' এবং তাহারা তাহাকে এক জ্ঞানবান পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

৩০। তখন তাহার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত ও হতভম্ব হইয়া সম্মুখে আসিল এবং সে নিজ মুখে করাঘাত করিয়া বলিল, 'আমি তো একজন বন্ধ্যা, বৃদ্ধা।'

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

৩১। তাহারা বলিল, 'এইভাবেই, তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

৩২। সে (ইব্‌রাহীম) বলিল, 'হে দূতগণ! তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি?'

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তাহারা বলিল, 'আমরা এক অপরাধপরায়ণ জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। যেন আমরা তাহাদের উপর মৃত্তিকা-জাত প্রস্তররাশি বর্ষণ করি;

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। যেগুলিকে তোমার প্রতিপালকের দরবারে সীমালংঘনকারীদের শাস্তির জন্য চিহ্নিত করা হইয়াছে।'

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬। সুতরাং সেখানে যাহারা মো'মেন ছিল তাহাদিগকে বাহির করিয়া লইলাম।

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং আমরা সেখানে (আমাদের প্রতি) আত্মসমর্পণকারীদের মাত্র একটি ঘরই পাইলাম।

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং আমরা সেখানে সেই সকল লোকদের জন্য এমন একটি নিদর্শন রাখিয়া দিলাম, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করিয়া চলে।

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং মূসার (বৃত্তান্তের) মধ্যেও (অনেক নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাকে ফেরাউনের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

৪০। কিন্তু সে তাহার শক্তির অহমিকায় মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'সে তো একজন যাদুকর অথবা একজন উন্মাদ।'

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সৈন্যদলকে ধৃত করিলাম, অতঃপর তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; ফলে সে অদ্যাবধি তিরস্কৃত হইতেছে।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

৪২। এবং 'আদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাদের উপর এক সর্বনাশা ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম;

مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

৪৩। উহা যাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইত উহাকে পচা-গলিত অস্থিপুঞ্জে পরিণত না করিয়া ছাড়িত না।

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং 'সামূদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আদেশকে অমান্য করিল, তখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাত ধৃত করিল এবং তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল;

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং তাহারা না উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল এবং না কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করিতে পারিল।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং পূর্বে নূহের জাতিকেও (আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম), নিশ্চয় তাহারা এক অবাধ্য জাতি ছিল।

[২৩] ২ ১

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং এই যে আকাশ— আমরা উহাকে আমাদের হস্ত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী।

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর এই যে পৃথিবী — আমরা ইহাকে বিছনারূপে বিস্তার করিয়াছি এবং আমরা কত উত্তম বিস্তারকারী!

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫১। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

৫২। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদ স্থির করিও না, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। এইরূপে তাহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট এমন কোন রসূল আগমন করে নাই যাহাকে তাহারা একজন যাদুকর অথবা এমন উন্মাদ বলিয়া আখ্যায়িত করে নাই।

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা কি একে অপরকে (এই আচরণের) ওসীয়্যত করিয়া গিয়াছিল ? না, বরং তাহারা সকলে বিদ্রোহপরায়ণ জাতি।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। সুতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও; এবং তুমি (তাহাদের কার্যকলাপের জন্য) তিরস্কৃত হইবে না।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং তুমি বারংবার উপদেশ দিতে থাক; কেননা নিশ্চয় উপদেশ মো'মেনদের উপকার সাধন করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমি জিন্‌ ও ইনসানকে শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা কেবল মাত্র আমারই ইবাদত করে।

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং আমি তাহাদের নিকট কোন রিয্‌ক চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে তাহারা আমাকে খাদ্য দান করুক।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾

৬০। অতএব যাহারা যুলুম করিয়াছে নিশ্চয় তাহাদের জন্য সেইরূপ ভাগ্য নির্ধারিত আছে যেইরূপ তাহাদের (সমমতাবলম্বী) সঙ্গীদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল; সুতরাং তাহারা যেন আমার নিকট (শাস্তি চাহিতে) ব্যস্ততা না দেখায়।

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

৬১। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য সেইদিন দুর্ভোগ হইবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

১
৪]
২

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

৫২-সূরা আত্ তূর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫০ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالطُّوْرِ ②

২। কসম তূর পর্বতের;

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ③

৩। এবং (কসম এই) লিখিত কিতাবের;

فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ④

৪। (যাহা) উন্মুক্ত চিক্কণ চামড়ায় (লিখিত আছে);

وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ⑤

৫। এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের;

وَّالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ⑥

৬। এবং (কসম) চির সমুন্নত ছাদের;

وَّالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ⑦

৭। এবং (কসম) উদ্বেলিত সমুদ্রের;

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑧

৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হইবে ।

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ⑨

৯। উহার প্রতিরোধকারী কেহই নাই ।

يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ⑩

১০। যেদিন আকাশ ভীষণ ভাবে তোলপাড় করিবে,

وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑪

১১। এবং পর্বতমালা দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে,

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ⑫

১২। অতএব সেইদিন দুর্ভোগ—সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান-কারীদের জন্য,

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ⑬

১৩। ক্রীড়াচ্ছলে যাহারা বৃথা কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকে,

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ⑭

১৪। সেদিন যখন তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া জাহান্নামের আগুনের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে,

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ⑮

১৫। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে),'এই সেই আগুন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে,

أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

১৬। ইহা কি তবে যাদু, অথবা তোমরা (এখনও) কি দেখিতেছ না ?

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭। তোমরা ইহাতে দগ্ধ হও; অতএব তোমরা সবুর কর বা সবুর না কর, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান। তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে।'

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ জান্নাতসমূহে ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিবে,

فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক যাহা কিছু দান করিবেন উহাতে তাহারা আনন্দিত হইবে; এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে (জাহান্নামের) আগুনের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০। (এবং আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে বলিবেন), 'তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের বিনিময়ে সানন্দে রুচিসহকারে আহার কর এবং পান কর।'

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২১। (সেইদিন) তাহারা সারি সারি সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে। এবং আমরা তাহাদিগকে পরমাসুন্দরী আয়তলোচনা রমনীগণ জোড়ারূপে দান করিব।

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

২২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে— আমরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকেও তাহাদের সহিত মিলিত করিব। এবং তাহাদের কৃত-কর্ম হইতে আমরা কিছু মাত্রও কম করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি উহার জন্য দায়ী হইবে যাহা সে অর্জন করিয়াছে।

وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আমরা তাহাদিগকে নানাবিধ ফল ও মাংস প্রদান করিব যাহা তাহারা কামনা করিবে।

يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। তাহারা তথায় একে অপরের সঙ্গে পান-পাত্র আদান প্রদান করিবে (ফলে) উহাতে (পানকারীর জন্য) বৃথা কথা বলারও কিছু থাকিবে না এবং পাপকর্ম করারও কিছু থাকিবে না।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহাদের কিশোরগণ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ করিবে, তাহারা সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইবে।

২৬। এবং তাহারা প্রশ্ন করিতে করিতে পরস্পর মুখামুখি হইবে।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারা বলিবে, 'ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আমাদের স্বজনদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র ফয়সালা সম্বন্ধে) ভীত ছিলাম,

قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে উষ্ণ বায়ুর আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছেন;

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٨﴾

২৯। নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে তাঁহাকে ডাকিয়া আসিতেছিলাম, নিশ্চয় তিনি পরম কল্যাণকারী, পরম দয়াময়।'

ع اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٩﴾

[১৯] ১ ৩

৩০। অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে গণকও নহ এবং উন্মাদও নহ।

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٣٠﴾

৩১। তাহারা কি বলিতেছে, '(সে) একজন কবি ? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক; আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলাম।'

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তাহাদের বিচার-বুদ্ধি কি তাহাদিগকে ইহার আদেশ করিতেছে অথবা তাহারা কি এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি ?

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। অথবা তাহারা কি বলিতেছে, 'সে নিজে ইহা রচনা করিয়াছে ?' না, বরং তাহারা ঈমান রাখে না।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। অতএব যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ইহার অনুরূপ কোন বাণী পেশ করুক।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহাদিগকে কি কোন কিছু ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহারা নিজেরাই কি (নিজেদের) স্রষ্টা ?

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তাহারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছে ? না, বরং তাহাদের (স্রষ্টাতে) দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাহাদের নিকটে কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ আছে অথবা তাহারা কি তত্ত্বাবধায়ক ?

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তাহাদের নিকট কি কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া তাহারা (আল্লাহ্‌র কথা) শ্রবণ করিতেছে ? অতএব তাহাদের শ্রোতা কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ পেশ করুক।

اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٩﴾

أَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। তাঁহার জন্য কি কন্যা সন্তানগণ এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তানগণ ?

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহ যাহার ফলে তাহারা ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ?

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। তাহাদের নিকট কি অদৃশ্য বিষয় (সম্পর্কিত জ্ঞান) আছে যাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিতেছে ?

أَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন ষড়যন্ত্র করিতে মনস্থ করিতেছে ? তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই (তাহাদের) ষড়যন্ত্রের শিকার হইবে।

أَمْ لَهُمْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কি তাহাদের কোন মা'বূদ আছে ? তাহারা যাহাকে শরীক করিতেছে আল্লাহ্‌ উহা হইতে পবিত্র।

وَإِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং যদি তাহারা আকাশের কোন একটা খণ্ডকে পড়িতে দেখে তখন তাহারা বলে, 'ইহা এক ঘন মেঘ।'

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণপর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাতে সংজ্ঞাহীন করা হইবে;

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। যেদিন তাহাদের দুরভিসন্ধি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্যও করা হইবে না।

وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য ইহা ব্যতীত আরও আযাব আছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তুমি আমাদের দৃষ্টিতে আছ; এবং যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হও, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে এবং তারকারাজির অস্তগমনের সময়ও তুমি তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

(৫৩)

৫৩- সূরা আন্ নাজ্‌ম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৩ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ②

২। কসম নক্ষত্রটির যখন উহা নিপতিত হয়,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ③

৩। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্টও হয় নাই এবং বিভ্রান্তও হয় নাই;

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ④

৪। এবং সে নিজ প্রবৃত্তির বশেও কথা বলে না ।

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ⑤

৫। ইহা কেবল এমন ওহী যাহা (আল্লাহ্‌র সমীপ হইতে) ওহী করা হইতেছে ।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ⑥

৬। মহাশক্তিধর (আল্লাহ্) তাহাকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন;

ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ⑦

৭। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রকাশমান শক্তিসমূহের অধিকারী । অতঃপর তিনি নিজে (আরশের উপর) অধিষ্ঠিত হইলেন ।

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ⑧

৮। এবং (তিনি বাণী প্রেরণ করিলেন তখন) যখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তের উপরে ছিল ।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ⑨

৯। অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হইল; তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নীচে নামিলেন ।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ⑩

১০। অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্তী হইয়া গেল অথবা উহা হইতেও নিকটতর হইয়া গেল ।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ⑪

১১। অতঃপর তিনি নিজ বান্দার প্রতি উহাই ওহী করিলেন যাহা তিনি ওহী (করিবার সিদ্ধান্ত) করিয়াছিলেন ।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ⑫

১২। (মুহাম্মাদের) অন্তঃকরণ মিথ্যা বলে নাই যাহা সে দেখিয়াছিল ।

اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ⑬

১৩। তোমরা কি তাহার সহিত সেই সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছ যাহা সে দেখিয়াছে ?

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿١٣﴾

১৪। এবং নিশ্চয় সে তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিয়াছে,

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾

১৫। সর্বশেষ প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকটে,

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾

১৬। উহার নিকট চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থলের জান্নাত রহিয়াছে।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾

১৭। (সে এই দৃশ্য তখন দেখিয়াছিল) যখন কুল বৃক্ষকে উহা (ঐশী-বিকাশ) আচ্ছাদন করিতেছিল যাহা (ঐসময়) আচ্ছাদন করিয়া থাকে।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾

১৮। তাহার দৃষ্টি তখন বিভ্রান্তও হয় নাই এবং লক্ষ্য অতিক্রমও করে নাই।

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক মহান নিদর্শন দেখিয়াছিল।

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾

২০। এখন তোমরা আমাকে 'লাত' এবং 'উয্‌যার অবস্থা শুনাও;

وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾

২১। এবং আরও একটি তৃতীয় (প্রতিমা) 'মানাতের' অবস্থাও শুনাও।

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾

২২। কী! তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তাঁহার জন্য কন্যা সন্তান?

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾

২৩। তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অসংগত বন্টন।

اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾

২৪। ইহা তো কতকগুলি নাম মাত্র, যাহা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রাখিয়াছে, উহাদের জন্য আল্লাহ্‌ কোন দলীল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই। তাহারা শুধু অলীক কল্পনার এবং উহার অনুসরণ করে যাহা তাহাদের প্রবৃত্তি কামনা করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে হেদায়াত আসিয়াছে।

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾

২৫। মানুষ যাহা কামনা করে তাহাই কি সে পায়?

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

২৬। বস্তুতঃ পরকাল এবং ইহকাল আল্লাহ্‌রই জন্য।

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾

২৭। এবং আকাশসমূহে কত ফিরিশ্‌তা, যাহাদের শাফা'য়াত (সুপারিশ) কাহারও কোন উপকার আসে না, কেবল ইহা ছাড়া যে, (এইরূপ করার) অনুমতি দেন আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তিকে যাহাকে তিনি চাহেন এবং যাহার উপর তিনি সন্তুষ্ট হন।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ ﴿٢٧﴾

২৮। নিশ্চয় যাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাহারাই বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের নামানুসারে ফিরিশ্‌তাদের নামকরণ করিয়া থাকে ;

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

২৯। অথচ এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা শুধু ধারণার অনুসরণ করিতেছে; বস্তুতঃ ধারণা সত্যের মোকাবেলায় আদৌ কোন উপকারে আসে না।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

৩০। সুতরাং তুমিও তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, যাহারা আমাদের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কিছুই কামনা করে না।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

৩১। এই তো তাহাদের জ্ঞানের পরিধি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তিকে ভালরূপে জানেন যে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকেও ভালরূপে জানেন যে হেদায়াতের পথে চলিয়াছে।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴿٣١﴾

৩২। এবং আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেন, এবং যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি উত্তমভাবে পুরস্কার দান করেন;

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾

৩৩। যাহারা মহাপাপ ও অশ্লীলতাকে পরিহার করে কেবল ক্ষণিকের জন্য মনে উদ্ভাসিত মন্দ ধারণা ছাড়া। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদিগকে তখন হইতে ভালভাবে জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাকারে লুক্কায়িত ছিলে। অতএব তোমরা নিজদিগকে পবিত্র জ্ঞান করিও না। তিনি তাহাকে সর্বাধিক জানেন যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। [৭] ২ ৬

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾

৩৪। তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে (হেদায়াত হইতে) মুখ ফিরাইয়া লয়,

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং যে অল্প দান করে এবং কৃপণতা করে ?

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহার নিকট কি অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে যাহার ফলে সে (নিজ পরিণামকে) প্রত্যক্ষ করিতেছে ?

৩৭। তাহাকে কি উহা সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় নাই যাহা মূসার কিতাবসমূহে আছে,

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং ইব্‌রাহীমেরও, যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়াছিল—

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯। এই যে, কোন ভারবাহী আত্মা অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না।

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নাই কেবল উহা ব্যতীত যাহার জন্য সে চেষ্টা করে;

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং এই যে, তাহার প্রচেষ্টাকে অচিরেই প্রত্যক্ষ করা হইবে,

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤١﴾

৪২। অতঃপর তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় পুরস্কার প্রদান করা হইবে,

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং এই যে, নিশ্চয় (সকল বিষয়ের) পরিসমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘটে;

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং এই যে, তিনিই হাসান এবং কাঁদান;

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং জীবন দান করেন;

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া— নর ও নারী,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٦﴾

৪৭। শুক্র বিন্দু হইতে যখন ইহা (জরায়ুতে) নির্গত করা হয়;

مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং এই যে, পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁহারই উপর;

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং এই যে, তিনিই ধনী করেন এবং পরিতৃপ্ত করেন;

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং এই যে, তিনিই শি'রা (লুব্ধক) নক্ষত্রের মালিক;

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ' জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন,

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

৫২। এবং 'সামূদ' জাতিকেও, এবং তিনি তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখেন নাই;

وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥٢﴾

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং তাহাদের পূর্বে নূহের জাতিকেও— তাহারা অত্যন্ত যালেম এবং বিদ্রোহপরায়ণ জাতি ছিল—

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং (লূতের জাতির) উল্‌টানো জনপদসমূহকেও তিনিই ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন,

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٥﴾

৫৫। অতঃপর উহাদিগকে সেই জিনিষ আবৃত করিল যাহা এমতবস্থায় আবৃত করিয়া থাকে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٦﴾

৫৬। অতএব (হে মানুষ) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতসমূহের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌টির প্রতি সন্দেহ পোষণ করিবে।

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٧﴾

৫৭। পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের ন্যায় (আমাদের) এই (নবীও) একজন সতর্ককারী।

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٨﴾

৫৮। এই (জাতির ফয়সালার) মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে,

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٩﴾

৫৯। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহই উহাকে টলাইতে পারে না।

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٦٠﴾

৬০। তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হইতেছ ?

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦١﴾

৬১। এবং তোমরা হাসিতেছ, এবং কাঁদিতেছ না——

وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং তোমরা আমোদ-প্রমোদ করিতেছ ?

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٣﴾ ع

৬৩। অতএব (ওঠ ! এবং) আল্লাহ্‌র সমক্ষে সেজদা কর এবং তাহার ইবাদত কর।

সেজদা-১২
[৩০] ৩ ৭

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

(৫৪)

৫৪-সূরা আল্ কামার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ②

২। নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হইল এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইল।

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ③

৩। এবং তাহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, 'ইহাতো চির প্রচলিত যাদু।'

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ④

৪। এবং তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক নির্ধারিত সময় আছে।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ⑤

৫। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট এমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসিয়াছে যাহার মধ্যে সতর্কবাণী আছে—

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ⑥

৬। হৃদয়স্পর্শী হিকমত। কিন্তু সাবধানবাণী তাহাদের কোন উপকারে আসিল না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ⑦

৭। সুতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং (অপেক্ষা কর সেই দিন পর্যন্ত) যেদিন এক আহ্বানকারী তাহাদিগকে এক অবাঞ্ছিত বিষয়ের (আযাবের) প্রতি আহ্বান করিবে,

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ⑧

৮। তখন তাহাদের চক্ষু অবনত থাকিবে, তাহারা (তাহাদের) কবরসমূহ হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল,

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑨

৯। তাহারা ঘোষণাকারীর দিকে ধাবমান হইবে। কাফেরগণ বলিবে, 'ইহা বড়ই কঠিন দিন।'

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ⑩

১০। ইহাদের পূর্বে নূহের জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; এবং তাহারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'সে তো একজন উন্মাদ এবং তাহাকে (আমাদের দেবতা কর্তৃক) অভিশপ্ত করা হইয়াছে।'

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ⑩

১১। তখন সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি পরাভূত, সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ⑪

১২। তখন আমরা মুষলধারে বারি বর্ষণে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিলাম;

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑫

১৩। এবং ভূমিতেও আমরা ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করিলাম, সুতরাং (দুই দিকের) পানি সম্মিলিত হইয়া গেল এমন এক বিষয়ের জন্য যাহার সিদ্ধান্ত পূর্ব হইতে করা হইয়াছিল।

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ⑬

১৪। এবং আমরা তাহাকে তক্তা ও পেরেক দ্বারা নির্মিত যানের উপর আরোহণ করাইয়াছিলাম।

تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ⑭

১৫। উহা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে চলিতেছিল, ইহা সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিদান স্বরূপ ছিল যাহাকে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑮

১৬। এবং আমরা উহাকে (পরবর্তীদের জন্য) এক নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলাম। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ⑯

১৭। অতএব (দেখ,) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী!

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑰

১৮। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ⑱

১৯। 'আদ' জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সুতরাং (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী!

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ⑲

২০। এবং আমরা তাহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু পাঠাইয়াছিলাম এক দীর্ঘস্থায়ী অশুভ দিনে,

تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ⑳

২১। উহা মানুষকে এইরূপে উৎপাটিত করিতেছিল যেন তাহারা মূলোৎপাটিত ফাঁপা খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ㉑

২২। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٤﴾

২৪। 'সামূদ' জাতি সতর্ককারীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'কি আমরা আমাদেরই মধ্য হইতে একজন (মরণশীল) মানুষের অনুসরণ করিয়া চলিব ? এইরূপ করিলে আমরা নিশ্চয় বিভ্রান্তি এবং উন্মাদনার মধ্যে নিপতিত হইব।

ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٦﴾

২৬। আমাদের মধ্য হইতে শুধু এই ব্যক্তির উপরই কি উপদেশ-বাণী নাযেল করা হইয়াছে ? না, বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দাম্ভিক ব্যক্তি।'

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٧﴾

২৭। তাহারা আগামীকাল জানিবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দাম্ভিক।

اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٨﴾

২৮। আমরা তাহাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করিব। সুতরাং (হে সালেহ !) তুমি তাহাদের পরিণামের অপেক্ষা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, তাহাদের মধ্যে (এবং সেই উষ্ট্রীর মধ্যে) পানি বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, (পালাক্রমে) প্রত্যেক বার পানি পান করার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে।'

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٣٠﴾

৩০। অতঃপর তাহারা তাহাদের সঙ্গীকে ডাকিল, সুতরাং সে (উষ্ট্রীকে) বলপূর্বক ধরিল এবং (উহার) হাঁটুর পশ্চাদশিরা কাটিয়া দিল।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣١﴾

৩১। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব এবং সতর্কবাণী !

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣٢﴾

৩২। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর একটি বিকট শব্দকারী আযাব পাঠাইলাম, ফলে তাহারা খোঁয়াড় নির্মাণকারীর (ছুরি দিয়া চাঁছা) শুকনা কাষ্ঠ-টুকরার ন্যায় হইয়া গেল।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৪। লূতের জাতিও সতর্ককারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর শিলা-বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম লূতের পরিবার ছাড়া, যাহাদিগকে আমরা প্রভাতে রক্ষা করিয়াছিলাম—

نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾

৩৬। আমাদের পক্ষ হইতে নেয়ামতস্বরূপ। এইভাবেই আমরা পুরস্কার দিয়া থাকি যাহারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং সে তাহাদিগকে আমাদের গুরুতর ধৃতকরণ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল।

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তাহারা তাহাকে তাহার মেহমানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছিল; ফলে আমরা তাহাদের চক্ষুসমূহকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'আমার আযাব এবং সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং প্রাতঃকালেই এক বিরামহীন আযাব তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল।

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾

৪০। 'অতএব তোমরা এখন আমার আযাব ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

৪২। এবং ফেরাউনের জাতির নিকটও সতর্ককারীগণ আসিয়াছিল।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমরা তাহাদিগকে এক মহা পরাক্রমশালী শক্তিধরের ধৃত করণের ন্যায় ধৃত করিয়াছিলাম।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

৪৪। (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের কাফেরগণ কি উহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম? অথবা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য (আযাব হইতে) নিষ্কৃতি লিপিবদ্ধ আছে?

[৩ ৯]

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٥﴾

৪৫। তাহারা কি বলে, 'আমরা এক অপরাজেয় দল ?'

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٦﴾

৪৬। অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হইবে এবং তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٧﴾

৪৭। বরং (তাহাদের ধ্বংসের) সেই মুহূর্ত তাহাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুত মুহূর্ত; বস্তুতঃ সেই মুহূর্ত অত্যন্ত ধ্বংসকারী এবং তিক্ত।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٨﴾

৪৮। নিশ্চয় অপরাধীরা পথ-ভ্রষ্টতা এবং উন্মাদনায় আক্রান্ত।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٩﴾

৪৯। যেদিন তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আগুনের মধ্যে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, (এবং বলা হইবে), 'তোমরা জাহান্নামের স্পর্শ-স্বাদ আস্বাদন কর।'

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٠﴾

৫০। নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥١﴾

৫১। এবং আমাদের আদেশ একবারই মাত্র, যাহা চক্ষুর পলকের ন্যায় (বাস্তবায়িত হয়)।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা (পূর্বেও) তোমাদের মত বহু দলকে ধ্বংস করিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং প্রত্যেক কাজ যাহা তাহারা করিয়াছে কিতাবের মধ্যে (সংরক্ষিত) আছে।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং প্রত্যেক ছোট এবং বড় (কাজ) লিপিবদ্ধ আছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٥﴾

৫৫। নিশ্চয় মুত্তকীগণ বাগানসমূহ এবং নহরসমূহের মধ্যে থাকিবে,

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٦﴾

৫৬। এক চিরস্থায়ী সম্মানজনক বাসস্থানে সর্বশক্তিমান মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে।

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ

৫৫-সূরা আর্ রাহ্মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلرَّحْمٰنُ ②

২ । তিনি অযাচিত-অসীম দাতা (আল্লাহ্),

عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ③

৩ । যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন ।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ④

৪ । তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন,

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ⑤

৫ । (এবং) তাহাকে স্পষ্টভাবে কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন ।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑥

৬ । সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মোতাবেক (নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণশীল) রহিয়াছে ।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ⑦

৭ । এবং গুল্মলতা ও বৃক্ষরাজি (তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী) সেজদা করিতেছে ।

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ⑧

৮ । এবং এই যে আকাশ— তিনি ইহাকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং তুলাদণ্ড স্থাপন করিয়াছেন,

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ⑨

৯ । যেন তোমরা তুলাদণ্ডে সীমাতিক্রম না কর ।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ⑩

১০ । সুতরাং তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপ কম করিও না ।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ⑪

১১ । এবং এই যে পৃথিবী— তিনি ইহাকে (তাঁহার) সৃষ্টির জন্য সংস্থাপন করিয়াছেন,

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ⑫

১২ । যাহাতে রহিয়াছে ফল-ফলাদি এবং আবরণ-বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ,

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑬

১৩ । এবং খোসা বিশিষ্ট শস্য-দানা এবং সুগন্ধি ফুলগাছ ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ⑭

১৪ । অতএব (হে জিন্ ও ইনসান !) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

১৫। তিনি মানুষকে খন্‌ খনে পাত্রের ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন,

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾

১৬। এবং জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন আগুনের শিখা হইতে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

১৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

১৮। তিনি দুইটি পূর্বেরও প্রতিপালক এবং দুইটি পশ্চিমেরও প্রতিপালক।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

২০। তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন যে, (এক সময়ে) উভয়ে মিলিত হইবে।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

২১। (বর্তমানে) উভয়ের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক আছে (যাহার দরুন) উহারা একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

২২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

২৩। উভয় (সমুদ্র) হইতে মুক্তা এবং প্রবাল বহির্গত হয়।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

২৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং সমুদ্রবক্ষে পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগুলি তাঁহারই।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

২৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

২৭। উহার (ভূপৃষ্ঠের) উপর যাহা কিছু আছে সবই নশ্বর,

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

২৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ কোন্‌ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে। প্রতিদিন তিনি নব নব মহিমায় প্রকাশিত হন।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾

৩২। হে 'ইনসান ও জিন্ন'-এর দুই শক্তিশালী দল ! আমরা অচিরেই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিব,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۗ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। হে জিন্ন ও ইনসানের দল ! যদি তোমরা আকাশ এবং পৃথিবীর প্রান্তসমূহ ভেদ করিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে ভেদ করিয়া যাও। তোমরা (সর্বাধিপতির) কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে আদৌ ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾

৩৫। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾

৩৬। তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা এবং গলিত তাম্র প্রেরণ করা হইবে, তখন তোমরা (উহা হইতে বাঁচার জন্য) একে অপরের সাহায্য করিতে পারিবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং উহা রক্তবর্ণ চামড়ার ন্যায় লাল হইবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾

৩৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং সেদিন না মানুষ তাহার পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে এবং না জিন্ন।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾

৪১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾

৪২। অপরাধীগণকে তাহাদের (চেহারার) লক্ষণাবলী দ্বারা চিনা যাইবে, এবং তাহাদিগকে তাহাদের মাথার বুঁটি এবং পা ধরিয়া গ্রেপ্তার করা হইবে।

৪৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٣﴾

৪৪। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা অপরাধীরা অস্বীকার করিত;

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহারা ইহার মধ্যে এবং ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে।'

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٦﴾

৪৭। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হইতে ভয় পায় তাহার জন্য দুইটি জান্নাত আছে—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٧﴾

৪৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٨﴾

৪৯। উভয়ই ঘন শাখা বিশিষ্ট (বৃক্ষরাজিপূর্ণ) হইবে।

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٩﴾

৫০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٠﴾

৫১। উভয়ের মধ্যে দুইটি ঝরণা প্রবাহিত থাকিবে।

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥١﴾

৫২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٢﴾

৫৩। উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফল জোড়া জোড়া থাকিবে।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٣﴾

৫৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٤﴾

৫৫। তাহারা এমন সজ্জাসমূহের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে যাহার আস্তর হইবে ঘন রেশমের এবং উভয় বাগানের ফল (ভারে ঝুঁকিয়া) নিকটবর্তী হইবে।

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٦﴾

৫৭। সেইগুলির মধ্যে থাকিবে আনত-নয়না নারীগণ যাহাদিগকে তাহাদের (জান্নাতবাসীগণের) পূর্বে কোন মানুষও স্পর্শ করে নাই এবং কোন জিন্নও না—

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٧﴾

৫৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٨﴾

৫৯। (দেখিতে) তাহারা যেন ইয়াকূত (লোহিত পদ্মরাগমণি) এবং প্রবাল;

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٩﴾

৬০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٠﴾

৬১। ইহ্‌সানের (সদাচরণের) বিনিময় ইহ্‌সান (সদাচরণ) ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦١﴾

৬২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং এই জান্নাতদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি জান্নাত আছে—

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٣﴾

৬৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٤﴾

৬৫। উভয়ই ঘন সবুজ হইবে—

مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٥﴾

৬৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٦﴾

৬৭। উভয়ের মধ্যে দুইটি স্রবেগে উচ্ছলিত প্রবহমান ঝরণা থাকিবে।

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٧﴾

৬৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٨﴾

৬৯। উভয়ের মধ্যে থাকিবে (নানারকম) ফল-ফলাদি, এবং খর্জুর এবং ডালিম।

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٩﴾

৭০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٠﴾

৭১। ঐগুলির মধ্যে থাকিবে পুণ্যবতী এবং সুন্দরী রমণীগণ—

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧١﴾

৭২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٢﴾

حُورٌ مَّقْصُورٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭৩। তাহারা সতী কৃষ্ণনয়না রূপসী হইবে যাহারা তাবুর মধ্যে সুরক্ষিত থাকিবে—

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾

৭৫। যাহাদিগকে তাহাদের পূর্বে কোন মানুষও স্পর্শ করে নাই এবং কোন জিন্নও না—

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

৭৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৭। তাহারা হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে— সবুজ তাকিয়া এবং অতিসুন্দর গালিচার উপর .

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾

৭৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৭৯। তোমার প্রতিপালকের নাম অতীব বরকতপূর্ণ, যিনি মহাপ্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি।

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

৫৬-সূরা আল্ ওয়াকে'আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৭ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ②

২। যখন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সংঘটিত হইবে—

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ③

৩। ইহার সংঘটনে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই—

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ④

৪। ইহা (কতককে) অধঃপতিত করিবে এবং (কতককে) সমুন্নত করিবে।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ⑤

৫। যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত করা হইবে।

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑥

৬। এবং পর্বতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ⑦

৭। অনন্তর উহা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হইবে;

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑧

৮। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে;

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑨

৯। সুতরাং (এক শ্রেণী হইবে) ডান হাতের সহচরবৃন্দ—কেমন (সৌভাগ্যশালী) হইবে ডান হাতের সহচরবৃন্দ ?

وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ⑩

১০। এবং (দ্বিতীয় শ্রেণী হইবে) বাম হাতের সহচরবৃন্দ—কেমন (হতভাগ্য) হইবে বাম হাতের সহচরবৃন্দ।

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ⑪

১১। এবং (তৃতীয় শ্রেণী হইবে) অগ্রগামী, তাহারা প্রকৃতই অগ্রগামী হইবে;

أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ⑫

১২। ইহারাই (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত হইবে;

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ⑬

১৩। নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে—

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ⑭

১৪। পূর্ববর্তীগণের (মো'মেনগণের) মধ্য হইতে হইবে এক বৃহৎ দল,

وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ ⑮

১৫। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতে হইবে, এক ছোট দল,

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾

১৬। স্বর্ণখচিত পালঙ্কসমূহের উপর (উপবিষ্ট থাকিবে),

مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭। উহাদের উপরে হেলান দিয়া মুখোমুখি অবস্থায়।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। চিরকিশোরগণ তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশন করিতে থাকিবে,

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾

১৯। ঝরণার পানি দ্বারা পূর্ণ পান-পাত্র, সুরাহী এবং পেয়ালাসমূহ লইয়া।

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। উহার দরুন তাহাদের শিরঃপীড়াও হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না—

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং (তাহারা ঘুরিবে) ফল-মূল লইয়া যাহা তাহারা পসন্দ করিবে,

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং পাখীর মাংস লইয়া যাহা তাহারা আকাংখা করিবে।

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (তথায় তাহাদের জন্য) আয়তলোচনা সুন্দরী রমনীগণ থাকিবে,

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾

২৪। সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায়,

جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। ইহা বিনিময় স্বরূপ হইবে সেইসব কর্মের যাহা তাহারা করিত।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾

২৬। তথায় তাহারা না কোন বৃথা কথা শুনিবে এবং না কোন পাপের কথা,

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾

২৭। কেবল এই (অভিবাদন) বাণী ছাড়া—সালাম সালাম (শান্তি বর্ষিত হউক, শান্তি বর্ষিত হউক)।

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৮। আর যে ডান হাতের সহচরগণ— কতই না সৌভাগ্যশালী হইবে ডান হাতের সহচরগণ!—

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾

২৯। কন্টকবিহীন-ভারাবনত কুলবৃক্ষরাজির মধ্যে,

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত গুচ্ছবিশিষ্ট কদলী বৃক্ষসমূহের মধ্যে,

وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং সুবিস্তৃত ছায়াতে,

وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং প্রবহমান পানির মাঝে,

৩৩। এবং প্রচুর ফল-মূলের মধ্যে,

وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। যাহা শেষও হইবে না এবং নিষিদ্ধও হইবে না,

لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّ لَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং সম্ভ্রান্ত রমণীগণের সংগে—

وَّ فُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে উত্তম ভাবে সৃষ্টি করিয়াছি,

اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি,

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٧﴾

৩৮। প্রেমময়ী সম-বয়স্কা করিয়া,

عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٨﴾

[৩৯] ১৪ ৩৯। ডান হাতের সহচরগণের জন্য।

لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾ ع

৪০। পূর্ববর্তী মো'মেনগণের মধ্য হইতে হইবে এক বৃহৎ দল।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতেও হইবে এক বৃহৎ দল।

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২। আর যে বাম হাতের সহচরগণ— কেমন (হতভাগা) হইবে বাম হাতের সহচরগণ!

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা থাকিবে উষ্ণ বায়ু এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং ঘোর কৃষ্ণ ধোঁয়ার ছায়াতলে;

وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। উহা না ঠান্ডা হইবে, না আরামদায়ক।

لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। ইতিপূর্বে তাহারা আরাম ও প্রাচুর্যের অবস্থায় ছিল,

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তাহারা মহাপাপে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকিত।

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তাহারা বলিত, 'কী! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব তখনও কি আমরা সত্যিই পুনরুত্থিত হইব,

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও কি?

اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণও এবং পরবর্তীগণও,

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। অবশ্যই (সকলকে) একত্রিত করা হইবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥١﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥٢﴾

৫২। অতঃপর তোমরা হে পথভ্রষ্ট, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যারোপকারীরা !

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٣﴾

৫৩। তোমরা নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইতে আহার করিবে,

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং উহা দ্বারা উদর পূর্তি করিবে,

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং উহার উপর গরম পানি পান করিবে,

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৬। পিপাসিত উষ্ট্রের পান করার ন্যায় পান করিবে;

هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٧﴾

৫৭। বিচারদিবসে ইহা হইবে তাহাদের আপ্যায়ন।

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮। তোমাদিগকে আমরাই সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব তোমরা (ইহাকে) কেন সত্য বলিয়া স্বীকার কর না ?

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯। তোমরা (নারীগর্ভে) যে বীর্য পাত কর উহার বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছ ?

ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٠﴾

৬০। তোমরাই কি উহা সৃষ্টি কর, না আমরা (উহার) সৃষ্টিকর্তা ?

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦١﴾

৬১। আমরাই তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি, এবং আমরা এমন নহি যে আমাদিগকে কেহ ডিঙ্গাইয়া আগে যাইতে পারিবে,

عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

৬২। এই ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের অনুরূপ (অন্য জাতিকে) তোমাদের স্থলে লইয়া আসি, এবং আমরা তোমাদিগকে এমন আকারে সৃষ্টি করি যাহা তোমরা অবগত নহ।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবহিত আছ। তথাপি তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না ?

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪। তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ, যাহা তোমরা (ক্ষেতে) বপন কর ?

ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তোমরাই কি উহা উৎপন্ন কর, না আমরা (উহার) উৎপাদনকারী ?

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে শুকনা গুঁড়ায় পরিণত করিতে পারিতাম, তখন তোমরা কেবল কথা রচনা করিতে থাকিতে;

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭। 'নিশ্চয় আমরা ঋণ-ভারাক্রান্ত !

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮। বরং আমরা (সম্পূর্ণরূপে) বঞ্চিত ?'

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তোমরা কি সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা পান কর ?

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٧٠﴾

৭০। তোমরাই কি উহাকে মেঘপুঞ্জ হইতে নাযেল কর, না আমরা (উহার) নাযেলকারী ?

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧١﴾

৭১। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে তিক্ত করিয়া দিতে পারিতাম, তথাপি তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ না ?

أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧٢﴾

৭২। তোমরা কি সেই আগুন সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা জ্বালাইয়া থাক ?

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩। তোমরাই কি উহার (জ্বলা) বৃক্ষকে উৎপন্ন কর, না আমরা (উহার) উৎপাদনকারী ?

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪। আমরা ইহাকে অভাবী ও মুসাফেরদের জন্য উপদেশ এবং সুফলপ্রদ করিয়াছি।

ع ٣ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾

৭৫। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ্‌ কর। [৩৬] ১৫

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٦﴾

৭৬। অবশ্যই আমি নক্ষত্ররাজির পতনের কসম খাইতেছি

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং নিশ্চয় ইহা মহান কসম, যদি তোমরা জানিতে

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮। নিশ্চয়ই ইহা মহা সম্মানিত কুরআন,

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٩﴾

৭৯। যাহা এক গুপ্ত সুরক্ষিত কিতাবে আছে,

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٨٠﴾

৮০। পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেহ ইহাকে স্পর্শ করিবে না।

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾

৮১। সর্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে ইহা নাযেল হইয়াছে।

أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨٢﴾

৮২। তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি বীতশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া অস্বীকার করিতেছ,

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তোমরা কি ইহাকে নিজেদের জীবিকা স্বরূপ বানাইয়া লইয়াছ যে তোমরা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর ?

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾

৮৪। যখন (মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ) কণ্ঠাগত হয় তখন কেন (উহাকে রোধ কর) না ?

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং তোমরা সেই মুহূর্তে তাকাইতে থাক

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬। বস্তুতঃ আমরা তোমাদের অপেক্ষা তাহার অধিকতর নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না;

فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭। যদি তোমাদিগকে প্রতিফল না-ই দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেনই বা না—

تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। তোমরা উহাকে ফিরাইয়া আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক ?

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। অতএব যদি সে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হয়—

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

৯০। তাহা হইলে তাহার জন্য অবধারিত আছে আরাম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত;

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং যদি সে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত হয়,

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

৯২। তাহা হইলে (তাহাকে বলা হইবে,) 'তোমার উপর 'সালাম', হে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি !'

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। কিন্তু যদি সে মিথ্যারোপকারী বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে,

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾

৯৪। তাহা হইলে তাহার আপ্যায়ন হইবে ফুটন্ত পানি দ্বারা,

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং জাহান্নামের দহন।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

৯৬। নিশ্চয় ইহাই বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস,

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৭। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ্‌ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) কর।

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ

৫৭-সূরা আল্ হাদীদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ③

৩। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাঁহারই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ④

৪। তিনিই আদি ও অন্ত এবং ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ⑤

৫। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে বহির্গত হয় এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নাযেল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে আরোহণ করে এবং তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন। এবং তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ্ উহা প্রত্যক্ষ করেন।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑥

৬। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাঁহারই, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑦

৭। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান, এবং বক্ষেঃ নিহিত সমস্ত বিষয় তিনি সর্বতোভাবে পরিজ্ঞাত।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑧

৮। তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন, এবং তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন উহা হইতে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ কর। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং খরচ করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧

৯। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না, অথচ এই রসূল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আন, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন ?

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑨

১০। তিনিই তাহার বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযেল করেন, যেন তিনি উহাদের দ্বারা তোমাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে আলোর দিকে লইয়া আসেন। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অতীব মমতাশীল এবং পরম দয়াময়।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩

১১। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর না, অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ? তোমাদের মধ্য হইতে কেহ তাহার সমান হইতে পারে না যে বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। ইহারা পদমর্যাদায় তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যাহারা বিজয়ের পরে খরচ করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। এবং সকলের সহিত আল্লাহ্‌ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে, যাহা তোমরা কর, সবিশেষ অবগত আছেন।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ⑪

১২। কে আছে যে আল্লাহ্‌কে অতি উত্তম ঋণ দিবে ? ফলে, তিনি উহাকে তাহার জন্য বাড়াইয়া দেন এবং তাহার জন্য এক সম্মানজনক পুরস্কার অবধারিত।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫

১৩। যেদিন তুমি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারী দিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডাইনে ধাবমান আছে, (ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে বলিবে) 'আজ তোমাদিগকে জান্নাতসমূহের সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় চিরকাল বাস করিবে। ইহাই মহান সফলতা।'

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ۖ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ

১৪। যেদিন মোনাফেক পুরুষ এবং মোনাফেক নারীরা মো'মেনদিগকে বলিবে 'আমাদের জন্য অপেক্ষা কর যাহাতে আমরা তোমাদের নূর হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারি' তখন (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'তোমরা পশ্চাতে ফিরিয়া যাও এবং (তথায়) নূর অন্বেষণ

لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٤﴾

কর।' অতঃপর তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে একটি দরজা থাকিবে। উহার অভ্যন্তরে রহমত বিরাজ করিবে এবং উহার বাহিরে উহার সম্মুখভাগে আযাব থাকিবে।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٥﴾

১৫। তাহারা (মোনাফেকরা) উহাদিগকে (মো'মেনদিগকে) বলিবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে দুর্বিপাকে ফেলিয়াছ, এবং তোমরা (আমাদের ধ্বংসের) অপেক্ষা করিতে এবং নানা প্রকার সন্দেহ করিতে; প্রকৃতপক্ষে হীন-বাসনা সমূহ তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে — আল্লাহ্‌র আদেশ না আসা পর্যন্ত। এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে প্রবঞ্চক (শয়তান) তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিল।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

১৬। 'সুতরাং আজ (হে মোনাফেকরা) না তোমাদের নিকট হইতে, না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার মুক্তি-পণ গ্রহণ করা হইবে। তোমাদের আশ্রয়স্থল আগুন, উহাই তোমাদের সঙ্গী, এবং উহা কতই না মন্দ বাসস্থল!'

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٧﴾

১৭। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসে নাই, যখন তাহাদের হৃদয়সমূহ আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য এবং যে সত্য নাযেল হইয়াছে উহার জন্য ভয়ে বিনীত হয়? এবং (মো'মেনদের কর্তব্য) তাহারা যেন উহাদের মত না হয় যাহাদিগকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের উপর (আল্লাহ্‌র ফযল নাযেল হওয়ার) যমানা দীর্ঘ হওয়ার ফলে তাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতকারী ছিল।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

১৮। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তোমরা বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ কর।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীল রমণীগণ এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে অতি উত্তম ঋণ দান করে—তাহাদিগকে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তদুপরি তাহাদের জন্য রহিয়াছে অতি সম্মানজনক পুরস্কার—

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝١٩

২০। যাহারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক এবং শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত। তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের পুরস্কার এবং তাহাদের নূর। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۗ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝٢٠

২১। তোমরা জানিয়া রাখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। ইহার দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায় যাহার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সব্জি কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা পরিপক্ক হয় এবং তুমি উহাকে হলুদবর্ণ দেখিতে পাও, যাহা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পরকালে রহিয়াছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছু নহে।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۗ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٢١

২২। (হে লোকসকল!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যাহার মূল্য আকাশ ও পৃথিবীর মূল্যের সমতুল্য; ইহা ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে। ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্‌ মহা ফযলের অধিকারী।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٢٢

২৩। পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন মুসীবৎ আসে না যে আমরা উহা প্রকাশ করিবার পূর্বেই এক কিতাবে লিবিবদ্ধ না থাকে— নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ—

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝٢٣

২৪। যেন তোমরা তোমাদের হারানো বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দেন উহাতে তোমরা আনন্দে স্ফীত না হও। এবং আল্লাহ্‌ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না—

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ۝٢٤

২৫। যাহারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকদিগকেও কৃপণতার আদেশ দেয়, এবং যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রাচুর্যশীল এবং সকল প্রশংসার অধিকারী।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

২৬। নিশ্চয় আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের সঙ্গে কিতাব এবং তুলাদণ্ড নাযেল করিয়াছি যাহাতে লোক ন্যায়-বিচার কায়েম করিতে পারে, এবং আমরা লৌহ নাযেল করিয়াছি, যাহাতে ভীষণ যুদ্ধের উপকরণ আছে এবং মানব জাতির জন্য বহুবিধ উপকার রহিয়াছে, এবং যেন আল্লাহ্‌ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন তাহাদিগকে যাহারা (তাঁহাকে) না দেখিয়াও তাঁহাকে এবং তাঁহার রসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।

৩ [৬] ৬৭

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّإِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা নূহ ও ইব্‌রাহীমকে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে নুবওয়াত এবং কিতাব মনোনীত করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কতক হেদায়াতের অনুসরণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দুষ্কৃতকারী।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى أٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। অতঃপর তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, এবং আমরা (তাহাদের) পিছনে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহাকে ইন্‌জীল প্রদান করিয়াছিলাম। এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদের অন্তরে আমরা স্নেহ-মমতা ও দয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আর যে আছে সন্ন্যাসবাদ— ইহা তাহারা নিজেরাই প্রবর্তন করিয়াছিল— যাহার নির্দেশ আমরা তাহাদিগকে দেই নাই, তাহারা অবশ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যই ইহা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইহার যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা তাহাদের পুরস্কার দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ছিল দুষ্কৃতকারী।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৯ হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তোমাদিগকে নিজ রহমত হইতে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং তোমাদের জন্য এমন নূর নির্ধারণ করিবেন যাহার সাহায্যে তোমরা (অন্ধকারে) চলিতে পার, এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন—বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

৩০। (আমরা ইহা এই জন্য বলিতেছি) যেন আহ্‌লে কিতাব ইহা মনে না করে যে, তাহারা (মুসলমানগণ) আল্লাহর ফযলের কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না, বস্তুতঃ ফযল আল্লাহর হাতে রহিয়াছে, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্‌ মহা ফযলের অধিকারী।

৪ [৪] ২০

سُوْرَةُ الْمُجَادِلَةِ مَدَنِيَّةٌ (৫৮)

৫৮- সূরা আল্ মুজাদেলা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ②

২। আল্লাহ্ অবশ্য সেই মহিলার কথা শুনিয়াছেন, যে তাহার স্বামীর সম্বন্ধে তোমার সহিত বিতর্ক করিতেছিল এবং আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করিতেছিল । এবং আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ مَّا ھُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۗىِٕيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ③

৩। তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত 'যিহার' করে (অর্থাৎ 'মা' বলিয়া ফেলে, তাহাদের এইরূপ বলাতে), তাহারা তাহাদের 'মা' হয় না; তাহাদের মা কেবল উহারা যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে । এবং নিশ্চয় তাহারা নিন্দনীয় এবং মিথ্যা কথা বলে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল ।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۭ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ④

৪। এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত 'যিহার' করে অতঃপর তাহারা যাহা বলিয়াছে উহাতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে অবশ্যই একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দিতে হইবে । ইহাই সেই বিষয় যে সম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে । এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤

৫। কিন্তু যে (গোলাম) না পায়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে । কিন্তু সে যদি ইহাতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাকে ষাট জন মিসকীনকে আহার্য্য দিতে হইবে । ইহা এই জন্য যেন তোমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনিতে পার । এবং এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমারেখা; এবং কাফেরদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاۗدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ

৬। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে, তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেভাবে তাহাদের

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

পূর্ববর্তীদিগকে অপদস্থ করা হইয়াছিল, এবং আমরা অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি। এবং কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অবধারিত আছে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۭ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

৭। যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। আল্লাহ্ ইহা হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু তাহারা উহা ভুলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী।

[৭] ১/১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৮। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সব জানেন? তিন জনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে তিনি তাহাদের চতুর্থজন না হন; এবং না পাঁচ জনের হয় যাহাতে তিনি তাহাদের ষষ্ঠজন না হন, এবং (সংখ্যায়) ইহার অপেক্ষা অল্প হউক অথবা অধিক হউক তিনি অবশ্যই তাহাদের সঙ্গে থাকেন— তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۡ وَاِذَا جَاۗءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ۭ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৯। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, অতঃপর তাহারা পুনরায় সেই কাজই করে যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পাপ কার্য, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা করিবার জন্য গোপন পরামর্শ করে? এবং যখন তাহারা তোমার নিকট আসে তখন তাহারা তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন করে যেভাবে আল্লাহ্ও তোমাকে অভিবাদন করেন নাই, এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে বলে, 'আমরা যাহা বলি তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে আযাব দেন না কেন?' তাহাদের জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপ কার্য, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা সম্পর্কে গোপন পরামর্শ করিও না; বরং পুণ্য কাজ এবং তাক্ওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ কর, এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্র যাহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٠

১১। নিশ্চয় (মন্দ বিষয়ে) গোপন পরামর্শ কেবল শয়তান হইতে, যেন সে ঐ সকল লোকদিগকে দুঃখ দেয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, অথচ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে সে তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। সুতরাং মো'মেনগণকে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١١

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা মজলিসে জায়গা খোলা রাখিয়া বস' তখন তোমরা জায়গা খোলা রাখিয়া বসিও, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রশস্ততা দান করিবেন। এবং যখন বলা হয় 'তোমরা উঠ' তখন তোমরা উঠিয়া পড়; তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মর্যাদাসমূহে সমুন্নত ও সম্মানিত করিবেন। এবং তোমরা যে কাজই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٢

১৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা রসূলের সহিত পৃথকভাবে পরামর্শ করিতে চাহ, তোমরা তোমাদের পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান করিও। ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং পবিত্রতার কারণ হইবে। কিন্তু যদি তোমরা কিছু দিতে না পার তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۗ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١٣

১৪। তোমরা কি তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা দিতে ভয় কর? সুতরাং যখন তোমরা এরূপ কর নাই এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর। এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝١٤

১৫। তুমি কি তাহাদের দিকে লক্ষ্য কর নাই যাহারা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহারা তোমাদের মধ্য হইতেও নহে এবং তাহাদের মধ্য হইতেও নহে; এবং তাহারা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিষয়ের কসম খাইতেছে।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٥

১৬। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় তাহারা যে কর্ম করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ

১৭। তাহারা তাহাদের কসমকে ঢাল বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা ইহা দ্বারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে

اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧﴾

নিরস্ত রাখিতেছে, সুতরাং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব অবধারিত ।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮ । না তাহাদের ধন-সম্পদ এবং না তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কোনও কাজে আসিবে । ইহারাই আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে বসবাস করিতে থাকিবে ।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰي شَيْءٍ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯ । যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন, তখন তাহারা তাঁহার সম্মুখে এইভাবেই কসম খাইবে যেভাবে তাহারা তোমাদের সম্মুখে কসম খায়, এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা কোন বিষয়ের উপর (ভিত্তি করিয়া) আছে । সাবধান ! নিশ্চয় তাহারাই মিথ্যাবাদী ।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۭ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০ । শয়তান তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) ভুলাইয়া দিয়াছে । ইহারাই শয়তানের দল । সাবধান : নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢١﴾

২১ । নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারাই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত ।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٢﴾

২২ । আল্লাহ্ ফয়সলা করিয়া লইয়াছেন : 'নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হইব । নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী ।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۭ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۭ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٣﴾ ع

২৩ । তুমি এমন কোন কওম পাইবে না যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং (অপরদিকে) তাহারা তাহাদিগকেও ভালবাসে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, যদিও তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষ অথবা তাহাদের সন্তান-সন্ততি অথবা তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ অথবা তাহাদের গোত্র-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন । ঐ সকল লোকই এমন, যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ (প্রকৃত) ঈমান অঙ্কিত করেন এবং তিনি তাঁহার সন্নিধান হইতে বাণী দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করেন , এবং তিনি তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে । তথায় তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে; তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট । ইহারাই আল্লাহ্‌র দল, জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হইবে ।

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ (৫৯)

৫৯-সূরা আল্ হাশ্‌র

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৫ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই তাঁহার তসবীহ করিতেছে, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۡ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ ۭ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

৩। তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে কাফেরদিগকে প্রথম নির্বাসনের সময় তাহাদের গৃহসমূহ হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। তোমরা ধারণাও কর নাই যে, তাহারা বাহির হইবে এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, তাহাদের দুর্গসমূহ আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদিগকে রক্ষা করিবে।

কিন্তু তাহাদের নিকটে আল্লাহ্ এমন দিক হইতে আগমন করিলেন যেদিক সম্বন্ধে তাহারা কল্পনাও করে নাই এবং তিনি তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করিলেন, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহসমূহ তাহাদের নিজ হাতে এবং মোমেনগণের হাতে বিধ্বস্ত করিতেছিল। সুতরাং হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاۗءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۭ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝

৪। এবং আল্লাহ্ যদি তাহাদের উপর নির্বাসন অবধারিত করিয়া না দিতেন তথাপি তিনি এই পৃথিবীতেও তাহাদিগকে নিশ্চয় আযাব দিতেন। এবং পরকালে তো তাহাদের জন্য আগুনের আযাব নির্ধারিত আছেই।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۗقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاۗقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৫। ইহা এই জন্য হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۗىِٕمَةً عَلٰٓي اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৬। খেজুরের যে বৃক্ষই তোমরা কর্তন করিয়াছ অথবা যেগুলিকে উহার কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছ, ইহা বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ীই, এবং ইহা এইজন্য যেন তিনি দুষ্কৃতকারীদিগকে অপদস্থ করেন।

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝٦

৭। এবং যে ধন-সম্পদ (বিনাযুদ্ধে) আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে নিজ রসূলকে প্রদান করিয়াছেন (উহা আল্লাহ্‌র দান,) যাহার জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট দৌড়াও নাই, বরং আল্লাহ্ নিজ রসূলগণকে যাহার উপর তিনি চাহেন আধিপত্য দান করেন, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٧

৮। আল্লাহ্ তাঁহার রসূলকে জনপদসমূহের অধিবাসীগণ হইতে বিনাযুদ্ধে যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন উহা আল্লাহ্‌র জন্য, এবং রসূলের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, এতীমদের জন্য, মিস্‌কীনদের জন্য এবং মুসাফেরদের জন্য, যেন ইহা তোমাদের মধ্য হইতে বিত্তশালীদের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়। এবং রসূল তোমাদিগকে যাহা দান করে উহা গ্রহণ কর, এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে উহা হইতে তোমরা বিরত থাক। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতীব কঠোর।

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ۝٨

৯। (এই ধন-সম্পদ উপরোক্ত লোক ব্যতীত) দরিদ্র মুহাজেরদের জন্য যাহাদিগকে তাহাদের গৃহসমূহ হইতে ও ধন-সম্পদ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র ফযল ও সন্তোষ কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সাহায্য করে। ইহারাই সত্যবাদী।

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٩

১০। এবং (এই মাল) তাহাদেরও জন্য যাহারা তাহাদের (হিজরতের) পূর্বে (মদীনায়) বাসগৃহে বসবাস করিতেছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল; তাহারা তাহাদিগকে ভালবাসে যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে, এবং তাহারা নিজেদের বক্ষঃস্থলে সেই সম্পদের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বোধ করে না যাহা তাহাদিগকে (মুহাজেরীনকে) দেওয়া হয়, এবং নিজেদের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এবং যাহাকে তাহার আত্মার কৃপণতা হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই বস্তুতঃপক্ষে সফলকাম।

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝١٠

১১। এবং যাহারা তাহাদের পরে আসিল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে এবং আমাদের সেই সকল ভাইকে ক্ষমা কর যাহারা ঈমানে আমাদের উপর অগ্রগামীতা লাভ করিয়াছে, এবং আমাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করিও না যাহারা ঈমান আনিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময়।'

ع ১ [১১] ৪

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

১২। তুমি কি সেই সকল মোনাফেককে দেখ নাই যাহারা নিজেদের ভাইদিগকে, যাহারা আহ্‌লে কিতাব হইতে অস্বীকার করিয়াছে, বলে, 'যদি তোমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে বাহির হইব, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহারও কথা মানা করিব না; এবং যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করিব ?' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٣﴾

১৩। যদি তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সঙ্গে কখনও বাহির হইবে না এবং যদি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে তাহারা কখনও তাহাদের সাহায্য করিবে না। এবং যদি তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করেও তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না।

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٤﴾

১৪। নিশ্চয় তাহাদের বক্ষঃস্থলে ভয়-ভীতিতে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরা অধিকতর ভয়ংকর। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি, যাহারা বুঝে না।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾

১৫। তাহারা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত জনপদসমূহে অবস্থানপূর্বক অথবা প্রাচীরের পিছন হইতে যুদ্ধ ব্যতিরেকে তোমাদের সংগে কখনও সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করিবে না। তাহাদের নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ অতীব ভীষণ। তুমি তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ মনে কর; অথচ তাহাদের হৃদয়সমূহ বিচ্ছিন্ন। ইহা এইজন্য যে, তাহারা এমন জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে না।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬। তাহাদের উপমা সেই সকল লোকের ন্যায় যাহারা তাহাদের পূর্বে নিকটবর্তীকালে অতীত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে। এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

১৭। অথবা তাহাদের উপমা সেই শয়তানের ন্যায় যে একসময়ে মানুষকে বলে, 'অস্বীকার কর;' অতঃপর যখন সে অস্বীকার করে, তখন সে বলে, 'আমি তোমা হইতে দায়-মুক্ত, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, যিনি সকল জগতের প্রতি পালক।'

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

১৮। ফলে উভয়ের পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, তাহারা আগুনে নিপতিত হয়, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল বাস করিবে। এবং ইহাই যালেমদের প্রতিফল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামীকল্যের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করিয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

২০। তোমরা সেই সকল লোকের ন্যায় হইও না যাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহারাই দুষ্কৃতকারী।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝

২১। জাহান্নামবাসীগণ এবং জান্নাতবাসীগণ সমান নহে। জান্নাতবাসীগণই সফলকাম।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২২। যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযেল করিতাম তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত, বিদীর্ণ হইতে দেখিতে। এবং এই সকল উপমা, যাহা আমরা মানব জাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

২৩। তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

২৪। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই; যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তা দাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল-প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান। তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۭ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২৫। তিনি আল্লাহ্, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আদি-সুনিপুণ স্রষ্টা, সর্বোত্তম আকৃতি দাতা; সুন্দরতম নামসমূহ তাঁহারই। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার গুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ع ৩ [৭] ৬

سُوْرَةُ الْمُمْتَحَنَةِ مَدَنِيَّةٌ

৬০-সূরা আল্ মুম্‌তাহানা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৪ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ②

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা তাহাদের নিকট প্রেমের বাণী পেশ করিতেছ, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে উহাকে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে; তাহারা এই রসূলকে এবং তোমাদিগকে শুধু এই কারণে বহিষ্কৃত করিয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক; যখন তোমরা আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে বাহির হও, তখন তোমরা (কেহ কেহ) গোপনে তাহাদের নিকট প্রেমের বাণী দিয়া থাক, অথচ তোমরা যাহা গোপন কর এবং যাহা প্রকাশ কর সবই আমি ভালরূপে জানি। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে বস্তুতঃ সে সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ③

৩। যদি তাহারা তোমাদেরকে নিজেদের আয়ত্বে আনিতে পারে তাহা হইলে তাহারা তোমাদের (ঘোর) শত্রু হইবে এবং তাহারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে নিজেদের হস্ত এবং রসনাসমূহ তোমাদের দিকে প্রসারিত করিবে; বস্তুতঃ তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কাফের হইয়া যাও।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

৪। কিয়ামত দিবসে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং না তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কখনও উপকারে আসিবে। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ অবশ্যই উহা দেখিতেছেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا

৫। তোমাদের জন্য অবশ্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে ইব্‌রাহীম এবং ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহারা তাহার সঙ্গে ছিল, যখন তাহারা তাহাদের জাতিকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের হইতে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের হইতে সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদের কথা অস্বীকার করিতেছি। এবং আমাদের এবং তোমাদের

بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ হইল যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন, তবে তাহার পিতার প্রতি ইব্‌রাহীমের এই উক্তি ব্যতিরেকে যে আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার নাই। (তাহাদের প্রার্থনা এই ছিল) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমার উপর আমরা ভরসা করি এবং তোমারই প্রতি আমরা ঝুঁকি এবং তোমারই নিকট আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন;

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক ! নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

৭। নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে— তাহাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের (সাক্ষাতের) আশা পোষণ করে। এবং যে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া লয়— সে জানিয়া রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রশংসাময়।

[৭]

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۭ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮। উহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সঙ্গে তোমাদের (আপাততঃ) শত্রুতা রহিয়াছে, তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে অচিরেই আল্লাহ্ মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৯। যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করে নাই তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়-বিচার করিতে নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়- বিচারকগণকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓي اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

১০। আল্লাহ্ শুধু তাহাদের সংঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন, যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে আর তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে বিতাড়িত করিতে

অন্যদেরকে সাহায্য করিয়াছে; এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে—তাহারাই যালেম হইবে ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَٱسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন মো'মেন মহিলাগণ হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা কর । আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত । অতএব যদি তোমরা তাহাদিগকে মো'মেন মহিলা বলিয়া জ্ঞাত হও তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফিরাইয়া দিও না । কারণ তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) জন্য বৈধ নহে, এবং তাহারা ইহাদের জন্য বৈধ নহে । তাহারা (এই মহিলাদের বিবাহে) যাহা খরচ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে উহা দিয়া দাও । এবং যখন তোমরা উক্ত মহিলাগণকে (মুক্ত করার পর) তাহাদের প্রাপ্য দেন মহর আদায় কর তখন তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না । এবং কাফের মহিলাদের সহিত (তোমাদের) দাম্পত্য-বন্ধনকে তোমরা বজায় রাখিও না; এবং (যখন তাহারা কাফেরদের নিকট চলিয়া যায় তখন) তোমরা যাহা খরচ করিয়াছ উহা (কাফেরদের নিকট) দাবী কর, এবং (মুসলমান মহিলাগণ কাফেরদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলে) তাহারা যাহা খরচ করিয়াছে উহা যেন তাহারা (তোমাদের নিকট) দাবী করে । ইহাই হইল আল্লাহ্র ফয়সালা । তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُوا۟ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۝

১২। এবং যদি তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হইতে কেহ তোমাদের হস্তচ্যুত হইয়া কাফেরদের নিকট চলিয়া যায়, (এবং তোমাদের ক্ষতি সাধিত হয়), অতঃপর (কোন কাফের মহিলা তোমাদের হাতে আসিলে) তোমরাও এইভাবে প্রতিশোধ লইতে পার যে, যাহাদের স্ত্রীগণ কাফেরদের নিকট চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে সেই পরিমাণ (ক্ষতিপূরণ) দাও যাহা তাহারা খরচ করিয়াছে । এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যাহার উপর তোমরা ঈমান রাখ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ

১৩। হে নবী ! যখন মো'মেন মহিলাগণ তোমার নিকট বায়'আত করিবার জন্য আসে এই শর্তে যে, তাহারা আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না এবং চুরি করিবে না এবং ব্যভিচার করিবে না এবং নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, এবং কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করিবে না যাহা তাহারা নিজেদের হস্তসমূহ এবং পদসমূহের মাধ্যমে মিথ্যারূপে

فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

রচনা করিয়া থাকে এবং কোন সংগত বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা করিবে না, তাহা হইলে তুমি তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝

১৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিও না যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন; তাহারা পরকাল সম্বন্ধে এইরূপে নিরাশ হইয়াছে যেরূপে কাফেররা কবরবাসীদের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে।

ع ৭ ৮

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

৬১- সূরা আস্ সাফ্ফ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৫ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করে এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা কেন তাহা বল যাহা কর না ?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ④

৪। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তাহা বল যাহা কর না ।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ⑤

৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন যাহারা তাঁহার পথে সারিবদ্ধ হইয়া এমনভাবে যুদ্ধ করে যেন তাহারা সীসা-গলিত প্রাচীর ।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥

৬। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা কেন আমাকে যাতনা দিতেছ অথচ তোমরা জান যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল ?' অতঃপর যখন তাহারা বক্রতা অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্‌ও তাহাদের হৃদয়গুলিকে বক্র করিয়া দিলেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না ।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦

৭। এবং (স্মরণ কর) যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল ! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, উহার (ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারীরূপে যাহা তওরাত হইতে আমার সম্মুখে আছে, এবং এমন এক রসূলেরও সুসংবাদ দাতা রূপে যে আমার পরে আসিবে, যাহার নাম হইবে আহ্‌মদ ।' অতঃপর যখন সে তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসিল, তাহারা বলিল, 'ইহাতো প্রকাশ্য যাদু ।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑧

৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়, বস্তুতঃ আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না ।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٩

৯। তাহারা চাহে যেন তাহারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্‌র নূরকে নির্বাপিত করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নিজ নূরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবেন, কাফেরগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝١٠

১০। তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন। [১০]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١١

১১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে?

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٢

১২। (উহা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٣

১৩। (ফলে) তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবিষ্ট করিবেন এমন জান্নাতসমূহে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের মধ্যে; ইহাই পরম সফলতা।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٤

১৪। (ইহা ছাড়া) আরও কিছু রহিয়াছে যাহা তোমরা ভালবাস— উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; সুতরাং মো'মেনগণকে সুসংবাদ দাও।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝١٥

১৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও, যেরূপে মরিয়মের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদিগকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী।' সুতরাং বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে একদল ঈমান আনিল এবং একদল অস্বীকার করিল। অতঃপর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগাইলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল। [৫] ১০

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ (٦٢)

৬২-সূরা আল্ জুমু'আ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ③

৩। তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল;

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

৪। এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ⑤

৫। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্ পরম ফযলের অধিকারী।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑥

৬। যাহাদের উপর তওরাতের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই, তাহাদের উপমা সেই গাধার উপমার ন্যায়, যে কিতাবের বোঝা বহন করিয়া চলে। সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি নিকৃষ্ট যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। এবং আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑦

৭। তুমি বল, 'হে যাহারা ইহুদী হইয়াছ! যদি তোমরা মনে কর যে, সকল মানুষকে বাদ দিয়া তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَ
اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

৮। কিন্তু তাহারা কখনও ইহা কামনা করিবে না, উহার কারণে যাহা তাহাদের হস্ত সম্মুখে প্রেরণ করিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যালেমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৯। তুমি বল, 'সেই মৃত্যু যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ, অবশ্যই উহা তোমাদের উপর আপতিত হইবে। অতঃপর তোমরা গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সেই কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিয়া আসিয়াছ।'

[৮] ১১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য দ্রুত আইস এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

১১। অতঃপর যখন নামায শেষ হইয়া যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র ফযল অন্বেষণ কর এবং আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ কর যেন তোমরা সফল কাম হও।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ
التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

১২। এবং যখন তাহারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা আমোদ-প্রমোদ দেখিতে পায়, তখন তাহারা তোমাকে একাকী দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া উহার দিকে দৌড়াইয়া যায়। তুমি বল, 'যাহা আল্লাহ্‌র নিকট আছে উহা আমোদ-প্রমোদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে উৎকৃষ্টতর, বস্তুতঃ আল্লাহ্ রিয্‌ক দাতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।'

[৩] ১২

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ

৬৩-সূরা আল্ মোনাফেকূন

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ②

২। যখন মোনাফেকগণ তোমার নিকট আসে, তখন তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্‌র রসূল।' এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁহার রসূল, কিন্তু আল্লাহ্ ইহাও সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মোনাফেকগণ নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ③

৩। তাহারা তাহাদের কসমকে ঢালরূপে অবলম্বন করে এইভাবে তাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অতীব মন্দ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ④

৪। ইহা এইজন্য যে, তাহারা (প্রথমে) ঈমান আনিয়াছিল, অতঃপর তাহারা অস্বীকার করিল। ফলতঃ তাহাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর করিয়া দেওয়া হইল, অতএব তাহারা কিছুই বুঝিতেছে না।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ⑤

৫। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ, তাহাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে, এবং যখন তাহারা কোন কথা বলে, তুমি তাহাদের কথা শ্রবণ কর (আগ্রহভরে)। তাহারা যেন (দেওয়ালে) হেলান দেওয়া কাষ্ঠ খণ্ড। তাহারা মনে করে যেন প্রত্যেকটি বিকট শব্দকারী আযাব তাহাদের বিরুদ্ধে। তাহারাই শত্রু, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন, (সত্য পথ হইতে) তাহাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে!

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ⑥

৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া লয়, এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা (ঘৃণা ভরে) পিছনে সরিয়া যাইতেছে এমতাবস্থায় যে, তাহারা অহংকারে স্ফীত।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৭। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর তাহাদের জন্য উভয়ই সমান; আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ۗ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

৮। তাহারাই তো বলে, 'আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট যাহারা আছে তোমরা তাহাদের জন্য খরচ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র জন্য, কিন্তু মোনাফেকরা বোঝে না।'

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۗ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৯। তাহারা বলে, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে' অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণের জন্য; কিন্তু মোনাফেকরা তাহা অবগত নহে।

১ [৯] ১৩

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে উদাসীন না করে। এবং যাহারা এইরূপ করিবে— তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيْٓ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১১। এবং তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যু আসার পূর্বে আমরা তোমাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে তোমরা খরচ কর যেন তাহাকে পরে ইহা বলিতে না হয় যে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি কেন আমায় কিছুকালের অবকাশ দিলে না যাহাতে আমি কিছু দান-খয়রাত করিতাম এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

২ [৩] ১৪

১২। বস্তুত আল্লাহ্ কাহাকেও অবকাশ দেন না যখন তাহার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ

৬৪- সূরা আত্ তাগাবুন

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২ । আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে তাঁহারই জন্য আধিপত্য এবং তাঁহারই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③

৩ । তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেহ মো'মেন । এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ④

৪ । তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথার্থরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দিয়াছেন, এবং তোমাদের আকৃতিকে পরম সুন্দর করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑤

৫ । আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর সবই তিনি জানেন এবং বক্ষেঃ যাহা কিছু নিহিত আছে উহাও তিনি সবিশেষ অবগত আছেন ।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑥

৬ । যাহারা ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের খবর তোমাদের নিকট আসে নাই কি? তাহারা তাহাদের কর্মের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য (অবধারিত) আছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑦

৭ । ইহা এই জন্য যে, তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল প্রমাণাদিসহ আগমন করিত, কিন্তু তাহারা বলিত, '(মরণশীল) মানুষ কি আমাদিগকে হেদায়াত দিবে ?' সুতরাং তাহারা অস্বীকার করিত এবং মুখ ফিরাইয়া লইত, ফলে আল্লাহ্‌ও (তাহাদিগকে) উপেক্ষা করিলেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ, প্রশংসাভাজন ।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

৮। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। তুমি বল, 'হাঁ আমার প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হইবে; অতঃপর নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করা হইবে, এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।'

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

৯। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং সেই নূরের উপর যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে, যাহা তোমরা কর, সবিশেষ অবগত আছেন।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১০। যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমাবেশ-দিবসের জন্য সমবেত করিবেন উহা হইবে লাভ-লোকসানের দিন। এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তিনি তাহার সকল (কৃত-কর্মের) অনিষ্টকে তাহার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা তথায় সদা বসবাস করিবে। ইহাই হইবে পরম সফলতা।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১১। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় সদা বসবাস করিবে এবং উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

১ [১১] ১৫

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

১২। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদ আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে—তিনি তাহার হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰي رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

১৩। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَعَلَي اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১৪। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই; সুতরাং মো'মেনগণের তাঁহারই উপর নির্ভর করা উচিত।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীগণের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকিও। এবং যদি তোমরা মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬। তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) কেবল পরীক্ষার বিষয়, এবং আল্লাহ্—তাঁহারই নিকট রহিয়াছে মহা পুরস্কার।

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾

১৭। সুতরাং তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, এবং (তাঁহার কথা] শ্রবণ কর, এবং (তাঁহার) আনুগত্য কর, এবং (তাঁহার পথে) খরচ কর, ইহা তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক এবং যাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কার্পণ্য হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই সফলকাম হইবে।

إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৮। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তমভাবে ঋণ দান কর, (তাহা হইলে) তিনি উহাকে তোমাদের জন্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু।

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٩﴾

১৯। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ع ২ ৮ ৬

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

(٦٥)

৬৫- সূরা আত্ তালাক্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ②

২। হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও, তখন তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত কাল গণনা কর এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর । তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারাও যেন বাহির হইয়া না যায়, যদি না তাহারা প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজ করে । অতএব এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, এবং যে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লংঘন করে বস্তুতঃ সে নিজের উপরই যুলুম করে । তুমি জান না, হয় তো আল্লাহ্ ইহার পর নতুন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিবেন ।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ③

৩। অতঃপর যখন তাহারা তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়-সংগতভাবে রাখ অথবা তাহাদিগকে ন্যায়-সংগতভাবে বিদায় করিয়া দাও, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ, এবং আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর । সেই ব্যক্তিকে এই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে। এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে— তিনি তাহার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করিয়া দিবেন ।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ④

৪। এবং তিনি তাহাকে এমন দিক হইতে রিয্‌ক দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না । এবং যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট । নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করিয়া থাকেন । আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন ।

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ

৫। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে যাহারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, যদি (তাহাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমরা

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝

সন্দেহ কর, তাহা হইলে তাহাদের ইদ্দত কাল হইল তিন মাস এবং যাহারা ঋতুবতী হয় নাই তাহাদের জন্যও (এই ইদ্দতই)। এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত কাল হইল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত । এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তিনি তাহার জন্য তাহার বিষয়কে সহজ সাধ্য করিয়া দেন ।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝

৬। ইহাই আল্লাহ্‌র আদেশ যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন । এবং যে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তিনি তাহার নিকট হইতে তাহার (কৃত-কর্মের) সকল অনিষ্টকে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহার পুরস্কারকে বর্দ্ধিত করিয়া দেন ।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۚ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝

৭। তোমরা তাহাদিগকে (তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে) সেইখানে বাস করিতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাস করিয়া থাক এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিও না যাহাতে তোমরা তাহাদের জন্য সংকট সৃষ্টি কর (এবং ঘর ছাড়িতে বাধ্য কর)। এবং যদি তাহারা গর্ভবতী হয় তাহা হইলে তাহাদের জন্য খরচ বহন কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সন্তান প্রসব করে । অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের জন্য (শিশুগণকে) স্তন্য পান করায় তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক দাও, এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে পরামর্শ (করিয়া স্থির) কর; এবং যদি তোমরা পরস্পর অসুবিধার সম্মুখীন হও তাহা হইলে তাহাকে (শিশুকে পিতার পক্ষ হইতে) অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য পান করাইবে ।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

৮। স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছলতা অনুযায়ী (স্তন্য-দায়িনীকে) খরচ দিবে । এবং যাহার উপর তাহার রিয্‌ক সংকীর্ণ করা হইয়াছে সে উহা হইতে খরচ করিবে যাহা আল্লাহ্ তাহাকে দিয়াছেন । আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার সেই সামর্থ্য ব্যতিরেকে বোঝা অর্পণ করেন না যাহা তিনি তাহাকে দান করিয়াছেন । অচিরেই আল্লাহ্ তাহাকে অস্বচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা দান করিবেন ।

১
৮]
১৭

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝

৯। এবং কত জনপদই না তাহাদের প্রতিপালকের এবং তাঁহার রসূলগণের আদেশ অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমরা তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিয়াছিলাম—কঠোর হিসাব এবং তাহাদিগকে আযাব দিয়াছিলাম—নিকৃষ্টতর আযাব ।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ⑨

১০। সুতরাং উহারা উহাদের কৃত-কর্মের সমুচিত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং উহাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিকরই হইয়াছিল।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩

১১। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, হে বুদ্ধিমানগণ, যাহারা ঈমান আনিয়াছ। আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক—

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ⑪

১২। এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যেন সে —যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে লইয়া আসে। এবং যে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তিনি তাহাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তথায় তাহারা সদা বসবাস করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার জন্য উৎকৃষ্ট রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑫

১৩। আল্লাহ্ই তো সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার আদেশ নাযেল হইতেছে যেন তোমরা জানিতে পার যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান, এবং আল্লাহ্ জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

২ [৫] ১৮

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ (٦٦)

৬৬-সূরা আত্ তাহ্‌রীম

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২। হে নবী! তুমি কেন উহা হারাম করিতেছ যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন, তুমি তোমার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি কামনা করিতেছ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

৩। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের জন্য তোমাদের (এমন) কসমসমূহকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ফরয করিয়াছেন (যদ্দারা কষ্ট ও কলহ সৃষ্টি হয়), বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

৪। এবং যখন নবী তাহার স্ত্রীগণের মধ্যে কোন একজনের নিকট সংগোপনে একটি কথা বলিয়াছিল; অতঃপর সে যখন উহা অন্যকে বলিয়াছিল এবং আল্লাহ্ নবীর কাছে উহা প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখন সে উহার কতকাংশ (স্ত্রীকে) জানাইয়া দিল এবং কতকাংশ এড়াইয়া গেল। অতঃপর যখন সে তাহাকে (স্ত্রীকে) উহার খবর দিল তখন সে (স্ত্রী) বলিল, 'আপনাকে কে এই সংবাদ দিয়াছে?' সে বলিল, 'সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত আল্লাহ্ আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন।'

اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝

৫। যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর— তোমাদের হৃদয় অবশ্য পূর্ব হইতে ইহার জন্য ঝুঁকিয়া আছে— (ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে), কিন্তু যদি তোমরা তাহার (রসূলের) বিরুদ্ধে একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা কর, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্‌ই তাহার অভিভাবক, এবং জিবরাঈল এবং সকল সৎকর্মপরায়ণ মো'মেনও এবং ইহা ছাড়া সকল ফিরিশ্‌তাও (তাহার) পৃষ্ঠপোষক।

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

৬। যদি সে তোমাদিগকে তালাক দেয়, তাহা হইলে অচিরেই তাহার প্রতিপালক তাহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করিবেন— আত্মসমর্পণকারিণী, মো'মেনা, অনুগতা, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযা পালন কারিণী, বিধবা এবং কুমারী মহিলাগণ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদিগকে আগুন হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ এবং পাথর, উহার উপর নির্মম ও কঠোর ফিরিশ্তাগণ নিয়োজিত থাকিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে যে আদেশ দেন উহাতে তাহারা তাঁহার অমান্য করে না এবং তাহারা উহাই করে যাহা তাহাদিগকে আদেশ করা হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৮। হে যাহারা অস্বীকার করিয়াছ ! আজ তোমরা কোন ওজর-আপত্তি করিও না, তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে।

১ [৮] ১৯

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর—খাঁটি তওবা। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহ তোমাদিগ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন, এবং তোমাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেইদিন আল্লাহ্ এই নবীকে এবং তাহাদিগকে যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছে, অপমানিত করিবেন না। তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডান দিকে ছুটিতে থাকিবে; তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১০। হে নবী ! তুমি কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাহাদের ব্যাপারে কঠোর হও; বস্তুতঃ তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম, এবং কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল !

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۭ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝

১১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রীকে উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে দুইজন নেক বান্দার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু উভয় স্ত্রী তাহাদের (স্বামীর) সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে তাহারা উভয়ে (স্বামীদ্বয়) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাহাদের কোন উপকারেই আসিল না এবং বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে আগুনে প্রবেশকারীদের সঙ্গে প্রবেশ কর।'

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ

১২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ফেরাউনের স্ত্রীকে উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যখন সে

إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ
نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢﴾

বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমার জন্য তোমার সন্নিধানে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ কর; এবং ফেরাউন এবং তাহার কার্যকলাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর এবং আমাকে এই যালেম জাতি হইতে উদ্ধার কর ।'

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا
وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩ । এবং ইমরানের কন্যা মরিয়মকে (উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন), যে স্বীয় সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের বাণী ফুৎকার করিলাম এবং সে সত্যায়ন করিয়াছিল তাহার প্রতিপালকের বাণীসমূহের এবং তাঁহার কিতাবসমূহের এবং সে অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

২ ৫] ১০

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

৬৭- সূরা আল্ মুল্ক

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ②

২। পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যাঁহার হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান;

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ③

৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন— তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল;

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ④

৪। যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না । অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর । তুমি কি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাও ?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ⑤

৫। অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে এমতাবস্থায় যে উহা অতি শ্রান্ত-ক্লান্ত হইবে (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না)।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ⑥

৬। এবং নিশ্চয় আমরা নিকটতম আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি, এবং আমরা ঐগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছি শয়তানকে প্রস্তারাঘাত করার জন্য; এবং আমরা তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি প্রজ্বলিত আগুন ।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑦

৭। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আযাব, এবং উহা অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল ।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ⑧

৮। যখন তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা উহার গর্জন শুনিবে, এবং উহা তখন উথলাইতে থাকিবে ।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۭ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ

৯। উহা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে । যখনই কোন দল উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই ?'

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ۝

১০। তাহারা বলিবে, 'হাঁ, নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছু নাযেল করেন নাই; তোমরা অবশ্যই এক স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত ব্যতীত নহ।'

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَٰبِ السَّعِيرِ ۝

১১। এবং তাহারা (আরও) বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম এবং অনুধাবন করিতাম তাহা হইলে আমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।'

فَاعْتَرَفُوا بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ السَّعِيرِ ۝

১২। এইভাবে তাহারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করিবে; কিন্তু (হে ফিরিশ্তাগণ!) প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের জন্য অভিশাপ অবধারিত কর !

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

১৩। নিশ্চয় যাহারা অদৃশ্যে তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে— তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং বৃহত্তর পুরস্কার।

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১৪। এবং তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা উহা প্রকাশ্যে বল, নিশ্চয় তিনি উহা সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবহিত আছেন যাহা বক্ষঃস্থলে রহিয়াছে।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

১৫। তিনি কি জানেন না যিনি (বিশ্ব-জগতকে) সৃষ্টি করিয়াছেন ? বস্তুতঃ তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

১৬। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম এবং বসবাসের উপযোগী করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা উহার বিস্তীর্ণ পথসমূহে পরিভ্রমণ কর এবং তাঁহার রিয্ক হইতে আহার কর। এবং তাঁহার দিকেই হইবে পুনরুত্থান।

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝

১৭। যিনি আকাশে রহিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিতে পারেন ? তখন দেখ ! অকস্মাৎ উহা কাঁপিতে থাকিবে !

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝

১৮। যিনি আকাশে রহিয়াছেন তোমরা কি তাঁহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিতে পারেন? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কেমন (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার সতর্কীকরণ!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾

১৯। এবং নিশ্চয় যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল তাহারাও (আমাদের রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন কিরূপ (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি!

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾

২০। তাহারা কি তাহাদের ঊর্ধ্বদেশে পাখীগুলিকে দেখে না যে, উহারা কিরূপে ডানাসমূহ বিস্তার করিয়া উড়িতেছে এবং (শিকারের উপর ছোবল মারিবার উদ্দেশ্যে) উহাদিগকে গুটাইয়া নিতেছে? রহমান আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতেছে না। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বদ্রষ্টা।

২৭তম পারা

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۚ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾

২১। এমন লোক, যাহারা তোমাদের সৈন্য-বাহিনী (বলিয়া অভিহিত), রহমান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমাদিগকে কি সাহায্য করিতে পারিবে? কাফেররা শুধু আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া আছে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾

২২। অথবা সে এমন কে যে তোমাদিগকে রিয্‌ক দিবে যদি তিনি তাঁহার রিয্‌ক বন্ধ করিয়া দেন? প্রকৃতপক্ষে তাহারা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) ঘৃণায় অবিচল রহিয়াছে।

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

২৩। তবে কি যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডলের উপর উপুড় হইয়া চলে সে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত, না ঐ ব্যক্তি যে সরল-সুদৃঢ় পথে সোজা হইয়া চলে?

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় তৈয়ার করিয়াছেন; (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সমীপে তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (বল) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

২৭। তুমি বল, 'ইহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আছে; এবং আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

২৮। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে নিকটে দেখিতে পাইবে, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের মুখমণ্ডল মলিন

وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

হইবে, এবং বলা হইবে, 'ইহা উহাই যাহার জন্য তোমরা বার বার দাবী জানাইতে।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৯। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং যাহারা আমার সহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন অথবা আমাদের উপর দয়া করেন, তখন কাফেরদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে কে রক্ষা করিবে?'

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০। তুমি বল, 'তিনিই অযাচিত-অসীম দাতা, তাঁহার উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার উপরই আমরা আস্থা স্থাপন করি। এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে কে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পড়িয়া আছে।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৩১। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তোমাদের (সব) পানি ভূগর্ভে উধাও হইয়া যায়, তাহা হইলে কে আছে যে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি আনিয়া দিবে।'

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

(٦٨)

৬৮-সূরা আল্ কালাম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ②

২। দোয়াত ও কলমের এবং উহার কসম যাহা তাহারা লিখে;

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ③

৩। তুমি তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতের দরুন উন্মাদ নহ।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ④

৪। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অশেষ পুরস্কার নির্ধারিত আছে।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ⑤

৫। এবং নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ⑥

৬। অতএব তুমি অচিরেই দেখিবে এবং তাহারাও দেখিবে,

بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ⑦

৭। তোমাদের মধ্যে কে যে বিকারগ্রস্ত।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ⑧

৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাকেও সমধিক জানেন যে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি হেদায়াত প্রাপ্তগণকেও সমধিক জানেন।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑨

৯। অতএব তুমি মিথ্যা আরোপকারীদের আনুগত্য করিও না।

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ⑩

১০। বস্তুতঃ তাহারা চাহে, যদি তুমি নমনীয় হও তাহা হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ⑪

১১। এবং তুমি আনুগত্য করিও না—পরম লাঞ্ছিত অধিক কসমকারীর,

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ⑫

১২। পশ্চাতে পরম নিন্দকারীর, ভীষণ কুৎসা রটনাকারীর,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ⑬

১৩। নেক কাজে অধিক বাধাদানকারীর, সীমাতিক্রমকারীর, পাপাচারীর,

عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾

১৪। রূঢ় স্বভাব বিশিষ্ট, সেই সঙ্গে তাহার জন্ম বিষয় সন্দেহজনক,

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾

১৫। একমাত্র এইজন্য যে, সে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির অধিকারী.

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

১৬। যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন সে বলে, 'এইগুলি তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী।'

سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾

১৭। অচিরেই আমরা তাহার দীর্ঘ নাসিকার উপর দাগ দিব।

إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব যেভাবে উদ্যানের অধিকারকারীদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যখন তাহারা কসম খাইয়াছিল যে, অবশ্যই তাহারা প্রত্যুষে উহার সব ফল পাড়িয়া আনিবে।

وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এমন কি তাহারা আল্লাহ্‌র নাম লয় নাই ('ইন্‌শাআল্লাহ্' —যদি আল্লাহ্ চাহেন বলে নাই)।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾

২০। ফলে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ঘূর্ণি বায়ুর আযাব উহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এমন অবস্থায় যখন তাহারা নিদ্রিত ছিল।

فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

২১। অতঃপর প্রভাতে উহা কর্তিত বাগানের ন্যায় হইয়া গেল।

فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

২২। সুতরাং তাহারা একে অপরকে প্রভাতে ডাকিয়া বলিল—

أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। 'তোমরা প্রত্যুষে নিজেদের ক্ষেত্রে গমন কর যদি তোমাদের ফল পাড়ার ইচ্ছা থাকে।'

فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতঃপর তাহারা চলিল এবং তাহারা চুপি চুপি কথা বলিতে লাগিল—

أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

২৫। 'আজ যেন তোমাদের নিকট ইহাতে কোন দরিদ্র আদৌ প্রবেশ না করিতে পারে।'

وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। এইরূপে তাহারা প্রত্যুষে কৃপণতার সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইল,

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴿٢٦﴾

২৭। কিন্তু যখন তাহারা উহা দেখিল তখন তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় পথ ভুলিয়া গিয়াছি!

২৮। বরং প্রকৃত পক্ষে আমরা (আমাদের ফল হইতে) সম্পূর্ণ বঞ্চিত।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

২৯। তাহাদের সর্বোত্তম লোকটি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, কেন তোমরা (আল্লাহ্‌র) তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছ না ?'

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۝

৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক সকল প্রকার ত্রুটি হইতে পবিত্র ! নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম।'

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

৩১। অতঃপর তাহারা পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করিল।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝

৩২। তাহারা বলিল, 'পরিতাপ আমাদের জন্য ! নিশ্চয় আমরাই বিদ্রোহী ছিলাম,

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝

৩৩। (যদি আমরা তওবা করি তাহা হইলে) অচিরেই আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে ইহার পরিবর্তে ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে সবিনয়ে অবনত হইতেছি।'

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝

১ [৩৪] ৩

৩৪। এইভাবেই আযাব নাযেল হয়। এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব গুরুতর। হায় যদি তাহারা জানিত !

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৫। নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে নেয়ামতে ভরপুর বাগানসমূহ রহিয়াছে।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

৩৬। তবে কি আমরা আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদের ন্যায় করিয়া দিব ?

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝

৩৭। তোমাদের কি হইয়াছে ? তোমরা কিভাবে বিচার করিতেছ ?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝

৩৮। তোমাদের নিকট কি এমন কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা এই কথা পাঠ করিতেছ

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝

৩৯। যে, তোমরা যাহা চাহিবে অবশ্যই তাহা তোমরা উহাতে পাইবে ?

اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝

৪০। অথবা তোমাদের জন্য কি আমাদের দায়িত্বে এমন কোন বাধাবাধকতামূলক চুক্তি আছে যাহা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং তোমরা যাহা কিছু আদেশ করিবে তাহাই তোমরা পাইবে ?

اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤١﴾

৪১। তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের মধ্যে কে এই কথার জন্য জিম্মাদার।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤٢﴾

৪২। অথবা তাহাদের জন্য কি শরীক (কল্পিত মা'বূদ) আছে ? তাহা হইলে তাহারা তাহাদের শরীকগুলিকে উপস্থিত করুক, যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩। সেদিন চরম সংকট ঘনাইয়া আসিবে, এবং তাহাদিগকে সেজদার জন্য আহ্বান করা হইবে, কিন্তু তাহারা (সেজদা করিতে) সমর্থ হইবে না;

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। তাহাদের চক্ষুগুলি (লজ্জায়) অবনত হইবে, এবং লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে, অথচ তাহাদিগকে (ইতিপূর্বে) সেজদার জন্য আহ্বান করা হইত যখন তাহারা নিরাপদ ও সুস্থ ছিল।

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫। অতএব (উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য) তুমি আমাকে এবং তাহাদিগকে, যাহারা (আমার) এই বাণীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, ছাড়িয়া দাও; আমরা অচিরেই তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে এমন স্থান হইতে ধাপে ধাপে টানিয়া আনিব যাহা তাহারা জানিতেও পারিবে না।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং আমি তাহাদিগকে দীর্ঘ অবকাশ দিব; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যধিক দৃঢ়, নিশ্চিত।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহিতেছ যাহার ফলে তাহারা দণ্ড-ভারে ভারাক্রান্ত ?

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮। অথবা তাহাদের নিকট অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে কি যে তাঁহারা উহা লিখিতেছে ?

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٩﴾

৪৯। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশের উপর ধৈর্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তুমি সেই মৎস্য-সঙ্গীর (ইউনুসের) মত হইও না যখন সে বিষণ্ণ চিত্তে (স্বীয় প্রতিপালককে) ডাকিয়াছিল।

لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٥٠﴾

৫০। যদি তাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌঁছিত তাহা হইলে নিশ্চয় সে এক নির্জন মরু-প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত এবং সে (লোকের দৃষ্টিতে) তিরস্কৃত হইত।

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৫১। কিন্তু তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۝

৫২। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন এই উপদেশ-বাণী শ্রবণ করে তখন নিশ্চয় তাহারা (রোষভরা) দৃষ্টি দ্বারা পারিলে তোমাকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিত এবং তাহারা বলে, 'এই ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই পাগল।'

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

২ [১৯] ৪ ৫৩। অথচ ইহা সকল বিশ্ববাসীর জন্য সম্মান-সূচক উপদেশ বাণী ব্যতিরেকে কিছু নহে।

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ

৬৯-সূরা আল্ হাক্কা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلْحَآقَّةُ ②

২। এক অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ।

مَا الْحَآقَّةُ ③

৩। সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ কি ?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ④

৪। এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ কি ?

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ⑤

৫। 'সামূদ' এবং 'আদ' জাতি প্রচণ্ড আঘাতকারী সংবাদকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ⑥

৬। অতএব 'সামূদ' জাতির বৃত্তান্ত হইল এই যে, তাহাদিগকে এক প্রলয়ংকর আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑦

৭। এবং 'আদ' জাতির বৃত্তান্ত হইল এই যে, তাহাদিগকে এক ভয়াবহ হিম-ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑧

৮। তিনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ঝঞ্ঝা-বায়ুকে তাহাদের উপর অবিরাম সাত রাত এবং আট দিনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, অতএব তুমি সেই জাতিকে তথায় ভূপতিত অবস্থায় দেখিতে পাইবে যেন তাহারা ভূলুণ্ঠিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ⑨

৯। অতএব তুমি কি তাহাদের কোন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছ ?

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ⑩

১০। এবং ফেরাউন ও তাহার পূর্ববর্তীগণ এবং উৎপাটিত জনপদসমূহও মহা অপরাধ করিয়াছিল।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ⑪

১১। বস্তুতঃ তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের রসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি তাহাদিগকে ধৃত করিলেন যাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

১২। এবং যখন (নূহের যুগে) পানি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে এক নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম,

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾

১৩। যেন আমরা উহাকে তোমাদের জন্য এক শিক্ষামূলক নিদর্শন করিয়া দিই এবং যেন শ্রবণকারী কর্ণ উহাকে শ্রবণ করে।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

১৪। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— কেবল একটি ফুৎকার।

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾

১৫। এবং পৃথিবী ও পাহাড়সমূহকে উৎক্ষিপ্ত করা হইবে এবং উভয়কে একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

১৬। অতএব সেদিন এই মহা ঘটনা সংঘটিত হইবে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

১৭। এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং উহা সেদিন অকেজো হইয়া পড়িবে।

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾

১৮। এবং ফিরিশ্‌তাগণ উহার প্রান্তদেশে অবস্থান করিবে এবং সেদিন আটজন (ফিরিশ্‌তা) নিজেদের উপর তোমার প্রতিপালকের আরশকে বহন করিবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৯। সেদিন তোমাদিগকে (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) পেশ করা হইবে এবং (কোন) গুপ্ত বিষয় তোমাদের নিকট গোপন থাকিবে না।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾

২০। অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হস্তে দেওয়া হইবে, সে (তাহার সংগীগণকে) ডাকিয়া বলিবে, 'আস, আমার আমলনামা পাঠ করিয়া দেখ।'

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

২১। আমার বিশ্বাস ছিল যে, নিশ্চয় আমি আমার হিসাব প্রত্যক্ষ করিব।

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

২২। সুতরাং সে আনন্দময়, সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে,

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

২৩। সুমহান ও সমুন্নত জান্নাতে।

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

২৪। উহার ফলরাশি ঝুঁকিয়া নিকটবর্তী থাকিবে (অর্থাৎ তাহাদের জন্য সহজলভ্য হইবে)।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে)'অতীত দিনগুলিতে তোমরা যে সৎকর্ম করিয়াছ উহার বিনিময়ে তোমরা পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন কর ও পান কর।'

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾

২৬। কিন্তু যাহাকে তাহার আমলনামা বাম হস্তে দেওয়া হইবে সে বলিবে; 'হায় যদি আমাকে আমার আমলনামা না-ই দেওয়া হইত।

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং যদি আমি জানিতে না-ই পাইতাম যে, আমার হিসাব কি।

يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

২৮। হায়! যদি উহা (আমার মৃত্যু) আমাকে একেবারে শেষ করিয়া দিত।

مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾

২৯। আমার ধন-সম্পদ (আজ) আমার কোন কাজে আসিল না,

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾

৩০। আমার আধিপত্য আমা হইতে নিঃশেষ হইয়া গেল।'

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾

৩১। (তখন ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবেঃ) 'তোমরা তাহাকে ধৃত কর এবং তাহার গলায় বেড়ি পরাও।

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾

৩২। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট কর,

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতঃপর তাহাকে শিকলে বাঁধিয়া ফেল যাহার দৈর্ঘ সত্তর হাত।'

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾

৩৪। নিশ্চয় সে মহামহিম আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখিত না,

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

৩৫। সে মিস্‌কীনগণকে খাবার খাওয়াইতে উৎসাহ দিত না।'

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। সুতরাং আজ এখানে তাহার কোন বন্ধু নাই;

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যখম-ধোয়া পানি ব্যতীত তাহার আর কোন খাদ্য নাই,

لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا الْخَاطِـُٔونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এই খাদ্য কেবল অপরাধীরাই খাইবে।'

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। আমি অবশ্যই উহার কসম খাইতেছি যাহা তোমরা দেখিতেছ,

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং উহারও যাহা তোমরা দেখিতেছ না।

৪১। নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (দ্বারা আনিত) কালাম ,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤١﴾

৪২। এবং ইহা কোন কবির কাব্য নহে, কিন্তু (পরিতাপ যে) তোমরা অল্পই ঈমান আন !

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং ইহা কোন গণকেরও কথা নহে, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে।

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٥﴾

৪৬। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম,

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٦﴾

৪৭। অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাঁহার (আযাব) হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং নিশ্চয় ইহা (কুরআন) মুত্তাকীগণের জন্য অবশ্যই সম্মানসূচক উপদেশ-বাণী,

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০। আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে অনেক (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) প্রত্যাখ্যানকারী আছে।

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং নিশ্চয় কাফেরদের জন্য ইহা আক্ষেপের কারণ।

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং নিশ্চয় ইহা বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস।

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥٢﴾

৫৩। সুতরাং তুমি তোমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের তসবীহ্ কর।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٣﴾

২ [১৫] ৬

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

৭০- সূরা আল্ মা'আরেজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৫ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ②

২। একজন প্রশ্নকারী অবশ্যম্ভাবী আযাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে।

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ③

৩। কাফেরদের জন্য, কেহই ইহার প্রতিরোধকারী নাই।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ④

৪। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, যিনি (উন্নতির) সোপানসমূহের অধিপতি।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ⑤

৫। ফিরিশ্‌তাগণ এবং রূহুল কুদুস (বাণীবহনকারী ফিরিশ্‌তা) তাঁহার দিকে আরোহণ করে একদিনে, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ⑥

৬। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর— উত্তম ধৈর্য।

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ⑦

৭। নিশ্চয় তাহারা উহাকে অনেক দূরে দেখিতেছে।

وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ⑧

৮। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উহাকে সন্নিকটে।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ⑨

৯। সেদিন আকাশ হইবে বিগলিত তাম্রের ন্যায়,

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑩

১০। এবং পর্বতসমূহ হইবে ধুনিত পশমের ন্যায়,

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ⑪

১১। এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে না।

يُّبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ⑫

১২। (যদিও) তাহাদিগকে তাহাদের (বন্ধুদের) অবস্থা পরস্পরকে দেখানো হইবে। প্রত্যেক অপরাধী কামনা করিবে, হায়! সে যদি সেদিনের আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফিদিয়া (বিনিময়) হিসাবে পেশ করিতে পারিত নিজ সন্তানদিগকে,

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ⑬

১৩। এবং তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার ভাইকে,

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٤﴾

১৪। এবং তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত,

وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿١٥﴾

১৫। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তাহাদের সকলকে; অতঃপর সে উহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত !

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٦﴾

১৬। কিন্তু ইহা কখনও হইবে না, নিশ্চয় ইহা অগ্নি শিখা,

نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٧﴾

১৭। চামড়া পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়ার আযাব।

تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٨﴾

১৮। উহা তাহাকে ডাকিবে—যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٩﴾

১৯। এবং সে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহাকে সংরক্ষণ করে।

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿٢٠﴾

২০। নিশ্চয় মানুষকে অধৈর্য-চঞ্চল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢١﴾

২১। যখন তাহাকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে।

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢٢﴾

২২। এবং যখন তাহাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কৃপণতা করে,

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٣﴾

২৩। কেবল নামাযীগণ ব্যতিরেকে,

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। যাহারা সতত তাহাদের নামাযে কায়েম থাকে;

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে নির্দিষ্ট হক,

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٦﴾

২৬। তাহাদের জন্যও যাহারা (সাহায্য) চাহিতে পারে, এবং তাহাদের জন্যও যাহারা চাহিতে পারে না।

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা বিচার দিবসের তস্‌দীক (সত্যায়ন) করে,

وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের আযাব সম্বন্ধে ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকে—

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٩﴾

২৯। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রতিপালকের আযাব (হইতে কেহই) নিরাপদ নহে—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হিফাযত করে—

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। কেবল তাহাদের স্ত্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ ব্যতিরেকে, বস্তুতঃ এইক্ষেত্রে তাহারা তিরস্কৃত হইবে না,

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। কিন্তু যাহারা ইহার অতিরিক্ত চাহিবে, তাহারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা তাহাদের (নিকট গচ্ছিত) আমানতসমূহ এবং তাহাদের অংগীকারসমূহ সম্বন্ধে যত্নবান থাকে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের সাক্ষ্য সমূহের উপর কায়েম থাকে

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা তাহাদের নামাযের হিফাযত করে,

اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। ইহারাই জান্নাতসমূহে সম্মানের সহিত থাকিবে।

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। অতএব তাহাদের কি হইয়াছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, যে তাহারা (ক্রোধভরে) মাথা উঁচু করিয়া তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে——

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। ডান দিক হইতে এবং বাম দিক হইতে দলবদ্ধভাবে ?

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٩﴾

৩৯। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এই কামনা করিতেছে যে, তাহাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হইবে;

كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। কখনও নহে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে যদ্দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তাহারা জানে।

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১। অতএব আমি অবশ্যই পূর্ব দিকসমূহের এবং পশ্চিম দিকসমূহের প্রতিপালকের কসম খাইতেছি যে, নিশ্চয় আমরা সর্বশক্তিমান—

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। ইহার উপর যে, তাহাদের স্থানে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম (অন্য লোক) বদল করিয়া আনি এবং এই ব্যাপারে কেহই আমাদিগকে অক্ষম করিতে পারিবে না।

৪৩। অতএব তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহারা তুচ্ছ গল্প-গুজবে এবং ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকুক, এমনকি তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করুক যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে,

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। যেদিন তাহারা তাহাদের কবর হইতে এমন দ্রুত গতিতে বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহারা লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে,

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে, লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, ইহাই সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٥﴾

২ [৬] ৮

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ

৭১-সূরা নূহ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ②

২। নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট এই নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তুমি তোমার জাতিকে তাহাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসিবার পূর্বে সতর্ক কর।'

قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ③

৩। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী,

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ ④

৪। যেন তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑤

৫। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ হইতে (যাহা তিনি চাহিবেন) ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যখন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় তখন উহা বিলম্বিত হয় না।'

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ⑥

৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি আহ্বান জানাইয়াছি,

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ إِلَّا فِرَارًا ⑦

৭। কিন্তু আমার আহ্বান তাহাদিগকে (আমার নিকট হইতে) কেবল পলায়নে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে;

وَإِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا أَصَابِعَهُمْ فِيْٓ أٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑧

৮। এবং যখনই আমি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছি যেন তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তখনই তাহারা তাহাদের অঙ্গুলী তাহাদের কর্ণে রাখিয়া দিয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের কাপড় টানিয়া নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়াছে এবং (অস্বীকারে) জিদ্ ধরিয়াছে এবং চরম অহংকার প্রদর্শন করিয়াছে;

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ⑨

৯। অতঃপর আমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে (বক্তৃতার মাধ্যমে) আহ্বান জানাইয়াছি,

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ⑩

১০। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছি এবং তাহাদিগকে গোপনে গোপনেও অনেক বুঝাইয়াছি।'

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ⑪

১১। এবং আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল;

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ⑫

১২। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বর্ষণশীল মেঘ পাঠাইবেন,

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ⑬

১৩। এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ উৎপন্ন করিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিবেন।

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ⑭

১৪। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে মহত্ব ও প্রজ্ঞার আশা রাখ না ?

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ⑮

১৫। অথচ তিনি তোমাদিগকে (ক্রমবিকাশের ধারায়) বিভিন্ন আকার এবং অবস্থার মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ⑯

১৬। তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কি ভাবে স্তরে স্তরে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑰

১৭। এবং উহাতে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সূর্যকে প্রদীপাকারে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ⑱

১৮। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভূমি হইতে উদ্‌গত করিয়াছেন উদ্ভিদের ন্যায়।

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ⑲

১৯। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে উহাতে ফিরাইয়া নিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে সেখান হইতে উত্তমভাবে বাহির করিবেন।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ⑳

২০। এবং আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন,

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ㉑

[২১] ১ ২ ২১। যেন তোমরা উহার প্রশস্ত রাস্তাসমূহের উপর দিয়া বিচরণ করিতে পার।'

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

২২। নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তাহারা আমার অবাধ্যতা করিয়াছে এবং এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছে যাহার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আর কিছুই করে নাই,

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (আমার বিরুদ্ধে) তাহারা বিরাট ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

২৪। "এবং তাহারা (পরস্পরকে) বলিতেছে, তোমরা তোমাদের মা'বূদদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিও না, এবং পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্দকে এবং না সুওয়া'আকে, এবং না ইয়াগুসকে ও ইয়া'উক্বকে এবং নাস্‌রকে।"

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহারা অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, সুতরাং তুমি যালেমদিগকে পথভ্রষ্টতা ব্যতিরেকে অন্য কিছুতে বৃদ্ধি করিও না।'

مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾

২৬। তাহাদিগকে তাহাদের পাপাচারের কারণে নিমজ্জিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে দাখিল করা হইল আগুনে। তখন তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কাহাকেও সাহায্যকারী পাইল না।

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

২৭। এবং নূহ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি ভূপৃষ্ঠে কাফেরদিগের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে ছাড়িও না,

إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

২৮। কেননা, যদি তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে তাহারা তোমার বান্দাগণকেও পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহারা পাপাচারী এবং কাফের ব্যতিরেকে কাহাকেও জন্ম দিবে না,

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

২৯। হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হইয়া আমার গৃহে দাখিল হয় তাহাকে এবং সকল মো'মেন পুরুষকে এবং সকল মো'মেন নারীকে ক্ষমা কর, এবং যালেমদিগকে ধ্বংস ব্যতিরেকে আর কিছুতে বৃদ্ধি করিও না।'

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

৭২- সূরা আল্ জিন্

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৯ আয়াত ও ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ②

২। তুমি বল, "আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যে, জিন্‌দের একটি দল (এই কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং তাহারা বলিয়াছেঃ 'নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি,

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ③

৩। যাহা হেদায়াতের দিকে পরিচালিত করে, সুতরাং আমরা উহাতে ঈমান আনিয়াছি, এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক করিব না ।'

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ④

৪। 'প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতীব মহান, তিনি কখনও নিজের জন্য কোন স্ত্রী এবং পুত্র গ্রহণ করেন নাই,

وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ⑤

৫। এবং আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ডাহা মিথ্যা কথা বলিত,

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ⑥

৬। এবং আমরা অবশ্যই এই ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন্ কখনও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে পারে না ,

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ⑦

৭। এবং এই কথাও সত্য যে, মানুষের মধ্য হইতে কতক পুরুষ জিন্‌দের মধ্যে হইতে কতক পুরুষের শরণাপন্ন হয় এবং এইভাবে তাহারা তাহাদিগকে আত্মম্ভরিতায় বাড়াইয়া দিয়াছে ,

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ⑧

৮। এবং বস্তুতঃ তাহারা এইরূপ ধারণা করিয়াছিল যেভাবে তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ্ কখনও কাহাকেও (নবী হিসাবে) আবির্ভূত করিবেন না,

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ⑨

৯। এবং আমরা আকাশকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু উহাকে অতি শক্ত প্রহরী এবং উল্কাসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম,

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

১০। এবং আমরা শ্রবণের উদ্দেশ্যে উহার কতিপয় বসার স্থানে বসিতাম। কিন্তু এখন যে কেহ কিছু শুনিবার প্রচেষ্টা করিবে, সে নিজের জন্য এক উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইবে,

وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

১১। এবং আমরা জানি না যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য কোন অমংগলের ইচ্ছা করা হইয়াছে, না তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের জন্য হেদায়াতের ফয়সালা করিয়াছেন,

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

১২। এবং আমাদের মধ্যে কতক নেক লোক আছে এবং কতক ইহার বিপরীত— আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿١٢﴾

১৩। এবং আমরা জানি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে (তাঁহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে) ব্যর্থ করিতে পারিব না এবং পলায়ন পূর্বকও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না,

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

১৪। সুতরাং যখন আমরা হেদায়াতের বাণী শুনিলাম তখন ইহার উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর যে তাহার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি বা অবিচারের ভয় নাই।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমাদের মধ্যে কতক আছে (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণকারী এবং কতক আছে অবাধ্য।' এবং যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে— ইহারাই হেদায়াতের অনুসন্ধান করে।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

১৬। এবং যাহারা অবাধ্য, বস্তুতঃ তাহারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

১৭। এবং যদি ইহারা (মক্কাবাসীরা) নির্দেশিত সঠিক পথে কায়েম হইত তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে প্রচুর পানি পান করাইতাম,

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

১৮। যেন আমরা তাহাদিগকে উহা দ্বারা পরীক্ষা করি। এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে—তাহাকে তিনি কঠিন আযাবের পথে পরিচালিত করিবেন।

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٨﴾

১৯। এবং নিশ্চয় সকল মসজিদ আল্লাহ্‌র জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সংঙ্গে অন্য কাহাকেও (মা'বূদরূপে) ডাকিও না।

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

২০। এবং যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইয়া শ্বাসরোধ করার উপক্রম করে।

১ [২০] ১১

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٠﴾

২১। তুমি বল, 'আমি কেবল আমার প্রতিপালককে ডাকি, এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।'

قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২২। তুমি বল, 'তোমাদের অনিষ্ট সাধন বা তোমাদিগকে হেদায়াত দানের কোন ক্ষমতা আমার নাই।'

قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁহার আযাব) হইতে আমাকে আদৌ কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত আমি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাইব না।

اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ۭ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

২৪। (আমার দায়িত্ব) শুধু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আগত বাণী এবং পয়গামসমূহ পৌঁছাইয়া দেওয়া।' এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে নিশ্চয় তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন রহিয়াছে, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল বসবাস করিবে।

حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

২৫। (তাহারা অস্বীকার করিতে থাকিবে) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তখন তাহারা অবশ্যই জানিবে যে, সাহায্যকারী হিসাবে অধিক দুর্বল কাহারা এবং সংখ্যার দিক দিয়া অধিক কম কাহারা।

قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾

২৬। তুমি বল, 'আমি জানি না, তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় সন্নিকট অথবা আমার প্রতিপালক উহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করিয়াছেন।'

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৭। তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না,

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

২৮। কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একদল প্রহরী (ফিরিশ্‌তা) পরিচালনা করেন,

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২৯। যেন তিনি জানেন যে, তাহারা (রসূলগণ) তাহাদের প্রতিপালকের পয়গামসমূহ সঠিকভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি তাহাদের নিকট যাহা আছে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।

২ [২১] ১২

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ

৭৩-সূরা আল্ মুয্যাম্মেল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ②

২। হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি!

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ③

৩। তুমি রাত্রে (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হও, অল্প অংশ ব্যতীত,

نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ④

৪। ইহার অর্ধেক অংশ অথবা ইহা হইতে কিছু কম কর,

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ⑤

৫। অথবা ইহার উপর কিছু বাড়াও এবং তরতীব সহকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি কর।

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ⑥

৬। নিশ্চয় আমরা তোমার উপর গুরুভার কালাম ন্যস্ত করিতে চলিয়াছি।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ⑦

৭। নিশ্চয় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাত্রিকালের উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক কঠিন পন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তাদানকারী।

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ⑧

৮। নিশ্চয় দিবসে তুমি দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততায় নিমগ্ন থাক।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ⑨

৯। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করিয়া তাঁহারই প্রতি পূর্ণ অনুরক্তির সহিত অনুরক্ত হও।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ⑩

১০। তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ কর।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ⑪

১১। এবং তাহারা যাহা কিছু বলে, তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং তাহাদিগকে অতি সুন্দর ভাবে বর্জন কর।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١٢﴾

১২। এবং তুমি আমাকে এবং নেয়ামতের অধিকারী (সত্যের প্রতি) মিথ্যারোপকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাদিগকে কিছুকাল অবকাশ দাও।

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٣﴾

১৩। নিশ্চয় আমাদের নিকট রহিয়াছে ভারী বেড়ীসমূহ এবং জ্বলন্ত জাহান্নাম,

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٤﴾

১৪। এবং কণ্ঠরোধকারী খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব—

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿١٥﴾

১৫। যেদিন পৃথিবী এবং পর্বতসমূহ কম্পিত হইতে থাকিবে এবং পর্বতগুলি ঝুরঝুরে বালুকা-স্তূপে পরিণত হইবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٦﴾

১৬। নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম একজন রসূল,

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٧﴾

১৭। কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করিল, ফলে আমরা তাহাকে অতি ভয়ংকর ভাবে ধৃত করিয়াছিলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٨﴾

১৮। সুতরাং তোমরা যদি সেই দিনকে অস্বীকার কর, যাহা বালকদিগকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে, তাহা হইলে তোমরা (আযাব হইতে) কিরূপে রক্ষা পাইবে ?

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٩﴾

১৯। যেদিন আকাশ উহার দরুন বিদীর্ণ হইবে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾ ع

২০। নিশ্চয় ইহা উপদেশবাণী। অতএব যাহার ইচ্ছা সে নিজ প্রতিপালক অভিমুখী পথ অবলম্বন করুক।

১ [২০] ১৬

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

২১। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি দণ্ডায়মান হও রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম এবং কখনও অর্ধেকাংশ এবং কখনও বা এক-তৃতীয়াংশ, এবং (দণ্ডায়মান হয়) তাহাদের মধ্য হইতে একদলও যাহারা তোমার সঙ্গে রহিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের পরিমাণকে নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা কখনও (নামাযের)

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ
فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ
اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ
عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا
اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

সময় গণনা করিতে পারিবে না, সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। অতএব তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য হয় ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি ইহাও জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কতক অসুস্থ হইবে এবং অন্য কতক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবে এবং অন্য কতক আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। সুতরাং উহা হইতে যতটুকু সহজসাধ্য হয় তোমরা ততটুকু আবৃত্তি কর; এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং উত্তম ভাবে আল্লাহ্‌কে ঋণ দান কর। এবং তোমরা যে কোন সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণের জন্য আগে পাঠাইবে, আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা উহা পাইবে। উহা অতি উত্তম এবং পুরস্কার হিসাবে অতি মহৎ হইবে; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

ع ١٩

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

৭৪- সূরা আল্ মুদ্দাস্সের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৭ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ②

২। হে পোষাকাবৃত্ত ব্যক্তি।

قُمْ فَاَنْذِرْ ③

৩। তুমি উঠ এবং সতর্ক কর,

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ④

৪। এবং তোমার প্রতিপালকের মহত্ব ঘোষণা কর,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ⑤

৫। এবং তুমি তোমার পোষাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র রাখ,

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑥

৬। এবং অপবিত্রতাকে বর্জন কর;

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ⑦

৭। এবং তুমি এইজন্য দান করিও না যাহাতে (বিনিময়ে) অধিক পাও,

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑧

৮। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ধৈর্য ধারণ কর।

فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ⑨

৯। এবং যখন শিংখায় ফুৎকার দেওয়া হইবে,

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ⑩

১০। তখন সেইদিন হইবে বড়ই কঠিন দিন,

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ⑪

১১। যাহা কাফেরদের জন্য আদৌ সহজ হইবে না।

ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ⑫

১২। তুমি আমাকে এবং যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে একাকী ছাড়িয়া দাও,

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ⑬

১৩। এবং আমি তাহাকে বিপুল সম্পদ দান করিয়াছি,

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ⑭

১৪। এবং সন্তান-সন্ততি—(তাহার) সম্মুখে অবস্থানকারী রূপে,

وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ⑮

১৫। এবং আমি তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি আরামদায়ক (জীবন-যাত্রার) যাবতীয় উপকরণ;

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٦﴾

১৬। তথাপি সে লোভ করে যেন আমি (তাহাকে) আরও দিই,

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٧﴾

১৭। কখনও নহে, সে নিশ্চয় আমাদের নিদর্শনসমূহের পরম শত্রু ছিল।

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٨﴾

১৮। অচিরেই আমি তাহাকে ক্রমবর্ধমান কঠোর আযাবে আক্রান্ত করিব।

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় সে চিন্তা করিল এবং আন্দাজ করিল,

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২০। অতএব ধ্বংস হউক সে! সে কিরূপ আন্দাজ করিল!

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢١﴾

২১। ধ্বংস হউক সে আবারও! সে কিরূপ আন্দাজ করিল,

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢٢﴾

২২। সে পুনরায় তাকাইয়া দেখিল,

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٣﴾

২৩। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ বিকৃত করিল,

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

২৪। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং অহংকার করিল,

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং সে বলিল, 'ইহা যাদু ব্যতীত কিছু নহে, যাহা নকল করা হইয়াছে;

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٦﴾

২৬। ইহা মানুষের কথা ছাড়া কিছু নহে।'

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٧﴾

২৭। অচিরেই আমি তাহাকে 'সাকারে' (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করিব।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে সেই 'সাকার' কি?

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٩﴾

২৯। ইহা কিছুই বাকী রাখে না এবং ইহা কিছুই ছাড়ে না।

لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣٠﴾

৩০। ইহা মনুষ্য চামড়াকে ঝলসাইয়া দেয়।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣١﴾

৩১। যাহার উপর উনিশ জন (প্রহরী) আছে।

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ

৩২। এবং ফিরিশ্তা ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও (জাহান্নামের) আগুনের প্রহরী নিযুক্ত করি নাই। এবং আমরা তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করি নাই কিন্তু কেবল ঐ সকল

أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا
مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ
يَّشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ اِلَّا
ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

লোকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তাহারা বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং যেন তাহারা ঈমানে বৃদ্ধি লাভ করে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে; এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা এবং মো'মেনগণ যেন সন্দেহ না করে; এবং ফলে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা এবং অন্যান্য কাফেররা বলিতে পারে, 'এইরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ কি ইচ্ছা করিয়াছেন ?' এইরূপে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃপক্ষে তোমার প্রতিপালকের সৈন্যদলকে তিনি ব্যতীত আর কেহই জানে না। এবং ইহা মানুষের জন্য উপদেশ-বাণী ব্যতীত কিছু নহে।

১
[৩২]
১৫

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

৩৩। কখনও নহে, চন্দ্রের কসম,

وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝

৩৪। এবং রাত্রির কসম যখন ইহার অবসান ঘটে,

وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝

৩৫। এবং প্রভাতের কসম যখন উহা সমুজ্জ্বল হয়,

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝

৩৬। নিশ্চয় ইহা মহা বিপদসমূহের অন্যতম,

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৭। মানুষের জন্য সতর্ককারী,

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝

৩৮। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির জন্য যে চাহে (সৎ কাজে) অগ্রসর হইতে অথবা পশ্চাদপসরণ করিতে,

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝

৩৯। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কৃত-কর্মের জন্য দায়ী,

اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝

৪০। ডানপার্শ্ববর্তী লোকগণ ব্যতীত,

فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝

৪১। যাহারা জান্নাতে থাকিবে, তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৪২। অপরাধীদের নিকট হইতে,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝

৪৩। 'তোমাদিগকে কিসে 'সাকারে' (জাহান্নামে) প্রবিষ্ট করিল ?'

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝

৪৪। তাহারা বলিবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না,

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝

৪৫। এবং আমরা মিসকীনদিগকে আহার্য দান করিতাম না,

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۝

৪৬। এবং বাজে-গল্পকারীদের সংগে মিলিয়া আমরা বাজে গল্প করিয়া বেড়াইতাম,

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৪৭। এবং বিচার দিবসকে আমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম,

حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۝

৪৮। এমন কি আমাদের উপর মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল।'

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۝

৪৯। সুতরাং কোন শাফা'য়াতকারীর শাফা'য়াত তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝

৫০। তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা উপদেশ হইতে এমনভাবে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে,

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝

৫১। যেন তাহারা আতংকিত গর্দভ,

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝

৫২। যাহারা সিংহ দেখিয়া পলায়ন করিতেছে ?

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝

৫৩। বরং তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে উন্মুক্ত কিতাব প্রদান করা হয়।

كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

৫৪। কখনও নহে, বস্তুতঃ তাহারা পরকালকেই ভয় করে না।

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝

৫৫। কখনও নহে, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক উপদেশ-বাণী।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝

৫৬। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

৫৭। এবং তাহারা কখনও উপদেশ গ্রহণ করিবে না, যদি না আল্লাহ্ চাহেন। তিনিই একমাত্র ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা দানের অধিকারী।

২ ১৫] ১৬

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ

৭৫-সূরা আল্ কিয়ামা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ②

২ । না, আমি কিয়ামত দিবসের কসম খাইতেছি ।

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ③

৩ । পুনরায় (বলিতেছি) না, আমি পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মার কসম খাইতেছি, (যে কিয়ামত দিবস অবশ্যম্ভাবী)।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ④

৪ । মানুষ কি ধারণা করে যে, আমরা তাহার অস্থিসমূহকে কখনও একত্রিত করিব না ?

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ⑤

৫ । না, বরং আমরা তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলিকেও পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম ।

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ⑥

৬ । তথাপি মানুষ অনবরত তাঁহার সম্মুখে পাপাচারে লিপ্ত থাকিতে চাহে ।

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ⑦

৭ । সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামতের দিন কখন হইবে ?'

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ⑧

৮ । অতএব যখন চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবে,

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑨

৯ । এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে,

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ⑩

১০ । এবং সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে,

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ⑪

১১ । সেদিন মানুষ বলিবে, 'পালাইবার স্থান কোথায় ?'

كَلَّا لَا وَزَرَ ⑫

১২ । কখনও না, কোন আশ্রয়স্থল নাই !

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۨالْمُسْتَقَرُّ ⑬

১৩ । সেদিন কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল হইবে ।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ⑭

১৪ । সেদিন ইনসানকে অবহিত করা হইবে যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে ।

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ﴿١٤﴾

১৫। প্রকৃতপক্ষে ইনসান তাহার নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত,

وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾

১৬। সে যতই ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করুক না কেন।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾

১৭। (হে নবী!) তুমি ইহার (কুরআনের) সম্বন্ধে (আয়ত্তে আনিবার জন্য) তোমার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালিত করিও না।

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় ইহা সংকলন করিবার ও পাঠ করিয়া শুনাইবার দায়িত্ব আমাদের উপর।

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব যখন আমরা ইহা পাঠ করি তখন তুমিও ইহা পাঠের অনুসরণ করিও।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾

২০। অতঃপর ইহাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমাদের উপর।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

২১। কখনও না, বরং তোমরা ত্বরিৎলভ্য (পার্থিব) নেয়ামতকে ভালবাস;

وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾

২২। এবং পরকালের জীবনকে তোমরা পরিহার কর।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

২৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উৎফুল্ল হইবে,

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

২৪। স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাইয়া থাকিবে;

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং কতক মুখমণ্ডল বিষণ্ন হইবে,

تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৬। তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহাদিগকে মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী শাস্তি দেওয়া হইবে।

كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

২৭। কখনও না, যখন প্রাণ-বায়ু কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে,

وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং বলা হইবে, '(তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য) কোন ঝাড়ফুঁক প্রদানকারী আছে কি?'

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং প্রত্যেকে বিশ্বাস করিবে যে, নিশ্চয় বিদায়-মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে,

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং যখন (মৃত্যু-যন্ত্রণায়) পায়ের এক নলি অপর নলির সঙ্গে ঘর্ষণ করিবে।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

৩১। সেই দিন তোমার প্রতিপালকের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া [৩১] ১৭ যাওয়া হইবে।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾

৩২। কেননা সে (সত্যের) তসদীকও (সত্যায়নও) করিল না এবং নামাযও পড়িল না;

وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾

৩৩। বরং সে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল;

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾

৩৪। অতঃপর সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট গর্বভরে গমন করিল।

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৫। (হে মানুষ) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও দুর্ভোগ!

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৬। পুনরায় (বলিতেছি) দুর্ভোগ তোমার জন্য! আবারও দুর্ভোগ!

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

৩৭। ইনসান কি মনে করে যে, তাহাকে বল্গাহীনভাবে বৃথা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾

৩৮। সে কি (এক সময়ে) এমন শুক্র-বীর্যের বিন্দু ছিল না যাহা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯। অতঃপর উহা এক আঁঠাল জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, তৎপর (উহাকে) তিনি আকৃতি দান করেন, অতঃপর তিনি (উহাকে) পরিপূর্ণতা দান করেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

৪০। অতঃপর তিনি উহা হইতে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করেন— নর ও নারী।

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

৪১। তথাপি কি এইরূপ এক অস্তিত্ববান (আল্লাহ্) মৃতকে [১০] ২ ১৮ জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ

৭৬-সূরা আদ্ দাহ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ②

২। অবশ্যই ইনসানের উপর মহাকাল প্রবাহের মধ্য হইতে এমন বিশেষ এক সময় আসিয়াছিল যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ③

৩। নিশ্চয় আমরা ইনসানকে (বিভিন্ন শক্তি) মিশ্রিত শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি যেন আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারি; অতঃপর আমরা তাহাকে সম্যক শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী করিয়াছি।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ④

৪। নিশ্চয় আমরা তাহাকে সঠিক পথ দেখাইয়াছি, হয় তো সে কৃতজ্ঞ হইবে, নয় তো সে অকৃতজ্ঞ হইবে।

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ⑤

৫। নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য শৃঙ্খল, গলার বেড়ী এবং প্রজ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ⑥

৬। নিশ্চয় নেক বান্দাগণ এমন পানপাত্র হইতে পান করিবে যাহার মধ্যে কর্পূরের সংমিশ্রণ থাকিবে—

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ⑦

৭। এমন একটি ঝরণার যাহা হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে, যাহাকে তাহারা প্রচেষ্টা দ্বারা উত্তম প্রবাহে প্রবাহিত করিবে।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ⑧

৮। তাহারা নিজেদের মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যাহার অকল্যাণ সর্বব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ⑨

৯। এবং তাহারা তাঁহারই প্রেমে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়;

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ⑩

১০। (এবং তাহাদিগকে বলে) "আমরা তোমাদিগকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না।

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١١﴾

১১। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (আসন্ন) ভ্রূকুঞ্চনকারী এবং মুখ বিকৃতকারী দিনকে ভয় করি।'

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١٢﴾

১২। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেই দিনের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে প্রফুল্লতা এবং আনন্দ দান করিবেন।

وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٣﴾

১৩। এবং যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে বিনিময়ে জান্নাত এবং রেশমী বস্ত্র দান করিবেন।

مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٤﴾

১৪। তাহারা তথায় পালংকের উপর হেলান দিয়া বসিবে, তথায় তাহারা না প্রখর রৌদ্র অনুভব করিবে এবং না প্রচণ্ড শীত।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٥﴾

১৫। এবং তাহাদের উপর উহার ছায়াসমূহ নিকটে বিরাজমান থাকিবে, এবং উহার গুচ্ছবদ্ধ ফলরাজি তাহাদের নাগালের আওতায় আনিয়া দেওয়া হইবে।

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٦﴾

১৬। এবং তাহাদের মধ্যে রৌপ্য-নির্মিত ভোজন-পাত্র এবং পান-পাত্র পরিবেশন করা হইবে যাহা কাঁচের (মত স্বচ্ছ) হইবে।

قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٧﴾

১৭। ঐগুলি কাঁচের (ন্যায় স্বচ্ছ) হইলেও (প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি) রৌপ্য নির্মিত হইবে, তাহারা যথাযথ পরিমাণে ঐগুলি পরিমাপ করিবে।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٨﴾

১৮। এবং তথায় তাহাদিগকে পান-পাত্র পরিবেশন করা হইবে যাহাতে যানজাবীল (আদা) সংমিশ্রিত থাকিবে,

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٩﴾

১৯। উহার এক প্রস্রবণ থাকিবে যাহা 'সালসাবীল' নামে অভিহিত হইবে।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿٢٠﴾

২০। এবং তাহাদের মধ্যে পরিবেশন করিবে চির-কিশোরগণ, যখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে তখন তুমি তাহাদিগকে মনে করিবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত মুক্তারাজি।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

২১। এবং যখন তুমি অবলোকন করিবে, সেখানে তুমি এক মহা নেয়ামত এবং বিশাল রাজ্য অবলোকন করিবে।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا۟

২২। তাহাদের উপর সবুজ বর্ণের চিকণ রেশমী এবং ঘন রেশমী পোষাক থাকিবে এবং তাহাদিগকে রৌপ্য নির্মিত কংকণ

اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿٢١﴾

দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পবিত্র পানীয় পান করাইবেন ।

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

২৩ । (তাহাদিগকে বলা হইবে) ইহাই হইল তোমাদের জন্য পুরস্কার, বস্তুতঃ তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কদর করা হইয়াছে ।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৪ । নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কুরআন ক্রমে ক্রমে নাযেল করিয়াছি ।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿٢٤﴾

২৫ । সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং তাহাদের মধ্যে কোন পাপাচারী অথবা অস্বীকারকারীকে অনুসরণ করিও না,

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৬ । এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর,

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾

২৭ । এবং রাত্রেও তাঁহার উদ্দেশ্যে সেজদা কর এবং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁহার তসবীহ্ করিতে থাক ।

إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৮ । নিশ্চয় এই সকল লোক সত্বর-লভ্য পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং তাহাদের পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে ।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯ । আমরাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের গঠনকে মযবুত করিয়াছি এবং যখন আমরা ইচ্ছা করিব তখন তাহাদের অনুরূপ জাতিকে তাহাদের স্থলে দাঁড় করাইব ।

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾

৩০ । নিশ্চয় ইহা এক উপদেশ-বাণী । অতএব যাহার ইচ্ছা নিজ প্রতিপালক অভিমুখী পথ অবলম্বন করুক ।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾

৩১ । বস্তুতঃ তোমরা কিছুই চাহিতে পার না কিন্তু কেবল উহাই যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾

৩২ । তিনি নিজ রহমতে যাহাকে চাহেন প্রবিষ্ট করেন এবং যালেমদের বিষয়—তাহাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আল্ মুর্সালাত ৭৭

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । কসম কল্যাণ (সম্পদ সারণের) নিমিত্তে প্রেরিতগণের

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ②

৩ । অতঃপর অতি দ্রুতগতিতে ধাবমানদের কসম,

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ③

৪ । এবং (সত্যকে) ব্যাপকভাবে বিস্তারকারীগণের (কসম),

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ④

৫ । অতঃপর (ভাল ও মন্দের মধ্যে) পূর্ণরূপে পার্থক্যকারীদের (কসম);

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ⑤

৬ । এবং উপদেশ-বাণীকে (দেশে-দেশে) উপস্থাপনকারীগণের (কসম);

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ⑥

৭ । ওজর-আপত্তি খণ্ডনের জন্য অথবা সতর্কীকরণের জন্য,

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ⑦

৮ । নিশ্চয় যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহা পূর্ণ হইবেই ।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ⑧

৯ । অতএব যখন নক্ষত্ররাজি জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে,

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ⑨

১০ । এবং যখন আকাশকে বিদীর্ণ করা হইবে,

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ⑩

১১ । এবং যখন পর্বতমালাকে (ধূলিকণার ন্যায়) উড়াইয়া দেওয়া হইবে,

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ⑪

১২ । এবং যখন রসূলগণকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করা হইবে—

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ⑫

১৩ । এইগুলি কোন্ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে ?

لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ⑬

১৪ । এক ফয়সালার দিনের জন্য ।

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ⑭

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

১৫। এবং কিসে তোমাকে ফয়সালার দিন সম্বন্ধে অবহিত করিবে--

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬। এবং সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭। আমরা কি পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করি নাই ?

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর আমরা পরবর্তীগণকে অবশ্যই তাহাদের অনুগমন করাইব।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। এইভাবেই আমরা অপরাধীদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২১। আমরা কি তোমাদিগকে এক তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ?

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾

২২। অতঃপর উহাকে আমরা এক সুরক্ষিত অবস্থান-স্থলে (মাতৃগর্ভে) রাখিলাম,

إِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾

২৩। এক পরিমিত মেয়াদ পর্যন্ত।

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। এইরূপে আমরা এক পরিমাণ নিরূপণ করিলাম, এবং আমরা কিরূপ উত্তম পরিমাণ নিরূপণকারী !

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

২৬। আমরা কি পৃথিবীকে ধারণকারী করিয়া সৃষ্টি করি নাই—

أَحْيَآءً وَّأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৭। জীবিতগণকে এবং মৃতগণকে ?

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّأَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আমরা উহাতে অত্যুচ্চ পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সুমিষ্ট পানি পান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

৩০। (তাহাদিগকে আদেশ করা হইবে :) 'এখন তোমরা উহার দিকেই যাও যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে,

إِنْطَلِقُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۝٣٠

৩১। হাঁ, তোমরা সেই ছায়ার দিকেই যাও যাহা ত্রিশাখা বিশিষ্ট,

إِنْطَلِقُوٓا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ ۝٣١

৩২। উহা ছায়াও দেয় না বা অগ্নিশিখার উত্তাপ হইতে রক্ষাও করে না,

لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ۝٣٢

৩৩। ইহা (প্রকাণ্ড) দুর্গের মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে,

إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ ۝٣٣

৩৪। যেন সেগুলি হরিদ্বর্ণের উষ্ট্রসমূহ।

كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ ۝٣٤

৩৫। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٣٥

৩৬। ইহাই সেইদিন যখন তাহারা কথা বলিতে পারিবে না,

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۝٣٦

৩৭। এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না, যাহাতে তাহারা ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করিতে পারে।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝٣٧

৩৮। সেই দিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٣٨

৩৯। 'ইহাই ফয়সালার দিন। আমরা তোমাদিগকে একত্রিত করিয়াছি এবং পূর্ববর্তীদিগকেও।

هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ۝٣٩

৪০। যদি তোমাদের নিকট কোন কৌশল থাকে তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে কৌশল কর।

فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۝٤٠

৪১। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝٤١

[৪১] ১ ২১

৪২। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ ছায়া ও ঝরণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে,

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ۝٤٢

৪৩। এবং ফলরাজির মধ্যে, যাহা তাহারা চাহিবে।

وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝٤٣

৪৪। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমরা যে কর্ম করিতে উহার বিনিময়ে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর—

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٤٤

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫। নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণকে এইভাবে আমরা প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭। (হে সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীগণ!) 'তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) আহার কর এবং কিছুক্ষণের জন্য সুখ-সম্ভোগ কর; নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।'

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) বিনত হও।' তখন তাহারা বিনত হয় না।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾

৫০। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

৫১। সুতরাং ইহার পরে তাহারা কোন কথার উপর ঈমান আনিবে?

২ ১০] ২২

سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

৭৮- সূরা আন্ নাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। কোন্ বিষয়ে তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে ?

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ②

৩। মহা সংবাদ সম্বন্ধে ।

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ③

৪। যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করে ।

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ④

৫। কখনও নহে, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে ।

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤

৬। পুনরায় (বলিতেছি) কখনও নহে, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে ।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑥

৭। আমরা কি করি নাই পৃথিবীকে শয্যা স্বরূপ,

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ⑦

৮। এবং পর্বতগুলিকে কীলক স্বরূপ ?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ⑧

৯। এবং আমরা তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি,

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ⑨

১০। এবং তোমাদের নিদ্রাকে আমরা আরামের কারণ করিয়াছি,

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑩

১১। এবং রাত্রিকে করিয়াছি আবরণ স্বরূপ,

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ⑪

১২। এবং দিবসকে করিয়াছি জীবিকা আহরণের উপায় স্বরূপ,

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑫

১৩। এবং আমরা তোমাদের উর্ধ্বদেশে সাতটি মযবুত (আকাশ) বানাইয়াছি,

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ⑬

১৪। এবং আমরা সৃষ্টি করিয়াছি (সূর্যকে) এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ।

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ⑭

১৫। এবং আমরা নিংড়ানো ঘনীভূত মেঘমালা হইতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি,

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ⑮

لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٦

১৬। যেন আমরা উৎপন্ন করি উহা দ্বারা শস্য দানা এবং শাক-সব্জি,

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٧

১৭। এবং ঘনবিন্যস্ত বাগানসমূহ।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٨

১৮। নিশ্চয় ফয়সালার দিন নির্দিষ্ট আছে।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝١٩

১৯। সেদিন যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন তোমরা দলে দলে আসিবে।

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝٢٠

২০। এবং আকাশকে উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা বহু দ্বারে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢١

২১। এবং পর্বতসমূহকে বিচলিত করা হইবে, ফলে ঐগুলি মরীচিকায় পরিণত হইবে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝٢٢

২২। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া আছে,

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۝٢٣

২৩। বিদ্রোহপরায়ণদের জন্য একটি প্রত্যাবর্তনস্থল।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝٢٤

২৪। উহারা সেথায় যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝٢٥

২৫। তথায় তাহারা না শীতলতা আস্বাদন করিবে এবং না পানীয়,

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝٢٦

২৬। কেবল ফুটন্ত পানি এবং দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ, অসহনীয় ঠান্ডা পানি ব্যতিরেকে—

جَزَآءً وِّفَاقًا ۝٢٧

২৭। ইহা হইবে উপযুক্ত প্রতিদান,

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝٢٨

২৮। নিশ্চয় তাহারা হিসাবকে ভয় করিত না,

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝٢٩

২৯। এবং আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিত।

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝٣٠

৩০। এবং আমরা সব কিছুই এক কিতাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝٣١

৩১। অতএব তোমরা (আযাবের) স্বাদ গ্রহণ কর, আমরা তোমাদিগকে শাস্তি ব্যতিরেকে আদৌ কিছুতে বর্দ্ধিত করিব না।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝٣٢

৩২। নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য অবধারিত আছে সফলতা—

حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۝

৩৩। প্রাচীর-ঘেরা বাগানসমূহ এবং দ্রাক্ষাসমূহ,

وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝

৩৪। এবং সমবয়স্কা যুবতীগণ,

وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۝

৩৫। এবং কানায় কানায় পূর্ণ পান-পাত্রসমূহ।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۝

৩৬। সেখানে তাহারা না কোন বৃথা কথা শুনিবে এবং না কোন মিথ্যা কথা,

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝

৩৭। প্রতিদান স্বরূপ, যথোপযুক্ত পুরস্কার তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে—

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ
لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

৩৮। যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা; তাঁহার উদ্দেশ্যে কিছু বলার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ
اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

৩৯। সেদিন যখন পূর্ণ আত্মা এবং সকল ফিরিশ্‌তা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে, তাহারা কোন কথা বলিবে না, কেবল মাত্র সে ব্যতীত যাহাকে রহমান আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন, এবং সে সঠিক কথাই বলিবে।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ
مَاٰبًا ۝

৪০। সেইদিনটি সুনিশ্চিত। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ
مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝

৪১। নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে অতি নিকটবর্তী আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছি— যেদিন মানুষ উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহা তাহার হস্তদ্বয় অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী বলিবে, 'হায়! যদি আমি পূর্বেই মাটি হইতাম।

[১০]

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

৭৯- সূরা আন্ নাযে'আত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৭ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ②

২ । কসম তাহাদের যাহারা (লোকদিগকে সত্যের দিকে) পূর্ণ মনযোগের সহিত আকর্ষণ করে,

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ③

৩ । এবং (কসম) তাহাদের যাহারা (তাহাদের) গ্রন্থিসমূহকে দৃঢ়ভাবে বাঁধে,

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ④

৪ । এবং (কসম) তাহাদের যাহারা ত্বরিত গতিতে সন্তরণ করে,

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ⑤

৫ । অতঃপর তাহারা প্রতিযোগিতায় দ্রুত বেগে অগ্রে চলিয়া যায়,

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ⑥

৬ । অতঃপর তাহারা (উত্তমরূপে) কার্যাবলী পরিচালনা করে;

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑦

৭ । যেদিন কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হইবে,

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ⑧

৮ । (এবং) আর একটি পশ্চাদ্‌বর্তী (কম্পন) উহার অনুসরণ করিবে ।

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ⑨

৯ । সেই দিন অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হইবে,

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑩

১০ । (এবং) তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে ।

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ⑪

১১ । তাহারা বলে, 'আমাদিগকে কি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ?

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑫

১২ । কী ! যখন আমরা পচা-গলা অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব তখনও ?'

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑬

১৩ । তাহারা বলে, 'তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিজনক প্রত্যাবর্তন হইবে ।'

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ⑭

১৪ । ইহাতো কেবল একটি ধমক মাত্র,

فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

১৫। তখন দেখ! অকস্মাৎ তাহারা এক প্রশস্ত ময়দানে উপনীত হইবে।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾

১৬। তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

১৭। যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে 'তুওয়া'র পবিত্র উপত্যকায় ডাকিয়াছিলেন,

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

১৮। (এবং নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ) 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও; কেননা সে বিদ্রোহ করিয়াছে,

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

১৯। অতঃপর বল, তোমার কি ইচ্ছা আছে যে তুমি পবিত্র হও ?

وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾

২০। এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি যাহাতে তুমি (তাঁহাকে) ভয় করিয়া চল ?

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾

২১। সুতরাং সে তাহাকে এক বড় নির্দশন দেখাইল।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾

২২। কিন্তু সে (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবাধ্যতা করিল,

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾

২৩। অতঃপর সে (কু-মতলব আঁটার) চেষ্টা করতঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল,

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং সে (লোকদিগকে) সমবেত করিল এবং ঘোষণা করিল,

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

২৫। অতঃপর সে বলিল,'আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

২৬। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাকে পরকাল এবং ইহকালের আযাবে ধৃত করিলেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٦﴾

[২৭] ১/৩ ২৭। নিশ্চয় যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করিয়া চলে তাহার জন্য এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে।

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾

২৮। সৃষ্টিতে কি তোমরা কঠিনতর,না আকাশ যাহাকে তিনি বানাইয়াছেন ?

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾

২৯। তিনিই উহার উচ্চতাকে সমুন্নত করিয়াছেন, এবং উহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾

৩০। এবং উহার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং উহার প্রাতঃকালীন আলো প্রকাশ করিয়াছেন,

৩১। এবং ইহার পর পৃথিবীকে তিনি বিস্তৃত করিয়াছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۝

৩২। তিনিই উহা হইতে উহার পানি এবং গবাদিপশু চারণের তৃণ-লতা উদ্‌গত করিয়াছেন,

أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ۝

৩৩। এবং তিনিই উহাতে পর্বতগুলিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا ۝

৩৪। (এই সব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সম্ভোগের সামগ্রী স্বরূপ।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

৩৫। অতঃপর যখন মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে,

فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝

৩৬। যেদিন মানুষ সব কিছু স্মরণ করিবে যাহা সে চেষ্টা করিয়াছে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝

৩৭। এবং জাহান্নামকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে তাহার জন্য যে দেখে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝

৩৮। সুতরাং যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে,

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ۝

৩৯। এবং এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়,

وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৪০। পরিণামে নিশ্চয় জাহান্নামই হইবে (তাহার) আবাসস্থল।

فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝

৪১। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের মকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ কামনা-বাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝

৪২। পরিণামে নিশ্চয় জান্নাতই হইবে (তাহার) আবাসস্থল,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝

৪৩। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন ইহা সংঘটিত হইবে ?'

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝

৪৪। উহার (আগমনের) আলোচনার সহিত তোমার কি সম্পর্ক?

فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا

৪৫। তোমার প্রতিপালকের নিকটই উহার চূড়ান্ত (জ্ঞানের) সীমা।

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا

৪৬। তুমি কেবল সেই ব্যক্তির জন্য সতর্ককারী যে উহাকে ভয় করে।

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا

৪৭। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা কেবল এক সন্ধ্যা বা উহার এক প্রভাত (এই পৃথিবীতে) অবস্থান করিয়াছে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

৮০ সূরা আবাসা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৩ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ②

২ । সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল,

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ③

৩ । এই জন্য যে, অন্ধ লোকটি তাহার নিকট আসিল;

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ④

৪ । এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, সে হয়তো পবিত্রতা অবলম্বন করিবে,

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ⑤

৫ । অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং এই উপদেশ তাহার উপকারে আসিবে ?

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑥

৬ । (ইহা কিরূপে হইতে পারে যে,) যে ব্যক্তি (সত্যকে) উপেক্ষা করে,

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑦

৭ । তুমি তাহার প্রতি অভিনিবিষ্ট হইবে—

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ⑧

৮ । অথচ সে পবিত্রতা অবলম্বন না করিলে তোমার উপর কোন দোষ বর্তায় না—

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ⑨

৯ । কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার নিকট দৌড়িয়া আসে,

وَهُوَ يَخْشٰى ⑩

১০ । এবং সে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে,

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ⑪

১১ । কিন্তু তুমি তাহাকে অবহেলা কর,

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑫

১২ । কখনই নহে, নিশ্চয় ইহা এক উপদেশবাণী—

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ⑬

১৩ । অতএব যাহার ইচ্ছা ইহাকে স্মরণ করুক—

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑭

১৪ । ইহা সম্মানিত কিতাবসমূহের মধ্যে (উল্লিখিত) আছে;

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ⑮

১৫ । যাহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অতি পবিত্র,

بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ⑯

১৬ । লেখকগণের হস্তে,

كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

১৭। যাহারা সম্ভ্রান্ত, পুণ্যবান।

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾

১৮। মানুষের জন্য পরিতাপ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ!

مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾

১৯। (সে কি চিন্তা করে না) তিনি তাহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾

২০। এক শুক্র-বিন্দু হইতে! তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন এবং পরিমিতভাবে সুগঠিত করেন;

ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾

২১। অতঃপর তিনি পথকে তাহার জন্য সহজ করেন,

ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾

২২। অতঃপর তিনি তাহাকে মৃত্যু দান করেন এবং তাহাকে কবর দেন;

ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾

২৩। অতঃপর যখন তিনি চাহিবেন, তিনি তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾

২৪। কখনই নহে, তিনি তাহাকে যে আদেশ দান করিয়াছেন উহা সে এ যাবৎ সম্পন্ন করে নাই।

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾

২৫। অতএব মানুষকে তাহার নিজের খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করা উচিত;

أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

২৬। কিভাবে আমরা পানি বর্ষণ করি— প্রচুর বর্ষণে

ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

২৭। অতঃপর আমরা ভূমিকে বিদীর্ণ করি—যথাযথভাবে বিদীর্ণ,

فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

২৮। অতঃপর আমরা উৎপন্ন করি উহাতে শস্য দানা,

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾

২৯। এবং আঙ্গুর এবং শাক-সব্জি,

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾

৩০। এবং যায়তূন (জলপাই) ও খর্জুর;

وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

৩১। এবং প্রাচীর ঘেরা ঘন বাগানসমূহ,

وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

৩২। এবং ফল-ফলাদি ও তৃণ-লতা,

مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

৩৩। (এইসব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সম্ভোগের সামগ্রী স্বরূপ।

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾

৩৪। কিন্তু যখন কর্ণ বিদারী বিকট ধ্বনি আসিবে,

৩৫। সেদিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতেও, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

৩৬। এবং তাহার মাতা ও তাহার পিতা হইতেও; وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ

৩৭। এবং তাহার স্ত্রী ও তাহার পুত্রগণ হইতেও, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

৩৮। সেদিন তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হইবে যে, উহা তাহাকে অন্যদের সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিবে। لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

৩৯। সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ

৪০। হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল। ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

৪১। এবং সেদিন কতক মুখমণ্ডল হইবে ধূলি-ধূসরিত, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

৪২। উহাদিগকে কালিমা আচ্ছাদিত করিয়া লইবে। تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ

৪৩। ইহারাই হইবে কাফের, দুষ্কৃতিপরায়ণ। أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াতসমূহ ৮১) (রুকূসমূহ ১)

৮১ সূরা আত্ তাকভীর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লাহ্র নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

২। যখন সূর্যকে আবৃত করা হইবে,

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

৩। এবং যখন নক্ষত্ররাজি নিষ্প্রভ হইবে,

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

৪। এবং যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হইবে,

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

৫। এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলি বেকার পরিত্যক্ত হইবে,

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

৬। এবং যখন বন্যজন্তুগুলিকে সমবেত করা হইবে,

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

৭। এবং যখন নদীসমূহকে শুকাইয়া দেওয়া হইবে,

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

৮। এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

৯। এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে—

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

১০। কি অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে ?—

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

১১। এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে) বিস্তৃত করা হইবে,

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

১২। এবং যখন আকাশের আবরণ তুলিয়া ফেলা হইবে,

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

১৩। এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে,

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

১৪। এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হইবে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

১৫। তখন প্রত্যেক আত্মা যাহা সে হাযির করিয়াছে উহা জানিতে পারিবে।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾

১৬। এইরূপ নহে (যেরূপ তোমরা ধারণা করিতেছ) আমি শপথ করিতেছি (চলিতে চলিতে) পশ্চাদপসরণকারীদের,

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

১৭। যাহারা দ্রুতগতিতে সম্মুখে চলে এবং লুকাইয়া পড়ে।

وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং রাত্রির শপথ যখন উহা শেষ প্রহরে পৌঁছে,

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

১৯। এবং প্রভাতের শপথ যখন উহা নিঃশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করে,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

২০। নিশ্চয় ইহা এক সম্মানিত রসূলের (উপর অবতারিত) বাণী

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

২১। যে (রসূল) শক্তির অধিকারী এবং আরশের অধিপতির সন্নিধানে প্রতিষ্ঠিত,

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

২২। অনুসরণ-যোগ্য, তদুপরি বিশ্বস্ত।

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নহে।

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় সে তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫। সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং ইহা বিতাড়িত শয়তানের কথা নহে।

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। তথাপি তোমরা কোথায় চলিয়াছ ?

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৮। ইহা সকল জগতের জন্য এক উপদেশবাণী ব্যতীত কিছু নহে—

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾

২৯। তাহার জন্য, যে তোমাদের মধ্য হইতে সরল-সুদৃঢ় পথে চলিতে চাহে।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

৩০। বস্তুতঃ তোমরা কিছুই চাহিতে পার না, যদি না সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ (উহা) চাহেন। ১ [৩০] ৬

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

(৮২)

৮২-সূরা আল্ ইন্‌ফিতার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ②

২ । যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ③

৩ । যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে,

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ④

৪ । এবং যখন সমুদ্রসমূহকে চিরিয়া প্রবাহিত করা হইবে (এবং পরস্পরকে মিলাইয়া দেওয়া হইবে),

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ⑤

৫ । এবং যখন কবরসমূহকে উৎপাটিত করা হইবে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ⑥

৬ । তখন প্রত্যেক আত্মা জানিতে পারিবে, সে অগ্রে কি পাঠাইয়াছে এবং পশ্চাতে কি ছাড়িয়া আসিয়াছে ।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ⑦

৭ । হে ইনসান ! তোমাকে তোমার পরম দাতা প্রতিপালক সম্বন্ধে কিসে প্রতারিত করিয়াছে—

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ⑧

৮ । যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম করিয়াছেন, তৎপর তোমাকে যথার্থরূপে সুসমঞ্জস করিয়াছেন ?

فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ⑨

৯ । যে আকৃতিতে তিনি চাহিয়াছেন, তোমাকে গঠন করিয়াছেন ।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ⑩

১০ । কখনও নহে (যেরূপ তোমরা ধারণা করিতেছ), বরং তোমরা বিচারকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছ ।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ⑪

১১ । এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ নিযুক্ত আছে.

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ⑫

১২ । সম্মানিত লেখকগণ,

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ⑬

১৩ । তাহারা সবকিছু জানে যাহা তোমরা কর ।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ⑭

১৪ । নিশ্চয় পুণ্যবানগণ নেয়ামতের মধ্যে থাকিবে ।

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

১৫। এবং নিশ্চয় পাপাচারীরা জাহান্নামে থাকিবে;

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾

১৬। তাহারা বিচার দিবসে উহাতে দগ্ধ হইবে;

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾

১৭। তাহারা উহা হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾

১৮। এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই বিচার দিবস কি!

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾

১৯। পুনরায় বলি, তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই বিচার দিবস কি!

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

২০। যেদিন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আদৌ উপকার করিবার ক্ষমতা রাখিবে না, এবং সেদিন সকল আদেশের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই হইবে। [২০] ১ ৭

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ

(৮৩)

৮৩- সূরা আল্ মুতাফ্ফেফীন

ইহা মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ②

২। দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়;

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ③

৩। যাহারা লোকদের নিকট হইতে যখন মাপিয়া গ্রহণ করে তখন পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে,

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ④

৪। কিন্তু যখন তাহারা অন্যকে মাপিয়া দেয় অথবা তাহাদিগকে ওজন করিয়া দেয় তখন কম করিয়া দেয় ।

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ⑤

৫। এই সকল লোক কি বিশ্বাস করে না যে, তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে,

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑥

৬। এক মহা (বিচার) দিবসের জন্য ?

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑦

৭। যেদিন সকল মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হইবে ।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ⑧

৮। কখনও নহে, নিশ্চয় দুষ্কৃতিপরায়ণদের আমল-নামা 'সিজ্জীনে' থাকিবে ।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ⑨

৯। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'সিজ্জীন' কি ?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ⑩

১০। উহা (আদি হইতে) এক লিখিত কিতাব ।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ⑪

১১। সেদিন সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ⑫

১২। যাহারা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ⑬

১৩। বস্তুতঃ কেবল সীমাতিক্রমকারী, চরম পাপিষ্ঠ ব্যতিরেকে কেহই ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না ।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾

১৪। যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে বলে, 'প্রাচীন লোকদের কিস্‌সা কাহিনী।'

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾

১৫। কখনও নহে, বরং তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহা তাহাদের অন্তরে মরিচা ধরাইয়াছে।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٦﴾

১৬। কখনও নহে, বস্তুতঃ সেদিন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের দর্শন হইতে অবশ্যই আড়ালে রাখা হইবে।

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾

১৭। অতঃপর তাহারা নিশ্চয় জাহান্নামে দগ্ধ হইবে,

ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٨﴾

১৮। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা তাহাই যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে।'

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٩﴾

১৯। কখনও নহে, নিশ্চয় পুণ্যবানগণের আমলনামা 'ইল্লীয়্যীনে আছে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'ইল্লীয়্যীন' কি।

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢١﴾

২১। উহা (আদি হইতে) এক লিখিত কিতাব।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٢﴾

২২। নৈকট্য-প্রাপ্তগণ উহা প্রত্যক্ষ করিবে।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٣﴾

২৩। নিশ্চয় পুণ্যবানগণ নেয়ামতের মধ্যে অবস্থান করিবে,

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। সুসজ্জিত পালংকের উপর বসিয়া (চতুর্দিকে) অবলোকন করিবে।

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٥﴾

২৫। তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে নেয়ামতের সজীবতা লক্ষ্য করিবে।

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٦﴾

২৬। তাহাদিগকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ সুরা হইতে পান করানো হইবে

خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٧﴾

২৭। উহার সীলমোহর হইবে কস্তুরীর— সুতরাং উচ্চাকাঙ্খীগণ এই বিষয়েই উচ্চাকাঙ্খা করুক—

وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং উহাতে 'তসনীমের' (পানি) সংমিশ্রণ থাকিবে,

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

২৯। এমন এক ঝরণার, যাহা হইতে নৈকট্য-প্রাপ্তগণ পান করিবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝

৩০। নিশ্চয় যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহারা তাহাদের সঙ্গে হাসি-বিদ্রূপ করিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে,

وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝

৩১। এবং যখন তাহারা তাহাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তাহারা পরস্পর চোখ টিপা-টিপি করিত,

وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلٰى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝

৩২। এবং যখন তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করিত তখন উল্লাসের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিত,

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ ۝

৩৩। এবং যখন তাহারা তাহাদিগকে দেখিত, তাহারা বলিত,'ইহারা নিশ্চয় বিপথগামী।'

وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝

৩৪। অথচ তাহাদিগকে তাহাদের উপর সংরক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয় নাই।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝

৩৫। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আজ কাফেরদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিবে,

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

৩৬। তাহারা সুসজ্জিত পালংকের উপর বসিয়া (চতুর্দিকে) অবলোকন করিবে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

৩৭। (তাহারা একে অন্যকে বলিবে) কাফেররা যাহা কিছু করিত তাহারা কি উহার পূর্ণ প্রতিফল পায় নাই ?

[৩৭] ১/৮

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ (٨٤)

৮৪-সূরা আল্ ইন্‌শিকাক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۝

২। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

৩। এবং উহা নিজ প্রতিপালকের প্রতি কান পাতিয়া শুনিবে— বস্তুতঃ (ইহাই) উহার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে—

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

৪। এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হইবে,

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

৫। এবং যাহা কিছু ইহার মধ্যে আছে ইহা তাহা বাহির করিয়া দিবে এবং ইহা শূন্য হইয়া যাইবে,

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

৬। এবং ইহা স্বীয় প্রতিপালকের জন্য কান পাতিবে—বস্তুতঃ (ইহাই) উহার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে—

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝

৭। হে ইনসান ! নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছিতে কঠোর সাধনা করিতে হইবে, অতঃপর তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে ।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝

৮। অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝

৯। তাহার নিকট হইতে নিশ্চয়ই হিসাব গ্রহণ করা হইবে— সহজ হিসাব,

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝

১০। এবং সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্তন করিবে ।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝

১১। কিন্তু যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পশ্চাৎ দিকে দেওয়া হইবে,

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝

১২। সে শীঘ্রই ধ্বংসকে ডাকিবে,

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝

১৩। এবং প্রজ্বলিত আগুনে দগ্ধ হইবে ।

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝١٣

১৪। নিশ্চয় (ইতিপূর্বে) সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে ছিল।

إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۝١٤

১৫। নিশ্চয় সে ভাবিয়াছিল যে, সে কখনও (আল্লাহ্‌র সমীপে) ফিরিয়া আসিবে না।

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝١٥

১৬। হাঁ, নিশ্চয় তাহার প্রতিপালক তাহার সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা ছিলেন।

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝١٦

১৭। কিন্তু নহে, আমি সন্ধ্যা-গগনের লোহিত আভার কসম খাইতেছি,

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝١٧

১৮। এবং রাত্রির এবং উহার যাহাকে ইহা গুটাইয়া লয়,

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝١٨

১৯। এবং চন্দ্রের যখন ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝١٩

২০। নিশ্চয় তোমরা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইবে।

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٢٠

২১। সুতরাং তাহাদের কি হইয়াছে যে তাহারা ঈমান আনিতেছে না?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝٢١ ۩

সেজদা-১৩

২২। এবং যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা সেজদা করে না,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ۝٢٢

২৩। পক্ষান্তরে কাফেররা (কুরআনকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝٢٣

২৪। এবং তাহারা (নিজেদের মনে) যাহা কিছু গোপন করিতেছে আল্লাহ্ উহা সর্বাধিক অবগত আছেন।

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٢٤

২৫। সুতরাং তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও——

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٢٥

২৬। কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রহিয়াছে।

৮৬]

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

৮৫- সূরা আল্ বুরূজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ②

২। কসম গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ-বিশিষ্ট আকাশের,

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ③

৩। এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ④

৪। এবং সাক্ষ্য দানকারীর এবং যাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করা হইয়াছে তাহার,

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ⑤

৫। ধ্বংস হইল পরিখাসমূহের অধিবাসীগণ—

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ⑥

৬। ইন্ধনপূর্ণ আগুনের (পরিখাসমূহ)—

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ⑦

৭। যখন তাহারা উহার উপর উপবিষ্ট ছিল,

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ⑧

৮। এবং তাহারা মো'মেনগণের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল সে বিষয়ে তাহারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল ।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑨

৯। এবং তাহারা মো'মেনদের সঙ্গে শুধু এই কারণে শত্রুতা পোষণ করিয়াছিল যে, তাহারা মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছিল,

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ⑩

১০। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর আধিপত্য যাঁহার, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী ।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ⑪

১১। যাহারা মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারী-দিগকে নির্যাতন করে এবং পরে তাহারা তওবা করে না, তাহাদের জন্য নিশ্চয় জাহান্নামের আযাব রহিয়াছে । এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে (হৃদয়) দগ্ধকারী আগুনের আযাব ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ⑫

১২। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে এমন জান্নাতসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত আছে, বস্তুতঃ ইহাই মহাসফলতা ।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

১৩। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের 'পাকড়াও' অতি কঠোর।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

১৪। নিশ্চয় তিনিই উদ্ভব করেন এবং তিনিই পুনরাবৃত্তি করেন,

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾

১৫। এবং তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, স্নেহশীল,

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

১৬। আরশের অধিপতি, পরম মর্যাদাবান,

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১৭। তিনি যাহা চাহেন তাহাই করেন।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾

১৮। তোমার নিকট কি সৈন্য বাহিনীসমূহের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

১৯। ফেরাউন ও সামূদের ?

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

২০। নহে, বরং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে বদ্ধপরিকর।

وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾

২১। অথচ আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾

২২। নহে, বরং ইহা অতি গৌরবময় কুরআন,

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾ ১ [২৩] ১০

২৩। যাহা সুরক্ষিত ফলকে রহিয়াছে।

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

(اٰياتها ٨٦) (ركوعها ١)

৮৬ সূরা আত্ তারেক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৮ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়,

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ②

২। কসম আকাশের এবং শুকতারার—

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ③

৩। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিয়াছে যে শুকতারা কি ?

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ④

৪। উহা অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র—

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ⑤

৫। এমন কোন আত্মা নাই যাহার উপর কোন হেফাযতকারী নাই।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ⑥

৬। সুতরাং ইনসানকে চিন্তা করা উচিত যে তাহাকে কি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ⑦

৭। তাহাকে সবেগে নির্গমনশীল পানি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে,

يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ⑧

৮। যাহা মেরুদণ্ড এবং পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে নির্গত হয়।

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ⑨

৯। নিশ্চয় তিনি উহাকে (জীবনকে) পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে ক্ষমতাবান;

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ⑩

১০। যেদিন গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশ করা হইবে,

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ⑪

১১। যাহার ফলে তাহার (নিজের উপর বিপদ অপসারণ করিবার) কোনই ক্ষমতা থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও হইবে না।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ⑫

১২। পুনঃ পুনঃ বর্ষণশীল মেঘের কসম,

وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ⑬

১৩। এবং যমীনের কসম যাহা (বারি বর্ষণের পর অংকুরোদ্গমের কারণে) বিদীর্ণ হয়।

১৪। নিশ্চয় ইহা (কুরআন) ফয়সালাকারী কালাম। إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٤﴾

১৫। এবং ইহা কোন অবান্তর কালাম নহে। وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٥﴾

১৬। নিশ্চয় তাহারা ষড়যন্ত্র করিবে—গভীর ষড়যন্ত্র, إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٦﴾

১৭। এবং আমিও কৌশল করিব—উত্তম কৌশল। وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٧﴾

১৮। সুতরাং তুমি কাফেরদিগকে অবকাশ দাও। অবকাশ দাও তাহাদিগকে কিছু সময়ের জন্য। فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٨﴾

[১৮] ১১

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

(৮৭)

৮৭-সূরা আল্ আ'লা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ②

২। তুমি তোমার মহামহিম প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা কর,

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ③

৩। যিনি (মানুষকে) সৃষ্টি করেন এবং (তাহাকে) পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম করেন ।

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ④

৪। এবং যিনি তাহার শক্তি-সামর্থ্য নিরূপণ করেন এবং তাহাকে (যথাযথ) হেদায়াত দান করেন ।

وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ⑤

৫। এবং যিনি (পশু-চারণের জন্য) তৃণ-লতা উদ্‌গত করেন,

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ⑥

৬। অতঃপর উহাকে কৃষ্ণবর্ণ আবর্জনায় পরিণত করেন ।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ⑦

৭। অবশ্যই আমরা তোমাকে (এই কুরআন) পাঠ করাইব এবং তুমি (ইহাকে) ভুলিবে না,

اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ⑧

৮। কেবল ইহা ব্যতীত যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন, নিশ্চয় তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য এবং যাহা গুপ্ত ।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ⑨

৯। এবং অবশ্যই আমরা তোমার জন্য সহজ পথকে সহজলভ্য করিয়া দিব ।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ⑩

১০। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যখন উপদেশ (মানুষের জন্য) লাভজনক হইয়া থাকে,

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ⑪

১১। যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করিবে;

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ⑫

১২। কিন্তু যে একান্ত হতভাগ্য সে ইহাকে এড়াইয়া চলিবে,

الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ⑬

১৩। যে বিশাল আগুনে প্রবেশ করিবে ।

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٤﴾

১৪। অতঃপর সে উহাতে না মরিবে এবং না বাঁচিবে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٥﴾

১৫। অবশ্যই সে সফলকাম হইবে যে পবিত্রতা অবলম্বন করিবে,

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٦﴾

১৬। এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং নামায পড়ে।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٧﴾

১৭। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিতেছ,

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٨﴾

১৮। অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম এবং স্থায়ী।

اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও (উল্লিখিত) আছে—

صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿٢٠﴾

১ [২০] ১২ ২০। ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

৮৮- সূরা আল্ গাশিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ইহাতে ২৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ②

২। তোমার নিকট কি আচ্ছন্নকারীর সংবাদ পৌঁছিয়াছে ?

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ③

৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল হইবে অবনত,

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ④

৪। কর্ম-ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ⑤

৫। তাহারা প্রবেশ করিবে প্রজ্বলিত আগুনে,

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑥

৬। তাহাদিগকে পানি পান করানো হইবে, ফুটন্ত ঝরণা হইতে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑦

৭। শুষ্ক-তিক্ত-কন্টকময় তৃণ ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন খাদ্য থাকিবে না,

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ⑧

৮। যাহা না পুষ্টি সাধন করিবে এবং না ক্ষুধা নিবারণ করিবে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑨

৯। কতক মুখমণ্ডল সেদিন হর্ষোৎফুল্ল হইবে,

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑩

১০। তাহারা তাহাদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্ট থাকিবে,

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑪

১১। সুউচ্চ জান্নাতে,

لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ⑫

১২। তথায় তাহারা কোন বৃথা বাক্যালাপ শুনিবে না।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑬

১৩। তথায় প্রবহমান ঝরণা থাকিবে,

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ⑭

১৪। তথায় থাকিবে সুউচ্চ আসনসমূহ,

وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ⑮

১৫। এবং সুসজ্জিত পান পাত্রসমূহ,

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٦﴾

১৬। এবং সারি সারি তাকিয়াসমূহ,

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٧﴾

১৭। এবং বিছানো গালিচাসমূহ।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٨﴾

১৮। তাহারা কি উষ্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য করে না যে, উহাদিগকে কিরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٩﴾

১৯। এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ইহাকে সুউচ্চ করা হইয়াছে ?

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٢٠﴾

২০। এবং পর্ব্বতসমূহের দিকে যে, কিভাবে ইহাদিগকে সংস্থাপিত করা হইয়াছে ?

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢١﴾

২১। এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে ইহাকে সমতল করিয়া বিছানো হইয়াছে ?

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢٢﴾

২২। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশদাতা মাত্র;

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٣﴾

২৩। তুমি তাহাদের জন্য জিম্মাদার নহ।

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٤﴾

২৪। কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং অস্বীকার করে,

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٥﴾

২৫। তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাকে সর্বাপেক্ষা বড় আযাব দিবেন।

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬। নিশ্চয় আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٧﴾

২৭। অতঃপর নিশ্চয় আমাদের উপরই তাহাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব।

১
[২৭]
১৩

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

৮৯-সূরা আল্ ফাজ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩১ আয়াত এবং ১-রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

وَالْفَجْرِ ②

২। কসম প্রভাতের,

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ③

৩। এবং দশ রাত্রির,

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④

৪। এবং এক জোড়া এবং এক বিজোড়ের,

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ⑤

৫। এবং এক রাত্রির যখন ইহা (শেষ হওয়ার পথে) চলে,

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ⑥

৬। ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি কোন কসম (সাক্ষ্য) নাই ?

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ⑦

৭। তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সহিত কি ব্যবহার করিয়াছেন—

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ⑧

৮। বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ইরামের (গোত্র) সহিত ?

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ⑨

৯। তাহাদের সমতুল্য কোন জাতি এই সকল দেশে সৃষ্টি করা হয় নাই—

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ⑩

১০। এবং সামূদের সহিত, যাহারা উপত্যকাসমূহে (গৃহ নির্মাণের জন্য) প্রস্তর কর্তন করিত,

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ⑪

১১। এবং ফেরাউনের সহিত, যে (সৈন্য শিবিরের) কীলকসমূহের অধিকারী,

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ⑫

১২। যাহারা দেশে বিদ্রোহ করিয়াছিল,

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ⑬

১৩। এবং উহাতে উপদ্রব বৃদ্ধি করিয়াছিল ?

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ⑭

১৪। যাহার ফলে তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর আযাবের কশাঘাত করিলেন।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

১৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতীক্ষা-স্থলে সতর্ক রহিয়াছেন।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

১৬। দেখ,ইনসান কেমন ! যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং সম্মানে ও নেয়ামতে ভূষিত করেন তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

১৭। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার রিয্ক তাহার জন্য সংকীর্ণ করিয়া দেন, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করিয়াছেন।'

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

১৮। কখনও নহে, বরং তোমরা আসলে এতীমকে সম্মান কর না,

وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾

১৯। এবং মিস্কীনকে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না,

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾

২০। এবং তোমরা (অন্য লোকের) ওয়ারিশী-সম্পদ একত্রিত করিয়া অবাধে ভক্ষণ করিয়া থাক;

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

২১। এবং তোমরা ধন-সম্পদ অত্যধিক ভালবাস।

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

২২। কখনও নহে, যখন পৃথিবীকে পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইবে,

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

২৩। এবং তোমার প্রতিপালক আগমন করিবেন এমতাবস্থায় যে, ফিরিশ্তাগণ সারি সারি দণ্ডায়মান থাকিবে;

وَجِاْيٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং সেইদিন জাহান্নামকে (নিকটে) আনা হইবে, সেইদিন ইনসান উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিন্তু এই উপদেশ তাহার কি উপকারে আসিবে ?

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾

২৫। সে বলিবে, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য ! যদি আমি এই জীবনের জন্য (কিছু ভাল কর্ম) অগ্রে পাঠাইতাম।'

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾

২৬। সুতরাং সেইদিন কেহই তাঁহার আযাবের মত আযাব দিতে পারিবে না।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং কেহই তাঁহার বাঁধার মত বাঁধিতে পারিবে না।

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

২৮। হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা!

ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

২৯। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾

৩০। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর,

وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

[১১] ১৪ ৩১। এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে।

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

৯০-সূরা আল্ বালাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২১ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ②

২। না, আমি এই শহরের কসম খাইতেছি—

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ③

৩। এবং তুমি অবশ্যই এই শহরে অবতরণ করিবে—

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ④

৪। এবং কসম পিতার এবং তাহার, যাহাকে সে জন্ম দিয়াছে,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ⑤

৫। নিশ্চয় আমরা ইনসানকে শ্রম-সহিষ্ণু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি ।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ⑥

৬। সে কি মনে করে যে, কেহ তাহার উপর আদৌ ক্ষমতাবান হইবে না ?

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ⑦

৭। সে বলে, 'আমি প্রচুর সম্পদ বিনাশ করিয়াছি ।'

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ⑧

৮। সে কি মনে করে যে, কেহই তাহাকে দেখে না ?

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ⑨

৯। আমরা কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুইটি চক্ষু,

وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ⑩

১০। এবং একটি জিহ্বা এবং দুইটি ঠোঁট ?

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ⑪

১১। এবং আমরা তাহাদিগকে (ভাল ও মন্দ) দুইটি পথ দেখাইয়া দিয়াছি ।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ⑫

১২। তথাপি সে উচ্চশিখরে আরোহণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে নাই,

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑬

১৩। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, উচ্চশিখর কি ?

فَكُّ رَقَبَةٍ ⑭

১৪। (উহা হইতেছে) গোলাম মুক্ত করা,

১৫ । অথবা, দুর্ভিক্ষ-কবলিত দিনে অন্ন দান করা,

أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ۝١٤

১৬ । (যথা) নিকটাত্মীয় এতীমকে,

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥

১৭ । অথবা, ভূলুণ্ঠিত মিস্কীনকে ।

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦

১৮ । অতঃপর, সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয় ।

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۝١٧

১৯ । ইহারাই ডান দিকের লোক ।

أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۝١٨

২০ । এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই বাম দিকের লোক,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ۝١٩

[১৫/২১] ২১ । যাহাদের উপর অবরুদ্ধ আগুন বর্ষিত হইবে ।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ۝٢٠

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

৯১. সূরা আশ্ শাম্স

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ②

২। কসম সূর্যের এবং ইহার প্রাতঃকালীন কিরণের,

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ③

৩। কসম চন্দ্রের, যখন ইহা উহার (সূর্যের) অনুগমন করে,

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ④

৪। কসম দিবসের যখন ইহা উহাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ⑤

৫। কসম রাত্রির, ইহা যখন উহাকে (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ⑥

৬। কসম আকাশের এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে (বিস্ময়কররূপে) সুগঠিত করিয়াছেন,

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ⑦

৭। কসম পৃথিবীর এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে সুবিস্তৃতি দান করিয়াছেন,

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ⑧

৮। কসম আত্মার এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে পূর্ণাঙ্গ-সুঠাম করিয়াছেন—

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ⑨

৯। অতঃপর তিনি ইহার প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন—উহার মন্দ পথ এবং উহার তাক্ওয়ার পথ,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ⑩

১০। সুতরাং যে ইহাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্যই সফল কাম হইয়াছে,

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ⑪

১১। এবং যে ইহাকে (মাটিতে) প্রোথিত করিয়াছে সে অকৃতকার্য হইয়াছে ।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ⑫

১২। সামূদ জাতি তাহাদের ঔদ্ধত্য বশতঃ (সমাগত নবীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ⑬

১৩। যখন তাহাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইল,

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٤﴾

১৪। তখন তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র রসূল বলিল, 'সাবধান হও, আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী সম্বন্ধে এবং উহার পানি পান করা সম্বন্ধে।'

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٥﴾

১৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং উষ্ট্রীর হাঁটুর রগ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে (ভূমিতে) একাকার করিয়া দিলেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٦﴾

১৬। এবং তিনি তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে কোন পরওয়াই করিলেন না।

১ [১৬] ১৬

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

৯২ সূরা আল্ লায়্ল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ②

২। কসম রাত্রির, যখন ইহা (বিশ্বচরাচরকে) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ③

৩। (এবং) কসম দিবসের যখন ইহা আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠে,

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ④

৪। (এবং) কসম ইহার যে, তিনি নর এবং নারী সৃষ্টি করিয়াছেন,

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ⑤

৫। 'নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন মুখী ।

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑥

৬। অতএব যে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করিয়াছে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়াছে,

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑦

৭। এবং তস্‌দীক (সত্যায়ন) করিয়াছে উত্তম বিষয়ের,

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ⑧

৮। আমরা অবশ্যই তাহার জন্য সহজ পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব,

وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ⑨

৯। কিন্তু যে কৃপণতা করিয়াছে এবং বেপরওয়া হইয়াছে,

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ⑩

১০। এবং যে উত্তম বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ⑪

১১। সেক্ষেত্রে অচিরেই আমরা তাহার জন্য ক্লেশের পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব ।

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ⑫

১২। এবং যখন সে ধ্বংস হইবে তখন তাহার ধন-সম্পদ তাহার উপকারে আসিবে না ।

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ⑬

১৩। নিশ্চয় হেদায়াত দানের দায়িত্ব আমাদের উপর রহিয়াছে ।

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾

১৪। এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল আমাদেরই আয়ত্বাধীন।

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾

১৫। অতএব আমি তোমাদিগকে এক জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলাম।

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾

১৬। চরম হতভাগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কেহই উহাতে প্রবেশ করিবে না,

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾

১৭। যে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾

১৮। কিন্তু মুত্তাকীকে উহা হইতে অবশ্যই দূরে রাখা হইবে,

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

১৯। যে নিজ সম্পদকে ব্যয় করে যেন সে আত্মশুদ্ধি লাভ করিতে পারে,

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾

২০। এবং তাহার দায়ীত্বে কাহারও এমন কোন অনুগ্রহ নাই যাহার বিনিময় তাহাকে দিতে হয়,

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

২১। তবে একমাত্র তাহার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভই তাহার উদ্দেশ্য হয়।

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾ ১ ২২। এবং তিনি অবশ্যই (তাহার প্রতি) সন্তুষ্ট হইবেন। ১৭

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ

৯৩ সূরা আয্ যোহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالضُّحٰى

২। কসম পূর্বাহ্নকালীন সূর্য-কিরণের ।

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى

৩। কসম রাত্রির, যখন ইহার অন্ধকার (চারিদিকে) ছাইয়া যায়,

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

৪। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্টও হন নাই ।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى

৫। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে পরবর্তী অবস্থা তোমার জন্য উৎকৃষ্টতর হইবে ।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

৬। এবং তোমার প্রতিপালক শীঘ্রই তোমাকে (সবকিছু) দান করিবেন যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে ।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى

৭। তিনি কি তোমাকে এতীম পান নাই এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেন নাই ?

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

৮। এবং তিনি তোমাকে (তোমার জাতির প্রেমে) আত্মহারা পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে (তাহাদের সংশোধনের জন্য) হেদায়াত দান করিয়াছিলেন ।

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى

৯। এবং তিনি তোমাকে অভাব-গ্রস্ত পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে সম্পদশালী করিয়াছেন ।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ

১০। অতএব যে কোন এতীম হউক, তুমি তাহার সহিত কঠোরতা করিও না,

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ

১১। এবং যে কোন প্রার্থীই হউক, তুমি তাহাকে তিরস্কার করিও না,

ع وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

১২। এবং (তোমার উপর) তোমার প্রতিপালকের যে সকল নেয়ামত আছে তুমি তাহা প্রকাশ করিতে থাক ।

১ [১২] ১৮

سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ مَكِّيَّةٌ

(آياتها ٩٤) (ركوعها ١)

৯৪-সূরা আল্ ইন্‌শেরাহ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ②

২ । আমরা কি তোমার জন্য তোমার বক্ষঃকে উন্মুক্ত করিয়া দিই নাই,

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ③

৩ । এবং তোমার বোঝা তোমার নিকট হইতে অপসারিত করিয়া দিই নাই,

الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ④

৪ । যাহা তোমার পৃষ্ঠ-দেশকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল ?

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑤

৫ । এবং আমরা তোমার স্মরণকে উন্নীত ও সম্মানিত করিয়াছি ।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥

৬ । নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে,

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑦

৭ । (হ্যাঁ) নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে ।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ⑧

৮ । অতএব যখন তুমি অবসর পাও, তখনই কঠোর সাধনায় ব্রতী হও ।

وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑨ ع

৯ । এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি (পূর্ণ একাগ্রতার সহিত) মনোনিবেশ কর ।

[১] ১৯

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ (৯৫)

৯৫- সূরা আত্ তীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ②

২ । কসম ডুমুর এবং জলপাইয়ের,

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ③

৩ । এবং সিনাই পর্বতের,

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ④

৪ । এবং এই নিরাপদ শহরের,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ⑤

৫ । নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি ।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ⑥

৬ । অতঃপর (অসৎকর্ম করিলে) আমরা তাহাকে হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দিই,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑦

৭ । সেই সকল লোক ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত প্রতিদান ।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ⑧

৮ । অতএব ইহার পর বিচার সম্বন্ধে তোমাকে কিসে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখান করে ?

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ⑨ ع

৯ । আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নহেন ?

১ ৩০ [৯]

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

(اٰياتها ١٩ ، رکوعها ١)

৯৬-সূরা আল্ 'আলাক্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ;

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ②

২। তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ③

৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ইনসানকে এক আঁঠাল জমাট রক্ত- পিণ্ড হইতে ।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ④

৪। তুমি পাঠ কর; কেননা তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত,

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ⑤

৫। যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন,

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑥

৬। যিনি শিক্ষা দিয়াছেন ইনসানকে উহা যাহা সে জানিত না ।

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ⑦

৭। কখনও নহে, ইনসান অবশ্যই সীমালংঘন করিতেছে,

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ⑧

৮। কারণ সে নিজেকে অভাব-মুক্ত মনে করে ।

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ⑨

৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের সমীপেই প্রত্যাবর্তন,

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ⑩

১০। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে নিষেধ করে,

عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ⑪

১১। (আমাদের) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে ?

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ⑫

১২। তুমি বল দেখি, যদি (আমাদের বান্দা) হেদায়াতের উপর অধিষ্ঠিত থাকে,

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ⑬

১৩। অথবা সে তাক্ওয়ার আদেশ দেয় ।

اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ⑭

১৪। তুমি বল দেখি, যদি সে (বারণকারী) মিথ্যা বলিয়া (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ?

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝١٤

১৫। সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ (সব কিছু) প্রত্যক্ষ করিতেছেন ?

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥

১৬। কখনও নহে, যদি সে বিরত না হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহার ললাটের কেশগুচ্ছ ধরিয়া হেঁচড়াইব—

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦

১৭। মিথ্যাবাদী, পাপাচারী-ললাটের কেশগুচ্ছ।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝١٧

১৮। সুতরাং সে তাহার পরিষদকে আহ্বান করুক।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝١٨

১৯। আমরাও (আমাদের) শাস্তির ফিরিশ্তাদিগকে আহ্বান করিব।

ع كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ۝١٩

২০। কখনও নহে, তুমি এইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করিও না, বরং তুমি সেজদা কর এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য অর্জন করিতে থাক।

সেজদা-১৪ [২০] ১/২১

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৬) (৯৭) (রুকূ ১)

৯৭ সূরা আল্ কাদ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ②

২। নিশ্চয় আমরা ইহাকে 'লায়লাতুল কাদ্‌রে' (ফয়সালার রাত্রিতে) নাযেল করিয়াছি।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ③

৩। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'লায়লাতুল কাদ্‌র' কি ?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ④

৪। 'লায়লাতুল কাদ্‌র' হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ⑤

৫। ইহাতে ফিরিশ্‌তাগণ এবং কামেল রূহ তাহাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযেল হয়।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑥

৬। (তখন) পূর্ণ শান্তি বিরাজমান হয়, ইহা বিরাজমান থাকে যে পর্যন্ত না ফজরের (উষার) উদয় হয়।

ع ১ [৬] ২২

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ

৯৮-সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ②

২। আহ্লে কিতাব ও মোশরেকদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা (অস্বীকার হইতে) বিরত হওয়ার পাত্র ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিত—

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ③

৩। আল্লাহ্র তরফ হইতে একজন রসূল যে (তাহাদের নিকট) পবিত্র কিতাবসমূহ আবৃত্তি করে,

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ④

৪। যাহার মধ্যে স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ⑤

৫। এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরেই বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হইয়াছে।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ⑥

৬। এবং তাহাদিগকে ইহা ব্যতিরেকে আদেশ দেওয়া হয় নাই যে, তাহারা কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করিবে, ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একনিষ্ঠভাবে, এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে এবং ইহাই (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত চির-স্থায়ী ধর্ম,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ⑦

৭। নিশ্চয় আহ্লে কিতাব এবং মোশরেকদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা জাহান্নামের আগুনে থাকিবে— তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে। ইহারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে— ইহারাই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝ ع

৯। তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে— চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ

৯৯- সূরা আয্ যিল্যাল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ②

২। যখন পৃথিবী ইহার (প্রচণ্ড) কম্পনে প্রকম্পিত হইবে,

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ③

৩। এবং পৃথিবী ইহার বোঝা বাহির করিয়া দিবে,

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ④

৪। এবং ইনসান বলিবে, 'ইহার হইল কি ?'

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ⑤

৫। সেদিন ইহা তাহার যাবতীয় সংবাদ বলিয়া দিবে,

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑥

৬। কেননা, তোমার প্রতিপালক ইহার প্রতি ওহী করিবেন,

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ⑦

৭। সেদিন মানুষ দলে দলে বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ দেখানো যায় ।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ⑧

৮। তখন কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও পুণ্যকর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ⑨

৯। এবং কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও মন্দ কর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে ।

ع ১ [৯] ২৪

سُوْرَةُ الْعَادِيَاتِ مَكِّيَّةٌ

১০০-সূরা আল্ আদিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ②

২। কসম উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বারোহী দলসমূহের,

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ③

৩। অতঃপর যাহারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বাহির করে,

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ④

৪। এবং যাহারা প্রভাত কালে আক্রমণ করে,

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ⑤

৫। অতঃপর উহার দ্বারা যাহারা ধূলি-মেঘ উড়ায়,

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑥

৬। এবং এতদ্‌সঙ্গে তাহারা সৈন্যব্যূহে ঢুকিয়া পড়ে ।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ⑦

৭। নিশ্চয় ইনসান তাহার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ ।

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ⑧

৮। এবং নিশ্চয়ই সে (নিজ আচরণ দ্বারা) ইহার উপর সাক্ষী ।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ⑨

৯। এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মহব্বতে অতি মাত্রায় আসক্ত ।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ⑩

১০। তবে সে কি জানে না যে, কবরে যাহা আছে তাহা যখন উত্থিত করা হইবে,

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ⑪

১১। এবং বক্ষঃদেশে যাহা কিছু (লুক্কায়িত) আছে উহা বাহির করিয়া আনা হইবে ?

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ⑫

১২। নিশ্চয়ই সেদিন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইবেন ।

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ (١٠١)

১০১-সূরা আল্ কারে'আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلْقَارِعَةُ ②

২। একটি গর্জনকারী মহাবিপদ !

مَا الْقَارِعَةُ ③

৩। সেই গর্জনকারী মহাবিপদ কি ?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ④

৪। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, সেই গর্জনকারী মহাবিপদ কি ?

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ⑤

৫। যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গ পালের ন্যায় হইবে,

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ⑥

৬। এবং পর্ব্বতগুলি হইবে ধুনিত পশমের ন্যায়,

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑦

৭। অতএব তখন যাহার (পুণ্য কর্মের) পাল্লা ভারী হইবে,

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑧

৮। সে আনন্দময় সন্তোষজনক জীবনে অবস্থান করিবে।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ⑨

৯। কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে,

فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ⑩

১০। পরিণামে তাহার জননী হইবে 'হাভিয়া'।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ⑪

১১। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে ইহা কি ?

نَارٌ حَامِيَةٌ ⑫ ع

১ [১২] ২৬ ১২। ইহা একটি লেলিহান অগ্নি।

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا ٨ (١٠٢) رُكُوْعُهَا ١)

১০২-সূরা আত্ তাকাসুর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ②

২। আধিক্য লাভের পরস্পর প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে (আল্লাহ্ হইতে) উদাসীন করিয়া দেয়,

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ③

৩। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরে পৌঁছ।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④

৪। কখনও নহে, অচিরেই (সত্যকে) তোমরা জানিতে পারিবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ⑤

৫। পুনরায় বলিতেছি ! কখনও নহে, অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑥

৬। কখনও নহে, হায় ! যদি তোমরা জ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে জানিতে;

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑦

৭। নিশ্চয় তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) জাহান্নামকে দেখিবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑧

৮। অতঃপর তোমরা অবশ্যই (পরকালে) পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে ইহা প্রত্যক্ষ করিবে।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ⑨ ع

৯। অতঃপর সেদিন তোমরা (তোমাদিগকে প্রদত্ত) নেয়ামতসমূহ সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে।

১ [৯] ২৭

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

(১০৩) (আয়াত) (রুকূ)

১০৩-সূরা আল্ 'আস্র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالْعَصْرِ ②

২ । কসম মহাকালের,

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ③

৩ । নিশ্চয় ইনসান বড় ক্ষতির মধ্যে আছে,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ④

৪ । তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, এবং তাহারা একে অপরকে সত্যের (উপর দৃঢ় থাকার ও ইহা প্রচার করার) তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আপদে) একে অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিকে থাকে ।

১ [৪] ২৮

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

(آيَاتُهَا ١٠٤) (رُكُوعُهَا ١)

১০৪-সূরা আল্ হোমাযা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ②

২ । দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর জন্য,

الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ③

৩ । যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহা বার বার গণনা করে ।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ④

৪ । সে মনে করে যে, তাহার ধন-সম্পদ তাহাকে অমর করিবে,

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ⑤

৫ । কখনও নহে, সে নিশ্চয় 'হুতামা'য় নিক্ষিপ্ত হইবে,

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑥

৬ । এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, 'হুতামা' কি ?

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑦

৭ । ইহা আল্লাহ্‌র লেলিহান আগুন,

الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ⑧

৮ । যাহা অন্তরসমূহের গভীরে গিয়া পৌঁছিবে ।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ⑨

৯ । নিশ্চয় ইহাকে চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে,

فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑩ ع

১০ । সুদীর্ঘ স্তম্ভ-সমূহে ।

[১০] ১/২৯

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

১০৫-সূরা আল্ ফীল

ইহা মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ○

২। তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ○

৩। তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পরিণত করিয়া দেন নাই ?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○

৪। এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন,

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○

৫। যাহারা (তাহাদের মৃত দেহগুলিকে ভক্ষণ করিতেছিল) কঙ্করজাত শক্ত পাথরের উপরে আঘাত করিয়া করিয়া ।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○ ع ১ ৩

৬। অতপর তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত খড়-কুটা সদৃশ করিয়া দিলেন ।

১ ৬ ৩০

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ

১০৬-সূরা আল্ কুরায়্শ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ②

২ । (তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের ধ্বংস করিয়াছিলেন) কুরায়্শদের (অন্তরে) অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য,

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ③

৩ । তাহাদের মধ্যে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য—

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ④

৪ । সুতরাং তাহাদের উচিত তাহারা যেন এই গৃহের প্রতিপালকের ইবাদত করে,

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ⑤ [১৫]

৫ । যিনি ক্ষুধায় তাহাদিগকে অন্ন দান করেন এবং ভয়-ভীতি হইতে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন ।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ

(١٠٧) آيَاتُهَا

১০৭-সূরা আল্ মা'উন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ②

২ । তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে দীনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে ?

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ③

৩ । বস্তুতঃ সে-ই ঐ ব্যক্তি যে এতীমদিগকে তাড়াইয়া দেয়,

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ④

৪ । এবং সে মিস্‌কীনদিগকে অন্ন দানে (লোকদের) উৎসাহিত করে না ।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ⑤

৫ । সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সকল নামাযীদের জন্য,

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑥

৬ । যাহারা তাহাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন,

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ⑦

৭ । যাহারা কেবল লোক দেখায়,

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑧ ع

৮ । এবং যাহারা দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্যাদি দিতে নিষেধ করে ।

[৮] ১ ৩২

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

১০৮- সূরা আল্ কাওসার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

২ । নিশ্চয় আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করিয়াছি ।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

৩ । সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর ।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

৪ । নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে ।

১ [৪] ৩৩

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

১০৯- সূরা আল্ কাফেরূন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ②

২। তুমি বল, 'হে কাফেরগণ!

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ③

৩। আমি সেইরূপে ইবাদত করি না যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর,

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ④

৪। এবং তোমরা সেইরূপে ইবাদত কর না যেইরূপে আমি ইবাদত করি,

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ⑤

৫। এবং আমি উহাদের ইবাদত করি না যাহাদের ইবাদত তোমরা কর,

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ⑥

৬। এবং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর না যাঁহার ইবাদত আমি করি,

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ⑦

৭। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।'

১ [৭] ৩৪

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

(١١٠)

১১০-সূরা আন্ নাস্‌র

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ②

২ । যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় আসিবে,

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ③

৩ । এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ④

৪ । সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রসংশাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ তওবা গ্রহণকারী ।

১
[৪]
৩৫

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

১১১-সূরা আল্ লাহাব

ইহা মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ②

২ । আবূ লাহাবের দুইটি হাত ধ্বংস হউক এবং সে নিজেও ধ্বংস হউক !

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ③

৩ । তাহার ধন-সম্পদ এবং যাহা সে উপার্জন করিয়াছে উহা তাহার কোন কাজে আসিল না,

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ④

৪ । সে অচিরেই লেলিহান অগ্নিতে দগ্ধ হইবে,

وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ⑤

৫ । এবং তাহার স্ত্রীও যে বার বার ইন্ধন বহন করিয়া আনে,

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑥

৬ । তাহার গলায় খর্জুর-আঁশের রশি পেঁচানো হইবে ।

১ [৬] ৩৬

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

১১২- সূরা আল্ ইখ্লাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ②

২ । তুমি বল, 'তিনিই আল্লাহ্ একক-অদ্বিতীয় ।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ③

৩ । আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্বনির্ভর-স্থল।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ④

৪ । তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই;

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ⑤ ع

৫ । এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই ।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

(١١٣)

১১৩-সূরা আল্ ফালাক্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ②

২। তুমি বল, 'আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই,

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ③

৩। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ④

৪। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট হইতে, যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে,

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ⑤

৫। এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকার-কারিণীদের অনিষ্ট হইতে,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑥

৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে, যখন সে হিংসা করে।'

১ [৬] ৩৮

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

১১৪- সূরা আন্ নাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ②

২। তুমি বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট,

مَلِكِ النَّاسِ ③

৩। যিনি মানুষের অধিপতি,

اِلٰهِ النَّاسِ ④

৪। মানুষের মা'বূদ,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ⑤

৫। গোপনে কুমন্ত্রণাদানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর অনিষ্ট হইতে,

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑥

৬। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়,

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑦ ع

৭। সে জিন্নের মধ্য হইতে হউক বা মানুষের মধ্য হইতে ।

[৭] ১/৩১

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْآنِ

কুরআন পাঠ সমাপ্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ
اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ
وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا
وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ
ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَ
عَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ
وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ
اٰنَآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ
حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার কবরে আমার অস্বস্তিকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত কর। হে আল্লাহ্ ! তুমি মহান কুরআনের বরকতে আমার উপর রহম কর এবং ইহাকে আমার জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ কর। হে আল্লাহ্ ! আমি ইহা হইতে যাহা কিছু ভুলিয়া গিয়াছি উহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং ইহার যাহা কিছু আমি অজ্ঞাত আছি উহা আমাকে শিখাইয়া দাও। এবং দিবারাত্রির বিভিন্ন মুহূর্তে ইহার তেলাওয়াতকে আমার জীবনোপকরণ করিয়া দাও। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক ! তুমি ইহাকে আমার জন্য দলীল স্বরূপ করিয়া দাও।